পথের শেষে

ও

ধর্ষিতা

নিশিকান্ত বসু রায়
Basu Roy, Nisikanta

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রাণাধিক

নির্ম্মলকুমার

মনু,

কত আব্দার তোমাব পূরণ ক'রতে পারি নি। সে সব এখন মনে হয় আর আমার মর্ম্ম পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

আজ তুমি কত দূরে—সর্ব্বপ্রকারে আমার নাগালের বাহিরে—একেবারে পথের শেষে চ'লে গিয়েছ। আর ত হাতে তুলে তোমাকে কিছু দিতে পারব না। তাই বুকের কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত যা তপ্ত-অশ্রু হ'য়ে বেবিয়েছে, তাই তোমার উদ্দেশে পাঠাচ্ছি—তুমি গ্রহণ করো—

তোমার - বাবা

চরিত্র

দুর্গাশঙ্কর রায়	...	জমিদার
নলিনী	...	ঐ পুত্র
যোগেশ	...	ঐ ভাগিনেয়
অনাদি	...	ঐ দেওয়ান
নিবারণ	...	ঐ কর্ম্মচারী
যজ্ঞেশ্বর	...	ঐ কর্ম্মচারী
শ্যামা	...	ঐ ভৃত্য
গোবিন্দ	...	নলিনীর ভৃত্য

শশীবাবু, শশীবাবুর বন্ধুগণ, নিধুখুড়ো, খাজাঞ্চি, জগা পাগলা
ডাক্তার, ইনস্পেক্টর ইত্যাদি

সুখদা	...	দুর্গাশঙ্করের ভগিনী
পারুল	...	নলিনীর স্ত্রী
রাধা	...	ভিখারিণী
ললিতা	...	নিবারণের শ্যালিকা

পথের শেষে

সামাজিক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল

পথের শেষে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায়ের বাটী—দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষ

প্রাচীর গাত্রে দুর্গাশঙ্কর রায়ের মৃতা পত্নীর নিজের ও পুত্রের তৈলচিত্র বিলম্বিত

দুর্গাশঙ্কর রায় একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছেন, তাঁর উদাস দৃষ্টি গবাক্ষপথে দূরে প্রান্তরে নিবদ্ধ। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রবীণ দেওয়ান অনাদিনাথ কথা বলিতেছেন। নিম্নতল হইতে মাঝে মাঝে প্রাণখোলা হাসির 'হো হো' শব্দ শুনা যাইতেছে। দ্বিপ্রহর তখনও অতীত হয় নাই

অনাদি। ব্যামো হ'তেই সরোজবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যাত্রা তাঁর আর রক্ষা নাই। সংসারে আপনার বল্‌তে এক বয়স্থা বিবাহযোগ্যা ভগ্নী; তাই রোগের যাতনার চেয়েও ভগ্নীর ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁকে বেশী কাতর করেছিল। শেষে যখন বুঝতে পারলেন যে আর রক্ষা নেই, তখন অনন্যোপায় হ'য়ে খোকাবাবুকেই তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে কর্‌তে এমন পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগলেন যে, খোকাবাবুর স্বীকৃত হওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। সে অবস্থায় প্রিয় বন্ধুর অন্তিম শয্যায় সেই কাতর অনুরোধ কেউই উপেক্ষা ক'র্‌তে পারে না—(দুর্গাশঙ্করের মুখ হইতে গড়গড়ার নল খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি অপলক দৃষ্টিতে অনাদিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন) তাড়াতাড়ি সব যোগাড় ক'রে গোধূলি লগ্নে যেমন বিয়ে হয়ে গেল অমনি সরোজবাবুর দেহত্যাগ হ'ল—

দুর্গাশঙ্করের মুখ দিয়া অস্ফুটভাবে "এ্যা" শব্দটা উচ্চারিত হইল। বজ্রাহতের ন্যায় নিজের অজ্ঞাতসারে আরামকেদারা হইতে উঠিয়া অধীরভাবে কয়েকবার কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া তিনি

দূরে গবাক্ষ পথে চাহিয়া রহিলেন। নিম্নতল হইতে প্রাণখোলা উচ্চহাসির 'হো হো' শব্দ শোনা গেল। বৃদ্ধ দেওয়ান কয়েক মুহূর্ত নতদৃষ্টিতে স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

বৌমাকে নিয়ে আজ খোকাবাবু ক'লকাতা রওনা হ'লেন। যাবার সময় আমায় বললেন যে, বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন যে আমি তাঁর অধম সন্তান। তাঁর চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি। কি ক'র্‌ব—আমার উপায় ছিল না। আপাততঃ আমি ক'লকাতায় যাচ্ছি—বাবার কাছে যাবার আমার আর মুখ নেই—তবে যদি তিনি এ অভাগাকে ক্ষমা করেন, তবে আবার তাঁর পদধূলি মাথায় ক'রে ধন্য হব।

নিম্নতল হইতে পুনরায় উচ্চহাসির ধ্বনি উত্থিত হইল। কয়েক মুহূর্ত কক্ষটি স্তব্ধ থাকিল। ধীরে দুর্গাশঙ্কর দেওয়ানের দিকে ফিরিলেন—দেওয়ান অনাদিনাথ ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে দেখিলেন যে প্রভুর চক্ষুর্দ্বয় ও মুখমণ্ডল আরক্তিম, নাসারন্ধ্র ক্রোধে কম্পিত হইতেছে

দুর্গা। শুনেছ অনাদি, ঐ যে নীচের তলা থেকে প্রাণখোলা উচ্চহাসির শব্দ আস্‌ছে—শুনছ তা? এ কেন জান—এ হাসির শব্দ কার জান?

অনাদি। আমি ত নৌকা থেকে উঠে সোজা আপনার কাছেই এসেছি।

দুর্গা। তবে শোন। আমার বাল্যবন্ধু শশিকান্তকে জান। দু'বছর পূর্ব্বে তার মাতৃশ্রাদ্ধে শশীদের বাড়ী গিয়েছিলেম মনে আছে?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। সেখানে শশীর মেয়েটি দেখে আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল। যেন পটে আঁকা একখানি দুর্গা-প্রতিমা। এখনও তার সেই ঢলঢলে সুন্দর মুখখানি আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। আর কি তার গুণ—পাঁচ দিন ছিলাম আমি অনাদি—ক্ষুদ্র বালিকা মায়ের মত নিপুণ হাতে আমার কি সেবাটাই না ক'রল—আর কি মধুর তার মুখের জ্যাঠামশাই ডাক—আমি মুগ্ধ হ'লেম—বুঝলে অনাদি, আমি একেবারে মুগ্ধ হ'লেম। আসবার পূর্ব্বে মেয়েটিকে পুত্রবধূ করবার জন্য শশীর নিকট চাইলেম—আমি চাইলেম—বুঝলে? শশী অবশ্য আনন্দে সম্মত হ'ল। আমার কাছে বেশী কিছু ছিল না—পাঁচ খান মোহর, হাতের হীরের আংটি আর ঘড়ির চেন—এই দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছিলেম—সে আজ নয়, দু'বছর পূর্ব্বে। বৈশাখ মাসে—হাঁ, এই ঠিক দু'বছর।

অনাদি। আজ্ঞে সে ত শুনেছি।

দুর্গা। হাঁ, আমি বাড়ী এসেই তোমাদের সবাইকে সে কথা বলেছি। খোকাও জানে—শুধু জান। কেন, কতবার এই দু'বছরে শশীর স্ত্রী ভাবী জামাই জেনে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে—তার বাড়ীর মেয়েছেলেরা অবাধে তার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। কবে এতদিন এ বিয়ে হয়ে যেত—শুধু খোকার পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে আমি ব'লে কয়ে শশীর স্ত্রীকে নিরস্ত রেখেছি। আর বেচারা শশী, তার বয়স্থা কন্যা—বাগদত্তা—আমার কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছে। ও:—আজ সে এসেছে আশীর্ব্বাদ ক'রতে—আমিই তাকে সংবাদ দিয়ে আনিয়েছি—

অনাদি। সে কি!

দুর্গা। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ২৯শে তারিখে আমি বিয়ের দিন স্থির ক'রে দিয়েছি। আমি, বুঝলে অনাদি, আমি নিজে পাঁজী দেখে দিন ঠিক করে দিয়েছি। ব'তে কি খরচ হবে, কত লোক খাবে, কাকে কাকে নিমন্ত্রণ ক'রবে—শশীর সংসারজ্ঞান ত কোন দিনই বড় একটা নেই—নিজের হাতে তাকে সব লিষ্টি ক'রে দিয়ে বাড়ীর ভেতর খাবার কি ব্যবস্থা হ'চ্ছে তাই দেখতে এসেছি, এর মধ্যে তুমি এসেছ। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া পায়চারি করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন) হতভাগার আসতে দেরী দেখে তাকে আনতে তোমাকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নি—পাছে তোমাদের আসতে দেরি হয়, পাছে ঠিক সময় তোমরা পৌঁছতে না পার, তাই ষোল দাঁড়ের বজরাখানা রাধানগরের ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। (পুনরায় ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন ও ক্ষণেক পরে বলিতে লাগিলেন) কন্যাদায় আজকাল কত বড় দায় জান ত। আমার কথার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তমনে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বেচারা আনন্দ-উৎসবে মেতে আছে—নীচের তলায় বসে মহাশান্তিতে কি প্রাণখোলা হাসিটাই হাসছে—কোন্ প্রাণে তার বুকে এখন আমি বজ্র হানব। কোন্ মুখে তাকে এখন আমি বলব যে, এ বিয়ে হবে না, তুমি ফিরে যাও—কেমন করে এ পোড়া মুখ এখন আমি তার সামনে বের করব—কেমন করে—বল—বল—বল—(নিজের মুখে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন) কুলাঙ্গার সব জেনে শুনে আমায় অপদস্থ করলে—আমার এই উঁচু মাথা হেঁট করালে—আমাকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, জোচ্চোর প্রতিপন্ন ক'রলে—(নিজের মুষ্টিবদ্ধ হস্ত

দংশন করিতে লাগিলেন ও অধীরভাবে পাদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন) পিতার সম্মানের চেয়ে বন্ধুর অনুরোধ বড় হ'ল! অধম সন্তান—অধম সন্তান—ক্ষমা ক'র্‌ব—ক্ষমা ক'র্‌ব—পদধূলি! (সহসা অনাদির দিকে ফিরিয়া) জান অনাদি, এর পরিণাম কি! এমন শাস্তি তাকে আমি দেব—এমন শাস্তি যা স্মরণ করে কোন দিন কোন পুত্র পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য না করে—পিতার অবাধ্য না হয়—পিতাকে অপদস্থ ক'রতে সাহস না করে—হাঁ। এমন শাস্তি—

অনাদি। খোকাবাবুর উপায় ছিল না—সে অবস্থায়—

দুর্গা। উপায় ছিল না কেন? সরোজকে সব খুলে বলে, অন্য কোন সুপাত্র—তার চেয়েও সুপাত্র দেখে সরোজের অনাথা ভগ্নীর বিবাহ দিলেই হ'ত—যত টাকা লাগত আমি হাসতে হাসতে দিতাম। তা হলেই সরোজ সন্তুষ্ট হ'ত। অনাদি, তুমি যা ভাবছ তা নয়—এ জেনে শুনে আমাকে অপদস্থ করা—জেনে শুনে। আচ্ছা অনাদি, শশীকে ডাক—

অনাদি। এখনই—

দুর্গা। (কঠোরস্বরে) যাও—

অনাদির প্রস্থান

উঃ—এই ছেলেকে কি ভালটাই না বেসেছি! কেন এতদিন ছাই-এর উপর রেখে বলি দিই নি—(সুধাময়ীর তৈলচিত্রের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়ায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন ও পরে বলিয়া উঠিলেন) হবে না—তা কখনই হবে না—হাত জোড় ক'রলেও না—কুলাঙ্গারকে আমি কখনই ক্ষমা ক'রব না। না—না—না—

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। বাবু, খাবার জায়গা কি পাশের ঘরে করব?

দুর্গা। কে—হাঁ—কি?

শ্যামা। খাবার জায়গা কোন্ ঘরে—

দুর্গা। না—না—কিছু ক'র্‌তে হবে না—সব আগুনে ঢেলে দে, রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে—জলে ভাসিয়ে দে—

শ্যামা। বাবু—

দুর্গা। আবার বাবু! কথা শুন্‌তে পাস্ নি হারামজাদা!

শ্যামাকে চপেটাঘাত। প্রহার খাইয়া অপ্রতিভভাবে শ্যামার প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া বন্ধুগণসহ শশী ও অনাদি প্রবেশ করিলেন। দুর্গাশঙ্কর তাঁহাদের দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গবাক্ষের দিকে সরিয়া গেলেন।

শশী। কই দেওয়ানজী, এই বেলা খোকাকে ডাক—শুভ আশীর্ব্বাদটা সেরে ফেলি—এর পর ত বারবেলা হবে; কই দাদা কোথায়?

অনাদি। আসুন বাবু, বসুন।

দুর্গাশঙ্কর সহসা ছুটিয়া আসিয়া শশাঙ্কের হাত দুইটি ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—

দুর্গা। শশী, শশী—ভাই, আমায় ক্ষমা কর। আমি জোচ্চোর—মিথ্যাবাদী—প্রতারক—চণ্ডাল—

নিজের চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন

শশী। এ কি! তুমি ক'রছ কি দাদা—কি ব'লছ—তুমি কি পাগল হলে!

দুর্গা। পা থেকে জুতো খোল—আপনারাও খুলুন—তারপর এই মিথ্যাবাদীর পিঠে—এই জোচ্চোরের মাথায় দমাদম্ মারুন—জোরে মারুন—রক্ত পড়া চাই—এই রক্তে কুলাঙ্গারের জন্ম হ'য়েছে কিনা।

শশী। ব্যাপার কি দেওয়ানজী! খোকা ভাল আছে ত?

দুর্গা। ভাল নেই! পালিয়ে গেছে—বাপের মুখে চুণকালি দিয়ে সাধের বৌ নিয়ে কলকাতায় মজুক ক'রছে!

শশী। বৌ নিয়ে!

দুর্গা। হাঁ বৌ নিয়ে। স্কুলমাষ্টার আদর্শ বন্ধু প্রীতি দেখিয়েছেন। পিতাকে অপদস্থ করে—পিতার মুখে চুণকালি দিয়ে প্রাণের বন্ধুর অনাথা ভগ্নীকে উদ্ধার করেছেন!

শশী। এ্যাঁ! (ধপ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন) তবে আমার উপায়! আমি যে তোমার কথার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আমার বয়স্থা মেয়ে—বাগদত্তা—আমার উপায়?

১ম বন্ধু। আর উপায়! কেমন, পূর্ব্বে বলেছিলাম না! এখন আহাম্মক, ফল ভোগ কর। বলেছিলাম না, যে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

২য় বন্ধু। এরকম যে হবে এ তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। মূর্খের

কথার উপর নির্ভর করে এই কলিকালে কেউ এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে! হাঃ হাঃ হাঃ—এটা যে কলিকাল হে—

শশী। দাদা—দাদা—আমার রেণুর দিকে চেয়ে আমায় দয়া কর। বাড়ী গিয়ে কি করে আমি এ কথা বলব! তারা যে সবাই জানে, যে রেণু তোমার পুত্রবধূ। দোহাই তোমার—তোমার পায়ে পড়ি দাদা—আমার উপর দয়া কর—

দুর্গা। ওঃ—অনাদি—অনাদি—আমি কি উত্তর দেব—কি ব'লব—আমি কি ক'রব—

শশী। দাদা, দাদা, যদি উপায় না কর আমি তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে ম'রব—আজ দু'বছর আনা যাওয়ায় কি রকম জানাজানি হয়েছে তুমি সব জান—আমি কি করে বাইরে মুখ দেখাব!

দুর্গা। শশী, ওঠ ভাই, তুমি আমার আবাল্য সহচর, প্রাণের বন্ধু! আমি নরাধম, আমায় ক্ষমা কর—দয়া কর। পিতার মুখ যে পুড়িয়েছে—পিতাকে যে অপদস্থ করেছে—এমন অপদার্থ কুলাঙ্গারের হাতে যে তোমার রেণু পড়েনি, সে তোমার পরম সৌভাগ্য। ভেবেছিলাম, ওঃ, যত সাধ আমার মনে ছিল—আমার মাকে ব'ল যে আমি তার অভাগা ছেলে—আর—আর—আমি বড় অভাগা. আমায় তোমরা ক্ষমা ক'র (কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল)।

শশী। ওঃ—

১ম বন্ধু। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চল হে—নৌকায় উঠিগে। যথেষ্ট হয়েছে—আর কেন!

দুর্গা। আমার একটি অনুরোধ—আমি আমার যা কিছু আছে—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোমার মেয়ের নামে দানপত্র করে দিচ্ছি—সেখানি আমার মায়ের বে'র সময় আমার হয়ে তাকে তুমি যৌতুক দিও।

১ম বন্ধু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

২য় বন্ধু। এইবার হাসিয়েছেন মশাই। গাছের গোড়া কেটে আগায় বেশ জল ঢালছেন ত! আপনার বাহাদুরী আছে!

১ম বন্ধু। শশীবাবুর মেয়ের বে দেবার টাকা যদি না জোটে, তবে আপনার কাছে ভিক্ষা করতে আসবেন বৈ কি! চল হে।

অনাদি। বাবু—বাবু—এই অসময়ে এই অবেলায় যাবেন! রান্না-বান্না—

১ম বন্ধু। সব হয়েছে। না? বাপু, তোমরা দেখছি কান কেটেও সুখী নও, আবার নুনের প্রলেপও দিতে চাও! চমৎকার ব্যবস্থা ত তোমাদের! চল—

শশীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—আমি কি ক'রব—বল! আমি কি ক'রব, দেওয়ালের গায়ে মাথা খুঁড়বো, না জানালা ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়ব। উঃ, এমন অপমান—

দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিলেন

অনাদি। বাবু—বাবু—যা হবার হয়ে গেছে—এখন স্থির হ'ন—স্থির হ'ন—

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—আমার মাথা ঘুরছে—পা কাঁপছে—

অনাদি দুর্গাশঙ্করকে ধরিয়া বসাইলেন

অনাদি। পাখা—পাখা একখানা—জল—জল শ্যামা—শ্যামা—

শ্যামা পাখা জল লইয়া আসিল। অনাদি দুর্গাশঙ্করের মাথায় জল দিতে লাগিলেন এবং শ্যামা বাতাস করিতে লাগিল

দুর্গা। (কিছুক্ষণ পরে) শ্যামা—

শ্যামা। বাবু!

দুর্গা। (পুত্রের তৈলচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ ছবিখানা নামিয়ে আন্ত! (শ্যামার তথাকরণ) এখনই ওখানা আগুন দিয়ে পোড়াবি আর সেই ছাই এনে আমায় দেখাবি।

শ্যামা। যে আজ্ঞে।

শ্যামা অনাদির দিকে চাহিল। অনাদি ইঙ্গিত করিলেন

ছবি লইয়া শ্যামা প্রস্থান করিল

দুর্গা। শোন অনাদি, আমার আদেশ, আজ থেকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে বা আমার জমিদারীর মধ্যে কেউ যেন সে কুলাঙ্গারের

নাম উচ্চারণ না করে। সে এ পরিবারের কেউ নয়—আমার বংশের কেউ নয়। আমার পুত্র নেই—মরেছে—মরেছে—

টলিতে টলিতে প্রস্থান

অনাদি। কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ত্রিশ বছর এ সংসারে নিমক খাচ্ছি। যদি পিতা-পুত্রে আবার মিল ঘটাতে পারি তবেই সে নিমকের মর্য্যাদা রাখলুম, নইলে আমার জীবন ব্যর্থ। দেখি এখন বাবুকে যদি কিছু খাওয়াতে পারি—এ বয়সে এত বড় আঘাত—সামলে উঠতে পারলে হয়।

প্রস্থান

অতি সন্তর্পণে যোগেশ, তৎপশ্চাতে তাহার মাতা সুখদা প্রবেশ করিল

যোগেশ। শুনলে সব?

সুখদা। হ্যাঁ।

যোগেশ। কেমন এই সুযোগ?

সুখদা। সুযোগ ত—কিন্তু—

যোগেশ। কিন্তু!

সুখদা। তার সদ্ব্যবহার করবে কে?

যোগেশ। কেন আমি?

সুখদা। তুমি! এমন একটা জমিদারী তোমার ছিল না! তুচ্ছ একটা মেয়েলোকের জন্য এমন তুমি মেতে উঠলে যে, এক সর্ব্বনেশে মকদ্দমায় ক'দিনে তোমার সব ফাঁক হয়ে গেল। ফকির হয়ে আজ তুমি মাতুলের অন্নদাস। আর তোমার গর্ভধারিণী আমি—আমি—ভাইয়ের সংসারে বাঁদীর বাঁদী।

যোগেশ। জমিদারী গিয়েছে বটে কিন্তু যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তা'তে এখন এমন বিশটে জমিদারী ক'রতে পারব না।

সুখদা। অভিজ্ঞতায় পেট ভরে না—অভিজ্ঞতায় পেট ভরে নি—অভিজ্ঞতায় পেট ভরছে না। পেট ভরতে চাই টাকা—বেঁচে থাকতে চাই টাকা শুধু টাকা।

যোগেশ। আচ্ছা, এবার তুমি দেখে নিও। এবার একটা হিল্লে না লাগিয়ে আমি ছাড়ছি না—

সুখদা। দিনরাত নেশা ভাঙে ডুবে থেকে! ওঃ যোগেশ, মামার দোরে দু'মুঠো ভাতের জন্যে পড়ে থাকতে লজ্জা হয় না! তোর মা আজ দাসী বাঁদীর অধম হ'য়ে তিন বেলা ভাইয়ের সংসারে হেঁসেলের হাঁড়ি ঠেলছে - তোর শরীরে কি মানুষের রক্ত নেই!

যোগেশ। সে ত যা হবার হ'য়ে গেছে মা! এখন দাওটা যাতে লেগে যায় তার ব্যবস্থা কর।

সুখদা। আমি ব্যবস্থা ক'রেছি।

যোগেশ। হাঁ? সত্যি? তুমি ইচ্ছে করলে দিনকে রাত করতে পার। তোমার পায়ে পড়ি মা, এ সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় তবে আমি প্রাণে বাঁচব না। চমৎকার সুযোগ মা শুনছি, বুড়ো আর বেশী দিন নন্দীদার মুখ দেখবেন না -

সুখদা। এই বেগ টিকলে ক... একমাত্র ছেলে - তাতে মা হারা। দু'দিনে এ বাড়ীগুলো তোর হ'য়ে যাবে।

যোগেশ। হাঁ মা, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, সেই জন্যই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি মা! বাপ বেটার মধ্যে পাকাপাকি বেড়া তৈরী করতে হবে— বুঝেছ?

সুখদা। আমি তো অনেক দিন আগেই বুঝেছি, বুঝেই তোকে এখানে নিয়ে এসেছি।

যোগেশ। এ্যাঁ, বল কি! তোমার কি বুদ্ধি মা! এত দূর ভেবে তুমি কাজ কর!

সুখদা। তুই ত মামার দোরে এখানে আসতে চাইছিলি না। কেমন এখন?

যোগেশ। তুমি যা আমার মা, তা কি আগে দেখেছি মা! তুমি পারবে মা - ঠিক পারবে।

সুখদা। দেখা যাক, কিন্তু তুই কি নেশা ভাঙ ছেড়ে আমার কথা মত চলতে পারবি?

যোগেশ। পারব মা—নিশ্চয় পারব।

নেপথ্যে দুর্গাশঙ্কর। অনাদি! অনাদি! অনাদি আছ? ওরে কে আছিস অনাদিকে একবার উপরে আসতে বল্ ত।

যোগেশ। সর্ব্বনাশ, মামাবাবু যে এদিকেই আসছেন। মা, পালাও—পালাও—

সুখদা। পালাবি কিরে! তবে ত তুই সবই করেছিস্। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্।

দুর্গা। কে কথা কইছে—অনাদি? কে? সুখি—যোগেশ।

দুর্গাশঙ্করের প্রবেশ

সুখদা। হাঁ দাদা—আমি আর যোগেশ।

দুর্গা। কি?

সুখদা। (যোগেশকে) বল্ না মুখ ফুটে। এত ভয় তোর কিসের বাছা—নিজের মামা—মায়ের সহোদর, এমন আপনার জন আর তোর কে আছে বল্ ত!

দুর্গা। কি সুখি?

সুখদা। এই তোমার যোগেশ, আমাকে গিয়ে বল্ছে যে, মামাবাবু সেদিন ব্যামো থেকে উঠেছেন, এত বেলা হল—এখনও তাঁর পেটে কিছু পড়ল না—দেখ মা, ব'লে ক'য়ে একটু গরম দুধ অন্ততঃ যদি তাঁকে খাওয়াতে পার। সাহস ক'রে নিজে বলতে পারছে না—তাই আমায় ডেকে এনেছে। দাদা, একটু গরম দুধ আন্‌ব? বেলাও—

দুর্গা। না, কিছু না। অনাদি—অনাদি—শ্যামা, অনাদি কি বাড়ী গিয়েছে?

নেপথ্যে শ্যামা। দেওয়ানজী যাচ্ছেন কর্ত্তাবাবু—

অনাদির প্রবেশ

অনাদি। আমায় ডাক্‌ছিলেন?

দুর্গা। হাঁ। তুমি বলছিলে না যে কুলাঙ্গারটা সস্ত্রীক কোলকাতায় গিয়েছে?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। কোলকাতায় গিয়ে নিশ্চয়ই আমার বাড়ীতে উঠেছে—কি বল? নিশ্চয়—নইলে আর যাবে কোন চুলোয়!

অনাদি। অন্য কোথাও উঠতে পারেন। যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার

অনুমতি হলে আমি তাঁকে খুঁজে বের ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারব।

দুর্গা। রতনগাঁয়ে আজ সন্ধ্যার গাড়ী ধরা যাবে?

অনাদি। বড় বজরা ঘাটে রয়েছে—এখনই রওনা হলে ধরতে পারব।

দুর্গা। এখন যাবে! কাল রাত থেকে তোমার খাওয়া হয় নি—

অনাদি। তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না বাবু—আপনার অনুমতি পেলে আমি নাচতে নাচতে বজরায় গিয়ে উঠব।

দুর্গা। আজও ত খাওয়া হবে না—

অনাদি। আমি বামনের ছেলে বাবু—উপোস দেওয়া আমার খুব অভ্যাস আছে। আর পথে জল-টল খাবার ত সুবিধা আছে। আমার কোন কষ্ট হবে না।

দুর্গা। বেশ, তা হলে এখনই কোলকাতায় রওনা হও।

অনাদি। যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত ও যাইতে যাইতে) বৌমা ছেলেমানুষ—তাঁকে ত আর ঝি চাকরের উপর ভরসা করে একা রেখে আসা যাবে না—(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাকেও অবশ্য নিয়ে আসতে হবে—

অনাদির পূর্ব্বোক্ত কথা বলিবার সময় দুর্গাশঙ্কর অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন। যোগেশ মাতার দিকে চাহিয়া হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করিল। অনাদি দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া প্রভুর অনুমতির জন্য একবার ফিরিয়া চাহিলেন। দুর্গাশঙ্কর শরীরটাকে নাড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে ডাকিলেন—

অনাদি—শোন!

অনাদি প্রভুর দিকে এক পদ অগ্রসর হইলেন। দুর্গাশঙ্কর কক্ষ মধ্যে কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন পরে বলিলেন—

যদি তাদের আমার বাড়ীতে দে—

আবার কিছুক্ষণ থামিলেন ও কয়েক পদ হাঁটিলেন—পরে স্ত্রীর তৈলচিত্রের দিকে তাকাইলেন—স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, একবিন্দু অশ্রু নয়ন কোণে ফুটিয়া উঠিল। দেহখানি একবার কাঁপিয়া উঠিল। পরে যেন কঠোর সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—

না—না—না—

অনাদি। বাবু--

দুর্গা। হাঁ—যা বলছিলাম, যদি তাদের আমার বাড়ীতে দেখ, তবে সেই মুহূর্ত্তে তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে—

অনাদি। বাবু—বাবু--

দুর্গা। (হস্তের ইঙ্গিতে স্তব্ধ করিয়া) যদি সহজে না যায় তবে দারোয়ান দিয়ে---

অনাদি। বাবু, আজ দুদিন আমি উপবাসী। ক্ষুধায় আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—আজ আমি কোন মতেই কোলকাতা যেতে পারব না---

দুর্গা। তাদের বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে আমায় খবর দিবে। যতক্ষণ তোমার খবর না পাব আমি জলস্পর্শ ক'রব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ---

সুখদা। দেওয়ানজী আর দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এখনই যাও—শীঘ্র যাও—দাদার আমার যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, তারা না গেলে ত জলটুকুও স্পর্শ ক'রবেন না। এই রোগা শরীরে উপবাসী থাকলে কেমন করে দাদা আমার প্রাণে বাঁচবেন। যাও যাও দেওয়ানজী এখনই বার কর গে---

অনাদি। তোমরা কি দিদি এই বামুনের ছেলেটাকে খেতে না দিয়ে মারবে মনে ক'রেছ?

যোগেশ। এই ত আপনি বললেন, আপনার কোন কষ্ট হবে না।

অনাদি। যখন বলেছিলাম বাবাজী, তখন এতটা বুঝতে পারি নি; কিন্তু চলতে গিয়ে এক পা উঠতেই চোখে অন্ধকার দেখছি। যাবার সময় পড়ছিলাম দেখেছ ত, ভাগ্যিস চেয়ারখানা নিকটে ছিল তাই রক্ষে।

সুখদা। তবে—তবে কি উপায় হবে? ও যোগেশ—ওরে দাঁড়িয়ে শুনছিস্ কি! আমার দাদার যে, যে কথা সেই কাজ। দেওয়ানজী যেতে না পারেন—আর কাকেও পাঠাও—না হয় তুই নিজে যা—আমার দাদার প্রাণটুকু বাঁচা। তোদের কি! আমার যে মায়ের পেটের ভাই—রক্তের সম্বন্ধ—আজ গাড়ী ধরতে না পারলে আরও একদিন দেরি হবে—তা হলে দাদা কিছুতে প্রাণে বাঁচবে না—শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে—আমি

তা কেমন ক'রে চোখে দেখব—কোন্ প্রাণে সহ্য ক'র্‌ব—আমার মরণ হয় না—

যোগেশ। মামাবাবুর জীবন অপেক্ষা প্রিয় আমার আর কি আছে। প্রাণ দিয়েও যদি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রতে পারি, তা ক'র্‌তেও আমি প্রস্তুত।

সুখদা। তাই ত বলি—রক্তের টান—রক্তের সম্বন্ধ—

দুর্গা। তুমি যখন যেতে পারছ না অনাদি, তখন যোগেশকেই পাঠাই।

সুখদা। যোগেশ! দেখিস্ বাবা, ভার করতে ভুলিস্ না—তোর হাতে কিন্তু আমার দাদার প্রাণটুকু।

যোগেশ। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—মামাবাবুর আদেশ মত কাজ না ক'রে জল গ্রহণ ক'রব না।

সুখদা। বেঁচে থাক বাছা! মা কালী তোর সুমতি দিন—মামার উপর জন্ম জন্ম যেন তোর এমনি ভক্তি থাকে।

অনাদি। (স্বগত) ছেলের মায়াটা আজ দেখছি বড্ড বেড়ে গেছে। হুঁ, পথের কাঁটা! বেশ, দেখা যাক, ত্রিশ বছরের নিমকের কোন মূল্য আছে কি না।

দুর্গা। আমি তাদের একেবারে পথের ভিখারী ক'রে দিতে চাই না। তাতে আমারই কলঙ্ক। খোকার বাপের জন্মেছে না। তার মায়ের যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, সে টাকা তার নামেই আমি জমা করে দিয়েছি—বইও তার কাছে আছে। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিলেন—পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন) তার কুলাঙ্গারকে ব'ল যে সে আমার ত্যাজ্য পুত্র—আজ থেকে তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। সে এই রায়বংশের কেউ নয়। যদি তার কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, যদি তার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে, তবে যেন আমার নামে বা আমার বংশের নামে সে তার পরিচয় না দেয়।

সুখদা। (স্বগত) মধুসূদন! বাবা তুমিই সত্য। (ছুটিয়া পাখা আনিয়া দুর্গাশঙ্করকে বাতাস করিতে লাগিলেন) (প্রকাশ্যে) আহা হা—ছেলেটা ছিল দাদার প্রাণ—

দুর্গা। চুপ! হাঁ, তাকে আরও ব'ল যে আমার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আছে—আমার এই বিশাল জমিদারী—এর কিছুই সে পাবে না। আমি

তাকে কিছুই দেব না। (সুখদা আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিল) তবে আমার বংশজাত হ'য়ে অন্নাভাবে সে কোন নীচ কাজ করলে— রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা ক'রলে বা মোট বইলে আমারই উঁচু মাথা হেঁট হবে, শুধু এই জন্যই আমি তাকে এই দশ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি; আর আমি ব্যবস্থা করে যাব, আমার জমিদারীর আয় থেকে সে আর তার উত্তরাধিকারিগণ মাসিক একশত টাকা ভাতা পাবে।

যোগেশ। যে আজ্ঞে।

দুর্গা। এখন রওনা হ'তে পার।

অনাদি। আজ্ঞে, যোগেশ বাবাজী হাজার হ'লেও ছেলেমানুষ—কাজগুলি সব জটিল—

দুর্গা। তুমি ত যেতে পারছ না।

অনাদি। আজ্ঞে, তা তা আপনার আদেশ—কষ্ট হ'লেও যেতে হবে বৈ কি।

যোগেশ। (স্বগত) বুড়ো দেওয়ানটা আবার একটা ল্যাঠা বাধাবে না ত। দরদের বালাই নিয়ে মর! বাপ দিচ্ছে দূর করে, ওর প্রেমসিন্ধু একেবারে থৈ থৈ ক'রে উথলে উঠেচে। (প্রকাশ্যে) আপনাকে এ অবস্থায় পাঠিয়ে শেষে কি মুস্কিলে প'ড়ব দেওয়ানজী—

অনাদি। (স্বগত) গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে।

সুখদা। না—না—দেওয়ানজীর গিয়ে কাজ নেই। বুড়ো মানুষ আজ দু'দিন উপবাসী, শেষে রাস্তায় আবার একটা—

অনাদি। কোন চিন্তা নেই দিদি—এ পাকা হাড়। কত ঝড় তুফান পাড়ি দিয়ে এসেছে—আর যদি একান্তই মরি, তোমাদেরই অন্নে এ শরীর— আমার স্বর্গ লাভ হবে।

সুখদা। (স্বগত) তাই ত—এখন উপায়! তাড়ান দূরে থাক দেওয়ানটা হয় ত সঙ্গে ক'রেই নিয়ে আসবে—কোন মতে একবার চোখোচোখি হ'লেই সর্ব্বনাশ। কি করি—কি করি—

অনাদি। আর দেরী ক'রলে গাড়ী পাওয়া শক্ত হবে বাবু—

সুখদা। এ অবস্থায় তোমাকে ত আমরা একা ছেড়ে দিতে পারি না। দাদা, যোগেশকে দেওয়ানজীর সঙ্গে পাঠালে হয় না—

দুর্গা। হাঁ, অনাদি যোগেশকে সঙ্গে নাও।

সুখদা। (স্বগত) যাক্, তবু কতক রক্ষে—

দুর্গা। এখন তোমরা যেতে পার।

অনাদি। যে আজ্ঞে। বাবু—

দুর্গা। কি অনাদি?

অনাদি। আজ ত্রিশ বছর আপনার সংসারে চাকরি ক'রছি—আপনার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি, কোন দিন ভুলেও আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি নি, আপনার আদেশ অমান্য করি নি—

দুর্গা। অনাদি, এই জীবনের বেচা-কেনায় তুমিই আমার একমাত্র লাভ।

অনাদি। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আপনার আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব। আপনি স্নানটা সেরে যা হয় কিছু মুখে দিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত ক'রে দিন বাবু—

দুর্গা। অনাদি!—বুকের হাড় পাঁজরগুলো চিবিয়ে খেলাম না—আরও খাব।

প্রস্থান

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ! যোগেশ বাবাজী, তবে প্রস্তুত হ'য়ে এস। আমি এগোই—

প্রস্থান

সুখদা। (নিম্নস্বরে) এ সুযোগ জীবনে কিন্তু দু'বার হবে না যোগেশ।

যোগেশ। সে তুমি দেখে নিও। তোমার কি বুদ্ধি মা, খুব রক্ষে ক'রেছ।

সুখদা। এখনও কিছু হয় নি—এ ত শুধু গোড়া-পত্তন। এখনও ঢের বাকী। আয় আমার সঙ্গে, কি ক'রতে হবে ব'লে দিগে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

দুর্গাশঙ্করের কলিকাতার বাটী। দ্বিতলের একটি কক্ষ

উন্মুক্ত-দ্বারপথে ভিতর-বাটীর দিকে রেলিং দেওয়া ঝুল-বারান্দা দেখা যাইতেছে। পার্শ্বের খড়খড়ি দেওয়া জানালা বন্ধ আছে। অন্য পার্শ্বের জানালা খোলা আছে—সে জানালা দিয়া নিম্নের রাজপথ দেখা যায়। কক্ষটিতে খাটবিছানা, চেয়ার আছে। বেলা নয়টার বেশী হয় নাই।

পারুল ও তৎপশ্চাতে তাহার অঞ্চল টানিতে টানিতে নলিনীর প্রবেশ

পারুল। ছাড়—ছাড়—আঃ হাঃ—কি যে কর—

নলিনী। (সহাস্যে) কি করি?

পারুল। এই দিনের বেলা—

নলিনী। আমি কি বলেছি যে এখন দুপুর রাত্রে—

পারুল। কেউ দেখবে

নলিনী। ওঃ, তাই বল। এই জন্য আজ দুদিন পাড়ার যত লোক তোমার জানালার গোড়ায় আড়ি পেতে পড়ে আছে।

পারুল। কেন বিয়ে কি নেই—গোবিন্দ নেই—

নলিনী। থাকে থাক। আমি স্পষ্ট উত্তর চাই। তুমি তোমার ঐ মান্ধাতার আমলের পচা পুরানো সাড়ে পাঁচ হাত ঘোমটা সহজে খুলবে, না আমি লোকজন ডেকে জোর ক'রে খোলাব?

পারুল। লোকজন ডাকবে কি—ও মা, সে কি!

নলিনী। কি ক'রব বল—তোমার ঐ ঘোমটা রাক্ষসীকে দেখে দেখে আমার হৃদ্‌রোগ হবার উপক্রম হয়েছে—আজ ওকে গঙ্গাপার ক'রে তবে আমার অন্য কাজ।

পারুল। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—আমার যে ভারী লজ্জা করে—

নলিনী। বে'র আগে এ লজ্জা কোথায় ছিল—তখন ত—

পারুল। যাও—আমি কিন্তু চলে যাব—

নলিনী। যাও দেখি—

পারুল। ধরে রেখেছ যে

নলিনী। দেখ, এখনও ঘোমটা খোল বলছি। তা না হলে—

পারুল। আমার বড় লজ্জা করে, আমি পারব না।

নলিনী। পারবে না? আমি আজ কিছুতেই ছাড়ব না। ঐ বিন্দেকে ডাকব—গোবিন্দকে ডাকব—

পারুল। ওমা! সে কি!

নলিনী। খুললে না এখনও! ডাকি—তবে ডাকি! ও—ও—ও—

পারুল। কর কি! কর কি! তোমার পায়ে পড়ি।

নলিনী। পায়ে পড়লে কি হবে! আজ আমি একটা কাণ্ড বাধাবই। ওরে—ও বিন্দে—ও—

পারুল। না—না—না এই যে—এই যে—

নলিনী। এই দেখ দেখি। এমন মুখখানি কি ঢেকে রাখবার?

পারুল। যাও—তুমি বড় দুষ্টু—

নলিনী। পারুল।

পারুল। কি?

নলিনী। তোমার দাদার জন্য বড় মন কেমন করে—না?

পারুল। তুমি কাছে না থাকলে আরও বেশী ক'রত।

নলিনী। স্বর্গের দেবতা সে, স্বর্গে গিয়েছে। তার কথা ভাবলে তার আত্মা কিন্তু কষ্ট পাবে। মহাশান্তিতে সে গিয়েছে—দেখেছিলে না, মরবার সময় কি শান্তির হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল—

পারুল। সে হাসি ত তাঁর মুখে তুমিই ফুটিয়েছিলে।

নলিনী। আমি!

পারুল। হাঁ—তুমি। তুমি যদি এ অভাগিনীকে চরণে স্থান না দিতে তবে মরণের পরপারে গিয়েও কি তাঁর আত্মা শান্তি পেত। ও কথায় ভুলিয়ে আমায় এতক্ষণ আটকে রেখেছ—কি দুষ্টু তুমি! ছাড়—ছাড়।

নলিনী। ছাড়তে পারি এক সর্ত্তে—

পারুল। কি?

নলিনী। আর কখনও আমার কাছে অত বড় ঘোমটা দিয়ে আসবে না—

পারুল। সে কিন্তু যখন আমরা একলা থাকব।

নলিনী। হাঁ, যখন আমরা দু'জনে একলা থাকব। কি, রাজী?

পারুল। হুঁঃ —

নলিনী। ঠিক ত?

পারুল। খুব।

নলিনী। আচ্ছা যাও। কি হাফ ছেড়ে বাঁচলে? ওকি, উঁহুঃ, না না অতখানি নয়, এদিকে এস, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটুকু, এর বেশী নয় কিন্তু—

পারুল। তা হ'লে এইবার ছুটি—

নলিনী। আচ্ছা, মঞ্জুর। আমিও একবার বেরোব—

পারুল। এত বেলায় আবার কোথায় বেরোবে! রান্না কিন্তু হয়ে গেল —কালকের মত দেরি ক'র না—সকাল সকাল এস!

নলিনী। এই ত! লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে ত ভাল করি নি। এই ত শাসন সুরু হল—

পারুল। যাও।

হাসিতে হাসিতে নলিনী কক্ষের বাহিরে গেল ও বারান্দায় দাঁড়াইয়া পাশের গবাক্ষের খড়খড়ি খুলিয়া পারুল কি করে দেখিতে লাগিল। পারুল নলিনীর গমনপথে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল—

দেবতা, তুমি যদি দয়া করে চরণে স্থান না দিতে, তবে স্রোতের তৃণের মত ভাসতে ভাসতে কোথায় যেতাম কে জানে!

গড় হইয়া নলিনীর উদ্দেশে প্রণাম করিল

নলিনী। (হো হো করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া বলিল) আমি সব শুনেছি— সব দেখেছি—

পারুল। (থতমত হইয়া) এঁ্যা—এসব কিন্তু ভারী অন্যায়—

নলিনী। (বাহিরে দাঁড়াইয়া দরজার ভিতরে মুখ বাড়াইয়া) বাঃ রাগলে যে আরও চমৎকার দেখায়—

পারুল। যাও, সত্যি বলছি কিন্তু—

নলিনী। এবার সত্যি যাচ্ছি কিন্তু—

পারুল। কি লজ্জা! সব দেখে ফেলেছেন—আর এত দুষ্টু! আজ আমি কিছুতেই কথা বল্‌ব না—কাছেও যাব না—

নেপথ্যে রাধা গাহিয়া উঠিল—

ব্রজরাজ-নন্দন বৃন্দাবন বন
মণ্ডিত মালতী মালে

কে গাইছে?

নেপথ্যে নলিনী। ওরে ও বিন্দে বষ্টুমীকে উপরে পাঠিয়ে দে ত, একা আছে।

বিন্দে। এমন সময়ে বেরুচ্ছ বাবু?

নলিনী। এখনই ফিরব রে—

বিন্দে। ওগো ও বষ্টুমী, ওপরে যাও—

রাধা। কোন্ পথে গা?

বিন্দে। ঐ সোজা চলে যাও—

পারুল। এতক্ষণে রাস্তায় বেরিয়েছেন—জানালা দিয়ে ত দেখা যাক্। (জানালা খুলিয়া দেখিয়া)—ওমা! ছি! ছি! আমি কি জানতুম যে তিনিও পেছন ফিরে তাকাবেন! দু' দু'বার ধরা পড়লেম—

দ্বার সম্মুখে আসিয়া রাধা বলিল—

কই গো গিন্নীমা—গিন্নীমা গেলেন কোথায়? কই গো ঝি, তোমাদের গিন্নীমা কোথায়? (পারুল রাধার কথা শুনিয়াই লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাড়াইয়াছে।

নেপথ্যে বিন্দে। ঐ ত উপরেই আছেন। বৌমা সাড়া দাও না বাছা।

রাধা। তুমি এই বাড়ীর গিন্নী নাকি? নূতন গিন্নী না বুঝি—তা বুঝেছি, তা ভাই আমি মেয়েমানুষ তার ভিখারী—আমার কাছে অত লজ্জা কেন? (পারুল ঘোমটা খুলিল) বাঃ—বড় সুন্দর ত তোমার মুখখানা—

পারুল। নিজের মুখখানা আরশীতে বুঝি কখনও দেখ নি! তুমি দোর-[redacted]য়ে রইলে—ভিতরে এস না ভাই—

[redacted]শ আছি; তুমি গান শুনবে না?

পারুল। গাও—

রাধার গীত

ব্রজরাজ-নন্দন বৃন্দাবন-চন্দন
মণ্ডিত মালতী মালে।
অগুরু চন্দন অঙ্গে বিলেপন
শিরে শিখণ্ডক দোলে॥
অঞ্জন গঞ্জন কমল লোচন
চান্দ উজোরি বদ হাস॥
শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল,
পিন্ধন পিঙ্গল বাস॥
বিম্বাধর পর, মুরলী উচর
রাধা রাধা বুলি বুলে।
রাঙ্গা উৎপল, চরণ যুগল
মঞ্জুল মঞ্জীল খেলে॥

পারুল। বাঃ কি মিষ্টি গলা! তোমার বৈষ্ণবও এসেছে না কি?

রাধা। আমি নিজেই যে বৈষ্ণব নই—বৈষ্ণব পাব কোথায়?

পারুল। আচ্ছা ভিখারিণী, তোমার ভিখারী আছেন ত?

রাধা। আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা ক'রচ, তিনি ভিখারী হবেন কেন! তিনি যে রাজ-রাজেশ্বর।

পারুল। তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারছি না। এস না ভাই ঘরের ভিতর।

রাধা। আমার যে জাত গিয়েছে—

পারুল। তা যাক্, আমার ঘরে এমন কিছু নেই যা তুমি এলে অপবিত্র হবে। এস—

রাধা। দেখ ভাই গিন্নী, বাড়ী বাড়ী যাই—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে গান গাই। কেউ অনুগ্রহ ক'রে একটা আধটা কথা বলে, কেউ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—দয়া ক'রে যে যা দেয়, নিয়ে চলে আসি। তোমার মত এমন জুলুম ক'রতে ত কাউকে দেখি নি—

পারুল। আমি যে ভাই নূতন গিন্নী, এখনও ত গিন্নীপনা শিখতে পারি নি—

রাধা। যদি না শিখতে পার—শিখ না; প্রাণটা অমনি কাঁচা থাক। গরীবের উপর এমনি দরদ চিরকাল রেখ।

পারুল। কই তুমি এলে না?

রাধা। তবে এ ভিক্ষের ঝোলাটা দোরগোড়ায় রেখে আসি। এটা সঙ্গে থাকলে ত আমি তোমার সঙ্গে মন খুলে আলাপ ক'রতে পারব না। ও কেবলই খোঁচা দিয়ে আমায় মনে করিয়ে দেবে যে, তোমাতে আমাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পার্থক্য—তুমি স্বামী সোহাগিনী—স্বামীর আদরিণী—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহিণী—আর আমি অভাগিনী, কাঙ্গালিনী—পথের ভিখারিণী—

রাধা দ্বারের নিকট ঝুলি রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল আর পারুল একখানি আসন পাতিয়া তাহাকে বসিতে দিল ও অপরখানায় নিজে বসিল

পারুল। এখানে ব'স—

রাধা। তুমি যে আমায় জামাইয়ের আদর আরম্ভ কর্‌লে—

পারুল। মনের কথা বলবার একটা লোক না পেয়ে এ ক'দিনে প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছে—ভগবান আজ তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন যদি তোমায় আমি সহজে ছাড়ছি •—

রাধা। আমি ভিখারিণী আর তুমি রাজরাণী; এ তুমি ব'লছ কি?

পারুল। রাজরাণী হ'য়েছি ত আমি মাত্র আজ ক'দিন—আমিও যে ভাই গরীবের মেয়ে—গরীবের বোন। দেবতা দয়া ক'রে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। তাই ত—নইলে আমারও কি অবস্থা হ'ত—কে জানে।

রাধা। অতীত কথা কি কা'র মনে থাকে, না কেউ মনে রাখে! তুমি যে ভাই অদ্ভুত! গরীবের মেয়ে রাজার ঘরে পড়্‌লে আগেকার কথা সে যে ইচ্ছা ক'রে ভুলে যায়, গরীব দুঃখীদের সে যে ঘৃণা করে।

পারুল। তা কি হয়!

রাধা। তার মনে সদাই থাকে একটা ভয়, পাছে সে যে গরীবের মেয়ে এ কথা কেউ জানতে পারে বা বলে ফেলে!

পারুল। তোমার বয়স কি ভাই ?

রাধা। এই ষোল। তোমার ?

পারুল। এই চৌদ্দ। তা হ'লে ত আমরা প্রায় সমবয়সী। ভাবটা বেশ জমবে। কি বল ? তোমার নামটা কি ভাই !

রাধা। রাধা। তোমার ?

পারুল। পারুল। আমি ভাই তোমায় কিন্তু রাধা বলে ডাকব, কি বল ?

রাধা। যা তোমার ইচ্ছা। আমি কিন্তু তোমায় নূতন গিন্নী ব'লে ডাকব।

পারুল। আবার ও 'গিন্নী' কেন ! তুমি আমার নাম ধরেই ডেক—

রাধা। তা কি হয় ভাই—চাকর চাকরাণী সব রয়েছে—তারা কি মনে ক'র্‌বে—আমি যে ভিখারিণী।

পারুল। হাঁ ভাই রাধা, এই কাঁচা বয়সে, এত রূপ নিয়ে ভিক্ষা ক'র্‌তে বেরিয়েছো—তোমার ভয় করে না ?

রাধা। ভয় ! একদিন সে আমায় বড্ড ভয় দেখিয়েছিল এখন আমার সাহস দেখে, সে নিজেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

গীত

আমার নাই ভয়ের বালাই।
অভয়ার পদ হৃদে ধরি,
ভয়ে কি আর আমি ডরাই।
ঝড় তুফানে জোয়ার নাকাল,
মাঝ দরিয়া ছেড়েছি হাল,
(তারপর) কালী ব'লে দিয়ে ঝাঁপ, (আমি) ভয়ের মুখ দিচ্ছি ছাই॥

পারুল। এমন গান আমি কখনও শুনি নি—

রাধা। তোমার মত এমন সমজদার শ্রোতাও আমার আর জোটে নি। —তুমিই ত দেখ্‌ছি গিন্নী, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ী নেই ?

পারুল। শাশুড়ী নেই—শ্বশুর দেশে আছেন। আমার খবর ত সবই নিলে, তোমার কথা আমায় কিছু বললে না—

রাধা। আমার কথা! সে যে এক উপন্যাস—বল্‌তে ত অনেক সময় লাগবে।

পারুল। তা লাগুক না—আমার ত কোন কাজ নেই। তিনি বাইরে গেছেন—যতক্ষণ না ফিরছেন—আমার ছুটি।

রাধা। আচ্ছা, তবে শোন। তোমরা কি জাত?

পারুল। কায়স্থ। তোমরা?

রাধা। আমিও কায়স্থের মেয়ে। আমারও শাঁক বাজিয়ে উলুধ্বনির মাঝে বিয়ে হ'য়েছিল,—আমিও স্বামীর ঘর ক'রতেম—আমারও গোলাভরা ধান ছিল—গোয়ালভরা গরু ছিল। শাশুড়ী মেয়ের অধিক স্নেহ ক'রতেন, ননদেরা বোনের মত ভালবাসত। আর স্বামী? তাঁর সোহাগ পেয়ে, আমার এ নারী-জন্ম সার্থক হ'য়েছিল! ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম, আমার ছোট উঠানখানি মেজে ঘষে ঝক্‌ঝকে ক'রতাম—নিজের হাতে বেঁধে সকলকে খাওয়াতাম—শাশুড়ীকে রামায়ণ পড়ে শুনাতে শুনাতে অশোক-বনে রাক্ষসী বেষ্টিতা জানকীর দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'র্‌তাম—বিকেলে আমার ছোট বাগানখানিতে দোপাটি ফুলের চারায়, গাঁদার চারায় সস্নেহে জল দিতাম, ননদের চুল বেঁধে আদর ক'রে টিপ পরাতাম আর সাঁঝের বেলায় প্রদীপ জেলে তুলসীতলায় স্বামীর মঙ্গলের জন্য দেবতাকে প্রণাম ক'র্‌তাম। চোখের পলকে এমনি সুখে জীবনের দু'টি বৎসর আমার কেটে গেল। (রাধা থামিল)

পারুল। তারপর? (রাধা স্তব্ধ হইয়া রহিল—তাহার মন যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে) তারপর কি হ'ল? (রাধা পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর] রাধা—ও রাধা—

রাধা। হাঁ—(দীর্ঘশ্বাস) এমনি সুখে এ অভাগিনীর দু'টি বছর কেটে গেল। অত সুখ, অত শান্তি, অত তৃপ্তি, অত আনন্দ—যা স্মরণ ক'রতেও আজ আমার দেহ মন পুলকিত হয়—আমার এ অভিশপ্ত জীবনে সইবে কেন? এইমাত্র তুমি আমার কাঁচা বয়সের কথা বল্‌লে না—ওই বয়সই আমার কাল হ'ল। এই ছার রূপ আর যৌবন আমাকে বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট ক'রল—আমার উপর আমাদের দুশ্চরিত্র মাতাল জমিদার-নন্দনের কৃপাদৃষ্টি প'ড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে দু'চারখানা উড়ো চিঠি আসতে আরম্ভ হ'ল—

পদী নাপ্তেনী টাকার থলি নিয়ে টাকা বাজিয়ে বাজিয়েও কয়েকদিন চলাফেরা ক'রল ; অবস্থা গুরুতর দেখে আমি আমার স্বামীকে ও শাশুড়ীকে সব বলে দিলাম। তাঁরা পদীকে একদিন খুব শাসিয়ে দিলেন। কয়েক দিন তারা কোন উচ্চবাচ্য করল না—আমরাও মনে করলাম মেঘ বুঝি কেটে গেল ; কিন্তু মেঘ ত কাটে নি—সে শুধু ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধছিল—পিতার মৃত্যুর পর জমিদারী হাতে পেয়েই একদিন রাত্রে সেই নরপিশাচ আট-দশ জন পাইক নিয়ে বেড়া কেটে আমাদের ঘরে ঢুকে আমার সেই সুখনীড় থেকে আমাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল— —স্বামী বাধা দিতে গেলেন—একজন পাইক তাঁর মাথায় লাঠি মারল —তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পারুল। সর্ব্বনাশ! শুনতে যে গায়ে কাঁটা দেয়—তারপর, তারপর?

রাধা। পাইকেরা ঘাড়ে করে আমায় এক মাঠের মাঝখানে নিয়ে গেল —আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম—

পারুল। আহা হা!

রাধা। জ্ঞান হলে দেখলাম, আমি আমার বড় সাধের উঠানে শুয়ে আছি— স্বামী দাওয়ার উপর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন—শাশুড়ী বুক চাপড়ে আর্ত্তনাদ করছেন—ননদেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে কাতর নয়নে তাকাচ্ছে আর চোখের জল ফেল্‌ছে, আর গ্রামের মাতব্বর মশাইরা উঠানের চারিপাশে জটলা ক'রছেন ; কিছুক্ষণ পরে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল—মকদ্দমা হল। জমিদারের ছেলে প্রথমে জমিদারী বন্ধক দিলেন—পরে বিক্রী করলেন—হাজার হাজার টাকা জলের মত বিতরণ হল—দিন রাত হয়ে গেল—সাক্ষীদের পেট ভ'রল - আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হ'য়ে গেল যে আমি জন্ম জন্ম ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা, স্বেচ্ছায় পরপুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছি।

পারুল। এঁ্যা! সে কি!

রাধা। বিচারক ঘটনাটা বুঝেছিলেন তাঁর বিশ্বাসও হ'য়েছিল কিন্তু প্রমাণ কোথায়? আসামী খালাস পেলে—আমারও স্বামীর ঘরের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হ'ল।

পারুল। সে কি! কেন—কেন!

রাধা। মকদ্দমার সময় লোকজন নিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করে আমার স্বামী জেলায় থাকতেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আমিও কয়েকদিন সেখানে ছিলাম—মকদ্দমা শেষ হ'লে তাঁর বাড়ী যেতে হ'ল। যাবার সময় আমায় বল্লেন—"দেখ ত বুঝতে পার্‌ছ—বুড়ো মা—গলায় কতকগুলো অবিবাহিতা ভগিনী—গাঁয়ের সবাই তোমায় বাড়ী নিতে অমত ক'র্‌ছেন। সংসারে বাস ক'র্‌তে হ'লে সমাজকে ত আর অমান্য করা চলে না।" কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল—ব'সে পড়লাম—তারপর তাঁর পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'ললাম—কি অপরাধে আমায় ত্যাগ ক'রে যাবে—অন্যে না জানুক তুমি ত জান, আমার কোন দোষ নেই।

পারুল। তিনি কি বললেন?

রাধা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা। বুড়ো মা—গলায় অবিবাহিতা ভগিনী, সমাজকে কি ক'রে অমান্য করি।

পারুল। তারপর—

রাধা। তাঁরা সব নৌকায় উঠলেন—আমি একবস্ত্রে রাস্তায় দাড়ালাম।

পারুল। বিনা অপরাধে তোমায় ত্যাগ ক'র্‌লেন?

রাধা। বিনা অপরাধে! পরপুরুষে অঙ্গস্পর্শ ক'রেছে ধর্ম্ম নষ্ট হ'য়েছে—আর কি অপরাধ চাও!

পারুল। তুমি ত স্বেচ্ছায় আত্মদান কর নি—

রাধা। সে কথা কে ভাবে! কে দেখে! সমাজ গম্ভীর হয়ে ব'ল্‌লেন—ত্যাগ কর'—স্বামী লক্ষীছেলের মত ত্যাগ ক'র্‌লেন। ব্যস।

পারুল। আর একটা জন্ম তোমার ব্যর্থ হ'ল।

রাধা। ব্যর্থ হবে কেন। ইচ্ছা ক'রলেই সার্থক ক'রতে পারি

পারুল। কি ক'রে।

রাধা। কেন? বাজারে রূপের পশরা খুলে যদি বসি, তাতে স্বামীর মুখ উজ্জল হবে না—সমাজের যে দণ্ড সুদৃঢ় হবে না—আমার জীবন সার্থক হবে না। আত্মহত্যা বা বেশ্যাবৃত্তি, এ ভিন্ন আমার যে আর কোন পথ নেই, এ ত সমাজও জান্‌তেন—স্বামীও জানতো—তবুও একবস্ত্রে আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিরুদ্বেগে তাঁরা নৌকা ভাসালেন।

পারুল। অথচ স্ত্রীকে রক্ষা ক'রবার শক্তি এদের নেই।

রাধা। স্ত্রীকে ত্যাগ করা যত সহজ, রক্ষা করা তত সহজ নয়। তাতে প্রয়োজন হয় পুরুষত্ব—দেহের তাজা টক্‌টকে রাঙ্গা রক্ত।

পারুল। তারপর তুমি কি করলে?

রাধা। মনের দুঃখে ভাই মরতে গিয়েছিলাম—গলায় ইট বেঁধে গলাজলে নেমেছিলাম ডুব দেব দেব ভাবছি, এমন সময় পাড় থেকে কে ডেকে ব'ললে—"মরেছিস্ কি হেরেছিস্ মা, জিততে যদি চাস্ যদি কিছু জমা ক'রে যেতে চাস্—আমার সঙ্গে আয়।" পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি জগা-পাগলা—

পারুল। জগা-পাগলা! কে সে?

রাধা। মাঝে মাঝে সে আমাদের গাঁয়ে আস্‌ত; কোথায় থাক্‌ত কি কর্‌ত—তা কেউ জানে না। সবাই তাকে জগা-পাগলা ব'লে ডাক্‌ত। ঝি বৌ সবাই তার সঙ্গে আলাপ ক'রত—আর সে সকলকে মা ব'লে ডাকত। তার গান শুনতে পেলে লোকে জানত যে সে গাঁয়ে এসেছে, আর সবাই ঘরে যা কিছু ভাল থাক্‌ত, তাই তাকে খাওয়াত!

পারুল। তারপর?

রাধা। পাগলের কথা শুনে মনটা কেমন করে উঠল, জল থেকে উঠলাম। তারপর তার সঙ্গে কোলকাতায় চলে এলাম। গঙ্গার ধারে সে আমায় একখানা কুঁড়ে বেঁধে দিয়েছে—সেখানে থাকি আর গান গেয়ে ভিক্ষা করি।

পারুল। আ হা হা! কি দুঃখ তোমার ভাই! তোমার সব আছে অথচ কিছুই নেই।

রাধা। আমার কিছুই নেই। বল কি! আমার যা আছে, তা ক'জনার আছে!

পারুল। কি ব'লছ তুমি?

রাধা। সত্যি কথাই বল্‌ছি। এই দেখ না, নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য—স্বামীর সঙ্গসুখ, স্বামীর আদর, স্বামীর সোহাগ। তাই ত তুমি মনে ভাবছ যে আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিতা হ'য়েছি—আমার কি দুঃখ! না? আমার স্বামীর সাধ্য

কি যে তিনি আমায় ত্যাগ করেন? তিনি যেমন আমায় দূরে দূরে রেখেছেন, আমিও তাঁকে শক্ত ক'রে এই বুকের ভিতর বন্দী ক'রেছি! সে মিলনে বিরহ ছিল—বিচ্ছেদ ছিল; এ মিলনে বিরহ নেই—বিচ্ছেদ নেই। এ মধুর মিলন অটুট—অবাধ—অফুরন্ত।

পারুল। আশ্চর্য্য!

রাধা। নারী-জীবনের আর এক আনন্দ ছেলের মুখের ডাক—না? ঠাকুর আমায় সে সুখ হ'তেও বঞ্চিত করেন নি। ভিক্ষা ক'রে যা পাই, তা দিয়ে কি করি জান? নিজের আর ক'টা চাল লাগে! আমার দশ বারোটা ছেলে আছে—কেউ কাণা, কেউ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত—হাত পা সব খসে গিয়েছে, কেউ স্থবির—চ'ল্‌তে পারে না, রোগে ভূগে অস্থিচর্ম্মসার—ভিক্ষা ক'রে যা পাই, তাদের খাওয়াই। রেঁধে নিয়ে যখন তাদের ডাকি—অসহায় শিশুর মত "মা—মা" করতে করতে তারা আমার কুটির-দ্বারে গিয়ে হাজির হয়—আর আমি তাদের মুখে অন্নের গ্রাস তুলে দেই—মহা তৃপ্তির সঙ্গে তারা খায়। তখন আমার কি মনে হয় জান? আমি যেন মা যশোদা, আমার ব্রজগোপাল নন্দদুলালের মুখে ননী তুলে দিচ্ছি, প্রাণ আমার আনন্দে ভরে যায়। আমার জগা যে দিন আসে, সে দিন ত আমার কুঁড়েয় চাঁদের হাট মেলে; তার মুখের "মা" ডাক তুমি যদি এক-দিন শোন, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠবে—এমন মিষ্টি! ব'ল ত ভাই, আমার দুঃখ কোথায়?

পারুল। তোমার জন্য হাসব না কাঁদব আমি বুঝতে পারছি না।

রাধা। হাসি আর কান্না দুই-ই যে এক ভাই! যে হাস্‌তে জানে, দুঃখের সাধ্য কি যে তার কাছে ঘেঁষে! ওঃ, অনেক বেলা হ'য়ে গেল, আজ তবে আসি ভাই—

পারুল। আবার কবে আস্‌বে?

রাধা। এ পাড়ায় যে দিন ভিক্ষে ক'রতে আস্‌ব।

পারুল। এস কিন্তু, আমায় ভুলে যেও না যেন। আমি একলাটি থাকি। হাঁ, আজ ত বেশী ভিক্ষে ক'রতে পার নি, কথায় কথায় আমিই ত তোমায় আটকে রেখেছি, তোমার ছেলেদের জন্য এই দুটি টাকা নাও, তাদের খাইও।

রাধা। ছুঁচোকা! আজ যে আমার ছেলেগুলো বগল বাজিয়ে রাজভোগ খাবে!

পারুল। তোমার ছেলেদের আমায় একদিন দেখাতে হবে ভাই।

রাধা। তারা ত চল্‌তে পারে না—

পারুল। আমি তোমার বাড়ী যাব।

রাধা। বেশ, তা হলে আজ আমি আসি ভাই—

পারুল। এসো।

"ব্রজরাজ-নন্দন" ইত্যাদি গীত গাহিতে গাহিতে রাধার প্রস্থান

এ কি দেবী না মানবী! এমন ত কখনও দেখি নি! এই পতিপ্রাণা সতীকে এর স্বামী ত্যাগ ক'রেছেন! দুর্ভাগ্য কার? এর—না এর স্বামীর!

নেপথ্যে নলিনী। বিন্দে! রান্না হ'ল রে?

নেপথ্যে বিন্দে। কোথায় ছিলে এত বেলা বাবু। কোন সময় রেঁধেবেড়ে নিয়ে বসে আছি।

পারুল। ঐ যে এসেছেন। দু'দু'বার হাতে হাতে ধরা পড়ে যে লজ্জা পেয়েছি—কেমন ক'রে মুখ দেখাব! কি ভেবেছেন!

নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। বই—সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে! (স্বগত) মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে। উঃ—বুঝেছি—মান হ'য়েছে। (প্রকাশ্যে) সতীশের বোনের কাছে ও সব ব'লে আমায় অপদস্থ না ক'রে আমায় ব'ল্‌লেই হ'ত। পছন্দ হয় নি—তা কি আমি বুঝতে পারি না।

পারুল। (সভয়ে) না—না—আমি ত তার কাছে কিছু বলি নি—এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—আমায় বিশ্বাস কর। পছন্দ হয় নি! ভিখারিণীকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছ—(কাঁদিয়া ফেলিল)।

নলিনী। এঁ্যা—কেঁদে ফেল্লে যে!—আমি ও একটা রহস্য ক'রেছি—নাঃ, তুমি রহস্যও বুঝবে না! দেখলাম মান ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তাই—

পারুল। অমন সর্ব্বনেশে রহস্য কেউ করে! এখনও আমার পা কাঁপছে—

নলিনী। পাগলী কোথাকার!

পারুল। আমার যে আর কেউ নেই—

নলিনী। পারুল!

পারুল। কি! ওঃ আবার বুঝি সেই সকালের মত আরম্ভ ক'রলে। ছাড়—ছাড়—রোদে রোদে ঘুরে তেতে পুড়ে এসেছ জামা খোল—আমি গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—তাড়াতাড়ি চান কর। আমি খাবার জায়গা করছি—

নলিনী। তার জন্য বিন্দে আছে—ঠাকুর আছে—তুমি শুধু আমার কাছে থাকবে।

পারুল। তা বৈ কি। তার চেয়ে এক কাজ কর—আঙ্গুরের মত বুকে পিঠে তুলো দিয়ে মোড়ক ক'রে আমায় তোমার পকেটে তুলে রাখ! রাঁধতে ত দেবে না—পরের রাঁধা ভাতটি গুছিয়ে সাজিয়ে তোমার সামনে থালাখানা দেব, তাতেও যদি বাদী হও তবে আমিও তোমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে মরব; আমি কিন্তু তা ব'লে দিচ্ছি। আমি গরীবের মেয়ে—অত বাবুয়ানা সইবে না। প্রস্থান

নলিনী। শোন—শোন! বেজায় রেগেছে। সরোজ আমায় কি অমূল্য রত্নই দিয়েছে! রেণুকে বিবাহ করি নি বলে বাবা অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন, কিন্তু পারুলকে একবার দেখলে বাবা নিশ্চয় পারুলকে ভালবাসবেন!

স্নানের উপকরণ তেল, সাবান, তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া
গোবিন্দের প্রবেশ

নলিনী। কি গোবিন্দ?

গোবিন্দ। দিদিমণি ব'লে দিয়েছে যে ভাত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, তোমাকে এখনই তেল মাখ্‌তে হবে।

নলিনী। (স্বগত) এ যে বড্ড কড়া শাসন দেখছি। কি আহম্মকিই ক'রেছি লজ্জাটা ভেঙ্গে দিয়ে। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌লে গোবিন্দ, তোমার দিদিমণি ব'লে দিয়েছে—তবে ত তেল মাখ্‌তেই হবে। তবে আর দাঁড়িয়ে কেন, এস—লেগে যাও, তেল মাখাও—

গোবিন্দ। গায়ে যে জামা র'য়েছে—তেল মাখাব কি ক'রে।

নলিনী। ওঃ—তাই বল। তোমার দিদিমণি বুঝি জামার উপর তেল মাখাতে ব'লে দেয় নি—

গোবিন্দ। (অপ্রতিভভাবে) না—

নলিনী। তবে জামাটা খুলে ফেলি—কি বল ? (জামা খুলিতে লাগিলেন ও বলিলেন) গোবিন্দ—ডাক এসেছে ?

গোবিন্দ। ডাকওয়ালা এসেছিল—চিঠি নেই।

নলিনী। এঁ্যা—আজও চিঠি নেই! তাই ত—পারুলকে একবার দেখেও যদি বাবা রাগ ক'রতেন ? শশিকমলবাবুর কন্যাকে বিবাহ না করে আমি অপরাধী সন্দেহ নেই ; কিন্তু সরোজের সেই অন্তিম প্রার্থনা যদি আমি না রাখতেম, তবে আমার পক্ষে সেটা কত বড় হৃদয়হীনতার কার্য্য হ'ত—

গোবিন্দ। তেল মাখাব ?

নলিনী। এঁ্যা—ওঃ, হাঁ—

নেপথ্যে যোগেশ। বাড়ীতে কে আছ ?

নলিনী। কে ডাক্‌লে ? যোগেশ না ? যোগেশ !

নেপথ্যে যোগেশ। হাঁ, আমি। উপরে আসব ?

নলিনী। হাঁ—এস। তাই চিঠি আসে নি। চিঠি পেয়েও পাছে আমি লজ্জায় বাড়ী না যাই, তাই আমাদের নিয়ে যেতে যোগেশকে পাঠিয়েছেন। আমি হাজার অপরাধ করলেও বাবা কি আমার উপর রাগ ক'রতে পারেন ?

যোগেশের প্রবেশ

এই যে—এস। কতক্ষণ এসেছ ?

যোগেশ। এই ত আসছি।

নলিনী। এই আসছ ! তোমার যে একঘণ্টা আগে আসা উচিত ছিল। Train কি আজ এতটা eal ?

যোগেশ। Train ঠিক সময়ই এসেছে।

নলিনী। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

যোগেশ। সে গেরোর কথা আর বল কেন। আসব আমি একা, দেওয়ানজী বায়না ধ'রলেন, তিনিও আসবেন।

নলিনী। বেশ ত, কাকাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ ত! বুড়ো মানুষ, গঙ্গাস্নান ক'রে যাবেন।

যোগেশ। না এসে কি আর ছেড়েছে—সারাটা পথ বিড়ির বিড়ির ক'রে আমার হাড় মাস চুষে খেয়েছে। তারপর এই শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে আমাকে ব'ল্লে যে দাঁড়াও আমি অ'স্‌ছি। আমি দাঁড়িয়ে আছি ত দাঁড়িয়েই আছি—বুড়োটার আর খোঁজ খবর নেই। ঘণ্টা খানেক দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে যখন খিল ধ'রে গেল, তখন আস্তে আস্তে রওনা দিলাম।

নলিনী। তাঁকে কোথায় রেখে এলে?

যোগেশ। কে জানে গিয়েছে কোন চুলোয়।

নলিনী। তাই ত, এখনও তিনি আসছেন না! হাঁ যোগেশ, বাবা ভাল আছেন ত?

যোগেশ। হুঁ।

নলিনী। তাঁর পায়ের সে বেদনা সেরেছে ত?

যোগেশ। হাঁ।

নলিনী। খাওয়াটা বড্ড কমে গিয়েছিল আবার দুটি খেতে পারছেন ত?

যোগেশ। হুঁ।

নলিনী। বিয়ের কথা শুনে প্রথমটা বুঝি বাবা খুব রেগেছিলেন?

যোগেশ। দেওয়ানজী আসছেন, তাঁর মুখেই সব শুনতে পাবে।

নলিনী। কই, কাকা ত এখনও এলেন না। ভাবনার কথা হ'য়ে দাঁড়াল—বুড়ো মানুষ। তুমি বস, বিশ্রাম কর, আমি একবার ঘুরে দেখে আসি। (উঠিয়া জামা পরিবার উদ্যোগ করিতেছে ঠিক সেই সময় নেপথ্যে অনাদি—'খোকাবাবু বাড়ী আছ?')

নলিনী। ঐ যে কাকা এসেছেন। আছি—কাকা, উপরে আসুন। গোবিন্দ শীগ্‌গির যা কাকাকে উপরে নিয়ে আয়—না আমিই যাচ্ছি।

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

যোগেশ। (পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহা ধরাইয়া) এখন

শুভস্য শীঘ্রং ক'রে কাজটা সেরে মামাবাবুকে তার ক'রতে পারলে বাঁচি। আমার তার না পেলে আবার তিনি জলস্পর্শ ক'রবেন না।

অনাদির হাত ধরিয়া নলিনীর প্রবেশ

নলিনী। আমায় একটা সংবাদ দিলেন না কেন, আমি ষ্টেশনে থাকতাম। কত কষ্ট হ'য়েছে আপনার! গোবিন্দ, শীগ্‌গির পাখা আন, দে আমার কাছে। (গোবিন্দের নিকট হইতে পাখা লইয়া অনাদিকে বাতাস)

অনাদি। দাও বাবা, আমায় দাও।

নলিনী। কেন কাকা, আপনি শ্রান্ত, আমি না হয় একটু বাতাস করি। তাতে দোষ কি? আপনি বসুন।

অনাদি। (স্বগত) কি মহৎ অন্তঃকরণ! এই সোনার চাঁদ ছেলে, উঃ, কোন্ প্রাণে আমি সে কথা বলব!

নলিনী। একখানা গাড়ী ক'রে এলেন না কেন! এই রোদে—আপনার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে, বড় কষ্ট হ'য়েছে।

অনাদি। এইটুকু পথ ত, এর জন্য আবার একখানা গাড়ী ক'রে খামকা কেন কতকগুলি পয়সা খরচ ক'রব।

নলিনী। জামাটা খুলে ফেলুন। (জনান্তিকে) যোগেশ তুমি কাকার সামনে সিগারেট টান্‌ছ? তোমার হ'ল কি! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

যোগেশ। (জনান্তিকে) রেখে দাও তোমার ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও সব ভক্ত বিটেলী আর ভণ্ডামী, আমার ধাতে সয় না।

নলিনী। (জনান্তিকে) ভণ্ডামী, কি ব'ল্‌ছ তুমি! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

যোগেশ। (স্বগত) তোমার মাথা খাব কিনা তাই! (প্রকাশ্যে) বেশ মশাই, খুব ভদ্রতা শিখেছেন যা হ'ক!

নলিনী অবাক হইয়া যোগেশের দিকে তাকাইয়া রহিল

অনাদি। কেন বাবাজী?

যোগেশ। আমায় ষ্টেশনে দাঁড় করিয়ে রেখে, নিজে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ব'সে চা রুটির শ্রাদ্ধ ক'রে এলেন।

অনাদি। নারায়ণ! নারায়ণ!

নলিনী। যোগেশ রাত্রে বোধ হয় তোমার ঘুম হয় নি! যাও, চান ক'রে এস! কাকা কি কোনদিন চা রুটি স্পর্শ করেন। তাঁর আহ্নিকও ত এখনও হয় নি।

অনাদি। যাক্, আমার মা লক্ষ্মী কই?

নলিনী। গোবিন্দ, বল্‌গে' যা, কাকা এসেছেন, শীগ্‌গির তাঁর আহ্নিকের যায়গা ক'রে দিতে হবে। কাকা, বাসায় একজন ভদ্রঘরের বাঙ্গালী বামুন আছে, তার হাতে খাবেন ত?

অনাদি। যাবার আগে গঙ্গায় একটি ডুব ত দিয়েই যাব! নেহাৎ উড়ে-টুড়ে না হয়—

নলিনী। গোবিন্দ শীগ্‌গির যা। গোবিন্দের প্রস্থান

রাত্রে ত খাওয়া হয় নি—এত বেলায় কি গঙ্গায় যাবেন? আজ বাড়ীতে চান ক'রে কাল গঙ্গায় গেলে চ'ল্‌বে না?

অনাদি। নাঃ, আজ আর গঙ্গায় যেতে পারছি কই!

নলিনী। তবে আর দেরী না ক'রে, চানটা সেরে নিন—যোগেশ, তেল মাখ ভাই

যোগেশ। দেওয়ানজী মশাই, তেল খুবই মাখ্‌ছেন। তারপর?

অনাদি। সময়ে সব হবে।

যোগেশ। সময়ে সব হবে। মুখে ত বেশ বল্‌ছেন—সময়ে সব হবে। কাজ যে কিছুই দেখ্‌ছি না। ঘণ্টা দেড়েক কোথায় ঘুরে যদিই বা দয়া ক'রে এলেন—তা-ও ঘণ্টাখানেক ত বাতাস খেয়ে কাটালেন! ওদিকে একটা লোক যে না খেয়ে উপবাসে মারা যাচ্ছে সে খেয়াল আছে কি!

অনাদি। আছে বাবাজী, খুব আছে। একটু থাম না—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ।

যোগেশ। কেন ব্যস্ত হ'চ্ছি তা আপনি কি করে বুঝ্‌বেন! আপনি ত মাইনের চাকর বই আর কিছুই নন। উঃ! অসুস্থ শরীরে কাল সমস্ত দিনটে উপবাসে কেটেছে—আজ এত বেলা হ'ল এখনও তারটা দেওয়া হ'ল না। এই তার যাবে তবে তিনি জলস্পর্শ ক'রবেন। ব্যস্ত কি মশাই সাধে হই!

নলিনী। কিসের তার কাকা? ব্যাপার কি, আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।

অনাদি। কিছু না বাবাজী, তেল আন।

যোগেশ। কিছু না! তবে ব'ল্বেন না আপনি? বেশ, তবে আমি বল্ছি! —দেখ দাদা, এ বাড়ীতে—

অনাদি। যোগেশবাবু—যোগেশবাবু—ক্ষান্ত হও - ক্ষান্ত হও—সর্ব্বনাশ ক'র না—

যোগেশ। রাখুন মশাই আপনি। আমি ওসব চাপাচাপির কেউ নই। এ বাড়ী থেকে তোমাদের এখনই বের হ'য়ে যেতে হবে।

অনাদি। যোগেশবাবু, দোহাই তোমার—আমি বৃদ্ধ—আমি ব্রাহ্মণ, তোমার হাত ধ'র্ছি—এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত ধর্ছি—ক্ষান্ত হও—এখনও ক্ষান্ত হও—

যোগেশ। কেন মশাই বার বার বাধা দিচ্ছেন? মামাবাবুকে মেরে ফেলাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

নলিনী। যোগেশ, আমি যে কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না—

যোগেশ। কেন এ ত পরিষ্কার কথা। এখনই তোমাদের এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। এই মামাবাবুর আদেশ।

নলিনী! এঁ্যা! বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে—এই বাবার আদেশ!

যোগেশ! হঁ্যা, আর যদি সহজে না যাও, তবে দরওয়ান দিয়ে তোমাদের বের ক'রে দেবার আদেশ দিয়েছেন।

নলিনী। এঁ্যা!

পড়িয়া যাইতেছিল—একখানা চেয়ার ধরিয়া সামলাইল

যোগেশ। তোমাদের বের ক'রে দিয়ে তাঁকে তার ক'রতে হবে।

নলিনী। বাবার আদেশ—যোগেশ, আমার বাবার আদেশ?

যোগেশ। হঁ্যা, তোমাদের এ বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে তাঁকে তার ক'র্তে হবে। সেই তার পেলে তবে তিনি জলস্পর্শ ক'র্বেন।

নলিনী। তবে কি তিনি উপবাসী আছেন?

যোগেশ। হাঁ—কাল থেকে।

নলিনী। এঁ্যা! বল কি! এতক্ষণ আমায় বল নি কেন? তাঁর যে মোটেই ক্ষুধা সহ্য হয় না। ওঃ—কত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি আমার জন্য।

কাকা, বাবা অভুক্ত আছেন জেনেও কেন আপনি এতক্ষণ এ কথা আমায় বলেন নি! যোগেশ, তুমি এখনই তার কর, আমি বাবার আদেশ মাথায় ক'রে এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

প্রস্থানোদ্যত

যোগেশ। দাঁড়াও—আরও কিছু বলবার আছে—

নলিনী। যা ব'লবে সত্বর বল। আমার বাবা আজ দু'দিন উপবাসী। আমার এখানে নিশ্বাস আটকে আসছে।

যোগেশ। তুমি তাঁর ত্যাজ্যপুত্র—

নলিনী। ত্যাজ্যপুত্র! কারণ?

যোগেশ। সম্ভবতঃ এই বিয়ে। তাঁর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি তাঁর বংশের কেউ নও—

নলিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, নিকটের একখানা চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল

নলিনী। বেশ, তাঁর আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

যোগেশ। তোমার মায়ের নামে ব্যাঙ্কে যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, তা তোমার। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার নেই।

অনাদি। যোগেশবাবু—যোগেশবাবু—আর কেন—এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয় নি! দোহাই তোমার—আর বিষ ঢেল না—আর বিষ ঢেল না—

যোগেশ। থামুন না মশাই। তাঁর অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না, তা তুমি পাবে না। তবে তুমি তাঁর বংশে জন্মে কোন নীচ কাজ ক'রলে তাঁরই কলঙ্ক হবে; এইজন্য তিনি তোমায় এই দশ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। আর তাঁর জমিদারীর আয় থেকে মাসিক একশত টাকা ভাতা পাবে। আমার কোন দোষ নেই, মামাবাবু যা ব'লতে ব'লে দিয়েছেন আমি তাই ব'লে খালাস। এই নাও ভাই তোমার দশ হাজার টাকার চেক। ভাল ক'রে দেখে শুনে নিও—

নলিনী ক্ষণকাল চেকখানি মাথার উপরে ধরিয়া রাখিলেন, পরে বলিলেন—

নলিনী। বাবার দান আমি মাথায় ক'রে নিলাম। যোগেশ, তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'ল, আমি তাঁর অধম সন্তান হ'লেও তাঁরই রক্তে আমার জন্ম হয়েছে। আমি যখন তাঁর স্নেহ হারিয়েছি, তখন তাঁর করুণার দান আমি নিতে চাই না। আমি নেব না। তাঁর টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দিও। গোবিন্দ, তোর দিদিমণিকে ডাক্।

গোবিন্দের প্রস্থান

অনাদি। খোকা, বাবা, আমার একটি অনুরোধ, আমি বৃদ্ধ—আমি ব্রাহ্মণ—আমার মিনতি—

নলিনী। আমার বাবা যে আজ দু' দিন উপবাসী কাকা! আর কি আমি দেরি ক'র্‌তে পারি?

অনাদি। আমি ষ্টেশনে নেমেই তার ক'রেছি, সেই জন্যই আমার দেরি হ'য়েছিল বাবা—

নলিনী। তার করেছেন। যাক্, লিখেছেন ত যে আমি বাড়ী ছেড়ে গিয়েছি?

অনাদি। হঁা—

নলিনী। কাকা, আজীবন প্রাণপণে সত্যকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছেন, আর আজ মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য বাবার কাছে আপনি মিথ্যাবাদী হবেন—আমার জন্য! না কাকা, এ দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকতে তা হবে না। তবে আমার দুঃখ এই যে, বাবা একবার পারুলকে দেখ্‌লেন না। যাক, এই যে—(পারুল ও গোবিন্দের প্রবেশ) পারুল, কাকাকে প্রণাম কর। (পারুলের তথাকরণ) পারুল, এ বাড়ীতে আমরা আর থাকতে পাব না—বাবার আদেশ। চল। গোবিন্দ! তবে আসি দাদা, কত বকেচি—কত মেরেচি, আমি যে তোর ছোট ভাই, কিছু মনে করিস্ না দাদা—

গোবিন্দ। তুমি পাগল হয়েছ দাদাবাবু! আমি তোমার মামার বাড়ী থেকে তোমার মায়ের সঙ্গে এসেছিলাম। আমি তোমার মাতুল সম্পত্তি। তোমার বাবার হুকুম ত আমার উপর চ'লবে না। গোবিন্দকে

তুমি ফেলে যাবে! হাঃ হাঃ হাঃ। আচ্ছা তোমরা এগোও, আমি বাক্স বিছানা বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে আসছি।

নলিনী। কাকা, বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লবেন যে পারুলকে জীবন-সঙ্গিনী পেয়ে আমি সুখী হয়েছি। তাঁর শাস্তি আমি সানন্দে মাথা পেতে নিলাম! তবে আসি—(অনাদিকে প্রণাম) এস পারুল—

প্রস্থানোদ্যত—অনাদি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলেন

অনাদি। না—না—আমি যেতে দেব না—মুখের ভাত ফেলে কোথায় যাবি—

নলিনী। অবুঝ হবেন না কাকা—শেষে আমার জন্য আপনি বাবার কাছে মিথ্যাবাদী হবেন।

অনাদি। হই হব মিথ্যাবাদী—যাক্ ইহকাল—যাক্ পরকাল—যাক ব্রাহ্মণত্ব, শুধু তুই থাক্—তোকে যে আমি কোলে ক'রে মানুষ করেছি। না, আমি যেতে দেব না—কিছুতে যেতে দেব না—

নলিনী। যোগেশ, কাকাকে ধর ভাই।

অনাদি। না—না—ধ'র না,—ধ'র না, তোমার পায়ে পড়ি যোগেশবাবু, আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও— আমি যেতে দেব না।

নলিনীকে জড়াইয়া ধরিলেন

খোকা। ওরে যাস্ নে বাবা—যাস্ নে—যাস্ নে—মুখের ভাত ফেলে যাস্ নে—ওরে যাস্ নে—(যোগেশ অনাদিকে টানিয়া রাখিল—নলিনী পারুলের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল) এঁ্যা! চলে গেল —সত্যি চলে গেল—নারায়ণ! কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে—ও হো হোঃ (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন)

যোগেশ। (ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া) প্রথম দৌড়ের কিস্তি।

পকেট হইতে মদের ফ্লাস্ক বাহির করিয়া ঢক ঢক করিয়া গিলিতে লাগিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বিতলে দুর্গাশঙ্কব রায়ের শয়ন-কক্ষ

রজনী দ্বিপ্রহর—পালঙ্কের উপর

দুর্গাশঙ্কর নিদ্রিত

পার্শ্বের কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে দরজা খোলা হইল। অতি সন্তর্পণে উন্মুক্ত দ্বার-পার্শ্বে সুখদা আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গাশঙ্করের কক্ষের স্তিমিতপ্রায় আলোকে একবার কক্ষের চাবি পার্শ্বে দেখিয়া লইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া সুখদা দুর্গাশঙ্করের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল ও পালঙ্কের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রাতার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দ্বারপথে যোগেশকে দেখা গেল। সে যেন নিজের নিশ্বাসে চমকিয়া উঠিতেছে। তাহার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যোগেশের দিকে তাকাইযা সুখদা অতি সাবধানতার সহিত দুর্গাশঙ্করের বালিশের নিম্নে হস্ত দিয়া কি খুঁজিতে লাগিল। দুর্গাশঙ্কর একবার নড়িয়া উঠিলেন, তাহা দেখিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সুখদা স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং যোগেশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন মরিয়া হইয়া হস্ত উত্তোলন করিল। তাহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা দেখা গেল। সুখদা কট্‌-মট্‌ করিয়া যোগেশের দিকে তাকাইল। যোগেশ নতদৃষ্টিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারপথে গিয়া দাঁড়াইল। সুখদা পুনরায় বালিশের নিম্নে চাবির জন্য হাত দিল এবং ক্ষণপরে সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া আনিল ও পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার নিকট আসিল। চাবি দেখিয়া যোগেশের চক্ষুর্দ্বয় আনন্দে জ্বলিয়া উঠিল। সুখদা যোগেশের হস্তে চাবি দিলেন—যোগেশ নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সুখদা দরজার চৌকাঠ ধরিয়া নিদ্রিত দুর্গাশঙ্করের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দ্বিতলে দুর্গাশঙ্করের শয়ন-কক্ষ

গবাক্ষ দিয়া নদীতীরের পথ ও প্রশস্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছে। দুর্গাশঙ্কর পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত—পাশে অনাদিনাথ দণ্ডায়মান। প্রভাত তখনও অতীত হয় নাই

অনাদি। কেমন আছেন আজ?

দুর্গা। আজ অনেকটা ভাল। তবে শরীর বড় দুর্ব্বল। কথা ব'লতেও যেন কষ্ট বোধ হ'চ্ছে।

অনাদি। কোলকাতা থেকে এসে যে অবস্থা দেখেছিলাম। আমার ত ভয়ই হয়েছিল! আবার যে আপনি সেরে উঠবেন এ আশা ছিল না। নারায়ণ খুব রক্ষা ক'রেছেন।

দুর্গা। এ প্রাণ কি অত সহজে যাবে অনাদি! পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল—কার ভরা ডুবিয়ে এসেছি—ওঃ—যাক্, তুমি না কি আজ জেলায় যাচ্ছ?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ। কাল সেই চরের মকদ্দমা—শুনলাম বনগাঁর তরফ থেকে হাইকোর্টের বড় ব্যারিষ্টার আসছে।

দুর্গা। তাই নাকি! তা হ'লে—মকদ্দমাটা বড় জেদের। শিবনারায়ণ বড় দম্ভ ক'রে বলেছিল যে সে ও চরটা নেবেই, আমিও বলেছিলাম যে এক-খানা ইট থাকতে নয়। শেষে কি—

অনাদি। আপনি ভাববেন না বাবু—বড় ব্যারিষ্টার ত আর দলিলের লেখা-গুলো উল্‌টিয়ে দিতে পারবে না। দলিলের জোরেই আমরা জিতে যাব।

দুর্গা। দেখ গিয়ে কতদূর কি ক'রতে পার। হাঁ, অনাদি, যোগেশ ব'লছিল যে সে একটু জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম শিখতে চায়—বেকার বসে আছে! তোমারও শরীর ভাল নয়—তাতে আমি পড়ে থেকে তোমার খাটুনিও বড় বেড়ে গেছে—এ সময় একজন সহকারী হ'লে তোমার সুবিধা হবে। আমার ইচ্ছা যে তুমি সঙ্গে রেখে ওকে কিছু কিছু কাজ-কর্ম্ম শেখাও—

অনাদি। আপনার ইচ্ছা। বেশ। (স্বগত) তবে আর বেশী দিন এ সংসারে আমার অন্ন নেই। তাতে দুঃখ ছিল না—যদি ছেলেটার একটা উপায় ক'রতে পারতেম! আহা হা—সোনার চাঁদ ছেলে; কিন্তু আর বুঝি পারলেম না—কেমন ধাপে ধাপে এগুচ্ছে—ধাপে ধাপে গ্রাস ক'রছে—

দুর্গা। আচ্ছা অনাদি, এখন তুমি যেতে পার—

অনাদি। যে আজ্ঞে—

অনাদি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন—আবার কয়েক পদ ঘরের দিকে গেলেন—আবার ফিরিয়া দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন

দুর্গা। কি অনাদি? তুমি কি কিছু আমায় ব'লতে চাও—

অনাদি। বাবু—

দুর্গা। কি অনাদি—

অনাদি। খোকা বালক—তার শাস্তি হয়েছে।

দুর্গাশঙ্কর মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। অনাদি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আপন মনে বলিলেন—

বড় আশা ক'রে আমার তার পেয়ে সে আসছে। নারায়ণ। মুখ রেখ ঠাকুর।

ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

দুর্গাশঙ্কর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—

দুর্গা। পুত্রের দিক থেকে পিতার নিষ্ঠুরতা তোমরা সবাই দেখছ। একবার পিতার দিক থেকে পুত্রের পানে তাকাও দেখি—অপরাধী পুত্রের নিকট পিতার কি কিছুই প্রাপ্য নেই—পিতার প্রতি পুত্রের কি কোন কর্ত্তব্যই নেই। শাস্তি—শাস্তি—শাস্তি! কার এ শাস্তি—কার।

যোগেশ ও সুখদার প্রবেশ

যোগেশ। এই যে আজ উঠে বসতে পেরেছেন। যাক, বাঁচা গেল। কি দুর্ভাবনায়ই এ ক'টা দিন গিয়েছে!

দুর্গা। আজ অনেকটা ভাল বোধ ক'রছি। তোমাদের সেবা-যত্নে এ যাত্রা দেখছি বেঁচে গেলাম।

সুখদা। সেবা-যত্ন! ছেলের এ ক'দিন কি চোখে ঘুম ছিল, না পেটে অন্ন ছিল। দিনরাত কেবল—"মামাবাবু—মামাবাবু!" বোলে ভাত দিয়েছি কি—একগ্রাস মুখে দিতেই অমনি উঠে পড়েছে। ওরে ওরে উঠিস্ নি—উঠিস্ নি—আর দু'টো গ্রাস মুখে দিয়ে যা—কে কার কথা শোনে। একেবারে সটান এই ঘরে। মুখে সর্ব্বদাই এক বুলি—আমরা না ক'রলে কে আর ক'রবে। মামাবাবুর আর আছে কে! রক্তের সম্বন্ধ ত আর কারও সঙ্গে নেই আর যারা ওরা ত মাইনের চাকর!

দুর্গা। না, যোগেশের মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখে আমি বড় খুশী হ'য়েছি।

সুখদা। সে তোমার আশীর্ব্বাদ দাদা—ঐ যে কথায় বলে, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।" আমি ওকে বারবার বলেছি যে, দাদার কাছে গিয়ে কিছুদিন থাক—দাদা আমার সাক্ষাৎ মহাদেব—তাঁর কাছে থাকলে তুই মানুষ হবি। তা মানুষের দুঃসময়ে ত বিপরীত বুদ্ধি হবেই। ছেলে আমার কথা কানে তুল্লে না। তারা সব মাতাল, গেঁজেল, নেশাখোর—অমন দুশ্চরিত্রের সঙ্গে কি এ কাঁচা ছেলে এঁটে উঠতে পারে! কি চক্রটাই না ক'রল। বাছাকে আমার নাকানি চোবানি খাইয়ে বিষয়-আশয়টুকু গ্রাস ক'রে, পথের ফকির ক'রে তবে ছাড়ল। নইলে ওর অন্ন আজ খায় কে! তখন যদি আমার কথা কানে তুলতিস্, তবে কি আজ তোর এই দশা হয়, না দেওয়ানজীর মত লোকে তোকে মামাবাড়ীর ভেতুড়ে বলে গালাগাল দিতে পারে। (সহসা ক্রন্দন) এত লোকের মরণ হয়—যম কেবল আমাকে ভুলেছে, আজ এ-ও আমায় শুনতে হ'ল।

যোগেশ। এখন সে সব কথা কেন তুল্‌ছ মা! দেখ্‌ছ মামাবাবুর এই অসুখ! শুনলে উনি কষ্ট পাবেন—আবার হয় ত অসুখটা বেড়ে উঠবে।

দুর্গা। কি যোগেশ?

যোগেশ। আজ্ঞে সে বিশেষ কিছু নয়। আপনি সেরে উঠুন, তারপর সময় মত একদিন ব'লব। একটু গরম দুধ খাবেন কি এখন?

দুর্গা। একটু আগেই ত খেয়েছি বাবা—আর কত খাব।

সুখদা। হাজার হ'ক ছেলেমানুষ ত। ভাবে যে যত বেশী ক'রে আমার মামাবাবুকে খাওয়াতে পারব—তত তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।

যোগেশ। না না, ডাক্তার বলে দিয়েছেন যে দিনে অন্ততঃ ছ'সাতবার পথ্য খওয়াতে হবে। শক্ত ব্যামো থেকে উঠেছেন কিনা।

সুখদা। শক্ত ব'লে শক্ত! পরশু রাত্রে যে রকম হ'য়েছিল, বাপরে—মনে হলেও গা কাঁপে!

দুর্গা। আমার কিন্তু কিছু মনে পড়ে না। কথা বলতে বলতে মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল, চোখে যেন অন্ধকার দেখ্‌লাম,তারপর আর কিছু মনে নেই।

যে সময়ে দুর্গাশঙ্কর কথা বলিতেছিলেন সেই সময় যোগেশ দূরে গবাক্ষপথে ইসারা করিয়া সুখদাকে কি দেখাইল এবং ইঙ্গিতে বলিল "এইবার সব মাটি।" গবাক্ষের দিকে চাহিয়া সুখদার মুখ ছাইয়ের মত শাদা হইয়া গেল—মুহূর্ত্তে তাহার নয়নের নরকাগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল—দন্তে দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে সে ভাব বিদূরিত হইল। সুখদা সহজ দৃষ্টিতে পত্রের দিকে তাকাইয়া একবার হাসিল

সুখদা। মনে থাকবে কি! তোমার কি তখন হুঁস ছিল! দিন রাত কেবল প্রলাপ—কেবল প্রলাপ—"খোকা ফিরে আ—খোকা ফিরে আয়।" ভাবতাম সর্ব্বনেশে ছেলেটার জন্যে প্রাণটা বুঝি এবার গেল! হা রে ছেলে! এমন মায়ার সমুদ্দুর বাপকে চিনলি না। একবার এসে পা দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে ক্ষমা চাইলেই ত সব রাগ জল হ'য়ে যেত। হাঁ দাদা, একবার যদি ছেলেটা এসে তোমার পা দু'খানি জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে পড়ত—তাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারতে? কখনই পারতে না। তোমার যে দয়ার শরীর। প্রাণ ত নয় যেন মায়ার সমুদ্দুর! তা না ক'রে, তুই বাছা উকীল বন্ধুদের পরামর্শ শুনে বাপ পাগল হয়েছে ব'লে মকদ্দমা ক'রে জমিদারী নিবি—এতবড় তোর বুকের পাটা! একটা চক্ষু লজ্জাও কি নেই! বুড়ো বাপ—একটা ধর্ম্ম ত আছে! বাপ হ'ল তোর পাগল! বাপের সঙ্গে মকদ্দমা!

দুর্গা। সে কি সুখদা?

সুখদা। কেন—তুমি শোন নি সে সব কথা! যোগেশ, তোর মামাবাবুকে বলিস্ নি?

যোগেশ। মামাবাবুর অসুখ, তাই—

সুখদা। অসুখ তাতে হয়েছে কি রে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া! তোর এ ঝুঁকি-ঝক্কুড় রাখবার দরকার কি! আদালতের প্যাদা নিয়ে যখন জমিদারী দখল ক'রতে আসবে, তখন কি পারবি তুই সে তাল সাম্‌লাতে! আমাদের কি বাপু—দু'মুঠো ভাতের কাঙাল—দশ জনের দশ কথা শুনেও পেটের দায়ে পড়ে আছি, ব'লে খালাস হওয়াই ভাল। তারপর যার ঝুঁকি সে বুঝুক গে।

দুর্গা। যোগেশ, ব্যাপার কি?

যোগেশ। আজ্ঞে—(স্বগত) কি বলি? মা'র মত অত মেধা ত আমার নেই। শেষটা কি ধরা পড়ে যাব—(সুখদার দিকে করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ)

দুর্গা। চুপ করে রইলে যে—বল—

সুখদা। (স্বগত) হতভাগা ছেলে—এই বুদ্ধি নিয়ে জমিদারী হাত ক'রবে! (প্রকাশ্যে) ও মুখচোরা ত তোমায় সবই ব'লবে। ও পারে কেবল রান্নাঘরে গিয়ে আমার কাছে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে—'আমার মামা-বাবুকে অপমান করেছে।' আমি বল্‌ছি শোন! ঐ যে ওদের কলকেতায় পাঠিয়েছিলে—তাই যোগেশ খোকাকে বলেছিল, যে বাড়ী চল—সবাই মিলে মামাবাবুর হাতে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব—তার রাগ জল ক'রতে কতক্ষণ। শুনে তোমার গুণনিধি ছেলে মানওয়ারী গোরার মত গর্জ্জে উঠে বল্লে যে—'পায়ে ধ'রে জমিদারী নেব—কেন আইন আদালতের দোর চিনি না—বুড়ো ভেবেছে কি—আদালতে আমি তাকে পাগল সাব্যস্ত ক'রব—পাগলা গারদে পাঠাব—"

দুর্গা। এ্যা আমি জেগে আছি ত! দুর্ব্বল শরীরে শুন্‌তে ভুল করি নি ত—আবার—আবার বল্ ত সুখি—কি বল্‌ছিলি—(শক্ত হইয়া বিছানার উপর বসিলেন)

সুখদা। কি আর বল্‌ব দাদা! বল্‌তে বুক ফেটে যায়! খোকা তোমার সঙ্গে মকদ্দমা ক'রে জমিদারী নেবে—তোমায় পাগল সাব্যস্ত ক'রে পাগলা গারদে পাঠাবে। কলি—কলি—সাক্ষাৎ কলি—

দুর্গা। এ্যা—খোকা—খোকা—সেই খোকা—আমার চোখের দিকে চেয়ে যে কোনদিন কথা বলে নি—এও সম্ভব—সম্ভব হয়! যোগেশ, অনাদি এ সব জানে?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ—

সুখদা। জানে না! মুখপোড়া ত কিছু বল্‌লে-না—কাজেই আমায় সব বল্‌তে হ'চ্ছে। ঐ কথা শুনে যোগেশ নলিনীকে দু'চার কথা বলেছিল। বল্‌বে না? হাজার হ'ক তুমি ত আর পর নও—মায়ের সহোদর ভাই—মামা; তোমার অপমান ও কি চুপ ক'রে স'য়ে থাকতে পারে। তাতে দেওয়ানজী রেগে-মেগে যোগেশকে "ছোটলোক—মামাবাড়ীর ভেতুড়ে" আরও কত কি কটু-কাটব্য ব'লে গাল মন্দ দিলে। ছেলেটা আমার কাছে এসে ভেউ ভেউ করে কেঁদেছে—দু'দিনের মধ্যে একটা দানাও দাঁতে কাটে নি - বলে যে, মামার অন্ন আমি আর ছোঁব না—আমার গ্লানি হ'য়েছে। তারপর কত বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে শান্ত ক'রেছি।

দুর্গা। অনাদি। চির-বিশ্বাসী অনাদি। এও কি হয়।

সুখদা। বিশ্বাসী কে কেমন তা ক্ষেত্রে পড়লেই বোঝা যায়। বলে যে 'যতক্ষণ ধরা না পড়ে ততক্ষণ সাধু। বুঝলে না খোকার হাতে জমিদারীটে গেলে সে ত আর কিছু দেখবে শুনবে না—নূতন বয়সে নূতন বৌ—আমোদ আহ্লাদেই কাটাবে—তা হ'লে লুটবার সুবিধাটা ভাল রকম হয়। তুমি থাকতে অতটা সুবিধে হচ্ছে না কিনা।

যোগেশ। (স্বগত) মা'র কি সাফ মাথা—বেড় লাগিয়েছে ত! ওঃ, একেবারে ঘোড়ার কিস্তি গজের কিস্তি এক সঙ্গে।

দুর্গা। হুঁ—অনাদির কথায়ও আমি বুঝতে পেরেছি যে, সে যোগেশের উপর সন্তুষ্ট নয়। সে এই জন্য।

সুখদা। ছেলেটা হয়েছে দাদা সবার চক্ষুশূল। তুমি একটু আদর ক'রে যখন তখন ডাক কি না—

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। বাবু—বাবু- দাদাবাবু এসেছেন।

দুর্গা। দাদাবাবু—

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ—দাদাবাবু—

দুর্গা। ফটক বন্ধ ক'রে দে—তার ছায়াও যেন আমার বাড়ীর মধ্যে না

পড়ে, যদি জবরদস্তি করে, দারোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিবি—

শ্যামা। বাবু, বৌদিদিও সঙ্গে আছেন।

সুখদা। ওঃ বাবা—একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত! কি সাহস! ধন্য ছেলে যা হ'ক!

শ্যামা। বাবু, বৌদিদিও এসেছেন—

দুর্গা। এসেছেন তা তোর কি—তোর বাবার কি রে হারামজাদা—(বালিশ ছুড়িয়া মারিলেন) যদি ভাল চাস্ ত যা বললাম তাই কর্। তাড়িয়ে দে—গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দে—

শ্যামা। বাবু—(নতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রাহল)

দুর্গা। হুঁঃ—আচ্ছা। যোগেশ! পাঁড়েকে ডাক্ ত—

শ্যামা। না—না—বাবু আমিই যাচ্ছি—

দুর্গা। নাঃ, আর কাকেও বিশ্বাস নেই—সব নেমকহারাম—সব শয়তান!

সুখদা। যা বলেছ দাদা, মানুষ যদি চিনতে পার্‌তেম, তবে কি আজ আমাদের এ হাল হয়।

যোগেশ। এত শাস্ত্র! বড় বড় লোক পিছনে আছে—তার উপর নিজেও কিছু লেখাপড়া জানে—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মামাবাবুর পরিচয় দিয়ে যখন তখন দেখা ক'র্‌তে পারে—

সুখদা। ঝাঁটা মারি অমন লেখাপড়ার মুখে—বাপের এই অবস্থা—মরার মুখ থেকে ফিরে এসেছে—একটা মানুষের আত্মাও কি নেই!

দুর্গা। কে উপরে আসছে?

যোগেশ। (একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) দেওয়ানজী—

সুখদা। বোধ হয় একটা আপোষ রফার কথা বলতে—

দুর্গা। আপোষ রফা! আচ্ছা।

সুখদা। তুই এ দিকে আয় বাছা। এ সব কথায় আমাদের থাকবার দরকার নেই। তোর দোষ ত লেগেই আছে।

সুখদা ও যোগেশ প্রস্থান করিল, যাইতে যাইতে যোগেশ নিম্নস্বরে সুখদাকে বলিল—

যোগেশ। ভাগ্যিস্ জানালা দিয়ে ওদের আসতে দেখেছিলেম।

সুখদা। মা কালী আছেন।

যোগেশ। তোমাকে কি বল্‌বে মা - তোমার জুড়ি নেই।

সুখদা। উঁহুঃ—এখনও কিছু হয় নি। দেওয়ানটা আস্‌ছে। এই ফাড়া যদি কাটাতে পারি—

বিপরীত দ্বার দিয়া অনাদির প্রবেশ

দুর্গা। কে? অনাদি। কি, একটা নিষ্পত্তি না?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ। তা হ'লে এ বুড়ো ব্রাহ্মণের গয়া কাশীর ফল হয়। আমার তার পেয়েই ছুটে এসেছে। বালক—

দুর্গা। হুঃ—তুমিই তার ক'রে আনিয়েছ—না?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—আপনি একেবারে বেহুঁস হয়ে ছিলেন—

দুর্গা। আমি বেহুঁস হয়ে ছিলাম, তাই তার ক'রে আনিয়েছ। কেমন?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। অনাদি, আমায় কি কচি ছেলে পেয়েছ যে চোখ রাঙিয়ে আইন-আদালতের ভয় দেখিয়ে দু'পাতা ইংরাজী বিদ্যার ধমক দিয়ে—জান অনাদি, এই দুর্গাশঙ্কর রায়ের প্রতাপে সাত-সাতটা পরগণার লোক ভয়ে জড়সড়—জান অনাদি, এই দুর্গাশঙ্কর রায় এ জমিদারীর ভার নেবার পর এ দেশ থেকে চোর ডাকাত, বদমায়েস ভিটে ছেড়ে পালিয়েছে—ভেবেছ কি দুর্গাশঙ্কর রায় মরে গিয়েছে। না, সে মরে নি—আজও বেঁচে আছে! হাঁ, বেঁচে আছে, বুড়ো হ'য়েছে কিন্তু বেঁচে আছে। অনেকে তার পরিচয় নিয়েছে—ইচ্ছা হয়, তুমিও একবার নাও—

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—বাবু, আপনি ব'লছেন কি?

দুর্গা। হাঁ ঠিকই বলছি।

অনাদি। বাবু, আপনি ভুল বুঝেছেন—মিথ্যা কথা শুনেছেন। অনাদি চক্রবর্ত্তীকে আজ ত্রিশ বছর দেখছেন—সে নেমকহারাম নয়। নিজের ছেলে-পুলে নেই—আপনার ছেলে ঐ খোকাকে পুত্রের অধিক ক'রেছি—জানেন ত, আপনি বিরক্ত হয়েছেন—কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে ব'লে কত সময় রাগ ক'রেছেন—তবুও আমি তাকে কোল থেকে নামাই নি—(অনাদির চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল)—ইচ্ছা ছিল—

সুখদা যোগেশকে এক রকম ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল

যোগেশ। হাঁ দেওয়ানজী, আপনি সে ছবিখানি পোড়ান নি—

অনাদি। এসেছ বাবাজী! রন্ধ্রগত শনি—আমি কি করব। কোন্ ছবিখানা বাবাজী?

যোগেশ। যেখানা মামাবাবু আমাকে পোড়াতে ব'লেছিলেন। সেখানা দেখ্‌লাম আলমারির পিছনে কাপড়ে মোড়া রয়েছে—

অনাদি। সেখানেও তোমার নজর গিয়েছে।

বেগে সুখদার প্রবেশ

সুখদা। হতভাগা হতচ্ছাড়া, জানিস্, সব কথাতেই তোর দোষ, তবু মুখ-পোড়া অপমানিত হ'তে কেন সব কথায় থাকতে যাস্! ভগবান মেরেছেন, ভাতের কাঙাল হ'য়ে এসেছিস্—দশজনের ঝাঁটা লাথি খেয়ে বাক্যি-গঞ্জনা স'য়ে মুখ বুজে থাক্‌তে পারিস্ থাক, না পারিস্ দূর হ'য়ে যা। পোড়াক না পোড়াক সে খোঁজে তোর দরকার কিরে বাছা। 'আমার মামাবাবু অসুখে পড়ে আছেন, তাই তাঁর কথা আর কেউ গ্রাহ্য করে না।' ওরে তা ক'রবেই না—কেউই তা করে না—দেখ্‌ছি, চোখের উপর দিনরাত দেখ্‌ছি—বুকের মধ্যে ধু ধু করে আগুন জ্বলছে, কিন্তু মুখে রা'টি কাড়ি নি—তেমন বাপের মেয়ে নই। তুই যে 'মামাবাবু, মামাবাবু' করে অজ্ঞান—তোর কিছু ক'রবার ক্ষমতা আছে?

সুখদা ঝড়ের মত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল কক্ষটি নীরব রহিল। তারপর অনাদি ধীরে ধীরে বলিলেন—

—যোগেশবাবু, নলিনীর ছবিখানি পোড়াতে আমিই আমাকে নিষেধ করেছিলাম—আমিই যত্ন ক'রে সেখানা কাপড়ে ঢেকে আলমারির পেছনে রেখেছিলাম—কারণ আমি জানি, আবার একদিন ঐ ছবির খোঁজ হবে। আমার দুর্ভাগ্য যে, সেখানেও তোমার নজর গিয়েছে। থাক্, আমি যতদিন এ সংসারে আছি ততদিন আমার চোখের সামনে ও ছবিতে কেউ আগুন দিতে পারবে না—তোমার মামাবাবুও না—এই তাঁর সামনে ব'লে

যাচ্চি! চরের মামলাটা সেরে জেলা থেকে এসে আমি বিদায় নেব, তখন আর কেউ তোমাদের নিষেধ ক'রবে না—তখন যা ইচ্ছা তোমাদের ক'র ইচ্ছা হয়—আগুনে দিও—ইচ্ছা হয়, ছুরি দিয়ে ফাল ফাল ক'র—যা তোমাদের খুসী। ওঃ—হবার নয়—হবার নয়—নারায়ণ—নারায়ণ—মুখ রাখ্‌লে না ঠাকুর—

ধীরে ধীরে প্রস্থান

সুখদার পুনঃ প্রবেশ

সুখদা। দেখ্‌লে দেখ্‌লে অহঙ্কারটা! যার খাচ্ছে তাকেই আবার চোখ রাঙাচ্চে! দাদাকে দয়ার সাগর পেয়ে বড় বাড় বেড়েছে সব।

দুর্গা। যোগেশ, নিধু খুড়োকে একবার আমার এখানে ডেকে দাও ত—এখনই—

যোগেশের প্রস্থান

সুখদা। এখন খাবার যোগাড় ক'রব কি দাদা?

দুর্গা। আর খেতে ইচ্ছে নেই ভাই—

সুখদা। যা হ'ক দুটো পেটে ত দিতে হবে। প্রাণটা ত বাঁচাতে হবে।

দুর্গা। হাঁ তাও হবে। আচ্ছা একটু পরে।

সুখদা। তবে আমি সব গুছিয়ে গা'য়ে রাখি গে, যখন তোমার ইচ্ছে হয়, আমাকে ডেক। (যাইতে যাইতে) ওহো হোঃ—দাদার দশা দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়—ওহো হোঃ— চোখে কাপড় দিয়া প্রস্থান

দুর্গা। সব আবছায়া—সব আবছায়া—যেন একটা ছায়ার মানুষ হ'য়ে গেছি—ওঃ—

শ্যামার ধীরে ধীরে প্রবেশ

কে?

শ্যামা। আমি শ্যামা—

দুর্গা। কি?

শ্যামা। বাবু, আমি দেশে যাচ্ছি—

দুর্গা। দেশে যাচ্ছিস্। বেশ—যা। একে একে সব যা—পড়ে থাকবে শুধু একটা কঙ্কাল, আর তাই আঁকড়ে ধ'রে থাক এই ত্রিকালজ্ঞ ভূশুণ্ডি কাক—

দুই চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল

শ্যামা। আমি ত আজ যাচ্ছি না বাবু—আপনি ভাল ক'রে সেরে উঠলে যাব।

দুর্গা। প্রভুভক্ত ভৃত্য—আমার সুখ দুঃখের চিরসাথী। শ্যামা। আমার কাছে আয়। তারা গিয়েছে রে ?

শ্যামা। হ্যাঁ বাবু—

দুর্গা। কোন গোলমাল ক'রেছিল ?

শ্যামা। কিসের গোলমাল বাবু! পাষাণে বুক বেঁধে যেমন আমি ব'ললাম যে বাবু দেখা ক'রবেন না—দাদাবাবুর দু'চোখ বেয়ে ধারায় জল পড়্তে লাগল—হাউ হাউ ক'রে তিনি কেঁদে উঠলেন—কাঁপতে কাঁপতে ব'সে পড়লেন—আমি গিয়ে ধরলাম। তারপর অতি কষ্টে ব'ললেন—"শ্যামা —আমি অভাগা। বড় অভাগা। বাবার পা-দু'খানি বুঝি আর এ জীবনে দেখ্তে পাব না। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বৌমার হাত ধ'রে চলে গেলেন—

দুর্গা। (নিম্নস্বরে—যেন ভয়, পাছে কেহ শুনিতে পায়) তোর বৌমাকে দেখেছিস্ রে ?

শ্যামা। হাঁ বাবু। কি সে রূপ, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ। চোখ ফেরান যায় না—আর কি মিষ্টি কথা! আমায় ব'ল্লেন—লক্ষ্মী দাদা, আমায় একবার বাবার কাছে নিয়ে যেতে পার ?

দুর্গা। তার পর তুই কি বল্লি ?

শ্যামা। কি বলব বাবু—ব'ল্লাম যে "তোমায় আর একদিন নিয়ে যাব বৌমা। (দুর্গাশঙ্কর দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার চক্ষু হইতে তাঁহার অজ্ঞাতে ঝরিয়া পড়িল) বাবু—বাবু দেখ্বেন —ঐ যে, ঐ তাঁরা নৌকায় উঠে আপনার ঘরের দিকে চেয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম ক'রছেন—

দুর্গা। এ্যাঁ—কৈ—কৈ? (একলম্ফে যুবকের মত ছুটিয়া গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন ও সহসা মধ্যপথে থামিয়া বলিলেন) বন্ধ কর—জানালা বন্ধ কর—

শ্যামা। বন্ধ ক'রব—

দুর্গা। কর—শীগ্‌গির বন্ধ কর—আমায় শক্ত করে ধর—(কাঁপিতে লাগিলেন) না—না—আমায় বাঁধ—বিছানার চাদর দে' খাটের সঙ্গে আমার হাত-পা বাঁধ—বাঁধ—

শ্যামা। বাবু—বাবু—

দুর্গা। বাঁধ—বাঁধ হারামজাদা—শীঘ্র বাঁধ—

শ্যামা অপ্রতিভের ন্যায় প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিল

আরও—আরও জোরে—আরও শক্ত ক'রে—

শ্যামা। এখন খুলে দি বাবু—এতক্ষণ তারা নৌকা খুলেছে—

দুর্গা। নৌকা খুলেছে? আচ্ছা দে—খুলে দে।

বাধন খুলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামার প্রস্থান

কিন্তু—না—এতগুলি মিথ্যা কথা কি যোগেশ আর সুধা আমাকে ব'লতে পারে! ভগবান! তুমি সব জান—বিচার করো—দণ্ড দিও—যে জ্বালায় আমি—ওঃ—

নিধু খুড়োর প্রবেশ

নিধু। কি বাবা, এ অসময়ে ডেকেছ কেন? ধানেশ্বরীর আরাধনা ক'রে যেমন এক ঢোক গলায় ঢেলেছি, অমনি তোমার ডাক গিয়ে হাজির। কি করি বাবা, তুমি ডেকেছ, আঁধার রেতে এসে হাত পাতলেই দেবীর ভোগের জন্য, তোমার কাছে টাকাটা-সিকেটা পাই—কাজেই বোতল-বাহিনীকে আপাততঃ মাচায় তুলে বিরহ-ব্যথায় জ্ব'লতে জ্বলতে মনের দুঃখ মনে চেপে চ'লে এসেছি।

দুর্গা। খুড়ো, বড় জ্বালা, একটু মদ দিতে পার—একটু মদ। দশ টাকা নাও—বিশ টাকা নাও—একশ' টাকা নাও, আমায় একটু মদ দাও—মদ দাও—

নিধু। দুর্গাশঙ্কর! বড় ঘা'টা খেয়েছ বাবা—বুঝেছি! ঘাটে ছেলেটা আর বৌটাকে দেখলাম। ব'স বাবা—আমার কাছে ব'সে—

বিছানার উপর দুর্গাশঙ্করকে বসাইলেন ও নিজে নিকটে বসিলেন

দেখ বাবা, কলেরায় মাতৃহারা ছেলে দু'টো যখন একদিন আগপাছ মারা গেল—বুকের ভিতর রাবণের চিতা লক্ লক্ ক'রে জ্বলে উঠল—কি তার দাহ—কি সে জ্বালা। তারপর যাতনা সহতে না পেরে অনেক ভেবে-চিন্তে, মদ খাওয়া ধরলুম—ভাবলুম মদে সব ভুলিয়ে দেবে। তারপর ত জান বাবা, লোক-লজ্জা গ্রাহ্য করি নি—যথাসর্ব্বস্ব রাক্ষসীর পায়ে ঢেলেছি—প্রথম প্রথম বিলিতি—তার পর যখন পয়সাও কমে এলো, পিপাসাও বেড়ে গেল—তখন একেবারে ধান্যেশ্বরী; কিন্তু বাবা, ভুলতে পারলেম না—যখন নেশা বাড়ে তখন বুকের হাহাকারও বাড়ে—সে যে কি যাতনা—ও—অতি বড় শত্রুও যেন সে যাতনা না পায়। লাভের মধ্যে হ'য়েছে এই, এখন আর মদ না হ'লে এক দণ্ডও টিক্‌তে পারি না—এক জ্বালা নেবাতে গিয়ে আর এক জ্বালা বাড়িয়েছি। কি দুর্গাশঙ্কর—কাঁদছ? কাঁদ—কাঁদ—বরং সে ভাল। কাঁদলে যাতনা অনেক কমে। এখানে শোও ত বাবা—তুমি এখানে শুয়ে শুয়ে কাঁদ, আর আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দি, আর মায়ের নাম করি—তারা—তারা—পাষাণী—

গীত

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা।
সে যে আপনি ক্ষেপা
কর্ত্তা ক্ষেপা—ক্ষেপা দুটো চেলা।
কি রূপ কি গুণ কি ভঙ্গি কি ভাব কিছুই যায় না বলা।
যার নাম করিতে কপাল পোড়ে
কণ্ঠে বিষের জ্বালা।

দুর্গাশঙ্কর ঘুমিয়ে প'ড়েছেন যাক্, একটু ত ভুলে থাকবে।

ব্যস্তভাবে অনাদির প্রবেশ

অনাদি। বাবু—বাবু—

নিধু। চুপ্—ঘুমিয়েছে—

অনাদি। কিন্তু বড্ড জরুরী খুড়ো।

নিধু। লোকটাকে কি মেরে ফেলতে চাও অনাদি—

অনাদি। এ দিকেও যে সর্ব্বনাশ! তাই ত—কি করি—কি করি--

উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান

নিধু। একটু ব'সতে হ'ল নইলে এরা লোকটাকে ঘুমুতে দেবে না—মেরেই ফেল্‌বে!

নিধু সস্নেহে দুর্গাশঙ্করের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলে'ন

তৃতীয় দৃশ্য

একতলায় রান্নাঘরের সম্মুখের বারান্দা

তদুপরি চক্‌মিলান বাটীর ঝুলবারান্দা। রান্নাঘরে সুখদা পাক করিতেছে। বেলা দশটা তখনও বাজে নাই; নিবারণ সহ যোগেশ রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল—

"মা—মা—"

সুখদা। (রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া) কি! ডাকছিস্ কেন? (নিম্নস্বরে) হতভাগা ছেলে একশ'দিন বলেছি না, যে আস্তে কথা বল্‌বি—ঐ দাদার শোবার ঘর থেকে এ যায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়! নিধুঠাকুর ঐ খাটের উপর বসে আছে, বুদ্ধির দোষে তুই সব মাটি ক'রবি দেখ্‌ছি।

যোগেশ। দেওয়ান শালা, ভীষণ খোঁজাখুঁজি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—সে একেবারে ক্ষেপে গেছে—শীঘ্র দলিলগুলো নিবারণের হাতে দাও—ও এখনি রওনা হ'ক।

সুখদা। তখন বলেছিলাম না যে এগুলো সরিয়ে ফেল! কেমন খাটল ত! (উচ্চৈঃস্বরে) বোনের অসুখ, তা হ'লে যেতেই হবে। আহা মা'র পেটের বোন। ভাই-বোনের মত আপনার জন কি আর আছে? একেবারে কাটা রক্তের টান! আমার রান্না ত সব হয় নি এখনও—তা ডাল-ভাত যা হয়েছে দু'টি মুখে দিয়ে যাও বাছা। (নিম্নস্বরে) নিবারণ ঘরের ভিতর এস। দলিলগুলো আমার হলুদের হাঁড়ির মধ্যে কাগজে মোড়া আছে—এখানে দাঁড়িয়ো না—ঐ দেখ নিধু ব্যাটা তাকিয়ে আছে। (রান্নাঘরের ভিতর গেলেন)

নিবারণ। ফিরতে ত দেরি হবে—

যোগেশ। হাঁ তা ত হবেই। দলিল দেবে, টাকা আন্‌বে। হাঁ, দেখ, নিবারণ, টাকা হাতে না পেয়ে কিন্তু দলিল দিও না—হুসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার—

নিবারণ। সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, কিন্তু আমার বাড়ীতে অন্য পুরুষ লোক নেই, ললিতা একা থাকবে—

যোগেশ। সে জন্য তোমার চিন্তা নেই আমি যখন আছি। একটা ব্যবস্থা ক'রবই। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে রওনা দাও।

নিবারণ। বখ্‌রা?

যোগেশ। কেন? দশ আনা ছ আনা— সে ত আগেই স্থির হ'য়েছে।

নিবারণ। হয়েছে ত, কিন্তু কাজটা যে আমারই সব করতে হচ্ছে। ছ আনায় আমার বড্ড ঠকা হয় যোগেশবাবু। ওটা আধাআধি ক'রে দিন— কি বলেন রাজী?

যোগেশ। (স্বগত) ব্যাটা কায়ে ফেলে এখন মোচড় দিচ্ছে! দাড়াও সোনার চাঁদ—আমিও যোগেশ ঘোষ! (প্রকাশ্যে) টাকার মধ্যে কি আছে নিবারণ—ও দু'দশ টাকার কম বেশীতে কি আসে যায়। আমাদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য হ'চ্ছে দেওয়ান ব্যাটাকে জব্দ করা—সেটা হ'লেই হ'ল —কি বল?

মিবারণ। আজ্ঞে হাঁ—তা বৈ কি—তা বৈ কি। তবে—তা হ'লে-- আপনি রাজী ত?

যোগেশ। হাঁ- হাঁ রাজী বৈ কি—নিও না, তুমি আট আনা। ও টাকা কড়িতে আমার কোন দিনই বড় একটা আসক্তি নেই। হাঁ, আর তুমি দেরি ক'র না—দলিলগুলো নিয়ে চট্‌পট্ বেরিয়ে পড়— আবার কি ফ্যাসাদ বাধাবে—যে শত্রুপুরী।

নিবারণ। ললিতার কিন্তু বড় ভয়।

যোগেশ। সে জন্য কোন চিন্তা নেই যখন আমি আছি।

নিবারণ রান্নাঘরে ঢুকিল

আচ্ছা শালা, দেখে নেব তুমি কত বড় চালবাজ। বড় বড় সাগর সাঁতরে পার হ'য়ে এলাম, আর তুমি ত যাদু পচা ডোবা। ললিতার বড় ভয়! হাঃ হাঃ হাঃ—'সে জন্য কোন চিন্তা নেই, আমি যখন আছি!' খাঁটি সত্য কথা—একেবারে খাঁটি। এক এক ঢিলে যদি তিনটে ক'রে পাখী মারতে না পারলেম—তবে আর বাহাদুরী কিসের। দলিলগুলোর জন্য দেওয়ান ব্যাটা মামাবাবুর কাছে অপদস্থ হবে—চাকরী ত যাবেই—পুলিশেও যেতে পারে। এই হ'ল এক। দলিলের বিনিময়ে শিবনারায়ণ বসুর পাঁচ হাজার টাকা—যদিও আপাততঃ অর্দ্ধেক নিবারণকে দিচ্ছি—কিন্তু সে

অর্দ্ধেকও হাতে আনতে আমার কতক্ষণ। এই দুই।' আর তৃতীয় হচ্ছে, সুন্দরী ললিতা—নিবারণের বাড়ীতে সে দিন তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি—তার গান শুনে আমি আত্মহারা হ'য়েছি—ললিতাও হাবভাব ইসারায় প্রকাশ ক'রেছে যে, সে আমায় চায়। মিলনের অন্তরায় ছিল—এই নিবারণ। যাক দিন কয়েক ত নিশ্চিন্ত।

নিবারণ রান্নাঘর হইতে বাহির হইল

এই যে পেয়েছ? হুঁসিয়ার—খুব হুঁসিয়ার। আমার পত্রখানা শিবনারায়ণবাবু ব্যতীত আর কারও হাতে দিও না—বুঝলে?

নিবারণ। হাঁ, তা হ'লে আমি বাড়ী থেকে জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি?

যোগেশ। নিশ্চয়! (উচ্চৈঃস্বরে) তোমার বোনের অসুখ কি রকম থাকে আমাদের জানিও নিবারণ—আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত থাকব—

নিবারণ। আধা-আধি ত?

যোগেশ। হাঁ—হাঁ—জান ত, আমি এক কথার লোক।

নিবারণ। তবু-তবু—আচ্ছা, তা হ'লে আমি বেরিয়ে পড়ি। প্রস্থান

যোগেশ। শালা কি পাজি! আচ্ছা দেখা যাবে। প্রস্থানোদ্যত

সুখদা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিল

সুখদা। আবার কোথায় বেরুচ্ছ বাছা এই অবেলায়? রান্না-বান্না প্রায় হ'য়ে গেছে। (নিম্নস্বরে) হাঁরে গুঁড়োটা ত তেমন জোরের নয়—

যোগেশ। বল কি মা, ভাল ডাক্তারখানা থেকে কিনেছি।

সুখদা। না, তেমন ক্রিয়া পাচ্ছি না ত।

যোগেশ। তবে মাত্রাটা বাড়াও—কিন্তু একেবারে বেশী বাড়িও না যেন——আস্তে—আস্তে—

সুখদা। নে-নে—আমাকে আর তোর বুদ্ধি দিতে হবে না। আমি তোর মা—তোকে পেটে ধরেছি।—ঐ দেওয়ান আসছে—ওদিকে তাকাস্ না—খবরদার (উচ্চৈঃস্বরে) তিথিধম্মো যা করাবি তুই, তা ত বুঝতেই

পারছি—সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে কোলকাতা থেকে যে বইখানা এনেছিস্ তা আমায় শোনাতে হবে—

যোগেশ। কি—গীতা শুন্‌বে? সে যে সংস্কৃত। তুমি তা বুঝ্‌তে পারবে না।

অনাদির উন্মাদের ন্যায় প্রবেশ

অনাদি। যোগেশবাবু, এদিকে নিবারণ এসেছিল?

যোগেশ। (স্বগত) নিবারণের খোঁজ! তবে কি সন্ধান পেয়েছে! (প্রকাশ্যে) হাঁ দেওয়ানজী, এই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার বোনের অসুখ দেখ্‌তে গেল। এত সকালে বাড়ীতে রান্না হয় নি বলে এখান থেকে খেয়ে গেল।

অনাদি। (আপন মনে) তা হ'লে লোক পাঠাতে হয়—শ্যামা—শ্যামা—পাঁড়ে—

সুখদা ও যোগেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল

সুখদা। (স্বগত) আর কিছু সময় না পেলে ত যোগেশ ধরা পড়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) ব্যাপার কি দেওয়ানজী?

অনাদি। কেন তুমি জান না? শোন নি?

সুখদা। কি ক'রে জানব ভাই—তোমরা না বল্‌লে কার কাছে শুন্‌ব। কি হয়েছে দেওয়ানজী?

অনাদি। আর কি হবে—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! বুকের রক্ত ঢেলে এই ত্রিশ বছর ধ'রে বিশ্বাসী ব'লে—প্রভুভক্ত ব'লে যে সুনাম, যে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলাম—গিয়েছে—সে সব গিয়েছে! সিন্দুক চাবি বন্ধ—অথচ ভিতরে একখানা কাগজও নেই। ওঃ—আমি কি ক'র্‌ব—কি ক'রব—কি ক'রে এ পোড়া মুখ মনিবকে দেখাবো!

সুখদা। কাগজ! কি কাগজ দেওয়ানজী?

অনাদি। চরের মকদ্দমার সমস্ত দলিল—(সহসা) যোগেশবাবু—যোগেশবাবু দয়া কর—এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর দয়া কর—তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত

আমি—আমায় মেরে ফেল না—দলিল না পেলে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নেই—উপায় নেই—বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, এই পৈতে দিয়ে তোমার হাত দু'খানি ধ'রছি—আমায় রক্ষা কর—দয়া কর—কাগজগুলো ফিরিয়ে দাও—

যোগেশ। দলিল ফিরিয়ে দেব আমি! আপনি ব'ল্‌ছেন কি দেওয়ানজী! আপনি কি ব'ল্‌তে চান যে সিন্দুক থেকে আমি চুরি ক'রেছি! এত বড় সাহস আপনার।

সুখদা। কি। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ছোটলোকের এত স্পর্দ্ধা! তুমি ভেবেছ কি বল ত অনাদি চক্রবর্ত্তী! জান তুমি আজ কাকে কি ব'ল্‌ছ! বরাতের দোষে চারটে ভাতের কাঙ্গাল হ'য়ে না হয় আজ মামার দোরে এসে পড়েছে—জান, তোমার মতন দু'দশ জন চাকর একদিন ওর বাড়ীতেও ছিল। (সহসা ক্রন্দন) ওগো, তুমি কোথায় আছ গো—দেখে যাও একবার তোমার যোগেশের দুর্দ্দশা! চাকর আজ তাকে চোর ব'ল্‌ছে—ও হো হো—আমাদের অদৃষ্টে এও ছিল (সেই সময় দোতলার ঝুল বারান্দার উপর—"অত গোলমাল কিসের?" বলিয়া রেলিং ধরিয়া দুর্গাশঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিধু খুড়ো। "আহা-হা, কেন আবার ওখানে যাচ্ছ।" বলিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

অনাদি। শোন যোগেশবাবু, আমার অবস্থা বুঝতে পারছ, আমি মরিয়া—আমার মন ব'ল্‌ছে দলিলগুলি তুমি নিয়েছ। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, ব্রাহ্মণ আমি, এই পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—এই মুহূর্ত্তে আমি চাকরী ছেড়ে যাব তোমার পথ প্রাণান্তেও আর মাড়াব না—শুধু কাগজ ক'খানি মনিবকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি মানে মানে বিদায় হব। নীরব রইলে—যোগেশবাবু, নীরব রইলে দেবে না—দেবে না? শোন তবে, আমি ত ম'রেছি—তোমায়ও আমি সহজে ছাড়বো না—না কিছুতে ছাড়ব না।

যোগেশ। কি, মার্‌বে নাকি!

সুখদা। ওরে, কে কোথায় আছিস্, শীগ্‌গির আয়—অনাদি চক্রবর্ত্তী আমার যোগেশকে মেরে খুন ক'র্‌লে। কেন আমি ম'র্‌তে ভাইয়ের দোরে এসেছিলাম—এর চেয়ে যে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও আমার ভাল ছিল।

যোগেশ। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার দেওয়ানজী—তুমি আমায় মারতে তেড়ে আস। বেশ, আমি যাচ্ছি মামাবাবুর কাছে—

অনাদি। (পথ আগলাইয়া) না—না—কোথায় যাও, কোথায় যাও— আমায় মেরে না ফেলে যেতে পারবে না—আমি পাগল হ'য়েছি—পাগল হয়েছি—যোগেশবাবু—দিদিমণি, তোমাদের পায়ে ধ'রছি—ব্রাহ্মণ আমি —তোমাদের পায়ের উপর মাথা খুঁড়ছি—দয়া কর—আমায় বাঁচাও।

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এ কি দেওয়ানজী—দেওয়ানজী—ক'রছেন কি ?

দোতালা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া দুর্গাশঙ্কর ও তৎপশ্চাৎ নিধু খুড়ো নামিয়া আসিতে লাগিলেন

সুখদা। আর কি ক'রবেন ! এমন করেও লোকে শত্রুতা শোধ দেয় গা ! যতদূর পেরেছে অপমান ক'রেছে—গাল দিয়েছে—ধেয়ে ধেয়ে মারতে এসেছে—এখন ব্রাহ্মণ হ'য়ে পায়ের উপর আছড়ে পড়ে পরকালের পথেও কাঁটা দিচ্ছে—যাও বাপু, ও সব বুজরুকী—

অনাদি। পায়ের উপর মাথা খুঁড়লুম—তবু তোমাদের দয়া হ'ল না—তবে সত্যি সত্যি আমায় মেরে ফেলবে—বেশ তাই হ'ক—তোমাদের সামনে এই দেওয়ালে মাথা ঠুকে ম'রব।

মাথা ঠুকিতে লাগিলেন—শ্যামা ধরিয়া ফেলিল

সুখদা। শ্যামা—শ্যামা ! ধর্—ধর্—কি সর্ব্বনেশে লোক গা—এখন আমাদের মায়ে-ছেলের হাতে দড়ি দেবার চেষ্টা—কেন আমি ম'রতে এখানে এসেছিলেম !

দুর্গাশঙ্কর ও নিধু খুড়ো সেই সময়ে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

দুর্গা। অনাদি ! (অনাদি মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল)

সুখদা। দাদা—দাদা—তোমার সংসারে এসে—

দুর্গা। (হস্তের ইঙ্গিতে সুখদাকে স্তব্ধ করিয়া) অনাদি! ব্যাপার কি?

অনাদি। বাবু—বাবু—(হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া) সিন্দুক থেকে দলিল চুরি হ'য়েছে—

দুর্গা। সে কি। কি দলিল?

অনাদি। চরের সমস্ত দলিল—

দুর্গা। চরের সমস্ত দলিল!

অনাদি। আজ মেলায় যাব ব'লে কাল বেছে গুছে মিল ক'রে তাড়া বেঁধে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলাম। আজ সিন্দুক খুলে দেখি—একখানিও নেই—সব চুরি হ'য়েছে—

সুখদা। অথচ সিন্দুকে ঠিক তালা-বন্ধই আছে।

দুর্গা। অনাদি!

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—যেখানকার যা সব ঠিক আছে, কেবল সেই তাড়াটা নেই—

দুর্গা। সিন্দুকের চাবি ত একটা তোমার কাছে আর একটা আমার কাছে থাকে। তৃতীয় চাবি ত নেই। এ বিলিতি কল। ওঃ এত বড় ভেদের মকদ্দমাটা পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি! খুড়ো, সংসারটা বাস্তবিকই উল্টে গেল

সুখদা। আর বুড়ো মিন্সে আমার যোগেশকে বল্‌ছে যে, তুমি দলিল চুরি ক'রেছ।

দুর্গা। যোগেশ কি ক'রে দলিল পাবে অনাদি? এ তোমার অতি অন্যায় কথা। তুমি ত নিজেই ব'লছ যে তুমি আজ তালা বন্ধ দেখেছ।

সুখদা। মিন্সের দেখ্‌বি ঢং। একবার তেড়ে মারতে আস্‌ছে—একবার পা ধরছে—একবার মাথা খুঁড়ছে একবার দেয়ালে মাথা ভাঙছে! এ যে সর্ব্বনেশে লোক গো! দুধ কলা দিয়ে এমন কালসাপও মানুষে পোষে।

দুর্গা। অনাদি, আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হ'তে পারছি না, তালা বন্ধ র'য়েছে—হাঁ, সিন্দুকে টাকা কড়ি ছিল?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—পাঁচ শ টাকা ছিল

দুর্গা। সে টাকা আছে?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ

দুর্গা। সব?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ—

যোগেশ। চোর বুঝি সে সাড়ে বার শ' টাকা রেখে যেত।

দুর্গা। এ যে আরও সন্দেহের কথা অনাদি—

অনাদি। বাবু, আমি এই পৈতে ছুঁয়ে ব'লছি, আমি নির্দোষ—আমি কিছুই জানি না—

দুর্গা। এ সব অবস্থা শুনলে কি তোমার কথা কেউ বিশ্বাস ক'রতে পারে অনাদি? অনাদি! সহোদরের অধিক তোমায় স্নেহ করেছি—সংসারের কাকেও যে কথা বলতে পারি নি, অকপটে তোমায় তা বলেছি—আজ কি সেই বিশ্বাসের—সেই স্নেহের—ওঃ—(চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল)

অনাদি। পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও তোমার গর্ভে মুখ লুকিয়ে এ লজ্জা থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই। বাবু—বাবু—আর বলবেন না—তার চেয়ে আমায় জেলে দিন—তাও আমি সইতে পারব; কিন্তু আপনার এক একটা কথা আমার মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে।

দুর্গা। আঃ আমার কি হচ্ছে অনাদি। দাঁড়িয়ে দেখছ একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ ক'রেছি, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে নি—আর, আজ তোমায় বিদায় দিতে—(কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কথা বলিতে পারিলেন না।—ক্ষণকাল পরে) ওঃ অনাদি। কি ক'রলে, কি ক'রলে! তোমায় যে আমি বড় ভালবাসতেম—বড় বিশ্বাস ক'রতেম।

অনাদি। বাবু, অনাদি চক্রবর্ত্তী আপনার সে বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করে নি। এক আধ দিন নয়—আজ ত্রিশ বৎসর আপনার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছি—আপনারই অনুগ্রহে আজ সাতটা তরপের লোক এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেখলে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। অনাদি পিশাচ নয়—সে মানুষ, সে-সব কথা সে ভোলে নি—ভুলতে পারে না, কিন্তু কি ক'রব বাবু—দশ-চক্রে আজ ভগবান ভূত হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। বুঝতে পারছি—মনে মনে সব বুঝতে পারছি—কিন্তু আয়নার ছবি, ধ'রতে পারছি না। আমি জেলায় যাচ্ছি—আপনার মকদ্দমা ক'রতে। ঐ চর যখন দখল হয়,

তখন এই অনাদি চক্রবর্ত্তী প্রথম মাথা দিতে গিয়েছিল—ঐ চরের জন্য এই অনাদি চক্রবর্ত্তী সাত রাত্রি হাজত বাস ক'রেছিল—যাক সে কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন চক্রান্ত টিক্‌বে না, যতক্ষণ এই বৃদ্ধ বেঁচে আছে। মকদ্দমা আমি জিতে দেব, কিন্তু চাকরী আমি আর ক'রব না। আপনারও যখন আমার উপর সন্দেহ হ'য়েছে তখন আর আমাকে রাখা উচিত নয়। ভেবেছিলাম জেলা থেকে এসে, সুনামের সঙ্গে চলে যাব, কিন্তু তা হ'ল না। তবে আমি বলে যাচ্ছি, বিনা দোষে যারা এ পলিত-কেশ বৃদ্ধকে অপদস্থ ক'রেছে—স্নেহময় মনিবের নিকট বিনা কারণে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়েছে, তারা এর যোগ্য প্রতিফল পাবে—পাবে। নইলে—নইলে আমার নারায়ণ পূজা মিথ্যা—গায়ত্রী উচ্চারণ ব্যর্থ—ব্রাহ্মণের পবিত্র শোণিতে আমার জন্ম হয় নি—হয় নি—হয় নি—

পৈতেটা দুই তিন খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান

সুখদা। চোরের বড় গলা—

নিধু। আর কেন মা, গিয়েছে ত।

সুখদা। (স্বগত) এ আবার আর এক আপদ উড়ে এসে জুড়ে ব'স্‌ল! একটা না তাড়াতে আর একটা। এ যে মহীরাবণের গুষ্ঠি।

প্রস্থান

নিধু। কি ভাবছ দুর্গাশঙ্কর—চল উপরে যাই।

দুর্গাশঙ্কর নিঃশব্দে নিধুর অনুবর্ত্তী হইলেন। কয়েকপদ গিয়াই নিধু গান ধরিল—

"আমার কি হবে শঙ্করি!
তুমি থাকতে ওমা আমার
জাগা ঘরে হ'ল চুরি।"

গান করিতে করিতে নিধু দুর্গাশঙ্করকে লইয়া দোতলায় উঠিল

চতুর্থ দৃশ্য

নলিনীর ভাড়াটিয়া বাড়ীর কক্ষ

নলিনী ও গোবিন্দ

নলিনী। এমন আপিস নেই যে ঘুরি নি, কিন্তু এমন অদৃষ্ট যে পনর টাকা মাইনের একটা চাকরীও জুটল না। কোথাও যদি সামান্য বেতনের একটা চাকরী খালি হ'ল—হাজার হাজার এম-এ, বি-এ সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমার না আছে সত্যি সুপারিশ না আছে বড় পাশের সার্টিফিকেট। কে আমায় চাকরী দেবে বল!

গোবিন্দ। তবে কি হবে দাদাবাবু?

নলিনী। আবার মাস গ্রহের ফের দেখ না, বাবা তো গেলেন দু'জন লোকের বাড়ী খাওয়াতে থাকতে কতগুলো টাকা খরচ হ'য়ে গেল।

গোবিন্দ। বুড়োবাবু দেখাটা পর্য্যন্ত করলেন না।

নলিনী। আবার সে কথা কেন গোবিন্দ, সে সব কথা ভুলে যাও ভুলে যাও। আর সে অতীত কাহিনী স্বপ্নেও মনে ক'র না—ভুলেও মুখে এনো না।

গোবিন্দ। বাড়ীওয়ালার দারোয়ান আজ আবার এসেছিল।

নলিনী। রাস্তায় তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে—ও-বেলায় আসতে ব'লে দিয়েছি। ও-বেলায় যদি তাকে টাকা দিতে না পারি, তবে আমার ইজ্জত থাকবে না। আজ প্রায় পঁচিশ দিন ওয়াদার পর ওয়াদা করে তাকে ঘুরিয়ে হয়রান করেছি—দারোয়ানটা খুব ভদ্র, তাই রক্ষে। মুদী কাল ব'লে দিয়েছে—পূর্ব্বের টাকা না পেলে আর সে ধারে জিনিস দেবে না। এখন ভাবছি গোবিন্দ, যে পারুল যদি তখন বুদ্ধি ক'রে বিন্দে আর ঠাকুরকে বিদায় না ক'রত, তবে আজ কি অবস্থা হ'ত—কোথা থেকে গুণতেম তাদের মাইনে—তার উপর এই সাত আট মাসে দু'জন লোকের খাওয়াতেও ত কম ব্যয় হ'ত না।

গোবিন্দ। তুমি অত ভেব না দাদাবাবু—ভেবে ভেবে তোমার সোনার বর্ণ কালি হ'য়ে গেছে।

নলিনী। অদৃষ্টে আরও কি আছে কে জানে। এই হাতে একটি পয়সাও নেই, অথচ আজ সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ীওয়ালার কুড়ি আর মুদির ত্রিশ, এই পঞ্চাশ টাকা যোগাড় ক'রতে না পারলে স্ত্রীর হাত ধ'রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, না খেয়ে ম'রতে হবে। গোবিন্দ! যে ভাবে হয় পঞ্চাশ টাকা আমি সন্ধ্যার মধ্যে যোগাড় ক'রবই ক'রব। তুমি একটা থাকবার যায়গা দেখ। কুড়ি টাকা ভাড়ার বাড়ীতে আর থাকা চ'লবে না। কুড়ি টাকায় যে আমার এখন সংসার চালাতে হ'বে। তুমি কোন বস্তি-টস্তিতে তিন চার টাকা ভাড়ায় এ খানা খোলার ঘর দেখ -কোন রকমে যেখানে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা যায়। আজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে উঠে যাব।

গোবিন্দ। ঈশ্বর! এও আমায় কানে শুনতে হ'ল!

নলিনী। কি গোবিন্দ, কাঁদছিস্! এতেই চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে। এতে যদি চোখ দিয়ে জল ফেলিস্—তবে এর পর যখন তোর সামনে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কুকড়ে ম'রব তখন ত চোখ দিয়ে রক্ত ফেলেও কূল পাবি না। পিতা অন্নদাতা—দেবতার দেবতা—মনস্তাপের তীব্র যাতনায় তাঁর অন্তর থেকে অজ্ঞাতে যে কঠোর অভিশাপের বাণী ধ্বনিত হ'য়েছে—সে কি সহজ জিনিস রে? সে আমায় চূর্ণ ক'রবে—ধ্বংস ক'রবে—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাবে—যাই দেখি সে টাকা কোথায় পাই—

ব্যস্তভাবে প্রস্থান

গোবিন্দ। না—কোনমতে এই যম বেটার দেখাটা একবার পেতাম—তবে তার হাড় মাংস চুষে চিবিয়ে খেতাম। এত লোক ম'রছে—শুধু আমার মরণ নেই! আর ত চোখে দেখতে পারি না—আর ত সহ্য ক'রতে পারি না! যার বাড়ীর চাকর-বাকরদের পর্যন্ত দালানে ভিন্ন ঘুম হয় না—আজ সে রাজ্যেশ্বর রাজা, মাথা গুঁজবে একখানা খোলার ঘরে—এই দুপুর রোদ্দুরে পঞ্চাশটি টাকার জন্য আজ সে দোরে দোরে ঘুরছে। ভগবান! আমায় মরণ দাও—মরণ দাও—

কাঁদিতে লাগিল।

পারুলের প্রবেশ

পারুল। তাকে অত নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনতে হবে না গোবিন্দদা—সময়

হ'লে সে আপনিই হাজির হবে। দেখ, তখন যেন পেছিও না! হাঁ গোবিন্দদা, বুড়ো হ'য়েছ—এখনো কচি খোকার মত কাঁদতে তোমার লজ্জা করে না!

গোবিন্দ। কি দুঃখে যে কাঁদি দিদিমণি তা যদি জানতে।

পারুল। বল কি! দুঃখে তোমার কান্না আসে। ভারি আশ্চর্য্য ত। আমার ত হাসি আসে—এই দেখ না হাসছি—

গোবিন্দ। এমন হাসি চিরদিন তোমার মুখে যেন লেগে থাকে দিদিমণি।

পারুল। তা যেন থাকুল—এখন বল ত তোমার দাদাবাবু গেলেন কোথায়?

গোবিন্দ। এই কোথাও হয় ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে গেছেন।

পারুল। দেখলে গোবিন্দদা, তোমার দাদাবাবুর আক্কেলটা। চাল ডালে আমি তোফা রাজভোগ রেঁধে নিয়ে বসে আছি, আর তিনি গেলেন এখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা ক'রতে। আজ মহাপ্রলয় হবে—আমি কিন্তু আগে থাকতে ব'লে রাখছি—

গোবিন্দ। না—না দিদিমণি, দাদাবাবু তেতে পুড়ে আসছেন—এর পর আর তার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ক'র না—লক্ষ্মী দিদিটি আমার—

পারুল। আমি তোমার সব কথা শুনতে রাজি আছি গোবিন্দদা—শুধু আমায় ঐ অনুরোধটা ক'র না—দেখছ ত, আমি কি রকম রেগে গিয়েছি—

গোবিন্দ। না—না দিদিমণি, রেগ না রেগ না, ঘরের লক্ষ্মী তুমি, তুমি রাগলেই যে সর্ব্বনাশ, দাদাবাবু আমার তা হ'লে যে পাগল হ'য়ে যাবে—

পারুল। আচ্ছা গোবিন্দদা, তোমার অনুরোধে না হয় রাগব না, কিন্তু আমার একটি কাজ তা হ'লে তোমায় ক'রতে হবে—

গোবিন্দ। বল দিদিমণি, কি ক'রতে হবে—এক দৌড়ে আমি তোমার কাজ ক'রছি।

পারুল। কাছে কোথাও স্যাকরার দোকান আছে?

গোবিন্দ। স্যাকরার দোকান? সে ত লক্ষ্য করি নি দিদিমণি—তা একটা স্যাকরার দোকান খুঁজে বের ক'রতে আমার দেরি হবে না। স্যাকরার দোকানে গিয়ে কি করব দিদিমণি?

পারুল। এই হারগাছা বিক্রী ক'রতে হবে—তৈরী ক'রতে দেড়শ' টাকা লেগেছিল—এখন যা পাও—

গোবিন্দ। হার বেচব! কার হার? দিদিমণি—দিদিমণি—না, না—আমার দ্বারা কখন তা হবে না, প্রাণান্তেও আমি তা পারব না। ভগবান—

পারুল। বাঃ রে, তুমি যে কেঁদেই আকুল! কাঁদছ কেন?

গোবিন্দ। না দিদিমণি, প্রাণান্তেও আমি তোমার হার বেচতে পারব না।

পারুল। ওঃ—তাই বল। সেই জন্য কাঁদছ। আমি ত অবাক। গোবিন্দদা, এ হার ত আমার নয়—ঐ যে ও-বাড়ীর বৌটি কাল আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছিল, বেচতে দিয়ে গেছে। তাদের লোকজন কেউ নেই কিনা। নিজেদেরও—এক সময়ে ওদের খুব ভাল অবস্থা ছিল কিনা—তাই আমার কাছে দিয়ে গেছে—

গোবিন্দ। দেখ দিদিমণি, বোকা পেয়ে বুড়ো গোবিন্দকে ফাঁকি দিও না যেন—

পারুল। তুমি কি পাগল হ'য়েছ গোবিন্দদা! বেশী দেরী ক'র না কিন্তু—

গোবিন্দ যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল—

গোবিন্দ। দিদিমণি আমি বোকা মুখ্যু লোক—দাদাবাবুকে দিয়ে বিক্রী ক'রলে হ'ত না। দাদাবাবু দোকানে গেলে বেশী টাকায় বিক্রী হ'ত—

পারুল। বৌটি যে এখনই আসবে গোবিন্দদা, তাদের বড্ড দরকার—এসেই যদি টাকা না পায় তবে কেঁদে অনর্থ ক'রবে। আর তোমার দাদাবাবু ক্লান্ত হয়ে আসছেন তাঁকে আর ও ঝঞ্চাটের ভিতর নিতে চাই না। আমাদের ত নয়—দু'টাকা কম বেশীতে আমাদের আস্‌বে যাবে কি। বেচতে দিয়েছে—বেচে দিলাম—ফুরিয়ে গেল।

গোবিন্দ। তা ঠিক বলেছ দিদিমণি, তেতে পুড়ে এসে দাদাবাবু আবার স্যাকরার দোকানে দৌড়বে—আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

প্রস্থান

পারুল। তিনি এসে যখন জিজ্ঞাসা করবেন—কি বল্‌ব তাঁকে! সত্য কথা বল্‌ব। রাগ ক'রবেন? আমি সব বুঝিয়ে বল্‌ব। এই কাটফাটা রোদ মাথায় ক'রে যার স্বামী 'হা টাকা হা টাকা' ক'রে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—তার কি গহনা পরা শোভা পায়! মা কালী! আশীর্ব্বাদ

কর মা যেন আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—আমার শাঁখা সিঁদুর যেন বজায় থাকে। দাদার একটা ভুলে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! পিতা-পুত্রের মিলন-পথের কাঁটা আমি— ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত স্বামী আমার, আজ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত। আর সে আমারই জন্য—আমারই জন্য। একটা কাল ব্যাধির মত আমি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে আছি। এ চিন্তার দাহ—তুষানলের ন্যায়—আমার মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে! স্বপ্নেও যাঁকে কামনা ক'রতে পারি নি, সেই দেবতা স্বামীর চরণে স্থান পেয়ে আমার এ নারী-জন্ম সার্থক হয়েছে কিন্তু তাঁর জীবন যে আমি বিষময় ক'রে দিয়েছি। প্রাণ দিয়েও যদি পিতা-পুত্রের মিলন ঘটাতে পারতেম।

নেপথ্যে রাধা। কৈ গো—

পারুল। কে? রাধা না? এ দিকে আয় না ভাই।

(বিমলা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল)

গীত গাহিতে গাহিতে রাধার প্রবেশ

যশোমতী কোলে নাচে ব্রজগোপাল
মায়ের কোলে হেলে দুলে নাচে নন্দদুলাল।
(তার) রাঙ্গা পায়ে নূপুর বাজে থিয়া থিয়া গোপাল নাচে—
(ও তার) দুটি হাতে তালি দিয়ে থিয়া থিয়া গোপাল নাচে—
মায়ের প্রাণ সঙ্গে নাচে নন্দরাণীর নয়ন নাচে—
তোরা দেখে যা দেখে যা—
বৃন্দাবন করি আলো, নাচে যশোমতীর কালো,
হেরে নয়ন জুড়াল।
কোটী মদন জিনি, অপরূপ নীলমণি
চাঁদমুখে "মা 'মা বোল
হৃদি চাঁদ চাঁদমুখ, চুম্বই চুম্বই,
যশোমতী ভেল পাগল॥

কি গো নূতন গিন্নী—কি ভাবছ? ছেলে হবে—চাঁদ মুখে মা ব'লে ডাকবে—আধ আধ স্বরে—

পারুল। তোকে পিসীমা ব'লে ডাকবে

রাধা। তা বৈ কি! তা হ'লেই আমায় 'রায়বাঘিনী ননদিনী'র দলে নিতে পারিস্। না?

পারুল। তবে কি হবি—মাসী?

রাধা। হাঁ—তাতে রাজি আছি। মাসী ডাকের সঙ্গে যে মায়ের গন্ধ জড়ান আছে। কচি ছেলের আধ আধ স্বরের 'মা' ডাক—সে যে বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি—বুঝি সুধার সাগর মন্থন ক'রে তার জন্ম হয়েছে—মুহূর্তে মায়ের সমস্ত যাতনা দূর ক'রে দিয়ে তার প্রাণ অব্যক্ত পুলকে ভরে দেয়—নারীত্ব মাতৃত্বের ক্ষীর-সাগরে স্নান করে ধন্য হয়! (দীর্ঘশ্বাস)

পারুল। (স্বগত) কত বড় একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হতভাগিনীর বুকের ভিতরে লুকিয়ে আছে। অথচ ইহ-জীবনে আর তা পূর্ণ হবে না। (প্রকাশ্যে) রাধা, আমার যদি ছেলে হয়, তবে সে তোকে 'মা' ব'লে ডাকবে

রাধা। আর—আর আমি তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব। জীবনটা আমার সার্থক হ'য়ে যাবে। দেখলে ভাই, কি দুর্ব্বলতা! নাঃ, এ মনটাকে আর কিছুতেই বশে আন্‌তে পারলেম না। এই দেখ, আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—(সহসা) রাক্ষসী। করেছিস্ কি—করেছিস্ কি।

পারুল। কি—কি—রাধা?

রাধা। না—না—সে ত মরে নি, ঘুমিয়েছিল মাত্র। যেই নাড়া পেয়েছে, অমনি জেগে উঠেছে। অভ্যাস, সাধনা, সংযম—সব মুহূর্ত্তে ডুবিয়ে দিয়েছে—সব মুছে নিয়েছে—সব ব্যর্থ ক'রেছে! সেই হাহাকার—সেই তীব্র হাহাকার—বুকের মাঝে সেই তীব্র হাহাকার। বুক যে শূন্য—একেবারে শূন্য! কই—কই—আমার ঠাকুর কই—আমার ঠাকুর কই—কোথায়—কোথায়! দেখি, খুঁজে দেখি— বেগে প্রস্থান

পারুল। রাধা—রাধা—চলে গেল! এমন ত ওকে কখনও দেখি নি—পাগল হ'ল না কি। অত জ্বালা বুকে ক'রে যে বেঁচে আছে এই ১!

নেপথ্যে নলিনী। গোবিন্দ—গোবিন্দ—

পারুল। এই যে এসেছেন।

শুষ্কমুখে ক্লান্ত নলিনীর উত্তেজিত অবস্থায় প্রবেশ

নলিনী। না—মানুষকে আর বিশ্বাস করব না—এত অকৃতজ্ঞ—এমন শয়তান সে! ওঃ—

পারুল। কেন? বিড়ালছানাটাও ত কম অকৃতজ্ঞ নয়! মা-মরা একটি বিড়ালছানাকে কত দুধ খাইয়ে কত মাছ খাইয়ে যেই একটু বড় ক'রে তুলেছি অমনি একদিন সে আমার হাত কামড়ে দিল। এই দেখ না, আজও আমার হাতে সে দাগ রয়েছে। মানুষ ত ঢের ভাল—কামড়ায় না।

নলিনী। কামড়ালে আর বেশী কি হয়—শরীরে একটু ব্যথা লাগে, বড় জোর একটু রক্ত পড়ে; কিন্তু মানুষের অকৃতজ্ঞতা মর্ম্ম পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেয়। সতীশের কাছে গিয়েছিলেম পঞ্চাশটা টাকার জন্য—সতীশ—আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু সতীশ—বুঝলে পারুল?

পারুল। উর্দ্দুটা ভাল জানি না, কিন্তু বাঙ্গালা ব'ললে পরিষ্কার বুঝতে পারি।

নলিনী। ঠাট্টা নয় পারুল—শোন—পঞ্চাশটি টাকার জন্য সতীশের কাছে গিয়েছিলেম! বাবু শনিবার ক'রতে যাবেন ব'লে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মোটরে উঠ্‌তে যাচ্ছেন—সে সময় আমায় দেখে এক বন্ধুকে কি ব'ল্লে জান! আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে ব'ল্লে—"নাঃ, এই শালা ভিখিরিদের জ্বালায় অস্থির!" ভিখিরি—ভিখিরি—আমি ভিখিরি! আর যখন টাকার অভাবে দেশে ফিরে যাচ্ছিলে, তখন বই কলেজের মাইনে, মায় জামাকাপড় জুগিয়ে, বাড়ীতে রেখে কে তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল—সে এই ভিখিরি। আজ বড় এটর্ণির মেয়ে বিয়ে ক'রে তার ফার্ম্মের অংশাদার হয়েছ—না?

পারুল। ওঃ—তাই বল। বড় এটর্ণির মেয়ে বিয়ে ক'রেছে! তবে ত সে ব'ল্‌বেই।

নলিনী। ব'লবেই! কেন? আমি কি তার কাছে ভিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলাম। এখন আমি তার কাছে পাঁচ-ছশ' টাকার উপর পাই, যা সে আমার কাছ থেকে হাওলাত নিয়েছে। আজ পঞ্চাশটি টাকা চেয়ে আমি

হ'লেম ভিখিরি! আজ টাকার মুখ দেখেছিস্, মোটর চড়চিস্—না?

পারুল। আচ্ছা, এক কাজ কর—

নলিনী। কি?

পারুল। তাকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খুব ভাল ক'রে খাইয়ে দাও—

নলিনী। অপমানের তত্র বিষে আমার শরীরের প্রত্যেকটি লোমকূপ রি রি ক'রে জ্বলছে, আর তুমি তাই নিয়ে রহস্য ক'রছ—তুমি হাস্‌ছ! এ দুর্দ্দিন আমার চিরকাল ছিল না—জান, ইচ্ছা কর্‌লে এ আমি এড়িয়েও চ'ল্‌তে পার্‌তেম।

ক্ষণকালের জন্য পারুলের মুখখানি কাগজের মত শাদা হইয়া গেল, কিন্তু
সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া
প্রশান্ত বদনে পারুল বলিল—

পারুল। নাথ-ইষ্টদেবতা! সুধা পায় ঠেলে স্বেচ্ছায় আদর ক'রে বিশ্বের অনাদৃত হলাহল পান ক'রেছ, এখন যদি বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট কর, তবে তোমার হলাহল পানের সার্থকতা থাকবে কোথায়।

নেপথ্যে গোবিন্দ। দিদিমণি—

পারুল। যাচ্ছি গোবিন্দদা। একবার চাংটা ক'রে চারটি খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি, আমি আসছি এখনি।　　　　প্রস্থান

নলিনী। টাকাটার যোগাড় হ'ল না। আবার দারোয়ান আস্‌বে, একবার বাড়ীওয়ালার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি—দেখি যদি ব'লে ক'য়ে আর দু'টো দিন সময় নিতে পারি।

পারুলের পুনঃ প্রবেশ

পারুল। হাঃ হাঃ হাঃ—

নলিনী। হঠাৎ এত হাসির ফোয়ারা ছুটল যে?

পারুল। ছোটাতে জানলেই ছোটে—তবে কথা হ'চ্ছে জানা চাই—হাঃ হাঃ হাঃ—

নলিনী। তোমার মাথা খারাপ হ'ল না কি!

পারুল। আমার সতীনের হ'ক। বল—বল—তোমার ক'টাকা চাই? বল বল—আজ আমি দাতাকর্ণ—বল না ক'টাকা চাই?

নলিনী। ক'টাকা চাই! টাকা?

পারুল। জরুর। জল্‌দি বোল।

নলিনী। কি বল্‌ছ পারুল?

পারুল। পারুল ঠিক কথাই বল্‌ছে—বল—বল—ক'টাকা চাই?

নলিনী। কেন তুমি দেবে নাকি!

পারুল। বলেই দেখ না—দিই কি না।

নলিনী। আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা।

পারুল। হাত পাত।

নলিনী। কি পাগলামো সুরু ক'র্‌লে এই আড়াই প্রহরে—

পারুল। ব'ললে ত আবার পুরুষের রাগ হবে। সৃষ্টির লোকের কাছে হাত পাততে পার, আর স্ত্রীর কাছে হাত পাততেই বুঝি যত দোষ। না?—আহাহা—পাতোই না হাতখানা একবার—

নলিনী। আচ্ছা, দেখি তোমার কি পর্যান্ত দৌড়। এই হাত পেতেছি।

পারুল। বেশ এখন চোখ বোজ—

নলিনী। পাগলামোর আর সময় পেলে না! ও সব রেখে এখন ছুটি দেবে ত দাও, খেয়ে দেয়ে আবার বাড়ীওয়ালার কাছে যেতে হবে!

পারুল। ঐ ত— ত তোমার দোষ—অল্পেই অধৈর্য্য হয়ে পড়—লক্ষ্মীটি আমার, সাগর সেঁচা মাণিক আমার! পদ্মপলাশ নয়ন দুটি একবার নিমীলিত কর দেখ—

নলিনী। (বিরক্তভাবে) আচ্ছা পাগলের হাতে প'ড়েছি ত—এই নাও, এই চোখ বুজেছি—

পারুল। লেগে যা ভানুমতির ভেল্কি! এক—দুই—তিন—

নলিনীর হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিল

নলিনী। এ কি! নোট—পঞ্চাশ টাকার! এ তুমি কোথায় পেলে?

পারুল। বল্‌ছি—বল্‌ছি—ক্রমে—ক্রমে—সবুরে ঠিক মেওয়া ফ'লাবো। আচ্ছা, পাত দেখি বাঁ হাতখানি—

নলিনী। কেন, আরও আছে না কি?

পারুল। আহাহা—কেন তর্ক ক'রে সময় নষ্ট কর। সময়ের মূল্য বোঝ না, আমার হাঁড়িশালের শূন্য সিংহাসন যে খাঁ খাঁ ক'রছে—আমি ত আর বিলম্ব ক'রতে পারি না। পাত দেখি বাঁ হাতখানি—

নলিনী। আচ্ছা. এই পাতলুম। চোখও বুজতে হবে নাকি?

পারুল। হুঁ—(সত্তর টাকার নোট প্রদান) এইবার চোখ খুলে দেখ দেখি!

নলিনী। এঁ্যা? আরও সত্তর টাকার নোট! পারুল—পারুল! কোথায় পেলে এত টাকা? বল আমায়—

পারুল। আরে সে মজার কথা আর বল কেন। একেবারে দেশ ছাড়া ক'রেছি—

নলিনী। দেশ ছাড়া ক'রেছ! কাকে?

পারুল। সতীনকে-

নলিনী। সতীনকে!

পারুল। হাঁ গো—হাঁ, ঐ যে সেই হতভাগা হারছড়া, সতীনের মত তোমার সঙ্গে আমার পূর্ণ মিলন-পথের বাধা হ'য়ে রোজ জ্বালাতন করে, এত দিন ত স'য়ে ছিলাম. ভাবতাম দেখি। যদি ওর স্বভাবটা শুধরে যায়, আজ যখন দেখ'লাম যে ও হিংসুটে স্বভাব শোধরাবার নয়—সে আশা বৃথা, তখন গোবিন্দদার মারফত একদম বিক্রমপুর চালান দিয়েছি।

নলিনী। কি! তুমি গলার হার বিক্রী ক'রেছ!

পারুল। উপায় কি বল। সত্যকাল হ'লে না হয় একজনকে দানই করতাম, কিন্তু এটা যে কলিকাল! এ কালে দান ক'রলে লোকে যে মতলব খোঁজে! তাই ত বাধ্য হ'য়ে বিক্রমপুরে চালান দিলাম।

নলিনী। পারুল—পারুল—কি ক'রেছ—কি ক'রেছ তুমি! উঃ এ-ও আমার অদৃষ্টে ছিল! স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয়! বাবা, বাবা, আর কত শাস্তি দেবেন—এতেও কি আপনার তৃপ্তি হয় নি?

পারুল। তুমি পুরুষ—তুমি বীর—তুমি বিজয়ী—তুমি হবে শত বিপদে পর্ব্বতের মত অচল অটল, এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে কি তোমার এত বিচলিত হওয়া সাজে!

নলিনী। কিন্তু এ যে—এ যে—আমি সহ্য ক'রতে পারছি না। দুর্গাশঙ্কর রায়ের পুত্র আমি, আজ সামান্য পঞ্চাশ টাকা—যাতে আমার একদিনের বাজে খরচ কুলোয় নি, আজ সেই সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্য আমার স্ত্রীর গলার হার বেচতে হ'ল!

পারুল। আমার দিকে একবার তাকাও দেখি, নাথ, আমি কি ভাবে সহ্য করছি একবার ভাব দেখি! শত বিলাসিতার মাঝে পালিত তুমি, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত তুমি—দারিদ্র্যের কঠিন পীড়নে তোমার বক্ষ পঞ্জর অপেক্ষা প্রিয় বিলাস-উপকরণগুলি একে একে বিক্রয় ক'রেছ—এক একখানি ক'রে আমার চোখের সম্মুখে নিঃশেষ ক'রেছ—আমি কি ক'রে তা দাঁড়িয়ে দেখেছি? কই, বুকের রক্ত ত চোখ ফেটে বেরোয় নি। হৃদয়েশ্বর, ইষ্টদেবতা। রাজরাজ্যেশ্বরের আজ কেন হীন ভিখারীর বেশ—কার জন্য নাথ—এই কাটফাটা রোদ, রাস্তার কুকুরটা পর্য্যন্ত যাতে বেরুতে সাহস করে না তার ভিতর তুমি এই আড়াই প্রহর বেলায়—মাথায় একবিন্দু জল পড়ে নি পেটে এতটুকু খাবার পড়ে নি, "হা টাকা" "হা টাকা" ক'রে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছ—আর আমি কোন্ প্রাণে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হ'য়ে ঘরে ব'সে তাই চেয়ে দেখ্‌ব।

নলিনী। কিন্তু—কিন্তু পারুল, তোমার ঐ শূন্য গলা আমায় পাগল ক'রে দিচ্ছে—

পারুল। স্বামিন্, ইষ্টদেবতা, আমার ইহকালের সর্ব্বস্ব, পরকালের মোক্ষ। কে চায় ঐ ছার সোনার হার! এস প্রভু, আমার কত জন্মের তপস্যার ফল—আমার কত জন্মের সাধনার ধন—(নলিনীর হাতখানি লইয়া গলার উপর রাখিয়া) আমার চিরবাঞ্ছিত চিরকাম্য এই হার আমার গলায় পরিয়ে দাও—জীবন আমার ধন্য হ'ক। আর আশীর্ব্বাদ কর যেন জন্ম জন্ম আমার এই বড় সাধের হার থেকে আমি বঞ্চিত না হই।

বলিতে বলিতে পারুলের মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহার মস্তক যেন ঈষৎ উচ্চে উত্থিত হইল—নলিনী মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার নয়নে শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চম দৃশ্য

নিবারণের বাটী

খড়ের ঘর—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গৃহমধ্যে শয্যার উপর ললিতা ও যোগেশ উপবিষ্ট। যোগেশের সম্মুখে সুরাপাত্র প্রভৃতি সজ্জিত। ললিতা পার্শ্বে বসিয়া হারমোনিয়াম সহযোগে গীত গাহিতেছে

গীত

আজি নূতন সুরে বাঁধ বীণা নূতন গান গাও।
নূতন আলোয় নূতন চোখে নূতন করে চাও।
যার লাগি তোর আঁখি জেগে কেটেছে রাতি—
আজ দুয়ারে সেই নূতন অতিথি,
তুলি নূতন বেলা, জুঁই, চামেলী, মল্লিকা জাতি,
ঐ নূতন মালা গাঁথি
তার আদরে পরাও।

ললিতা। কি যোগেশবাবু, কেমন enjoy ক'রলেন ?

যোগেশ। বেশ! তুমি ইংরাজিও জান! এঁ্যা তুমি যে একটি রত্ন!

ললিতা। আমি যে মেমের ইস্কুলে পড়েছিলাম। সেখান থেকেই ত আমার হাতে খড়ি। সেকেণ্ড মাষ্টার আঁক কষাতে Tiffin hourএ রোজ বাসায় নিয়ে যেত। বছর খানেক বেড়ে কেটেছিল—তারপরই মেম ধরে ফেল্‌লে!

যোগেশ। তারপর—তারপর ?

ললিতা। তারপর যা হয়—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে! বাবা টের পেয়ে একটা অজ পাড়াগেঁয়ে গাড়ল চাষার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একেবারে আমায় শ্বশুরবাড়ী দ্বীপান্তর দিলেন। আমিও উপায়ান্তর না দেখে মধুসূদনের বিপদভঞ্জন নাম স্মরণ করতে লাগলেম। ডাকের জোরে মধুসূদনের ঘুম পালিয়ে গেল, ঘুম থেকে ধড়-মড়িয়ে উঠেই তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রবার জন্য কমাণ্ডার-ইন-চিফ কলেরাকে পাঠালেন, আর বিয়ের

ছ'মাসের মধ্যে আমার স্বামী দেবতা পটল উৎপাটন ক'রলেন—আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম।

যোগেশ। বটে! বটে! মধুসূদন খুব করেছেন!

ললিতা। সে কথা আর বল্‌তে। আমি হ'লেম ইংরেজি পড়া মেয়ের স্কুল ফেরত একম্‌প্লিশড্‌ লেডি—গাইতে জানি—বাজাতে জানি—দু দশ খানা নভেল নাটক পড়েছি—আমায় কি না বলে। সাত হাত ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে ব'সে থাকতে!

যোগেশ। আরে রাম। সে কি একটা কথা।

ললিতা। আর সেই অসভ্য গেঁয়ো চাষাটা—মুখে খোঁচ্‌ খোঁচ্‌ দাড়ি, পায়ে এক হাঁটু ধুলো—তাকে আমার কথায় কথায় দেবতা দেবতা ক'রতে হবে—আর সেই বোম্বাই শ্রীচরণের ধুলো নিয়ে মাথায় মাখ্‌তে হবে!

যোগেশ। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ—

ললিতা। এই দেখ, তোমার সঙ্গে ভাই কথা বলেও সুখ আছে—

যোগেশ। সে ভাই তোমার কৃপাদৃষ্টি। তা নিবারণের হাতে কিরূপ করে থেকে?

ললিতা। কেন তোমায় বলি নি সে কথা! "মনের কথা" ক'লকাতায় যেতে চিঠি লিখ্‌লে। আমিও ক'লকাতায় যাব মনে ক'রলাম। সেই সময় নিবারণটা মামাবাড়ী যায় ওর মামাবাড়ী আবার ঐ গাঁয়ে। নিবারণ আবার আমার দূর সম্পর্কে ভগ্নিপতিও হয়। তাই ভাবলেম যে নিবারণের সঙ্গে এ নরকপুরী থেকে ত বেরুই। তারপর সুযোগ মত ক'লকাতায় চলে যাব। পথে ক'দিন একসঙ্গে থেকে নিবারণের সঙ্গে কেমন একটু ভাবও হ'য়ে গেল। তার উপর এখানে এসে নিবারণ আমার সঙ্গে খুব ভদ্রতাও ক'রেছে—এসেই তার পরদিনই স্ত্রীকে আর ছেলেমেয়েকে এখান থেকে বিদায় ক'রেছে। কাজেই একটু চক্ষুলজ্জা হ'ল। আবার যেতে চাইলে নিবারণটা পায়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কাঁদে! তাই ভেবেছিলাম যাক্‌ আর ক'টা দিন—তারপর ত ভাই তোমার সঙ্গে দেখা, এখন পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছে—

যোগেশ। কেন আর ভাই ছলনা কর—তেমন অদৃষ্ট আমার হবে! এ অধমকে তুমি চরণে স্থান দেবে—

ললিতা। দেখ ভাই, শেষ কালে তুমি কুলবালাকে মজিয়ে মাঝ দরিয়ায় না ভাসাও—

যোগেশ। ললিতা—ললিতা—তুমি যদি আমার হও—তোমাকে আমি মাথায় ক'রে রাখ্ব। নিবারণ তার স্ত্রীকে আর ছেলেমেয়েকে তাড়িয়েছে—আমি আমার মাকে পর্য্যন্ত তাড়াব। তুমি আমার হও ললিতা—

ললিতা। হব কি হে—বহুদিন ত হ'য়েছি—

যোগেশ। সত্যি! মাইরি! আমার মাথায় হাত দিয়ে বল ললিতা—

ললিতা। তোমার—তোমার—তোমার—কেমন এইবার হ'ল ত!

যোগেশ। তা হ'লে নিবারণের কি ব্যবস্থা ক'র্বে? সে যে কালই আসছে—

ললিতা। এঁ্যা—কালই আস্ছে?

যোগেশ। হাঁ—ললিতা! সে এলে আমার কি উপায় হবে—কেমন ক'রে আমি তোমার বিরহ সইব—আমি যে মরে যাব ললিতা!

ললিতা। Idiotটা কাল আসছে—আবার সেই ঘ্যান-ঘ্যান্ প্যান্-প্যান্! তাই ত! যোগেশবাবু, তোমার মামার জমিদারীটা তুমি পাবে ত?

যোগেশ। নিশ্চয়! নলিনীটাকে তাড়িয়েছি—অনাদি চক্রবর্ত্তীকে দূর ক'রেছি—আর আমার জমিদারী পাওয়া ঠেকায় কে!

ললিতা। বেশ বেশ, এই ত চাই। সাধে কি তোমাকে আমার অত ভাল লাগে। হাঁ যোগেশবাবু, তোমার বিধবা বিবাহে আপত্তি আছে?

যোগেশ। কিছু মাত্র না! তোমার মত বিধবা পেলে, তিন পুরুষে বিধবাকেও বিয়ে ক'রতে রাজি আছি।

ললিতা। তুমি ভাই বেশ up-to-date। সেইটা আমার আরও ভাল লাগে।

যোগেশ। সে ভাই তোমার মহিমে!

ললিতা। কিন্তু Idiotটা কাল যদি এসে পড়ে—তা হ'লে—তাই ত—

যোগেশ। তুমি কোলকাতা যাবে ঠিক করেছিলে না?

ললিতা। এই দেখ্‌ত, তোমায় আমায় কেমন মিশ্‌ খায়! আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছি।

যোগেশ। ব্যস্, তবে আর ভাবনা কি! আজ রাত্রেই তুমি কোলকাতায়

চলে যাও। আমিও হাতের জরুরি কাজ ক'টা সেরে দু'চার দিনের ভেতর হুজুরে হাজির হ'ব, কি বল?

ললিতা। সেই ভাল।

যোগেশ। তুমি দে'খ ললিতা, আমি তোমাকে কি যত্নেই রাখি! হাঁ, নিবারণ সে টাকাটা কোথায় রেখেছে?

ললিতা। কোন্ টাকা?

যোগেশ। ঐ যে, সেই পাঁচ হাজারের অর্দ্ধেক আড়াই হাজার—

ললিতা। ও—সেই টাকা! সে ত আমার কাছে। তোমার সঙ্গেও সে রকম আলাপ হ'ক্—তখন দে'খ, ও সব টাকা-কড়ির হাঙ্গামা তোমায় মোটেই পোয়াতে হবে না।

যোগেশ। বেশ—বেশ—তা হ'লে টাকাটা ত অবশ্য নিয়ে যাচ্ছ?

ললিতা। নিশ্চয়। আমরা ভাই শিক্ষিতা মহিলা, টাকা-কড়ির ব্যাপারে আমাদের ভারি উদারতা। পর বলে কোন কথা আমাদের মনেই আসে না।

যোগেশ। ব্যস্, তা হ'লে সব ঠিক্, আজ রাত্রেই। ওঃ আজ আমার সুপ্রভাত—কি আনন্দ - কি আনন্দ। এখন তা হলে ভাই একটু drink—[মদ্য ঢালিয়া গ্লাস ললিতার মুখের কাছে ধরিল]

ললিত। ওকি! জান ত ওটা আমার বড় একটা অভ্যাস নেই—

যোগেশ। হ'য়ে যাক—হ'য়ে যাক—drink হ'ল আমাদের 'কারণ', drink নইলে কি আমোদ জমে! চাঁদ-মুখে গেলাসটা তুলে ধরেছি একটু প্রসাদ ক'রে দাও।

ললিতা। তোমার অনুরোধে কিন্তু ভাই যোগেশবাবু—[ললিতা প্রসাদ করিয়া দিল—যোগেশ মহা আনন্দে তাহা পান করিল]

যোগেশ। ব্যস্—পান হ'ল, এইবার একটা নাচ গান—

ললিতা। দূর! তুমি যে কি বল—আমি কি নাচতে জানি—

যোগেশ। কেন আর অধীনকে ছলনা কর প্রেমময়ী!

ললিতা। একান্তই ছাড়বে না, তোমার অনুরোধ—দেখি, গায়ে ভারী হয়ে প'ড়েছি—আগের মত কি আর পারব। আমার ভাই লজ্জা ক'রছে—

যোগেশ। কিছু না—কিছু না—

ললিতা। আমি অবলা সরলা তার প্রেম-বিহ্বলা—তোমার অনুরোধ—দেখি —খারাপ হ'লে কিন্তু হেসো না ভাই—

গীত

আজি যমুনা কেন উজান বয়!
হাসিয়া লুটিয়া মর্ম্ম ছানিয়া
লহরী কি কথা কয়।
তার তীরে বাঁশী কত না বেজেছে,
ব্রজবালা জলে কত না খেলেছে,
জাগে নি কখনও (ও) এ সুখ শিহরণ,
যমুনারি দেহমন।

নিধু খুড়োর প্রবেশ

নিধু। কি বাবা চাঁদবদন। এই দুপুরবেলায়—একেবারে যে আমোদের হর্‌রা ছুটিয়ে দিয়েছ। গ্রামে ঘরে অতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল। বিশেষ এই ভদ্রপল্লীতে। আরে কে-ও? বাবাজীবন যে—আরে তাই ত বলি (সুর] 'কমল ছাড়া হয় কি কভু ভৃঙ্গ'--

যোগেশ। [স্বগত] সর্ব্বনাশ। এখনই মামাবাবুকে সব বলে দেবে।

নিধু। তারপর বাবাজীবন, এখানে কি জন্য শুভাগমন—বাড়ীতে নেই নিবারণ—

যোগেশ। সেইটাই ত খুড়ো—

নিধু। আসবার কারণ—কি বল বাপধন? এখন বল দেখি বিবরণ—

ললিতা। [স্বগত] বুড়ো বেশ রসিক ত—কথাগুলি ত ভারি মিষ্টি—বেশ লাগছে। একে সঙ্গে নিলে ত হয়। [প্রকাশ্যে] আসুন—বসুন—

যোগেশ। হাঁ, এস খুড়ো—ব'স—[স্বগত] আপদটাকে এখন বিদেয় করি কি ব'লে। (প্রকাশ্যে) এই খুড়ো, নিবারণ মহালে গিয়েছে—যাবার সময় বার বার ক'রে একে দেখাশুনা ক'রতে অনুরোধ ক'রে গেল—তাই ভাবলুম মানুষটা একলা আছে—

নিধু। আমি গিয়ে দোকা. করি? কেমন না? তা বাপধন, তুমি যে

মানুষটাকে বড় বেশী ধোকা করা আরম্ভ ক'রেছ! এই সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, দুপুর নেই—

যোগেশ। কি করি খুড়ো ওর যে ব্যামো—

নিধু। ব্যামো! কি ব্যামো?

যোগেশ। এই - এই—পেট বেদনায় আজ ক'দিন বড্ড কষ্ট পাচ্ছে—(স্বগত) ব্যাটা যেন কাঁটালের আটা—

নি। তুমি কি বাপধন চাঁদবদনের পেটবেদনার দাওয়াই?

যোগেশ। আমি খুড়ো ওকে চিকিৎসা ক'রছি—(স্বগত) ক্রমেই যে জড়িয়ে পড়ছি।

নিধু। চিকিৎসা ক'রছ? কি রকম—কি রকম—

যোগেশ। এই—এই হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছি—

নিধু। বটে—বটে—কিন্তু বাবা ডোজ চালাচ্ছ যে এলোপ্যাথির। তা বাবাজী, তোমাদের হোমিওপ্যাথি মতে নাচ গানটা কি আজ কাল পেট বেদনায় একটা বড় রকম দাওয়াই বলে গণ্য হয়েছে।

যোগেশ। এঁ্যা!

ললিতা। হোঃ হোঃ—(পা দু'খানি নাচের ভাবে নাড়িয়া, শব্দ করিল)

নিধু। ঐ যে! এখনও চাঁদবদনের শ্রী-অঙ্গে—(সুরে) তালে, তালে রিনি ঝিনি—রিনি ঝিনি নূপুর বোলে।

যোগেশ। ওটা কি জান খুড়ো (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) ওটা, ওটা—

নিধু। ওটা—ওটা—

ললিতা। নিপাতনে সিদ্ধ।

নিধু। ঠিক—ঠিক—ঠিক বলেছ চাঁদবদন—ঐ নিপাতনে সিদ্ধ! কি বাবাজীবন?

যোগেশ। বুঝতেই ত পারছ খুড়ো--কেন আর লজ্জা দাও! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—

নিধু। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—খুড়ো ও এক আঁচড়েই বুঝেছে রে বাবা—তা বাপধন, এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিলে কেন? খুড়ো কি চিরকালটা এই রকম বুড়ো ছিল! খুড়োর প্রাণেও একদিন মলয়ার ফুরফুরে হাওয়া বইত—খুড়োর চোখেও একদিন ইন্দ্রধনুর রঙিন ছবি জাগ্‌ত!—এককালে তোমার খুড়োকে লোকে "রসের নাগর" বলত। তারপর তিন বাবুপের

চুল্লী বুকের উপর জলে এমন শোষাই শুষলে যে সাগর গেল—রস কষ শুকাল—মাটি পর্য্যন্ত ফেটে একদম চৌচির—

(সুরে) দু'দিনের হাসি দু'দিনে ছুটিল
রহিল না আর কেউ
ভবসিন্ধু পারে একা ব'সে ক্যাপা
গুণিছে ভবের ঢেউ—

ওঃ—এঞ্জিন একদম খালি আর দম নেই—

ললিতা। সে কি।

নিধু। বুঝলে না চাঁদবদন—মৌতাতের সময় হ'য়েছে—

ললিতা। ওঃ, এই কথা। একটা চল্‌বে কি?

নিধু। এঁ্যা। একেবারে শ্বেতাঙ্গিনী। জিতা রও বাবা—জন্ম জন্ম এমনি পেট বেদনায় ছটফট কর আর খুড়োর প্রাণ শীতল কর—

ললিতা। খুব আশীর্ব্বাদ ক'রলেন ত খুড়ো—

নিধু। আহাহা বুঝলে না, ওটা নিপাতনে সিদ্ধ! কিন্তু চাঁদবদন, এ যে হরিষে বিষাদ হ'ল—এ যে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত পৌঁছেছে, এ পা দু'খানা নিয়ে কি ক'রব? পূর্ণাঙ্গ না পেলে ত ধ্যান চল্‌বে না—

ললিতা। ওঃ এই কথা। খান না কত খাবেন—ঐ আলমারি ভরা রয়েছে।

নিধু। আহাহা! অভয়া, কি অভয় বাণীই শোনালি, আর জন্মে তুই আমার মাসী ছিলি। তা হ'লে চাঁদবদন একবার শ্রীঅঙ্গখানি নাড়তে হচ্ছে—

ললিতা। আচ্ছা, ওটা থাক্, আমি আপনাকে আস্ত একটা বোতল দিচ্ছি!

নিধু। আহাহা—তাই দাও—এটা থাক, তোমরা যুগলে হোমিওপ্যাথি ক'র —অবশ্য এলোপ্যাথিক ডোজে—

ললিতা। এই নিন—(বোতল দিল)

নিধু। আহাহা—শ্বেতাঙ্গ রূপসি। কতকাল পরে—কতকাল পরে—জুড়িয়ে গেল—বুকখানা জুড়িয়ে গেল—

যোগেন। (জনান্তিকে ললিতাকে) কি করলে বল ত। ও কি আর এখন সহজে উঠ্‌বে।

ললিতা। (জনান্তিকে) আমার বড্ড ভাল লেগেছে—

যোগেশ। (জনান্তিকে) এখনই যে মামাবাবুকে ব'লে দিয়ে আমার আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'র্‌বে।

ললিতা। (জনান্তিকে) বেশ, এক কাজ কর না—ওকে ব'লে ক'য়ে আমার সঙ্গে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দাও না! যতদিন তুমি যেতে না পার—ওঁকে নিয়ে আমার দিনগুলো যা হ'ক এক রকম কেটে যাবে।

যোগেশ। (স্বগত) এ কথা মন্দ নয়। নিধু ব্যাটা আজকাল বড্ড মামাবাবুর কাছে যাওয়া আসা ক'রছে। ওকে সরান দরকার! তারপর ললিতার সঙ্গে ওকে পাঠাতে পারলে ললিতা হরণের সম্পূর্ণ দোষটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পার্‌ব।

ললিতা। (জনান্তিকে) কি ভাবছ। ভয় নেই। বুড়োর প্রেমে মজে তোমায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাব না।

যোগেশ। (জনান্তিকে) দূর। আমি কি তাই ভাবচি! ও কি যেতে চাইবে?

ললিতা। (জনান্তিকে) দেখি। (প্রকাশ্যে) ও কি খুড়ো। বোতল কোলে ক'রে কি ভাবছ?

নিধু। তারল্যরূপিণী, মূর্খ-বিদ্বান-ধনী-নির্ধন-জ্ঞানী-অজ্ঞানী একাকার-কারিণী, মনুষ্যত্বনাশিনী, লাঞ্ছনাদায়িনী, বোতলবাহিনী শ্বেতাঙ্গিনী! সর্ব্বস্ব দিইছি, এইবার প্রাণ আহুতি দিচ্ছি—গ্রহণ কর—আমায় মুক্ত কর—(বোতলের গলাটি এক আঘাতে ভাঙিয়া খানিকটা সুরা উদরস্থ করিল)

ললিতা। খুড়ো খুড়ো—

নিধু। রোস বাবা, পূর্ণাহুতি হয় নি—(পুনরায় পান) ব্যস্—কি ব'লছিলে চাঁদবদন?

ললিতা। খুড়ো, তুমি যদি আমার একটা কাজ কর, তবে যত মদ খেতে পার আমি খাওয়াব।

নিধু। মাইরি!

ললিতা। নিশ্চয়।

নিধু। অভয়া! আজ যে অভয়বাণী শোনাচ্ছ তাতে তোমার জন্ত নিধু শর্ম্মার জান্ কবুল। বল, কি ক'রতে হবে?

ললিতা। কলকাতায় আমার এক বোনের শক্ত ব্যায়রাম—

নিধু। কি, পেট ব্যথা? তিনিও কি তোমারই মত বেওয়ারিশ! তা বাবা, আমি ত হোমিওপ্যাথি জানি না।

ললিতা। যাও খুড়ো—তোমার কেবল ঠাট্টা।

নিধু। আচ্ছা, তারপর—

ললিতা। আমি তাকে দেখতে যাব। নিবারণ এখানে নাই, যোগেশবাবুও তার মামার অসুখের জন্য যেতে পারছেন না, অথচ তার এমন অবস্থা যে আছে কি নেই। আজ না গেলে হয়ত ইহজন্মে আর দেখাই হবে না; কিন্তু কার সঙ্গে যাই খুড়ো—একে মেয়েমানুষ তার উপর এই কাচা বয়স—একা ত যেতে পারি না—তুমি, যদি খুড়ো, আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে—

নিধু। তাই ত চাঁদবদন, বড় মুস্কিলে ফেললে যে—

ললিতা। নাঃ গরীবের দুঃখ কেউ বোঝে না—ওঃ—একটি মাত্র বোন—একবার শেষ দেখাটাও—(চক্ষে অঞ্চল প্রদান)

নিধু। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লে চাঁদবদন—নাঃ, এর পর কথা চলে না। তবে চল। হাঁ, শ্যাম দুর্গাশঙ্করকে একবার বলে আসি—

যোগেশ। (স্বগত) অর্থাৎ যোগেশ ঘোষের আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটা ক'রে আসি (প্রকাশ্যে) মামাবাবু জানলে কি আর তোমাকে যেতে দেবেন, খুড়ো, তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না।

নিধু। কথা নেহাৎ মিছে বলনি বাবাজী। চল চাঁদবদন, তোমার ঐ চাঁদমুখেরই জয় হ'ক।

ললিতা। সাধে কি তোমায় এত ভালবাসি খুড়ো—

নিধু। এঃ—একেবারে জল ক'রে দিলে ধনমণি—

ললিতা। না খুড়ো, ওসব ধনমণি টনমণি না—তোমার মুখের ঐ চাঁদবদন ডাক আমার ভারি মিষ্টি লাগছে—

নিধু। আচ্ছা, তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য! বাবাজী, সর্ব্বদা দুর্গাশঙ্করের কাছে থেক'—তাকে জ্বালাতনটা একটু কম ক'র। আর এই অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে ব'ল।

যোগেশ। (স্বগত) সে আমার মনেই আছে। এমন কথা ব'লব ? (প্রকাশ্যে)

সে জন্ত তোমার কোন চিন্তা নেই, যা বলতে হয়, তা আমি ব'লব—তোমায় কিন্তু এখনই যেতে হবে খুড়ো।

নিধু। আমার আর কি। এই ত আমি এক পায়ে খাড়া—তবে চাদরখানা, গামছাখানা, আর কাপড়খানা নিয়ে আসি। হাঁ, আর কবাট জোড়ায়ও একটা তালা লাগাতে হবে, ঘটিটা বাটিটা আছে—

ললিতা। দে'খ খুড়ো আশা দিয়ে সরলা অবলাকে নিরাশ ক'র না—গরীব ব'লে ভুলে যেও না—

নিধু। সে পথ কি রেখেছ চাঁদবদন—খুড়ো যে মজগুল—

ললিতা। সত্যি নাকি ?

নিধুর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

যোগেশ। এই দোসরা গজের কিস্তি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বস্তির মধ্যে ক্ষুদ্র একখানি খোলার ঘরের অভ্যন্তর

রোগশয্যায় শায়িত শিশুপুত্রের পার্শে পারুল উপবিষ্টা। নলিনী পার্শে দণ্ডায়মান। তাহাদের বসন-ভূষণে, সামান্য আসবাব-পত্রে মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য প্রকটিত

পারুল। নিজের কথা বলি নি—আজ দু'দিনের মধ্যে ছেলেটার মুখে ওষুধ দূরে থাক, একটু বালির জলও দিতে পারলেম না—গায়ে জ্বর খাঁ খাঁ ক'র্ছে—আজ যে একেবারে নেতিয়ে প'ড়েছে—

নলিনী। কি কর্‌ব। এই দেখ, আজ ক'দিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে কি ভাবে পায়ের তলা খ'য়ে গেছে! চারটে পয়সা কোথাও জুটল না—শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে লাগলেম, মুখের দিকে চেয়ে কেউ একটু মুচকি হেসে চলে গেল—কেউ ব'ল্লে টিক্‌টিকি পুলিশ—কেউ একটু মুরুব্বিয়ানা ক'রে খেটে খেতে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। শূন্য হাতে ফিরে এলাম! শেষে যে আমার এ অবস্থা হবে —ওঃ—

পারুল। তবে কি হবে। কি ক'রে বাছাকে বাঁচাব!

নলিনী। এখনও বাছাকে বাঁচাবে আশা ক'র্‌ছ পারুল! হায় অভাগিনী!

পারুল। ওগো, অমন কথা মুখে এনো না; দেখ যদি কোন রকমে বাছার জন্য যা হয় কিছু আন্‌তে পার—

নলিনী। কোথা থেকে আন্‌ব—কি দিয়ে আন্‌ব—কেমন ক'রে আন্‌ব! চেয়ে দেখ, এমন আমাদের কিছুই নেই—যার বিনিময়ে কেউ একটা পয়সা দেয়। ময়লা, দুর্গন্ধ খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়া—আর গোটা দুই মাটির ভাঁড়। বুঝতে পারছ না পারুল—এ আমার শাস্তি, নইলে আমার অমন সর্ব্বনেশে রোগ হবে কেন। সেই রোগের চিকিৎসায় তোমার গায়ের গহনাগুলো, জিনিসপত্র, খাট, বিছানা, বাক্স, ঘটি পিতল কাঁসাগুলি—আমার ব'লতে যা কিছু ছিল, সব গেল। একেবারে আমায় রাস্তার ভিখারী ক'রে দিল!

পারুল। ওগো, আর একবার যাও না—দেখ যদি কোথাও কিছু পাও। কেউ কি আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা শুনে একটি পয়সাও দেবে না?

নলিনী। ব'লছ—যাচ্ছি; কিন্তু বৃথা—

পারুল। গোবিন্দ? খোঁজ পেলে?

নলিনী। কোথায় তার খোঁজ পাব। এখানে থেকে কি সে আমাদের সঙ্গে না খেয়ে ম'রবে—গোবিন্দ বুদ্ধিমানের কাজই ক'রেছে—অবস্থা বুঝে সরে পড়েছে।

পারুল। না—না—গোবিন্দ সে রকম [illegible] নিশ্চয় তার কোন বিপদ ঘটেছে। রোগে ছয় মাসের উপর তুমি [illegible] উঠল—তখন বুড়ো-মানুষ মোট [illegible] আমাদের মুখে খাবার জুগিয়েছে। সে না থাক'লে আমাদের [illegible]

নলিনী। এঁ্যা—তাই ত মনে হয় নি। বেশ—তবে পারুল, যাই আর একবার দেখে আসি—

(প্রস্থান)

পারুল। মা কালি! মা—এ কি করলে—[illegible] রাজেশ্বর হয়েও আজ চারদিন [illegible] এক ফোটা বার্লির জল দেবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছেন। আর [illegible] ছ'মাসের ছেলে—বাছা আমার [illegible] ধীরে ধীরে—ওঃ [illegible]—এত যন্ত্রণা [illegible] আমার এ নিশ্বাস। কেন জন্মেছিলাম—এই দেবতার জীবনাকাশে ধূমকেতুর মত কেন আমি উদিত হয়েছিলাম—

পারুল কাঁদিতে লাগিল। সেই সময় [illegible] দরজা দিয়া দেখা গেল যে অনিলচন্দ্র
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতি সন্তর্পণে পারুল দেখিতে না পায়
এই ভাবে নলিনী [illegible] বাহিরে চলিয়া গেল।
পারুল পুত্রের নিকট গিয়া বসিল—

খোকন আমার—সোনা আমার—চাঁদ আমার—বুক জুড়ান ধন আমার—সমস্ত দুঃখের সান্ত্বনা আমার—চোখ মেল বাবা—আধ আধ স্বরে একটি কথা কও বাবা। আহাহা—বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে। যদি

তিনি এখনও কিছু করতে না পারেন, তবে কেমন ক'রে আমি বাছাকে বাঁচাব—কেমন ক'রে! ভগবান! যদি কোলে দিয়েছ প্রভু—তবে কেড়ে নিও না ঠাকুর [illegible] ক'রে মায়ের বুকে বজ্র হেনে, মায়ের কোল খালি ক'রে তার বুক জুড়ান ধনকে কেড়ে নিও না—কেড়ে নিও না—

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। [illegible]

পারুল। এসেছ—এসেছ [illegible] গোবিন্দদা! আঃ—বাঁচলেম—তবে আমার কাতর [illegible] কথা ব'লো না। ব'স, আগে একটু সুস্থ [illegible] মাথায় এ পটি বাঁধা কেন?

গোবিন্দ। [illegible]

পারুল। [illegible]

গোবিন্দ। মোড় [illegible]—মোড় ফিরবার সময় একখানা মটরগাড়ী ধাক্কা [illegible] পড়ে [illegible]।

পারুল। [illegible] তারপর—তারপর?

গোবিন্দ। [illegible] সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'লেম। [illegible]—জ্ঞান হ'য়ে দেখি আমি হাসপাতালে।

পারুল। [illegible]

গোবিন্দ। আমি [illegible], [illegible] আসতে দেবে না। বলে, যাবে কি [illegible] তোমাদের যে অবস্থায় দেখে [illegible] থাকতে পারলেম না—একরকম জোরাজুরি করে [illegible]। তোমাদের ছেড়ে যে আমি [illegible] দিন যে কি ভাবে কেটেছে—[illegible], আমার খোকামণি কই?

পারুল। আর খোকামণি' গোবিন্দদা—আর বুঝি তাকে বাঁচাতে পারলেম না।—(কাঁদিতে লাগিল)

গোবিন্দ। এ্যাঁ—সে কি—কি হ'য়েছে তার?

পারুল। ঐ দেখ, জ্বরে অজ্ঞান—বুকে শ্লেষ্মা জমে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে।

গোবিন্দ। ওষুধ দিয়েছ দিদিমণি—

পারুল। ওষুধ! গোবিন্দদা, আজ দু'দিনের মধ্যে বাছার মুখে এক ফোঁটা বার্লির জলও দিতে পারি নি—

গোবিন্দ। কেন—কেন দিদিমণি? (পারুল চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল) হুঁ—বুঝেছি। দাদাবাবু কোথায়?

পারুল। (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) ভিক্ষা ক'রতে গিয়েছেন গোবিন্দদা—আজ চার দিন তাঁর পেটে দানা পড়ে নি।

গোবিন্দ। বেশ—বেশ! আর তোমার তার চাইতেও বেশীদিন বোধ হয়, না? বুড়োবাবু, খুব আরাম ক'রে তোমার জমিদারী, তোমার টাকাকড়ি, তোমার ঘর-বাড়ী ধুয়ে ধুয়ে জল খাও। খুব আরাম ক'রে—খুব আরাম ক'রে! আমি চল্লেম দিদি—যেমন ক'রে পারি, চুরি ক'রে হোক—ডাকাতি ক'রে হোক—ভিক্ষে ক'রে হোক—এখনই খোকামণির খাবার আনব—

উঠিতে যাইয়া পড়িয়া গেল; চেষ্টা পুনরায় করিতে লাগিল

পারুল। না—না—পারবে না—উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছ—এ কি! তোমার মাথার পটি যে ভিজে উঠেছে—

গোবিন্দ। উঠুক—একবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেম! ধর দেখি দিদিমণি হাতখানা—একবার দাঁড় করিয়ে দাও দেখি—ধর—ধর—কেন দেরী ক'রছ—

পারুল। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছ না—উঠতে গিয়ে পড়ে তোমার মাথার ঘা দিয়ে যে রক্ত ছুট্‌ছে—তুমি যাবে কি ক'রে!

গোবিন্দ। যেমন ক'রে হোক আমায় যেতেই হবে। আমার খোকনমণি আজ দু'দিন উপবাসী—যেতে হবে—আমায় যেতেই হবে—ধর—হাত ধর—

পারুল হাত ধরিল; গোবিন্দ অতি কষ্টে উঠিয়া লাঠিতে ভর দিয়া প্রস্থান করিল

পারুল। গোবিন্দদা! আর জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে! এমন

মানুষও সংসারে আছে! খোকন—খোকন—আর ত নড়ে না—চোখও মেলছে না।

পত্তার ঠোঙ্গা হাতে করিয়া অর্দ্ধোন্মাদ নলিনীর প্রবেশ
মাথা কাটিয়া দর দর ধারে রক্ত ছুটিতেছে

নলিনী। পারুল—পারুল। এনেছি—আর ভয় নেই। তোমার খোকনের জন্য সংসারের সব চেয়ে সেরা জিনিস, যা কোন বাপ কোনও ছেলেকে এ পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারে নি—তাই এনেছি—নাও পেটভরে খাওয়াও।

পারুল। কই? দাও—দাও—দেখি, যদি এখনও বাছাকে বাঁচাতে পারি। বাছা আমার কেমন হ'য়ে—একি। এ যে রক্ত!

নলিনী। হাঁ রক্ত—বাপের রক্ত! ঠোঙ্গা ভরে ছেলের জন্য এনেছি! আমার বাবার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে, বুকে শেল হেনে আমি চলে এসেছি—আমার ছেলেকে যদি রক্ত না খাওয়ালেম তবে শান্তি হ'ল কই! নাও—নাও—পেট ভরে খাওয়াও!

পারুল। হাঁগা—তুমি কি—এ কি। তোমার কপাল কেটে যে দর দর ধা র রক্ত প'ড়ছে, আমার মাথা খেতে কোথায় গিয়েছিলে!

নলিনী। রক্তটাই শুধু দেখ্‌লে—পদাঘাতটা দেখ্‌তে পেলে না। এই দেখ, পিঠে জুতোর লোহাগুলো কেমন সুন্দর ফুটেছে—কেমন সুন্দর—

পারুল। ভগবান! ভগবান আর জন্মে কত পাপ ক'রে এসেছি! ওঃ! রাজ্যেশ্বরের—আমি রাক্ষসী—আমি রাক্ষসী—(কাঁদিতে লাগিলেন)

নলিনী। তুমি কাঁদছ পারুল! আমি কিন্তু কাঁদি নি। শোন তবে, মোট বইতে গিয়েছিলাম। বেশী পয়সা পাব বলে বড় মোটটা বেছে নিলাম—একে রোগে দুর্ব্বল হয়েছি, তার উপর চার দিন—হাঁ, এই চার দিন কিছু খাইনি কিনা—কিছু দূরে গিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে পড়ে গেলাম। মাথার মোট পড়ে গেল—বাবুর ক টা জিনিস ভেঙ্গে গেল—রেগে তিনি পিঠে বিলাতী জুতো শুদ্ধ লাথি মারলেন—হুমড়ি খেয়ে ছটকে পড়লেম—রাস্তার এক পাগল হাত ধরে টেনে তুল্‌ল—চেয়ে দেখি—কপাল কেটে গা বয়ে রক্ত পড়ছে।

পারুল। ভগবান—ভগবান আর কত—

নলিনী। তুমি দিবারাত্র ভগবানকে ডাকছ কিনা, তাই তিনি আজ আমার ভারি উপকার করেছেন—চেয়ে দেখি সামনেই এই পাতার ঠোঙাটা কে হয় ত খাবার খেয়ে ফেলে গেছে—আমার আর খুঁজতে হ'ল না—কষ্ট পেতে হ'ল না- সেইটেই তুলে নিয়ে রক্ত ভরে ছুটে এসেছি—খাওয়াও পারুল—তোমার ছেলেকে খাওয়াও দেখ, কেমন টকটকে লাল—দুর্গাশঙ্কর রায়ের রক্ত কি না! কই আন ছেলে আন—দাও ডাক খাইয়ে দাও—দাঁড়িয়ে শুধু কাঁদছ! ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে! তবে থাক তুমি—আমি খাওয়াচ্ছি—পারুল, এত ঠাণ্ডা কেন!

পারুল। এঁ্যা!

নলিনী। অসাড়!

হাতের ঠোঙা পড়িয়া গেল

পারুল। ওগো তবে কি আর আমার খোকা নেই!

নলিনী। না! হারে নিমকহারাম! এত বক্ষের রক্ত একটু খেলি না! খুব বেঁচে গেছিস্! বড্ড ভোলা!

পারুল। এঁ্যা! তবে আমার খোকা নেই—খোকা নেই—খোকা আমার—যাদু আমার—বাবা—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল

নলিনী। খোকন—খোকা [illegible] আমি ত পাঁদতে পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। [illegible] দিয়ে ভিজতে [illegible]

(ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দ—"দাদা [illegible] ওষুধ [illegible] পেয়েছি, আর ভয় নেই" বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল)

নলিনী। এনেছ—এনেছ? কি? ওষুধ? [illegible] দাও—দাও—

গোবিন্দ। দিদিমণি দিদিমণি—এই নাও—খোকাকে এবে ওষুধ খাওয়াও—

নলিনী। আর তাকে খাওয়াতে হবে না গোবিন্দ—নিশ্চিন্ত এখন থেকে নিশ্চিন্ত—সে মরে গেছে—চারদিন খাইনি আমাকে দাও—

গোবিন্দর হাত হইতে দুধের পাত্র কাড়িয়া লইল

গোবিন্দ। মরে গেছে!

নলিনী। হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়।

গোবিন্দ কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কথা বলিবার শক্তি নাই

নলিনী। চারদিন খাইনি আর গলাটা ভিজবে দুধ ভাল—দুধ ভাল (বলিতে বলিতে ও পাত্র কম্পিত হস্ত হইতে পড়িয়া গেল) গোবিন্দ—খোকন আমার খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরেছে—খোকন—খোকন—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্গাশঙ্করের শয়ন কক্ষ

সুখদা ও যোগেশ নিম্নস্বরে কথা বলিতে

সুখদা। যোগেশ, তুই কি সত্যিই আজ কলকাতা যাবি?

যোগেশ। বলছি ত আমায় যেতেই হবে।

সুখদা। না গেলে হয় না?

যোগেশ। না—না—না। আর কতবার শুনতে চাও?

সুখদা। তোর ভালর জন্যই বলছি বাছা! চার দিকে এই আগুন জ্বালিয়ে রেখে, এখান থেকে যাবি। কিসে কি সর্ব্বনাশ হবে।

যোগেশ। (স্বগত) ললিতা বার বার চিঠি লিখ্‌ছে—তার উপর সেই মেয়েস্কুলের মাষ্টার শালা জানি না কি ক'রে সন্ধান পেয়ে আবার তার ওখা'নে আনাগোনা আরম্ভ ক'রেছে। না, আমায় যেতেই হবে—যা হয় হ'ক

সুখদা। যোগেশ, আমার কথা রাখ বাবা। ক'লকাতা যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্। একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে এখান থেকে এক পা-ও নড়িস্ না—

যোগেশ। বলেছি ত ক'লকাতায় আমায় যেতেই হবে।

সুখদা। [হাত ধরিয়া] যোগেশ, আমার কথা রাখবি না! কি, চুপ ক'রে রইলি। নাঃ মানুষের সাধ্য কি যে অদৃষ্টের গতি রোধ করে। বৃথা চেষ্টা—বৃথা। আমি বুঝতে পেরেছি যোগেশ, নিবারণের সেই স্ত্রীলোকটির জন্য তুই উন্মাদ হ'য়েছিস—আবার তোর মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। মনে আছে আর একবার আমার অবাধ্য হ'য়েছিলি—আমার নিষেধ না শুনে এক রমণীর জন্য উন্মাদ হ'য়ে নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছিলি—সে বার প্রাণটা রক্ষা হ'য়েছিল—কিন্তু এবার—যোগেশ, যোগেশ, এখনও

সাবধান হ'—আমার মায়ের প্রাণ—জানি না কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে যোগেশ—বাবা—

যোগেশ। কেন বৃথা বিরক্ত ক'রছ মা। ব'লেছি ত যা হয় হ'ক—আমায় যেতেই হবে।

সুখদা। যা হয় হ'ক—তোমায় যেতেই হবে? তবে ত অনেক দূর এগিয়েছ! কিন্তু আমি কি করলাম—কার জন্য ইহকাল পরকাল সব নষ্ট ক'রলাম। ওঃ—

প্রস্থান

যোগেশ। ললিত—ললিতা। কি মিষ্টি নাম—কি মধুর তার কথাগুলি—কি সুন্দর তার মুখখানি। যদি না যাই, তাকে হারাব—নিশ্চিত হারাব। আর কলকাতায় গেলেই যে সব প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ে আমার সর্ব্বনাশ হবে তারও কিছু নিশ্চয়তা নেই। নাঃ, ও সব মায়ের অমূলক সন্দেহ—ভিত্তিহীন শঙ্কা। বুড়ো ত এখনও বাহরে আসছে না যে তাকে বলে যাব। যাক্, ততক্ষণ সেরেস্তার কাজগুলো সেরে আসি।

প্রস্থান

শ্যামার অতি সন্তর্পণে প্রবেশ

শ্যামা। একি বাবা। এ যে আগা-গোড়া গিঁট আর প্যাঁচ? সোজা নয় জানতেম, কিন্তু এত বড় প্যাঁচ তা ত মনে করি নি। এই শুনলাম নিধু ঠাকুর ললিতা ঠাক্‌রুণকে হরণ ক'রেছে, আবার তুমি বাবু 'ললিতা ললিতা' ক'রে বুক ফাটাচ্ছ কেন। তার উপর আবার তুমি কলকাতায় গেলে সব প্রকাশ হবে—তোমার সর্ব্বনাশ হবে। এ যে বিষম সমস্যা! ভিতরে ভিতরে একটা কিছু শয়তানি চক্র তোমাদের চ'লছে—নিশ্চয় চ'লছে। কিছুই ত বুঝতে পারছি না—যাই হ'ক, আমায় আরও সতর্ক থাকতে হবে। ছ'পুরুষ এ সংসারের নুন খাচ্ছি—পারব না—দেখা যাক। প্রস্থান

দুর্গাশঙ্করের প্রবেশ

দুর্গা। ধীরে ধীরে জীবনের আলো নিষ্প্রভ হ'য়ে আসছে, আর কে তুমি

আমার আবাল্য সংস্কার দূর ক'রে—আমার কঠোরতার দর্প চূর্ণ ক'রে একটা [illegible] আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি ধ'রে আমার বুকের [illegible] উঠছ—কে তুমি—কে তুমি?

নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। [সভয়ে] আজ্ঞে আমি [illegible]

দুর্গা। [চমকিত হইয়া] [illegible]

পরে [illegible]

ঃ—হুঁ। [illegible]

নিবারণ। [illegible] হ'য়েছেন—

দুর্গা। বিধুখুড়ো—বিধুখুড়ো। [illegible] সম্ভব।

নিবারণ। আজ্ঞে প্রমাণ যা পাওয়া যাচ্ছে [illegible] অবিশ্বাস ক'রবার কিছু নেই

দুর্গা। প্রমাণ। প্রমাণ পেয়েছ?

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ। [illegible] ফিরে এসেছে—আমি [illegible] শুনেছি। বাবু—বাবু [illegible]

দুর্গা। শোকে [illegible] তার মুখে যাহার নাম শুনে যে আমার [illegible] সে স্নিগ্ধ স্থির প্রশান্ত আনন—সেই [illegible] আর কি—নিবারণ [illegible] বনে জঙ্গলে বাস কর গে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছি

[illegible]

যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। [illegible] নিবারণ! নাঃ—লোকটা মানুষের উপর অভক্তি জন্মিয়ে দিয়েছে [illegible] মনকে একটা [illegible]

দুর্গা। এঁ্যা! কি বললে?

যোগেশ। আজ্ঞে বল্‌ছিলাম যে তোমার পক্ষে রমণীর রূপমোহে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু—

দুর্গা। স্বাভাবিক।

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ; অপরিণত বুদ্ধি [illegible] খেয়ালের ঝোঁকে একটা কাজ ক'রে ফেলা। (দুর্গাশঙ্কর [illegible] যোগেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন) কিন্তু ঠাকুর [illegible] নৌকায় পা বাড়িয়েছেন। তাঁর পাকা চুল মাথায় ক'রে [illegible] কোন কৈফিয়ত নেই।

দুর্গাশঙ্কর [illegible] আপন মনে বলিতে লাগিলেন—

রমণীর কামনা [illegible] পক্বকেশ, বৃদ্ধের অভ্যস্ত সংযম মুহূর্ত্তে ভস্ম ক'রে [illegible] উন্মেষে উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি বালকের [illegible] অপরাধ [illegible] জগতের নিয়ম। সৃষ্টির [illegible] কি এক মহাভ্রম ক'রেছি— [illegible]

[illegible]

যোগেশ। [illegible] কলকাতায় যাবার ইচ্ছা ক'রেছি। (দুর্গাশঙ্কর তাকাইলেন) [illegible] শরীরটা [illegible] ভেঙে প'ড়েছে, তাই মনে ক'রেছি সময় থাকতে একজন ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

দুর্গা। বেশ।

যোগেশ। আমার সব প্রস্তুত। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি—

দুর্গা। কখন্ যাবে?

যোগেশ। এখনই। আমার জিনিস-পত্র সব নৌকায় উঠেছে—

সুখদার প্রবেশ

সুখদা। তুমি ত যাচ্ছ বাছা, দাদার শরীরের এই অবস্থা—

যোগেশ। (স্বগত) নাঃ—এই মা-ই আমাকে পাগল ক'রবে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তারকে ভাল ক'রে বলে যাচ্ছি—আর তুমি ত আছ! (সুখদার বিরক্ত ভাবে প্রস্থান) আমার বেশী দেরী হবে না—বড় জোর দু'তিন দিন। আজ্ঞে—তা হ'লে রওনা হই।

দুর্গা। এস বাবা।

যোগেশের প্রস্থান

দুর্গাশঙ্কর পাদচার করিতে লাগিলেন, পরে সহসা ডাকিলেন –

যোগেশ—যোগেশ—দেখ ত নিবারণ, ডাক ত যোগেশকে—

নিবারণের প্রস্থান

দুর্গা। তার মায়ের অলঙ্কার ন্যায়তঃ তারই প্রাপ্য। কি অধিকার আছে আমার এ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রবার। হয়ত হতভাগ্য অর্থাভাবে—না—না—আর সে কথা ভাব্‌ব না—সেই স্বপ্নের কথা—ওঃ—পাগল হ'য়ে যাব।

যোগেশ ও নিবারণের পুনঃ প্রবেশ

যোগেশ। আমায় ডাকলেন?

দুর্গা। হাঁ—যোগেশ, খোকাকে মাসে মাসে একশ' ক'রে টাকা পাঠান হয় ত?

যোগেশ। (স্বগত) এ আবার কি ফ্যাসাদ। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। পাঠান হয়?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। প্রতি মাসেই খাজাঞ্চিমশায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি নিজে পাঠাই।

দুর্গা। কোথায় পাঠাও?

যোগেশ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! নিবারণটা কিছু ব'লে দিয়েছে নাকি! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তিনি তাঁর এক বন্ধুর নামে পাঠাতে লিখেছিলেন—

দুর্গা। লিখেছিল—সে লিখেছিল। কই আমাকে বল নি ত। কোথায় সে পত্র?

যোগেশ। (স্বগত) এখন কি উত্তর দি—ফিরেই দেখছি ঝকমারি ক'রেছি। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে যতদূর মনে পড়ে তাতে দাদা দেওয়ানজীকেই পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্রখানা দেওয়ানজীর কাছে আছে।

দুর্গা। অনাদির কাছে আছে?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। তিনি তাঁর এক বন্ধুর নামে পাঠাতে লিখেছিলেন, সেই নামেই বরাবর পাঠান হয়—

দুর্গা। বন্ধুর নামে কেন?

যোগেশ। বোধ হয় নিজের ঠিকানা আমাদের নিকট গোপন রাখ্‌তে চান। আমি সন্ধান নিয়েছি, প্রতি মাসেই তিনি তাঁর বন্ধুর বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে যান।

দুর্গা। তা হ'লে তার বন্ধুর ঠিকানা যখন তোমার জানা আছে, তখন সেখানে খোঁজ ক'রে তুমি খোকার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারবে?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ। খুব পারব. (স্বগত) টাকা যা পাঠিয়েছি তা ভগবানই জানেন। যদি রসিদ দেখ্‌তে চায়? নিবারণ শালা সব বলে দিলে না কি?

দুর্গা। যোগেশ, আমার সঙ্গে এস।

দুর্গাশঙ্করের সহিত যোগেশের প্রস্থান

বেগে সুখদার প্রবেশ

সুখদা। নিবারণ। তুমি কিছু প্রকাশ ক'রেছ না কি?

নিবারণ। কই! না।

সুখদা। তবে? মধুসূদন—মা কালী—রক্ষা ক'র মা। আমি জোড়া মহিষ দেব মা। পায়ের শব্দ, আসছে—হে মা কালী—হে মা দুর্গা—রক্ষা কর মা—রক্ষা কর—

বেগে প্রস্থান

দুর্গাশঙ্কর ও যোগেশের পুনঃ প্রবেশ, যোগেশের হস্তে একটি গহনার বাক্স

দুর্গা। এ বাক্সে তার মায়ের সমস্ত গহনা আছে। প্রায় পনের হাজার টাকার গহনা! এ তারই প্রাপ্য। বাক্স শীলমোহর করা আছে—তার মায়ের

মৃত্যুর পরদিনই আমি নীলমোহর ক'রেছিলাম। বাক্সের চাবি তার কাছে আছে। বাক্সটি নিয়ে যাও যদি তার সন্ধান পাও তাকে দেবে—দেখলেই চিন্‌তে পারবে। তার নিজের হাতে দেবে—খবরদার আর কারও হাতে দিও না। খুব হুঁশিয়ার--

যোগেশ। যে আজ্ঞে—

দুর্গা। আর যদি তার সন্ধান না পাও--(গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল) যদি সে না নেয়—তবে - তবে– ফিরিয়ে আনবে।

যোগেশ। যে আজ্ঞে। (স্বগত) তা আনব—একবার বেরুতে পারলে হয়—

দুর্গা। আচ্ছা যাও।

যোগেশ। (যাইতে যাইতে) খোদা যখন দেন তখন এমনি ক'রেই দেন।

প্রস্থান

দুর্গা। যোগেশ—যোগেশ –

নেপথ্যে যোগেশ। আজ্ঞে--

দুর্গা। আর একটা কথা—(যোগেশের প্রবেশ) হাঁ, তার নিজের হাতের রসিদ আনবে। তার লেখা দেখ্‌লেই আমি চিনতে পারব।

যোগেশ। যে আজ্ঞে রসিদ আগে নিয়ে তারপর বাক্স দেব।

দুর্গা। না– না--না –তা ক'র্‌তে যেয়ো না—তা হ'লে সে মোটেই নেবে না। তাকে আগে সব বুঝিয়ে দিও, তার পর সে যে পেলে তার একটা নিদর্শন তার কাছে চাইবে।

[illegible] বাক্সটা হাতে পেয়ে যদি নিদর্শন না দেন

[illegible] -সে আমার ছেলে না ?

[illegible]

[illegible] তা সহর চোর ডাকাতের মুল্লুক—অতগুলো [illegible] বাক্স থানায় চুরি যায়—এর জন্য দায়ী কে।

[illegible] করি না—

দুর্গা। যদি আবশ্যক মনে কর তবে কোন কর্ম্মচারীকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও।

সুখদা। হাঁ, যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসী লোক। তাকে বরং নিয়ে যাও।

যোগেশ। (স্বগত) মা'র যে বুদ্ধি। যজ্ঞেশ্বরকে নিয়ে শেষে একটা মুস্কিলে পড়ি আর কি! সাধে কি বলে বাইশ হাত কাপড়ে মেয়েলোকের কাছা আঁটে না। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে না, কিছু দরকার নেই।

সুখদা। যা ভাল বোঝ বাছা। মোদ্দা আমি ওর মধ্যে নেই!

প্রস্থান

দুর্গা। এখন তুমি যেতে পার। হাঁ, দেখ, আমি ডাকলেও আর ফিরো না —যাও—

পেছন ফিরিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইলেন, যোগেশ প্রস্থান করিল

নিবারণ। (স্বগত) সার্থক জন্ম নিয়েছিল এ যোগেশবাবু। পনের হাজার টাকার গহনা!—ওঃ আর দুঃখের বোঝা বইতে আমরাই জন্মেছিলুম। যদি বা এক দাও মেরে হাজার আড়াই টাকা পেয়েছিলাম তাও বরাতে সইল না। শালী আমায় ধনে প্রাণে মেরেছে।

দুর্গা। যোগেশ গিয়েছে নিবারণ?

নিবারণ। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। যাক, নিশ্চিন্ত।—বিশ্বাস নেই—আবাল্য সহচর সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া ক'রে উঠবে।

নিবারণ। বাবু আমার কি হবে। আমি যে ধনে প্রাণে মরেছি।

দুর্গা। কি ক'রতে চাও?

নিবারণ। আমি একবার তাদের খুঁজে দেখতে চাই।

দুর্গা। বেশ, ভাল কথা। কে আছিস? খাজাঞ্চিকে একবার এখানে আসতে বল্ ত। শোন নিবারণ, এমন দিন ছিল যখন আমার এই বিস্তীর্ণ জমিদারীতে দ্বিপ্রহর রজনীতে সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিতা হয়েও কোন রমণী রাস্তায় বের হ'লেও তার দিকে কেউ কুদৃষ্টিতে চাইতে সাহস ক'রত না—এমন কঠোর শাসন আমার ছিল, কিন্তু কি ক'রব—সেদিন আর আজ নেই।

নিবারণ। সে কি বাবু। এখনও যে আমরা আপনার রাম-রাজত্বে বাস ক'রছি।

খাজাঞ্চির প্রবেশ

খাজাঞ্চি। আমায় ডেকেছেন ?

দুর্গা। হাঁ। নিবারণকে দুশ' টাকা দাও গে—আর তার কাগজপত্র বুঝে নিয়ে আজই তাকে ছেড়ে দিও।

খাজাঞ্চি। যে আজ্ঞে।

দুর্গা। যাও। (খাজাঞ্চির প্রস্থান) তোমার পথের ও অন্যান্য খরচের জন্য আপাততঃ আমি তোমাকে দুশ টাকা দিচ্ছি নিবারণ। দরকার হয় আমার নিকট আরও সাহায্য পাবে। তুমি সর্ব্বপ্রথমে কাশী যাও আমার বিশ্বাস—খুব দৃঢ় বিশ্বাস তারা কাশীতেই অজ্ঞাতবাস ক'রছে। বারাণসীর পবিত্র ভূমি ব্যতীত এত পাপভার বইবার আর কার শক্তি আছে অন্য দেশ হ'লে ধ্বসে যাবে যে। তুমি সর্ব্বাগ্রে কাশী যাও—

নিবারণ। যে আজ্ঞে—

দুর্গা। শোন নিবারণ, যদি তাদের খুঁজে বার ক'রতে পার - বিধুঠাকুরকে যদি বেঁধে আমার সাম্‌নে আন্‌তে পার আমি তোমায় পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। আমি একবার তাকে দেখব- হ্যাঁ, একবার তাকে দেখব। (দ্রুত পাদচারণা) আচ্ছা, তুমি তা হ'লে এস। কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে সত্বর বেরিয়ে পড়গে।

নিবারণ। যে আজ্ঞে! (স্বগত) যোগেশবাবুর দলে মিশে দলিল চুরি ক'রে এমন মনিবেরও আমি সর্ব্বনাশ করেছি। আমার শাস্তির হয়েছে কি। ঢের বাকী—এখনও ঢের বাকী।

প্রস্থান

দুর্গাশঙ্কর নতমস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

হায় রমণীর রূপ! জানি না তোমার ভিতর কি মাদকতা আছে। পুত্র

পিতার স্নেহ বিস্মৃত হয়, বন্ধুর বুকে ছুরি বসায়, বৃদ্ধের সংযম স্রোতের তৃণের মত ভেসে যায়!

শ্যামার প্রবেশ

কে? ওঃ—শ্যামা! হ্যাঁরে শ্যামা, খোকার বৌকে সেদিন দেখেছিলি তুই?

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। কেমন দেখতে রে?

শ্যামা। খুব সুন্দর বাবু, যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গাঠাকরুণ।

দুর্গা। আর শশীর মেয়েকে দেখেছিস?

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ। কতবার দাদাবাবুর সঙ্গে তাঁদের বাড়ী গিয়েছি—কতবার দেখেছি।

দুর্গা। কে বেশী সুন্দরী?

শ্যামা। বাবু, বৌদিদির তুলনা হয় না।

দুর্গা। এত সুন্দরী!

শ্যামা। আমি মুখ্যুলোক—কি ক'রে আপনাকে বোঝাব বাবু! সে মুখের দিকে একবার তাকালে চোখ ফেরান যায় না। আর কি মিষ্টি কথা।

দুর্গাশঙ্কর বিহ্বলের ন্যায় শ্যামার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।
শ্যামা বলিতে লাগিল—

আপনি ত একবার দেখলেন না আমার বৌদিকে—যদি আপনি একবার দেখতেন—যদি তাঁর মুখের একটি কথা আপনি শুনতেন—আপনি গলে যেতেন

দুর্গাশঙ্কর দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন

কখনও অমন ক'রে আপনি তাড়িয়ে দিতে পারতেন না। যোগেশবাবু আর পিসীমা কতকগুলো মিথ্যা কথা লাগিয়ে আপনার মন খারাপ ক'রে দিলে—আমার দাদাবাবু কি তেমন ছেলে যে বাপের সঙ্গে মকর্দ্দমা ক'রবেন—বাপ বল্‌তে যে তিনি অজ্ঞান—

দুর্গা। এ্যাঁ! তবে কি সব মিথ্যা—

শ্যামা। মিথ্যা নয়! কই, এই ত দুটো বছর হ'য়ে গেল—তিনি ত কোন মকর্দ্দমা করেন নি।

দুর্গা। না, তা করে নি।

শ্যামা। বাবু, আমি চাকর—ছোটলোক। আমি আর আপনাকে কি বোঝাব! তবে দু'পুরুষ আপনার নুন খাচ্ছি—বোধ হয় আপনার জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। আমাদের দাদাবাবু যাতে আর এ বাড়ীতে ফিরে আস্‌তে না পারে, যোগেশবাবু আর পিসীমা তারই চক্রান্ত করেছে। মিথ্যা কথা লাগিয়ে লাগিয়ে দাদাবাবুকে আপনার দু'চক্ষের বিষ ক'রে তুলেছে—

দুর্গাশঙ্কর অপলক দৃষ্টিতে শ্যামার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শ্যামা বলিয়া যাইতে লাগিল

যে অবস্থায়, যে ভাবে যোগেশবাবু আমার দাদাবাবু আর বৌদিদিকে ক'লকাতার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, তা শুন্‌লে বাবু আপনার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়বে। আড়াই প্রহরের সময়। দাদাবাবু তেল মেখে চান ক'রতে যাচ্ছেন—বৌদিদি আমার ভাত বেড়ে নিয়ে বসে আছেন, সেই অবস্থায় সংবাদটা দিয়ে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যোগেশবাবু। দেওয়ানজী মাথা ভাংতে লাগলেন—কাঁদতে লাগলেন—যোগেশবাবুর পা'য় পর্য্যন্ত ধরলেন—তবু কি যোগেশবাবু থামে! তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে—

দুর্গা। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা যোগেশের! যোগেশ—যোগেশ—

শ্যামা। যোগেশবাবু ক'লকাতা গিয়েছেন বাবু—

সুখদার প্রবেশ

সুখদা। যোগেশকে ডাকছ দাদা—সে যে একটু আগে ক'লকাতায় গেল।

দুর্গা। হুঁ:—আচ্ছা।

সুখদা। (যাইতে যাইতে) ছেলেও যেমন মামা-অন্ত প্রাণ—দাদারও উঠতে বসতে 'যোগেশ—যোগেশ'। যোগেশ নইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না।

প্রস্থান

দুর্গাশঙ্কর অধীরভাবে কয়েকবার পাদচারণা করিলেন, শেষে বলিলেন

দুর্গা। বড় দেরি—সময় পার ত—এত বড় ভুল শোধরাবার মত আয়ু এখনও আছে ত! দেখি, শ্যামা—আমার সঙ্গে আয়।

শ্যামাকে লইয়া প্রস্থান

সুখদা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল ও যে দরজা দিয়া দুর্গাশঙ্কর ও শ্যামা বাহির হইয়া গেল সেই দরজায় কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল

সুখদা। হতচ্ছাড়াকে ক'লকাতায় যেতে বারবার নিষেধ ক'রলাম—আমার কথা কানে তুলল না। কত দিক এখন আমি সামলাব! সুযোগ পেয়ে শ্যামাটাও এতক্ষণ কি ফুসুর-ফাসুর ক'রে গিয়েছে। কি কাগজ-পত্র বের করছে। এদিকে আবার আসছে—ওকে তাক থাকতে হ'ল।

প্রস্থান

দুর্গাশঙ্কর ও শ্যামার পুনঃ প্রবেশ, উইলখানি হাতে লইয়া দুর্গাশঙ্কর কয়েকবার পাদচারণা করিলেন

দুর্গা। নাঃ, এ কলিযুগে শ্রীরামচন্দ্র বা ভীষ্ম জন্মাতে পারেন না—তার জন্য অভিমান করা শোভা পায় না। এ উইল আমি পরিবর্ত্তন করব—তার জন্মগত অধিকার থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করব না। তবে, দাতব্য ঔষধালয়ের সঙ্কল্পটা মনে জেগেছে—

উইলখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া সুখদা সমস্তই দেখিতেছে। তাহার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল ও বলিল—

সর্ব্বনাশ! উইল পড়ছে—হতভাগা আমাকে জিজ্ঞেসা না ক'রে—ওঃ—গেল—সব গেল—সব প্রকাশ হ'য়ে পড়ল—

দন্তে দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিল

দুর্গা। এ কি!

শ্যামা। কি বাবু?

দুর্গা। ভুল দেখিলাম ত ?

চশমা খুলিয়া মুছিলেন ও চোখ রগড়াইলেন ও পুনরায় পড়িতে লাগিলেন

সুখদা। (আড়াল হইতে) মুখ্‌খু! এক ভুলে সব পণ্ড ক'র্‌ল! এবার জেল—

দুর্গা। না, ভুল নয় ত—আশ্চর্য্য।

শ্যামা। কি হয়েছে বাবু ?

দুর্গা। কিছু না—যজ্ঞেশ্বরকে ডাক্।

শ্যামার প্রস্থান

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) বল্‌লাম যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে ক'রে কলকাতা নিয়ে যা—আমার কথা কানে তুল্‌ল না—এখন যে আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে—ওঃ—দু' দু'বার—দু'দুবার ছার স্ত্রীলোকের জন্য আখের নষ্ট করল।

দুর্গা। দাতব্য ঔষধালয়ের নামও নেই এ উইলে—সমস্ত সম্পত্তি যোগেশ পাবে। আশ্চর্য্য।

যজ্ঞেশ্বরের সহিত শ্যামার পুনঃ প্রবেশ

এই যে যজ্ঞেশ্বর! আমি তোমাকে কি মর্ম্মে উইল লিখ্‌তে বলেছিলাম আর তুমি আমাকে কি পড়ে শুনিয়েছিলে? কি, চুপ ক'রে রইলে যে—উত্তর দাও—

শ্যামা। উত্তর দাও বাবু—

যজ্ঞেশ্বর। থাম্ রে বাপু! বাবু, আমি ছাপোষা মানুষ। ভয় পাই পাছে সত্যি কথা ব'ল্‌লে চাকরিটি হারাই।

দুর্গা। সত্যি কথা বল্‌লে চাকরি হারাবে কেন ?

যজ্ঞেশ্বর। যোগেশবাবুর সঙ্গে বিরোধ ক'রে কতক্ষণ আপনার সংসারে টিকতে পারব। দেওয়ানজী পারেন নি আর আমি ত আট টাকার মুহুরি। যাক আপনি মনিব—আপনার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি—সত্য কথাই বল্‌ব—তাতে অদৃষ্টে যা থাকে। একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করছেন এই মর্ম্মে আমাকে উইল লিখতে বলেছিলেন—আমি ঠিক তাই লিখেছিলেম এবং আপনাকে পড়ে শুনিয়েছিলেম—

দুর্গা। তাই লিখেছিলে! কই তার একবর্ণও ত উইলে দেখ্‌ছি না—

যজ্ঞেশ্বর। কি ক'রে দেখ্‌বেন বাবু—ও ত সে উইল নয়।

দুর্গা। সে উইল নয়!

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে না! ওখানা সেই দিন রাত্রে যে দ্বিতীয় উইল হ'য়েছে তাই।

দুর্গা। দ্বিতীয় উইল কে ক'রলে?

যজ্ঞেশ্বর। আপনার নামে যোগেশবাবু—আর লিখেছি আমি।

দুর্গা। হুঁ—তুমি লিখ্‌লে কেন?

যজ্ঞেশ্বর। না লিখ্‌লে চাকরি যায়। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে না খেয়ে মরতে হয়।

শ্যামা। বাবা! জমিদারী হাত করবার চক্র! সেই জন্যই ত দাদাবাবুকে আপনার চক্ষুশূল ক'রে এখান থেকে সরিয়েছে।

দুর্গা। এ সব এত দিন আমায় জানাও নি কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আমাদের ত উপরে আসবার হুকুম নেই।

দুর্গা। হুকুম নেই! কার হুকুম নেই?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে যোগেশবাবুর—

দুর্গা। বেশ, শ্যামাকে দিয়ে জানাও নি কেন, চিঠি লিখে জানাওনি কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আজ্ঞে আপনি মনিব, প্রতিপালক—পিতৃতুল্য, আপনার নিকট মিথ্যা বল্‌ব না। ঐ জাল উইল লিখে দেওয়ায় যতটুকু এর ভিতর লিপ্ত হ'তে হয় তার চেয়ে এক চুল বেশী নয়। কি ক'রব বাবু, সামান্য লেখাপড়া জানি—পাঁচটি পোষ্য, ভরসা—আপনার ঐ আটটি টাকা। দেওয়ানজীর অবস্থা দেখে যোগেশবাবুর ভয়ে আপনাকে জানাতে সাহস পাই নি—

দুর্গা। দেওয়ানজীর অবস্থা! বিশ্বাসঘাতক বলে আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

যজ্ঞেশ্বর। বাবু! আমার বেয়াদপি মাপ ক'রবেন। ঘটনাচক্রে তাঁকে অপরাধী মনে হ'লেও তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

দুর্গা। নির্দ্দোষ!

যজ্ঞেশ্বর। হাঁ বাবু নির্দ্দোষ শুধু! নির্দ্দোষ নন—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার পরম

হিতৈষী। বোধ হয় আপনার মঙ্গলের জন্য হাসতে হাসতে তিনি প্রাণটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন। আপনার এই অগাধ সম্পত্তি হস্তগত ক'র্‌তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে দেওয়ানজীকে এখান থেকে সরান দরকার। কাজেও হয়েছে তাই! বাবু! আপনার ছোট-খাট এক একটা মহলের নায়েবী ক'রে আপনার কত চাকর দালান দিচ্চে, পুকুর কাট্‌ছে, দোল দুর্গোৎসব ক'রছে—আর এত বড় জমিদারীটার সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়েও দেওয়ানজীর খড়ের চালের ছাউনি জোটে না—পাঁচ সিকের চাদর আর চৌদ্দ আনার কোট্‌ কি জুতোর উপরে এ জীবনে তিনি উঠ্‌তে পারলেন না।

দুর্গা। হুঁ:--দলিলগুলো কি হ'ল তবে?

যজ্ঞেশ্বর। তা আমি জানি না বাবু।

দুর্গা। এ সব আমায় তখন বল নি কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আট টাকার মুহুরির কথায় কে কান দিত—কে বিশ্বাস ক'রত বাবু?

দুর্গা। আজ ব'লছ কেন?

যজ্ঞেশ্বর। আজ এ সব আপনার বিশ্বাস হবে—আপনার অন্তরে বিঁধবে।

দুর্গা। কেন?

যজ্ঞেশ্বর। ঐ জাল উইল আজ আপনার হাতে।

দুর্গা। আচ্ছা যাও, কাজ কর গে'—

যজ্ঞেশ্বরের প্রস্থান

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) এক ভুলে সর্ব্বনাশ—এক ভুলে সর্ব্বনাশ! বেড়া আগুন—বেড়া আগুন—কোন্‌ পথে পালাব?

দুর্গা। এত বড় পাষণ্ড এই যোগেশটা। দুধ-কলা দিয়ে এতকাল একটা কাল সাপ পুষেছি! আমারই বুকের উপর বসে আমারই হৃৎপিণ্ড টেনে ছিঁড়ছে!

শ্যামা। জমিদারীটে নেবে ব'লে কি চক্রান্তটাই মায়ে-ছেলেই না করেছে! মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেওয়ানজীকে অপদস্থ ক'রে তাড়িয়েছে—ভিতরে ভিতরে আরও কি করেছে কে জানে। দিন রাত দু'জনে কেবল পরামর্শ আঁটছে—

সুখদা। (অন্তরাল হইতে) বল্ হারামজাদা—চাকা ঘুরে গেছে—দিন পেয়েছিস্—প্রাণ ভ'রে বল্! না—মরেছি ত—হাল ছাড়ব না। একবার অন্তিম চিকিৎসা ক'রব—

দুর্গা। ওঃ—আমি কি ক'রেছি—কি ক'রেছি! পিশাচের কথায় বিশ্বাস ক'রে—শয়তানের ছলনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি নিজের বুকে নিজে কুঠার হেনেছি। ও-হোহোঃ—আমার চির আদরের খোকা—আমার মাতৃহারা গোপাল—আমার কত সাধের—কত কামনার পুত্রবধূ—তাদের আমি কুকুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি—কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি!

শ্যামা। বাবু—বাবু! স্থির হ'ন। যা হবার হ'য়ে গেছে। এখন প্রতিকার করুন।

দুর্গা। হাঁ। প্রতিকার ক'রব—প্রতিকার ক'রব। ডাক্ যোগেশকে—

শ্যামা। আজ্ঞে যোগেশবাবু ত ক'লকাতায় পালিয়েছে—

দুর্গা। কোথায় পালাবে! নরকের গর্ভে পালালেও আর তার নিস্তার নেই। ডাক্ তার মাকে—

শ্যামা। [দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া] পিসীমা—পিসীমা! কর্ত্তাবাবু ডাকছেন। ঐ যে পিসীমা আস্ছেন—

দুর্গা। কই—কোথায় সে পিশাচী?

সুখদার প্রবেশ

এই যে—

সুখদা। আমায় ডেকেছ দাদা?

দুর্গা। চোপ। আমি পিশাচীর দাদা নই।

সুখদা। শ্যামা দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি! শাগ্গির ডাক্তারের কাছে ছুটে যা! দাদা কেন অমন ক'রছে!

দুর্গা। কি, আমাকে পাগল প্রমাণ ক'রবে! তা তোমরা পার। তোমাদের মাতা-পুত্রের অসাধ্য এ জগতে কিছু নেই! কিন্তু আর তা হবে না। আমি তোমাদের চিন্‌তে পেরেছি—তোমাদের স্বরূপ দেখতে পেয়েছি। ধর্ম্মের ঢাক প্রলয়নাদে বেজে উঠে তোমাদের মুখ থেকে দরদের মুখোস

খুলে দিয়ে তোমাদের নারকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। কি সুখদা। যোগেশ জমিদার হবে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—খুব মাথা খাটিয়েছিলে—বেড়ে চক্রান্তটা ক'রেছিলে দু'জনে। কিন্তু এই জাল উইল আজ তোমাদের বহু আশায় ছাই দিয়ে সব প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

সুখদা। আমাদের ত এখন দোষ হবেই। যা শুনেছি সরলভাবে তোমার হিতের জন্যে—

দুর্গা। চোপরাও জানোয়ার! সরলভাবে আমার হিতের জন্য! হাঁ, এই জাল উইলও সরলভাবে আমারই হিতের জন্য তোমরা ক'রেছ—কেমন?

সুখদা। উইল জাল ক'রেছি!

দুর্গা। হাঁ। তোমার ছেলে যজ্ঞেশ্বরকে দিয়ে এ জাল উইল লিখিয়েছে এইমাত্র সে ব'লে গেল। শুনতে চাও? ডাক ত যজ্ঞেশ্বরকে—

সুখদা। কোন দরকার নেই। তোমার কথাই যথেষ্ট।

দুর্গা। বেশ। তারপর?

সুখদা। তারপর কি?

দুর্গা। কেন তোমরা আমার উইল জাল করেছ?

সুখদা। আমরা!

দুর্গা। হাঁ, তুমিও এতে লিপ্ত আছ।

সুখদা। কিসে বুঝলে? যজ্ঞেশ্বর বলেছে?

দুর্গা। না।

সুখদা। তবে?

দুর্গা। তোমার ইচ্ছা যে যোগেশ আমার এই জমিদারীর মালিক হয়।

সুখদা। যোগেশ জমিদারীর মালিক হ'লে আমার লাভ? বিধবার প্রয়োজন এক মুঠো আতপ চাল। যোগেশ এই জমিদারীর মালিক হ'লে কি সে আমায় সোনার ভাত খাওয়াবে? যোগেশের একটা পৈত্রিক জমিদারী ছিল না? তখন আমি সর্ব্বাঙ্গে হীরা মতি পান্নার গহনা পরতাম? এখন আছি তোমার গলগ্রহ, যদি যোগেশ তোমার জমিদারী পেত তখন হতেম তার মুখাপেক্ষী। বল তবে কোন্ আশায়, কোন্ স্বার্থে, যোগেশের সঙ্গে জালিয়াতিতে লিপ্ত হ'য়ে আমি পরকালটাও নষ্ট ক'রব। সম্পত্তির লোভে যোগেশের পক্ষে উইল জাল করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু তাই

ব'লে আমি তার মা এই জন্য তার যত কুকার্য্যে আমায় লিপ্ত থাকতে হবে। আমি তার মা ব'লে যদি অপরাধী হই, তবে আমার চেয়েও বেশী অপরাধী তুমি! এক মাতাল লম্পটের সঙ্গে যখন ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলে, তখন কি ক'রে আশা করেছিলে যে এ ভগ্নীর গর্ভে ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির জন্মাবে! জাল জোচ্চুরি ত যোগেশেরই পক্ষে স্বাভাবিক। মনে করে দেখ দেখি একবার কার পুত্র ও। আজ আমায় তিরস্কার ক'রতে তোমার লজ্জা হয় না! ভেবে দেখি একবার কি ভাবে আমার একটা জন্ম তুমি ব্যর্থ করেছ! স্বামী হ'তে কোনদিন সুখী হয়েছি! আমার পিঠের কাপড়খানা তুলে দেখ, আজ চৌদ্দ বৎসর বিধবা হয়েছি, এই চৌদ্দ বৎসরেও সে মারের দাগ মিলাতে পারে নি—মাতাল হয়ে এমন মার আমাকে মেরেছে। ছেলে হ'তে কোনদিন সুখী হয়েছি? আমার ছেলে মাতাল, আমার ছেলে লম্পট—আমার ছেলে জালিয়াত! ভেবে দেখ একবার কি সুখের জীবন আমার? এখন তোমার আশ্রয়ে এসেছি—মার, কাট, জেলে দাও, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল—যা ইচ্ছা কর, আর আমার সহ্য হয় না! (কাঁদিতে লাগিল)

দুর্গা। তাই ত! (নত মস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন)

শ্যামা। (স্বগত) ও বাবা—এ যে উকীলের বাবা! এক বক্তৃতায় কর্ত্তাবাবুকে ভাবিয়ে দিয়েছে!

সুখদা। শোন দাদা, আমার ছেলে নেই—আমার ছেলে মরেছে! ঐ কুলাঙ্গারকে যদি তুমি ক্ষমা কর—ঐ জালিয়াতকে যদি তুমি শাস্তি না দাও, তবে আমি গলায় দড়ি দেব—রাস্তায় ছুটে বেরুব—জলে ঝাঁপ দেব। বল, ওকে জেলে দেবে—বল—বল—প্রতিজ্ঞা কর—নইলে আমি তোমার পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ে মরব—

সত্যই ছুটিয়া গিয়া দুর্গাশঙ্করের পায়ের তলায় মাথা খুঁড়িতে লাগিল

দুর্গা। আ-হা হা—করিস্ কি, করিস্ কি সুখী—তুই কি পাগল হ'লি—

সুখদা। না, আমি শুনব না—কোন কথা শুনব না—বল, ওকে তুমি জেলে দেবে।

দুর্গা। হাঁ—হাঁ ক'রব—যা হয় একটা ব্যবস্থা ক'রব। এঃ দেখ্ ত কি

করেছিস্—এ যে দর দর ধারে রক্ত ছুটছে—কপালটা যে কেটে গেছে—শ্যামা, শীগ্‌গির জল আন্—(শ্যামার প্রস্থান) কি ক'রলি—দেখ্‌ত পাগ্‌লী। এমন ছেলেমানুষী ক'রতে হয়। রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে।

সুখদা। রক্ত! আমার বুকের ভিতর আজ যা হচ্ছে! দাদা—কুলাঙ্গার শেষে তোমার মত মামার—

দুর্গা। চুপ কর্। ও সব আর এখন মনে করিস না। শ্যামা—শ্যামা—

শ্যামার জল লইয়া প্রবেশ

একটু জল আনতে হারামজাদার একটা দিন গেল। পুকুর কেটে জল আনছিলে। নড়তে-চড়তেও তোদের ছ মাস

শ্যামা। আজ্ঞে নীচেয় গিয়ে জল আন্‌তে হ'ল।

দুর্গা। কেন পাশের ঘরেই ত জল ছিল—

শ্যামা। আজ্ঞে সেটা আমার মনেই হয় নি—অত রক্ত দেখে আমার কেমন ভিরমি লেগেছিল—

দুর্গাশঙ্কর রক্ত মুছাইয়া পটী বাঁধিতে লাগিলেন

(স্বগত) পড়ক না একটু রক্ত। সখের ঘা। আরও একটু দেরি ক'রে আসবার ইচ্ছা ছিল তা কর্তাবাবু যে চীৎকার আরম্ভ ক'রলেন। কর্তাবাবু কিন্তু একেবারে জল হ'য়ে গেছেন।

সুখদা। (স্বগত) বঁটিতে আঙুল কাটলে রক্ত পড়ে না। দু'ফোঁটা রক্ত পড়লে কি আসে যায়। আর তুমি আমায় অবিশ্বাস ক'রবে না—এইবার আমার যোগেশের পথ নিষ্কণ্টক ক'রব। এখন দেখছি যোগেশ কলকাতায় গিয়ে ভালই ক'রেছে।

(নেপথ্যে ডাক্তার)। শ্যামা—শ্যামা—

দুর্গা। ঐ যে ডাক্তার এসেছে—যাক্, ভালই হয়েছে। এই যে, উপরে এস বাবা—শ্যামা! যা ত—শীগ্‌গির—

শ্যামা। (স্বগত) নাঃ—কর্তাবাবু বেজায় বাড়াবাড়ি ক'রলেন।

প্রস্থান

সুখদা। ডাক্তারকে কিন্তু আমার সম্বন্ধে কিছু ব'ল না দাদা—

দুর্গা। কেন, ও ত আমাদের ঘরের ছেলের মত। অনেকটা কেটে গেছে, দেখুক না একবার।

সুখদা। না দাদা—তোমার পায়ে পড়ি—এ আমার আপনা হ'তেই সেরে যাবে।

ডাক্তারকে লইয়া শ্যামার প্রবেশ

ডাক্তার। এ কি! আপনার যে এখনও খাওয়া হয় নি দেখছি। শরীরের যে অবস্থা তাতে এ রকম অনিয়ম হওয়া ত ঠিক নয়। (সুখদার দিকে ফিরিয়া) আপনি থাকতে এ রকম অনিয়ম—ওকি আপনার কপালে কি হয়েছে?

দুর্গা। দেখ ত ডাক্তার—

সুখদা। না—না—এ আর দেখতে হবে না। প'ড়ে গিয়েছিলাম তাই কেটে গেছে। তুমি আমার দাদাকে একটু ভাল ক'রে ওষুধ দাও। ডাক্তারবাবু, কাল খুব বেশী রক্ত পড়েছে। দাদার শরীরের দিকে ত আর তাকান যায় না ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। চেষ্টা কি আমি কম ক'রছি। কিন্তু কোন ওষুধে যে ফল পাচ্ছি না। আচ্ছা, দেখি আপনার হাতটা একবার, আপনাকে বড় exhausted বোধ হচ্ছে—pulse feeble—

সুখদা। কি ব'ললে—কি ব'ললে ডাক্তারবাবু—দাদা আমার বাঁচবে ত! বাঁচবে ত! আমার দিকপালের মত ভাই! ঐ ভায়েরই মুখের দিকে চেয়ে আমি পাষাণে বুক বেঁধে বেঁচে আছি—(ক্রন্দন)

ডাক্তার। এ কি! আপনি যে কেঁদে ফেললেন! কোন ভয় নেই। সকালে আজ বোধ হয় কিছু খান নি, এখন ওঁকে একটু গরম দুধ দিন ত—

সুখদা। আমি এখনই নিয়ে আসছি। (স্বগত) এইবার—এইবার—

প্রস্থান

শ্যামা। (স্বগত) পিসীমা'র চোখ দুটো হঠাৎ শিকারী বাঘের মত জ্বলে উঠল কেন?

প্রস্থান

ডাক্তার। এক বিষয়ে আপনি বড় fortunate, এমন বোন অতি অল্প লোকেরই আছে।

দুর্গা। সব দিক একাকার হ'লে কি মানুষ টিকৃতে পারে। তাই বোধ হয় ভগবান দয়া ক'রে ঐটুকু অবশিষ্ট রেখেছেন। ভাই-বোনের স্নেহের বাঁধন মায়ের শোণিতে গড়া কিনা, তাই বোধ হয় এত অটুট—এত মধুর।

ডাক্তার। এ জীবনে আর তা উপভোগ ক'রতেই পারলেম না। ভাইও নেই—বোনও নেই। হাঁ, কাল রাত্রে ক'বার উঠতে হ'য়েছে?

দুর্গা। প্রায় সমস্ত রাত্রি। রক্তের পরিমাণও খুব বেশী। শরীর যেন দিন দিন নিস্তেজ হ'য়ে আসছে—

ডাক্তার। একটা injection দেবো? কোন কষ্ট হবে না—মাত্র একটা সেকেণ্ড—

দুর্গা। আর কেন বাবা এই শেষ সময় ফোঁড়া-ফুঁড়ি ক'রে কষ্ট দেবে

ডাক্তার। আচ্ছা থাক্। তাহ'লে ওষুধটা আজ বদলে দেন।

দুগ্ধ লইয়া সুখদার প্রবেশ

সুখদা। (স্বগত) এইবার শেষ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) হাঁ ডাক্তারবাবু, ও ওষুধটা বদলে দিন। দাদা এই দুধ এনেছি

দুর্গা। এত দুধ! এ কি খাওয়া যায়। তাই—

সুখদা। শুনচেন ডাক্তারবাবু! এইটুকু দুধ খেতে চান না। একটু না খেলে—

ডাক্তার। ও-টুকু দুধ আপনার খাওয়া উচিত।

দুর্গা। দেখি কত দূর পারি। [খাইতে উদ্যত]

(নেপথ্যে শ্যামা। বাবু—বাবু—খাবেন না—খাবেন না।—)

ও কি?

সুখদা। কিছু না—খাও—খাও—খাও—

শ্যামা ছুটিয়া আসিয়া দুধের বাটি দুর্গাপ্রসাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইল।
সুখদা ছুটিয়া গিয়া শ্যামার গলা চাপিয়া ধরিল ও বলিল—

হারামজাদী—দে—দে—দুধ খেতে দে দুধ খেতে দে আমার যোগেশ নিষ্কণ্টক হবে—আজ আমার যোগেশ নিষ্কণ্টক হবে—

দুর্গা। একি!

ডাক্তার। Convulsions—

শ্যামা। বাবু বাবু—আমায় মেরে ফেল্‌লে—আমায় বাঁচান, বাঁচান।

দুর্গা [illegible] ও ডাক্তার [illegible] শ্যামাকে সুখদার হাত হইতে [illegible] করিলেন।
সুখদা [illegible] উন্মাদের
ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল

দুর্গা। এ সব কি শ্যামা?

শ্যামা। দম ছেড়ে নি বাবু আমায় মেরেছিল আর কি! কর্ত্তাবাবু! এই দুধের বাটিতে আজ শিশি খালি ক'রে বিষ মিশিয়েছে—মা কালী রক্ষা ক'রেছেন এই দেখুন শিশিটা

ডাক্তার। এঁ্যা! এ কি! এ যে arsenic! উগ্র বিষ—horrible—horrible!

দুর্গা। ডাক্তার আমায় ধর

ডাক্তার। এ কি! আপনি কাঁপছেন! [illegible] বসুন স্থির হ'ন—স্থির হ'ন—বাতাস কর শ্যামা। তাই [illegible] ভিতরে arsenic এর slow poisoning চল্‌ছে। তাই কোন ওষুধে ফল হচ্ছে না। deliberate murder কি ভয়ঙ্কর ভগবান আজ আপনাকে খুব রক্ষা করেছেন, কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'র্‌বেন না—এখনই কলিকাতা রওনা হন। system এ কতটা poison ঢুকেছে কে জানে।

সুখদা। কে? যোগেশ! কলকাতা থেকে এসেছ! এস বাবা—এস—তোমার পথ পরিষ্কার ক'রেছি আমার যোগেশ জমিদারী পেয়েছে—আমার যোগেশ জমিদারী পেয়েছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ডাক্তার। হুঁ। হ'তেই হবে। আশা ভঙ্গ—sudden shock! artery ছিঁড়ে গেছে, mental derangement হবেই।

দুর্গা। শ্যামা, আমার কাছে আয়—আমার কোলে আয়। ডাক্তার, এই আমার চাকর—আর ঐ আমার বোন—আমার মায়ের পেটের বোন—যা আছে ব'লে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি আমায় ভাগ্যবান ব'লছিলে। এই দেখ জাল উইল—আর ঐ সেই বিষ মিশান দুধ—বল ত ডাক্তার, আমি হাসব না কাঁদব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—ললিতার ভাড়াটিয়া বাড়ীর কক্ষ

ললিতা ও যোগেশ উপবিষ্ট

ললিতা। কি গো। একদৃষ্টে হাঁ ক'রে চেয়ে কি দেখ্‌ছ?

যোগেশ। তোমায় দেখ্‌ছি। এ যে মোহিনী মূর্ত্তি

ললিতা। দেখ' ভাই—গিলে ফেলো না যেন

যোগেশ। পারলে ছাড়তুম না সত্য ললিতা, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়। যেন তোমারি জন্যই গয়না গুলি তৈরী হ'য়েছিল—

ললিতা। এখনই ত আবার খুলে দিতে হ'বে

যোগেশ। কেন?

ললিতা। পরের জিনিস—আমার ত নয় যে প'রে মনের সাধ মিটাব—

যোগেশ। না—না—ওসব তোমার।

ললিতা। আমার। সত্যি ব'লছ?

যোগেশ। হাঁ ললিতা—

ললিতা। গয়না প'রতে আমার বড় সাধ—গয়না আমি বড় ভালবাসি, হাঁ যোগেশবাবু, এক্ষুণি আবার কেড়ে নেবে না ত?

যোগেশ। কেড়ে নেব ললিতা, তোমার গা থেকে গয়না। আমায় কি তুমি এমনি পিশাচ মনে কর—

ললিতা। দেখ ভাই, আমি কিন্তু অনাদর সইতে পারি না—

যোগেশ। তোমার অনাদর ক'রব। ললিতা, তোমায় আমি মাথার মণি ক'রে রাখব।

ললিতা। দেখ' ভাই, সরলা অবলাকে মজিয়ে শেষে মাঝ দরিয়ায় ভাসিও না যেন।

যোগেশ। তোমার সুখের জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ। তোমার মুখের একটি কথায় আমি বোধ হয় হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দিতে পারি। বল—বল ললিতা, তুমি আমায় ভালবাস—তুমি আমার—

ললিতা। যোগেশবাবু, প্রিয়তম! আমি যে তোমার প্রেমে উন্মাদিনী—তাই ত নিবারণকে ছেড়ে তোমায় কাণ্ডারী ক'রে যৌবন-তরী ভাসিয়ে দিয়েছি—

গীত

বাজলো আজ হৃদয়বীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথায় ছিল—নূতন আলোক
ছুটলো বঁধু নূতন প্রাণে॥
হৃদয় কুঞ্জে নূতন সুরে কি গান গেয়েছে পাপিয়া,
পুঞ্জে পুঞ্জে আছে ফুল হৃদয় মঞ্চ ছাপিয়া—
নূতন চোখে ফুটেছে আজি নূতন করে জোনিধা—
কি জানে' যা', পরাণ বঁধু, মজলো নারী আঁখি-বাণে॥

ছুরিকা হাতে নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। এতদিনে তোমার সন্ধান পেয়েছি যোগেশবাবু! যোগেশবাবু-যোগেশ—

যোগেশ। (চমকিত হইয়া) কে কে—(সভয়ে) নিবারণ!

নিবারণ। হাঁ, আমি নিবারণ—চিনতে পারছ? কে, ললিতা? বাঃ! —বেশ সেজেছ ত—খাসা আছ! না? শয়তানি! বল্, কোথায় আমার টাকা? দেখ্‌ছিস্ এই ছুরি—

ললিতা। আমি কিছু জানি না—আমি কিছু করি নি—

নিবারণ। আচ্ছা! যোগেশবাবু, নিধুঠাকুর ললিতাকে চুরি ক'রেছিল—না? খুব মাথা খাটিয়েছিলে! এখন?

যোগেশ। যাও যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও—দারোয়ান, দারোয়ান!

নিবারণ। দারোয়ান কি ক'র্‌বে বিশ্বাসঘাতক! পাষণ্ড—তোর সঙ্গে আজ আমার হিসাব নিকাশ—শয়তান! আমি তোকে খুন ক'র্‌ব—তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'র্‌ব—

ললিতা। (ছুটিয়া নিবারণের সম্মুখে গিয়া)—না—না—মের না—যোগেশ-বাবুকে মের না—

নিবারণ। ওঃ বড় দরদ! পথ ছাড়্, শয়তানি! ছাড়্‌বি না—ছাড়্‌বি না—

পদাঘাত করিয়া ললিতাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। ললিতা মূর্চ্ছিতা হইল। তাহার কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই অবসরে নিবারণের হাত হইতে ছুরি কাড়িয়া লইয়া যোগেশ তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। নিবারণ মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দরদর ধারে শোণিত ছুটিল

(যোগেশ তাহা দেখিয়া সভয়ে বলিল)—এঁ্যা—খুন—খুন ক'রেছি!

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—দুর্গাশঙ্করের বাটী-কক্ষ

দুর্গাশঙ্কর ও অনাদি

দুর্গা। কোন খোঁজ পেলে না?

অনাদি। এখনও ত কিছু পাই নি। আপনার তার পেয়ে ক'লকাতায় এসেই তিন তিন জন গোয়েন্দা লাগিয়েছি—তাদের পেছনে জলের মত টাকা খরচ ক'রেছি—প্রত্যেককে হাজার টাকা ক'রে পুরস্কার দেব প্রতিশ্রুত হ'য়েছি! দিবারাত্র তারা সহরে অলি-গলিতে ঘুরছে, কিন্তু পাপিষ্ঠ যে কোথায় উধাও হ'য়েছে কেউ তা খুঁজে বের ক'রতে পারছে না। (দুর্গাশঙ্কর নতমস্তকে পাদচারণা করিতে লাগিলেন) আজকার দিনও দেখব মনে ক'রেছি, তার পর সহরের বাইরেও লোক লাগাব। আমার মনে হয় ক'লকাতায়--

দুর্গাশঙ্কর পাদচারণা করিতে করিতে সহসা প্রাচীর বিলম্বিত দর্পণের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়ায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—

দুর্গা। ও কে?

অনাদি। কি বাবু?

দুর্গাশঙ্কর ধীরে ধীরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখাইলেন। অনাদি সেই দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইলেন। দুর্গাশঙ্কর দেখিতে দেখিতে যেন শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন; ক্ষণপরে ডাকিলেন—

দুর্গা। আন—দি

অনাদি। বাবু!

দুর্গা। দেখ্‌চ, কত স্পষ্ট ছাপ প'ড়েছে! (ম্লান হাসি হাসিয়া) শমন জরুরী—আর ত বেশী দেরী নেই অনাদি—

অনাদি। নারায়ণ—নারায়ণ—

দুর্গা। একটা আকাঙ্ক্ষা—শুধু একটা আকাঙ্ক্ষা—(ছুটিয়া অনাদির হাত দুটি জড়াইয়া ধরিলেন)—এই শেষ সাধ আমার পুরাও ভাই—

অনাদি। বাবু, সাহস ক'রে এ কথা আপনাকে আমি জানাতে পারি নি। আপনার অনুমতি না নিয়েই পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কৃষ্ণবাবুকে আমি সেই হতভাগ্যের সন্ধানে লাগিয়েছি।

দুর্গা। আছে—আজও কি বেঁচে আছে সে—বেঁচে আছে তারা।

অনাদি। আছে বই কি বাবু—নিশ্চয় বেঁচে আছে।

দুর্গা। তুমি ব'লছ—তুমি ব'লছ তারা বেঁচে আছে! বল—বল ব্রাহ্মণ—মুক্তকণ্ঠে প্রাণ খুলে বল—তোমার শ্রীমুখে একদিন বেদ ধ্বনিত হ'য়েছে—তোমার বাণীতে একদিন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সংঘটিত হ'য়েছে—তোমার কথা মিথ্যা হবে না—বল ব্রাহ্মণ—আবার আমি হারানিধি ফিরে পাব—

নিধুঠাকুর ও তৎপশ্চাৎ মুটিয়া গোবিন্দের মোট মাথায় প্রবেশ

গোবিন্দ মোটটি অতিকষ্টে নামাইয়া ক্লান্তির জন্য এক ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদবারি নির্গত হইতেছিল এবং অতিকষ্টে সে দম লইতেছিল। নিধুঠাকুরকে দেখিয়া দুর্গাশঙ্কর বলিলেন—

দুর্গা। কে—কে? সাহস বটে!

নিধু। র'সো বাবা, পয়সার অভাবে বুড়ো বামুনকে ইষ্টিশান থেকে হেঁটে আসতে হ'য়েছে। আগে দমটাই ছাড়তে দাও।—ও কে? অনাদি না?

অনাদি। আজ্ঞে হাঁ।

নিধু। বেশ—বেশ। তোমাকে যে এখানে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি—তা ভালই হ'য়েছে। এই নাও বাবা—তোমার দলিল—

অনাদি। দলিল!

নিধু। বুঝতে পারলে না! শোন তবে; তোমার জন্যই বাবা এতদূর এসেছি—নইলে বাবা, খাসা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প'ড়ে ছিলুম। বুঝলে দুর্গাশঙ্কর, এই যে প্রাণে এত জ্বালা—এত দাহ—বাবার আরতি দেখতে

দেখ্‌তে সব যেন জুড়িয়ে যেত। আর কেবল তোমার কথা মনে হ'ত। এবার তোমায় নিয়ে যাব।

অনাদি। দলিল কি ব'লছিলেন?

নিধু। হাঁ—হাঁ, শোন তারপর—তোমাদের নিবারণ আমায় কাশীতে গিয়ে ধ'রেছে, আমি নাকি তার রুক্মিণী হরণ ক'রেছি। শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির। আর ধ'রতে গেলে দোষটা আমার ঘাড়েই পড়ে। তারপর বাবা তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার কোন দোষ নেই। বোনের অসুখ দেখতে ক'লকাতায় আসবে, লোক অভাবে আসতে পাবৃছে না ব'লে ছুঁড়ি বড় ধ'রে পড়ল, কাঁদাকাটা ক'র্‌তে লাগল,—বাবাজীবন যোগেশচন্দ্রও অনুরোধ ক'র্‌তে লাগল—তার উপর জানই ত বাবা আমি নেশাখোর মানুষ—কিছু লোভও দেখাল—তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে ক'লকাতায় এসেছি—তখন কি জানি রে বাবা, শ্রীমান যোগেশচন্দ্র আমার মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে মনের সুখে কোষ খাচ্ছে। এর ভিতরে যে এত প্যাঁচ তা বোকা-বামুন আমি কি ক'রে জানব বল।

অনাদি। তারপর—তারপর?

নিধু। ক'লকাতায় এসে পরদিনই ছুঁড়ি নিজে ইষ্টিশানে গিয়ে আমায় টিকিট কিনে দিয়ে আরও নগদ পঁচিশ টাকা দিয়ে কাশীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। গরীবের ছেলে যা কোনদিন অদৃষ্টে ঘ'টবে ব'লে আশা করি নি—আমার ত মহাস্ফূর্ত্তি—আনন্দে একেবারে ডগমগ হ'য়ে কাশীতে বাবা বিশ্বেশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম দেখ্‌তে গেলাম। আরে তখন কি জানি যে ছোঁড়া ছুঁড়ি সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্য কৌশল ক'রে আমায় সরিয়ে দিচ্ছে।

দুর্গা। এত বড় পাষণ্ড!—একবার পেতাম তাকে

নিধু। আহা, শেষ পর্য্যন্ত শোনই না দুর্গাশঙ্কর—আরও রহস্য আছে। নিবারণের যখন বেশ বিশ্বাস হ'ল যে আমি নির্দ্দোষ—যোগেশ বাবাজীই তার মাথায় হাত বুলিয়েছেন—তখন সে কি বললে জান?

অনাদি। কি?

নিধু। নিবারণ ব'ল্‌লে যে খুড়ো আমি মহাপাপী! এ আমার উপযুক্ত শাস্তি। নিজের ছেলের মত দেওয়ানজী আমায় প্রতিপালন ক'রেছেন, ঐ যোগে-

শের দলে মিশে আমি তাঁর সর্বনাশ ক'রেছি— সিন্দুকের চাবি বাবুর বালিশের তলা থেকে যোগেশের মা চুরি ক'রেছিলেন- সেই চাবি নিয়ে আমি আর যোগেশ সিন্দুক খুলে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চরের দলিল শিবনারায়ণবাবুকে দিয়েছিলাম।

দুর্গা। এঁ্যা!

অনাদি। নারায়ণ-নারায়ণ—

নিধু। কথাগুলো শুনে তোমায় ব'লবো কি অনাদি, আমার যা অবস্থা— না আনন্দ— না দুঃখ—না রাগ বুঝলে দুর্গাশঙ্কর আমার তখনকার অবস্থাটা আমি তোমাকে বোঝাতে পারছি না।

দুর্গা। তারপর?

নিধু। তারপর নিবারণ ব'ললে যে খুড়ো, নিরপরাধ দেওয়ানজী যোগেশের চক্রান্তে মনিবের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন আমায় যোগেশের সন্ধানে যেতে হবে- তার সঙ্গে হিসাব নিকাশ পরিষ্কার ক'রতেই হবে—আমি ত কর্ত্তাবাবুকে গিয়ে সব ব'লতে পারছি না—আপনি যদি দয়া ক'রে যান, তবে দেওয়ানজীর মিথ্যা কলঙ্ক দূর হয়! তারপর এই পত্রখানা আমার হাতে দিয়ে ব'ললে যে, এই পত্র লিখে যোগেশ শিবনারায়ণবাবুর কাছে টাকার তাগাদা করেছিল—পত্রখানি তাঁকে আর দিতে হয় নি—তাঁর টাকা নিয়ে আসছিল পথেই আমার সঙ্গে দেখা হয়। পত্রখানি আমি কি জানি কি ভেবে রেখে দিয়েছিলাম। এখানা আপনি কর্ত্তাবাবুকে দেখাবেন, তা হ'লেই সব বুঝতে পারবেন—এই নাও বাবা, এই সে পত্র, রক্ষাকবচের মত অতি যত্নে নামাবলীতে বেঁধে রেখেছি।

(অনাদির হস্তে প্রদান)

অনাদি। ধর্ম্ম, তুমি তা হ'লে আছ!

নিধু। নিশ্চয়—নিশ্চয়—ওরে বাবা, পাপের ও লাফালাফি ক'দিন। হাঃ হাঃ হাঃ—এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উঠছে। আমি কিন্তু অনাদি, মনে তোকে কখনও অপরাধী ভাবিনি - তবে মুখ ফুটে কিছু ব'লতে সাহস পাই নি।

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—একবার সে পাপিষ্ঠ যোগেশটাকে আমার সামনে আনতে পার—একবার—তাতে যত টাকা লাগে—

গোবিন্দ। (আপন মনে) হা রে যোগেশবাবু, মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে

আমার দাদাবাবুকে এই বাড়ী থেকে তুমি কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে!

অনাদি। ও কে?

নিধু। আমার মুটে—মোট নিয়ে এসেছে। তুই ব্যাটা ত আচ্ছা হতভাগা! আমি না হয় কথায় কথায় তোর পয়সা দিতে ভুলে গেছি—তুইও ত বেশ দিব্যি চুপটি ক'রে বসে আছিস্! এতক্ষণ যে আর দুটো মোট ব'য়ে আর দু'পয়সা রোজগার ক'রতে পার্‌তিস্। এই নে বাবা তোর বার পয়সা---

গোবিন্দ। পয়সা নামাবলীতে বাঁধ ঠাকুর। তোমার মোট ব'য়ে পয়সা না নিলে গোবিন্দের স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হবে কি দিয়ে? দাও ঠাকুর একটু পায়ের ধুলো, প্রণাম হই কর্ত্তাবাবু, দিন দেওয়ানজী—বুড়োকে একটু পায়ের ধূলো দিন—

অনাদি। গোবিন্দ না! তাই ত। তুমি মুটে।

গোবিন্দ। আমি মোট টান্‌ছি এই দেখেই চ'মকে উঠ্‌লে দেওয়ানজী—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

অনাদি। কেন গোবিন্দ, তুমি কি আজকাল খোকাবাবুর কাছে থাক না। এই বয়সে তুমি মোট টানছ— আহা হা।

গোবিন্দ। আহা হা—

অনাদি। খোকাবাবুর সংবাদ কি গোবিন্দ? কোথায় আছে সে আজকাল? মা-লক্ষ্মী আমার ভাল আছেন ত! গোবিন্দ! আমি যে গোয়েন্দা লাগিয়েও তোমাদের সন্ধান পাইনি—

গোবিন্দ। বড় অসময়ে খোঁজ ক'র্‌ছ দেওয়ানজী—আর যদি ছটা মাস আগেও খোঁজ নিতে—

অনাদি। কেন—কেন গোবিন্দ?

দুর্গা। আছে ত—খোকা বেঁচে আছে ত?

গোবিন্দ। থাকাই সম্ভব--মাস খানেক হ'ল আমি তাদের হারিয়ে ফেলেছি। দাদাবাবু হয় ত বেঁচে আছে, কিন্তু কর্ত্তাবাবু—তোমার সাগর সেঁচা মাণিক—তোমার সাত রাজার ধন—তোমার বংশের দুলাল—তোমার স্বর্গের সিঁড়ি—আমার খোকামণি—ও হো হো—

দুর্গা। কার কথা বলছ?

গোবিন্দ। তোমার খোকার ছেলে—

দুর্গা। এঁ্যা! আমার খোকার ছেলে হয়েছে! অনাদি—অনাদি—কই, শ্যামা কই—(শ্যামার প্রবেশ) ওরে আমার খোকার ছেলে হয়েছে। অনাদি, গাড়ী জুত্‌তে বল—তুমি কাঁদছ কেন গোবিন্দ, এখনই আমি নিজে গিয়ে আমার দাদাকে নিয়ে আসছি—

গোবিন্দ। কাকে আর আনবে কর্ত্তাবাবু—সে পালিয়েছে। বাপ-মায়ের বুকে শেল হেনে সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে—সে আর নেই—

দুর্গা। নেই—সে নেই!

গোবিন্দ। না—সে নেই। পয়সার অভাবে তার মুখে এক ফোঁটা বার্লির জল জোটেনি—পয়সার অভাবে তার মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়ে নি—খেতে না পেয়ে রোগে ভুগে শুকিয়ে কুঁকড়ে—ওহো হো! আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখেছি—এই চোখে তাই দাঁড়িয়ে দেখেছি—তবু এ পোড়া প্রাণ বের হয় নি—তবু বুকখানা ফেটে যায় নি—(বুক চাপড়াইতে লাগিল)

দুর্গা। ও হো হোঃ—না—না—আর ব'ল না—আর শুনতে পারি না। পালাল—পালাল—মাথাটা ছুটে পালাল—অনাদি ধর ধর, চেপে ধর—

অনাদি। শ্যামা—শ্যামা! বাতাস কর—বাতাস কর। (শ্যামার তথাকরণ) গোবিন্দ, তুমি আমার সঙ্গে ও-ঘরে এস।

দুর্গা। না—না—না—দাঁড়াও, আমার খোকা?

নিধু। এখন থাক। দুর্গাশঙ্কর একটু সাম্‌লে নাও বাবা। যাও গোবিন্দ, অনাদির সঙ্গে যাও—

বেগে যোগেশের প্রবেশ

যোগেশ। এই যে মামাবাবু এখানে! বাঁচলুম—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন মামাবাবু—আমায় পুলিশে তাড়া ক'রেছে।

দুর্গা। কে?—হাঁ, এইবার পেয়েছি—এইবার পেয়েছি তোকে শয়তান; —রাক্ষস! তুই আমার বংশ নাশ ক'রেছিস্—আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্—আমি তোর বুকের রক্ত—

দুর্গাশঙ্কর ছুটিয়া যোগেশকে আক্রমণ করিতে গেলেন ও নিজে ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্যামা, অনাদি ও নিধু ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বিছানার উপর তুলিয়া শোয়াইয়া দিল। শ্যামা মাথায় জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল

নিধু। তুমি আবার যোগেশবাবু এ সময় কোথা থেকে উদয় হ'লে বল ত?

যোগেশ। আমায় বাঁচাও, আমি নিবারণকে খুন করি নি—সত্যি বলছি—খুন করি নি—আমায় পুলিশে তাড়া করেছে পেছন পেছন আসছে—এলো ব'লে; চারদিন পেছন নিয়েছে—এক মুহূর্ত্ত ব'সতে দেয় নি—এক মুহূর্ত্ত ঘুমুতে দেয় নি—এক মুঠা ভাত মুখে দিতে দেয় নি—দিন রাত তাড়া করেছে—বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—

শ্যামা। গোবিন্দদা! শীগ্‌গির যাও—পুলিশকে ডেকে ধরিয়ে দাও—

যোগেশ। না—না—ডেক না—ডেক না—আমায় তারা বেঁধে নিয়ে যাবে—হাতকড়ি পরাবে—আমায় ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে—আমায় বাঁচাও—গোবিন্দ, শ্যামা, তোদের পায়ে পড়ি আমায় বাঁচা—

নিধু। তবে লোক মনে করে যে ধর্ম্ম নেই। কি ক'রলে যোগেশবাবু—নিজে গেলে, আমারও সর্ব্বনাশ ক'রলে।

যোগেশ। না—না—আমি কিছু করি নি—আজ চারদিন কিছু খাই নি—দেখ, পেট শুকিয়ে গিয়েছে—বুক শুকিয়ে গিয়েছে—আমায় দুটি খেতে দাও—আমায় বাঁচাও—

গোবিন্দ। কি যোগেশবাবু, তুমি না এই বাড়ী থেকে একদিন আমার দাদাবাবুকে মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে—আজ?

শ্যামা। দাঁড়িয়ে ক'রছ কি গোবিন্দদা—গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দাও—পুলিশ—পুলিশ—

অনাদি। চুপ কর শ্যামা—

শ্যামা। কি বলছেন দেওয়ানজী! চুপ ক'রব। ও ক'কে বাদ দিয়েছে—সোনার সংসারটা মায়ে-ছেলেয় শ্মশান ক'রেছে—

যোগেশ। এ্যাঁ, দেওয়ানজী! এতক্ষণ দেখ্‌তে পাই নি। যাক্‌, আর ভয় নেই! দেওয়ানজী—দেওয়ানজী—আমায় রক্ষা করুন—আপনার পায়ে পড়ি দেওয়ানজী— (পায়ের উপর পড়িল)

নিধু। তোমার বাহাদুর আছে যোগেশ। এই লোকটাকে তুমি কি শাস্তিতেই না ক'রেছ—আবার এখন - নাঃ, তোমার বাহাদুরি আছে।

যোগেশ। আমায় ক্ষমা করুন দেওয়ানজী—আপনার পায়ে পড়ি দেওয়ানজী, আমায় বাঁচান। ছেলেবেলায় আপনার কোলে মানুষ হ'য়েছি—আমায় মেরে ফেলবেন না—দোহাই আপনার—

অনাদি। যোগেশবাবু - না - আমি তোমায় রক্ষা ক'রব।

নিধু। কি ব'লছ অনাদি?

অনাদি। শরণাগত পায়ে ধরে দিচ্ছে খুড়ো -

নিধু। দুর্গাশঙ্করের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছ?

অনাদি। বুঝেছি খুড়ো। যোগেশবাবুকে নিয়ে এখনই আমি এ বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি। চল যোগেশবাবু - কোন চিন্তা নেই। তোমার জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ।

যোগেশ। আপনার এ উপকার দেওয়ানজী—

অনাদি। আমি তোমাকে বেশ চিনি—বাড়াবাড়ি ক'রে আমায় উত্ত্যক্ত ক'র না--

যোগেশ। আজ্ঞে না - আজ্ঞে না

অনাদি। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এস

যোগেশসহ অনাদি প্রস্থানোদ্যত, ঠিক সেই সময়
সম্মুখ হইতে রাধা বৈষ্ণবীর প্রবেশ

রাধা। বাবু কি এখানে আছেন?

অনাদি। কে তুমি মা? কি চাও?

রাধা। আমি একজন ভিখারিণী—জমিদারবাবুকে চাই। এখানে কি তিনি—কে—কে—কে—

যোগেশ। কে? তু—তু—তু -

রাধা। হাঁ—আমি শৈবলিনী --চিনতে পারছ না যোগেশবাবু—

যোগেশ। তু--তুমি—এ—এখানে?

রাধা। তুমি এখানে কেন যোগেশবাবু?

অনাদি। যোগেশবাবু যে আমাদের জমিদারবাবুর ভাগিনেয়

রাধা। এঁ্যা। ওঃ—তাই—তাই—কিন্তু—কিন্তু একি বিচার—একের পাপের জন্ত—না—একি অন্যায়। একি অন্যায় বিচার।

অনাদি। উন্মাদিনী।—একে চেন যোগেশবাবু?

যোগেশ। চিনি। হাঁ। কই—না।

রাধা। কি বললে যোগেশবাবু? চেন না। আমায় চেন না। ব'লতে লজ্জা ক'রছে? আচ্ছা আমিই ব'লছি। এই আমাদের জমিদার-পুত্র—এঁর পিতা আমাদের বৃদ্ধ জমিদারের মৃত্যুর পর ইনি আমাদের শুভাশুভ মান-ইজ্জত, জাতি-ধর্ম্মের মালিক হ'লেন। স্বামীর ভিটায় স্বামীর গৃহে, স্বামীর শয্যায় সুখসুপ্ত আমি, নিশুতি রাত্রে একদল পাইক নিয়ে ঘরের বেড়া কেটে আমাদের ঘরে ঢুকে আমার স্বামীর মাথায় লাঠি মেরে কে আমায় স্বামীর বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—ইনি—ইনি—আমাদের শুভাশুভ মান-ইজ্জতের মালিক। সেই রাত্রে দু'কোশ পথ টেনে নিয়ে গিয়ে কে আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট ক'রেছে—এই ইনি—আমাদের জাতি-ধর্ম্মের মালিক।

অনাদি। পাষণ্ড।

যোগেশ। না না ও কথা শুনবেন না, মিথ্যা সব মিথ্যা

রাধা। মিথ্যা সব মিথ্যা। যোগেশবাবু স্পষ্ট এ কথাগুলো উচ্চারণ ক'রতে পারলে—জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে উঠল না—বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেল না। আমার চোখেরদিকে তাকিয়ে বল দেখি যে এ সব মিথ্যা কথা—দেখি একবার শয়তানকে তুমি কতটা ছাপিয়ে উঠেছ। তুমি শুধু আমার একটা জন্ম ব্যর্থ করনি—তুমি তোমার মায়ের দেবশিশুকে হত্যা ক'রেছ। আহা! সেই দেবশিশু চঞ্চল চিত্তকে সংযত ক'রবার জন্য পারুলের কাছ থেকে আমি যদি দূরে দূরে না থাকতেম। ওঃ—ভেবেছ যোগেশবাবু—ঘুষ দিয়ে সেবার সাক্ষী বশ ক'রে মকদ্দমা জিতেছিলে ব'লে এতবড় অত্যাচার—এত বড় পাপ—এত বড় অন্যায়—এর কি কোন শাস্তি নেই; আমার বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস, আমার মর্ম্মছেঁড়া অভিশাপ ব্যর্থ হবে—বৃথা যাবে।

নিধু। না মা, ব্যর্থ হবে না—বৃথা যাবে না। সতীর অভিশাপ কি কখনও ব্যর্থ হয়—বৃথা যায়। কখনও না।

যোগেশ। পুলিশ এলো ব'লে—চলুন দেওয়ানীজ—

অনাদি। আর তা হয় না যোগেশবাবু, সতীর অভিশাপ—সতীর অশ্রুজল—সতীর দীর্ঘশ্বাস [illegible] পথ রোধ ক'রেছে—তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য—

যোগেশ। [illegible] তবে—তবে আমার উপায়!

[illegible]

ইনস্পেক্টর। এই আমি

যোগেশ। [illegible]

ইনস্পেক্টর। [illegible] বাঁধ—(কনষ্টেবলগণ হাতকড়ি [illegible])

যোগেশ। [illegible] আমি নির্দ্দোষ—

ইনস্পেক্টর। [illegible] দেওয়ানজী, [illegible] এর বাগ্দত্তা ললিতা ব'লে একটা [illegible] পাওয়া গেছে- তাকেও চালান দেওয়া হ'য়েছে, [illegible] একটু [illegible] হাসপাতালে আছেন।

সম। [illegible] rascal-টা আজ [illegible] প্রস্থান

অনাদি। [illegible] তুমি কি জন্য এসেছ মা

রাধা। জমিদারের [illegible] লোক পাঠিয়েছিলাম -সে লোক ফিরে এসেছে – এখানে কি তিনি আছেন?

অনাদি। হাঁ, তাঁর কাছে কি দরকার আমায় ব'লতে পার।

রাধা। [illegible] পুত্র ও পুত্রবধূকে যদি শেষ দেখা দেখতে চান, তবে শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন।

অনাদি। কোথায় তারা?

রাধা। আমার আশ্রমে

অনাদি। তোমার আশ্রমে।

রাধা। বাড়ী ভাড়ার টাকা দিতে পারে নি, তাই বাড়ীওয়ালা রাস্তায় বের ক'রে দিয়েছিল। মূর্চ্ছিত রুগ্ন স্বামীর পাশে বসে পারুল আর্ত্তনাদ করছিল। আমি তাদের পেয়ে—

অনাদি। আশ্রমে নিয়ে গিয়েছ! মা—মা—যে উপকার ক'রেছ তুমি—

রাধা। বড় দেরি হ'য়েছে—আর দেরি ক'রবেন না—হয় ত শেষ দেখাও হবে না।

অনাদি। বাবু—বাবু—খোকার খবর পেয়েছি—

দুর্গা। কে? জল—জল—

শ্যামা জল দিল

অনাদি। বাবু, খোকার খবর পেয়েছি—

দুর্গা। পেয়েছ? আছে সে? কোথায়?

যন্ত্রচালিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন

অনাদি। শীঘ্র চলুন—

দুর্গা। চল—চল—কোন্ দিকে—কোন্ পথে?

পাগলের ন্যায় ছুটিলেন

জগা পাগলার প্রবেশ

জগা। মহাপথে।

দুর্গা। এঁ্যা!

রাধা। এ কে! জগা! জগা—জগা—কি ব'লছ?

জগা। মহাপথের যাত্রী পথের শেষে চ'লে গেছে।

অনাদি। এঁ্যা। সে কি!

দুর্গা। অনাদি—অনাদি—তার মুখাগ্নি ক'রতে হবে না? আমি ম'লে সে মুখাগ্নি ক'রত, এখন আমি তার মুখাগ্নি ক'রব! চল—চল—বাসি মড়া হ'য়ে যাবে—বাসি মড়া হ'য়ে যাবে—খোকা—খোকা—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

যবনিকা পতন

ধর্ষিতা

সামাজিক নাটক

চরিত্রাবলী

বেণীভূষণ বসু	৺গৌরীদাস রায়ের বন্ধু, হাইকোর্টের উকীল, ৺চন্দ্রমিত্রের পুত্র, শরতের মাতুল…সরল বৃদ্ধ
শরৎচন্দ্র মিত্র	৺গৌরীদাসবাবুর বন্ধু ৺চন্দ্রকান্ত মিত্রের পুত্র, বেণীবাবুর ভাগিনেয়…ধূর্ত্ত যুবক
নিৰ্ম্মলকুমার রায়	৺গৌরীদাস রায়ের ভ্রাতা ৺ধর্ম্মদাস রায়ের পুত্র …উচ্ছৃঙ্খল যুবক
জগন্নাথ দত্ত	৺গৌরীদাস রায়ের estateএর দেওয়ান, …বিশ্বাসী কর্ম্মচারী
বিজনলাল	নির্ম্মলের বন্ধু, ব্যবহার-জীবী…আদর্শ বন্ধু
ভজনরাম	ভজা ৺গৌরীদাসবাবুর ভৃত্য—পুরাতন ভৃত্য
কেশব চক্রবর্ত্তী	শরতের বন্ধু… চরিত্রহীন যুবক
গোপাল ঘোষ	বিজনের মুহুরী … নির্ব্বোধ যুবক

কাবুলীওয়ালা, জনৈক ভদ্রলোক, ভদ্রলোকগণ, পুরোহিত, বর-কর্ত্তা প্রভৃতি. ভিখারী, গুণ্ডাগণ, নিমন্ত্রিত ভদ্রবৃন্দ প্রভৃতি

বিজলী	…	…	৺গৌরীদাস রায়ের কন্যা
দয়া	…	…	বিজলীর ধাত্রীমাতা
সাহারা	..	…	পতিতা নারী

পতিতাগণ

ধর্ষিতা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার গৌরীদাস রায় মহাশয়ের বিশাল বাস-ভবনের অন্দর-মহলের দ্বিতলের একটি কক্ষ, কক্ষটি সুপ্রশস্ত। তাহার উত্তর পাশের জানালা দিয়া বাহিরের কাছারী বাটী ও তাহার সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দেখা যাইতেছে এবং দক্ষিণ পাশের জানালা দিয়া রেলিং দেওয়া বারান্দা দেখা যাইতেছে। উত্তর পাশ ব্যতীত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উভয় দিকেই দরজা আছে, কক্ষটির মধ্যস্থলে একটি শ্বেত পাথরের একপদ বিশিষ্ট টেবিল এবং তাহার চারি দিকে কতকগুলি চেয়ার রহিয়াছে, উত্তর পার্শ্বে প্রাচীরের নিকট একটি পিয়ানো, প্রাচীর গাত্রে জমিদার বংশের কয়েকখানি তৈল-চিত্র বিলম্বিত, জমিদার বাটীর ভৃত্য ভজহরি ওরফে ভজন জমিদার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মলকুমারকে লইয়া দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল

আসুন হুজুর, আপনার ঘরে বসুন।

নির্ম্মল। তাইত রে আমার ঘরেই ত এনে ফেলি দেখছি, সবই সেই রকম আছে, আমার সে pianoটাও আছে দেখ্ছি।

ভজন। তাহলে আপনি একটু জিরিয়ে নিন—আমি মুখ-হাত ধোবার জলটল সব ঠিক করিগে—

নির্ম্মল। তা'ত করবি—কাকা কখন উঠবেন রে?

ভজন। আজ্ঞে মুখ-হাত ধুয়ে সুস্থটুস্থ হ'য়ে নিন—তারপর দেওয়ানজী এলে ধীরে সুস্থে সব শুনবেন—

নির্ম্মল। দেওয়ানজী এলে ধীরে সুস্থে সব শুনব! তুই বলছিস্ কি রে?

ভজন। আজ্ঞে—

নির্ম্মল। আজ্ঞে? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? কাকাবাবু কখন উঠবেন এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যে এত বড় একটা শক্ত ব্যাপার তা ত আমি আগে জানতেম না—ব্যাটা যেন waterloo জয় করতে যাচ্ছে! কি রে কি ভাবছিস?

ভজন। আজ্ঞে আমি ত তেমন গুছিয়ে বলতে পারব না—

নির্ম্মল। তুই গুছিয়ে বলবি কিরে ব্যাটা গয়লা, তোর কাছে কি আমি আরব্যোপন্যাস শুনতে চাচ্ছি—কাকাবাবু এখানে আছেন ত?

ভজন। আজ্ঞে না—

নির্ম্মল। ব্যস্, পরিষ্কার জবাব - এই রকম গোটা কয়েক জবাব দে দেখি—তিনি এখন কোথায়?

ভজন। আজ্ঞে—

নির্ম্মল। ফের? মনে আছে রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না—কাকাবাবু কোথায়?

ভজন। (সভয়ে) আজ্ঞে—কর্ত্তাবাবু—মারা গেছেন—

নির্ম্মল। এঁ্যা—মারা গেছেন- কবে?

ভজন। আজ্ঞে গত পোশেখের আঠাবই তারিখ দুপুর বেলায়।

নির্ম্মল। সর্ব্বনাশ। তা হলে উপায়' bodywarrant—bodywarrant—(দুই হাতের ভিতর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন)

ভজন। আজ্ঞে পঞ্জাব থেকে এসে মাত্র দু'টি বছর বেঁচে ছিলেন--তবে সেখানে তাঁর শরীর খুব সুস্থ ছিল।

নির্ম্মল। (স্বগত) legally আমিই ত heir, কাকাবাবুর ত কোন ছেলে মেয়ে ছিল না—ব্যস—মার দিয়া কেল্লা—কুচ পরওয়া নেই—Damn নাগরলাল যমুনালাল—দশ হাজার টাকার জন্য bodywarrant নিয়ে আমার পিছনে ঘুরছে—ফুঃ—আমার জমিদারীর—annual income এখন forty thousand rupees. Hurrah! (পকেট হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিলেন ও টেবিলের উপর রাখিলেন) এখানে বসেই? বাধা কি—এ সবই ত এখন আমার -

ভজন। আজ্ঞে কোথাও কিছু নেই—শরীরে কোন অসুখ বিসুখ নেই, রোজ যেমন কাছারীর কাজকর্ম্ম সেরে—নাওয়া খাওয়া করতে অন্দরে আসতেন, তেমনি এলেন—সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান—

নির্ম্মল। সবুর ভজনরাম সবুর,—রোসো—যেটুকু শুনিয়েছ—সেইটুকু আগে হজম করতে দাও—হ্যাঁরে ভজন, একটা sodawater দিতে পারিস?

ভজন। আজ্ঞে কি আনব?

নির্ম্মল। Sodawater—Sodawater—বোতলে থাকে—

ভজন। বোতলের জল—

নির্ম্মল। হাঁ হাঁ—বোতলের জল আনতে পারিস একটা?

ভজন। আজ্ঞে ত তা এখানে পাওয়া যায় না—এ পাড়া গাঁ—হুজুরের হুকুম হ'লে ডাবের জল এনে দিতে পারি—

নির্ম্মল। ডাবের জল! Bravo! বেড়ে Prescription করেছিস Brandyর সঙ্গে ডাবের জল—বাঃ—সাধে বলে "নব্বুই বছরেও গয়লা সাবালক হয় না"—

ভজন। আজ্ঞে তবে কি আন্‌ব?

নির্ম্মল। নাঃ কিছু আনতে হবে না, raw,—rawই চলুক—(মদ্যপান)

ভজন। ছোটবাবু, খাবার আনি, আপনি চট করে হাত মুখটা ধুয়ে নিন্‌।

নির্ম্মল। হ্যাঁ খাবার খাবার সময়ই বটে! না—না তোর কিছুই আনতে হবে না, হ্যাঁরে মালখানার চাবি কার কাছে থাকে রে?

ভজন। আজ্ঞে দেওয়ানজীর কাছেই থাকে, দিদিমণি এখনও ছেলে মানুষ, ও সবের কিছু ধার ধারেন না।

নির্ম্মল। দিদিমণি! সে কে রে?

ভজন। আজ্ঞে কর্ত্তাবাবুর মেয়ে,—

নির্ম্মল। কর্ত্তাবাবুর মেয়ে! তুই বলছিস কি রে—কাকাবাবুর মেয়ে?

ভজন। আজ্ঞে হাঁ—

নির্ম্মল। সে কি।

ভজন। আজ্ঞে, পঞ্জাবে থাকতে তাঁর এই মেয়ে হয়—তিনিই ত এখন এই জমিদারীর মালেক—

নির্ম্মল। মেয়ে, কাকাবাবুর মেয়ে; ব্যস্ আর কি? (ঢক ঢক করিয়া খানিক মদ খাইয়া ফেলিল) hopeless,—এইবার সম্রাটের অতিথি! —আর নিস্তার নেই—নিস্তারের কোন উপায় নেই (অস্থিরভাবে পদচারণা) হ্যাঁরে ভজা, জমিদারী আজকাল দেখাশুনা করে কে?

ভজন। আজ্ঞে বেণীবাবু—কর্ত্তাবাবুর বন্ধু সেই চন্দ্রবাবুর শালা উকীল বেণীবাবু।

নির্ম্মল। কে? সেই জোচ্চোর চন্দ্রের শালা বেণী বোস্—সেই গাজা বেটা?

ভজন। আজ্ঞে তার ভাগ্নে শরৎবাবুর সঙ্গে যে দিদিমণির বিয়ে।

নির্ম্মল। বিয়ে!

ভজন। আজ্ঞে আসছে বোশেখ মাসে এই কালাশৌচটা কেটে গেলেই বিয়ে হবে—এই রকম ত শুনছি।

নির্ম্মল অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল

ভজন। ছোটবাবু, বসুন অত অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন?

নির্ম্মল। অস্থির হয়েছি কেন তা তুই কি করে বুঝবি বেটা গয়লা? তুই যে আমাকে নাগর দোলায় চড়িয়ে একবার স্বর্গে তুলছিস্ আর একবার পাতালে নামাচ্ছিস—ও.—(ক্ষণপরে) যাক্ গে—হ্যাঁরে ভজন, আজ গিয়ে কলকাতার গাড়ী ধরতে হলে কখন আমাকে রওনা হতে হবে?

ভজন। আজ যাবেন কি হুজুর? আপনি এসেছেন এত দিন পরে, দিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন—দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা করুন--গাঁয়ের সব প্রজাদের সঙ্গে দেখা করুন--তারা সবাই আপনার কত সুখ্যাতি করে, কত আপনার কথা বলে--আপনার জন্য দুঃখ করে—

নির্ম্মল। (স্বগত) এই আমার জন্মভূমি--আমার বাল্য ও কৈশোরের লীলাস্থল, আমার পিতৃপুরুষগণের সহস্র কীর্ত্তিক্ষেত্র—! পথের দু ধারে দেখতে দেখতে এলাম সেই আমার চিরপরিচিত গাছপালা—ঘর দোর—লোকজন, ষোল বছর পূর্ব্বে এদের আমি ত্যাগ করেছি—কিন্তু আজও এরা আমায় তেমি ভালবাসে! ওঃ- যাক্ (প্রকাশ্যে) ভজন, যদি আর কখন আসি--তখন তাদের সঙ্গে দেখা করব—আমার আজ যেতেই হবে—

ভজন। দিদিমণির সঙ্গে দেখা করবেন ত?

নির্ম্মল। দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে—না—না—থাক্। ভজন, কখন আমার যেতে হবে?

ভজন। আজ গাড়ী ধরতে হলে ত হুজুর এখনই নৌকায় উঠতে হবে—এখনই জোয়ার।

নির্ম্মল। বেশ তাই যাব, হাত মুখটা ধুতে যে দোর—তুই চলত আমায় জলটল সব দেখিয়ে দিবি—

ভজন। আসুন ছোটবাবু—এখনই আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি—

বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান

একটু পরে পূর্ব্ব দিকের দরজা দিয়া পরিচারিকা দয়া ট্রেতে খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও মদের গেলাসটি ও বোতলটি নাড়িয়া চাড়িয়া টেবিলের মধ্যস্থলে তাহা সরাইয়া রাখিয়া, খাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ক্ষণপরে আপন মনে গান করিতে করিতে বিজলীর দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ

গীত

আজ তোমরা আমায় দেবে অভিশাপ
কাঁটা ভরা বোঁটার পাশে, নিরাশ ভ্রমর ঘুরছে আশে,
কোথায় গেল খুন-মাখা সেই পরদেশী গোলাপ॥

বিজলী। দেখেছ মাসি-মা, সেই নূতন কলমের গাছটায় কত বড় একটা গোলাপ ফুটেছে আর কি সুন্দর—আর কি মিষ্টি গন্ধ মাসিমা—বাঙ্গলা দেশের মাটিতে যে এমন গোলাপ জন্মে এ আমার ধারণাই ছিল না—

দয়া গোলাপটি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে খুব সুন্দর হইয়াছে এবং অতি স্নেহে বিজলীর কবরীতে পরাইয়া দিয়া টেবিলের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল যে খাবার প্রস্তুত

বিজলী। ওঃ—তোমার সব ready মাসিমা—ছোটবাবু ত এখনও আসেন নি—আচ্ছা আমি এক মিনিটের মধ্যে জুতাটা বদলে আসছি।

বিজলী প্রস্থান করিল। দয়া এক দৃষ্টে সেই গমনরতা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল ও ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল, বিজলী ঘাসের জুতা পরিয়া পুনঃ প্রবেশ করিল ও বলিল

কই ছোটবাবু এখনও আসেন নি ?—(চেয়ারের উপর বসিলেন) মাসিমা

কেন তুমি রোজ রাত থাকতে উঠে এত কষ্ট করে এই সব তৈরি কর বল দেখি—এত কি আমি খাই—(হঠাৎ বোতলের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিয়া উঠিল) এ আবার একটা আজ কি সরবৎ করেছ—চায়ের সঙ্গে সরবৎ মাসিমা—(বোতল তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিলেন, পরে cork খুলিয়া গন্ধ শুঁকিয়া) একি ! এ যে মদ—মাসিমা, একি !—

দয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ইঙ্গিতে জানাইল যে ও'কি
তা সে জানে না—ওটা ওখানেই ছিল

বিজলী। এখানে ছিল ? কে এসেছিল এখানে এই মদের বোতল নিয়ে, আবার গ্লাসও দেখ্‌ছি—এ কার ? আমার ঘরে বসে মদ খেয়েছে—আবার তার কীর্ত্তি জানাতে বোতল আর গ্লাস এখানে রেখে গেছে কে এ ? ভজহরি—ভজহরি—

নেপথ্যে ভজহরি—'যাই দিদিমণি'

তুমি এখানে এসে কাউকে দেখেছিলে ?

দয়া ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল "না"
ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। ডাকলেন দিদিমণি—

বিজলী। হাঁ ভজহরি, এ ঘরে কেউ এসেছিল ?

ভজহরি। আজ্ঞে হাঁ—ছোটবাবু এসেছিলেন।

বিজলী। ছোটবাবু এসেছিলেন ! কখন ?

ভজহরি। আজ্ঞে খুব ভোরে—

বিজলী। এ বোতল আর গ্লাস কার বলতে পারিস ?

ভজহরি। আজ্ঞে ছোটবাবু ঐ বোতল থেকে কি ওষুধ ঢেলে গ্লাসে করে খেয়েছেন,—

বিজলী। ছোটবাবু এই বোতলের ওষুধ খেয়েছেন—ছোটবাবু ! মিথ্যা কথা—

ভজহরি। আজ্ঞে না দিদিমণি---আমার সামনে ঐ টেবিলে বসে খেয়েছেন—

বিজলী। তোর সামনে ?

ভজহরি। আজ্ঞে হাঁ—তিনি আমার কাছে বোতলের জল চাইলেন—

বিজলী। বটে! এতদূর! ওঃ—আচ্ছা মাসিমা, ছোটবাবুর খাবার ভজহরির কাছে বাইরে পাঠিয়ে দাও—

দয়া একখানি ট্রেতে খাবার ও এক পেয়ালা চা ভজহরির নিকট দিতে লাগিল—বিজলী ভাবিতে লাগিলেন

শেষ একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতালকে জীবনের সঙ্গী করে সারাটা জীবন জ্বলব—না:—কখনই না---কখনই না—আজই তার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করব।

তৈল চিত্রের দিকে চাহিয়া

বাবা, আমাকে ক্ষমা করো—তোমার গোপন প্রাণের ইচ্ছাও বোধহয় তোমার অভাগিনী কন্যা রাখতে পারলেনা—

খাদ্যপূর্ণ ট্রে লইয়া ভজহরি প্রস্থান

বিজলী উত্তেজিতভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া কক্ষ মধ্যে নত মস্তকে পদচারণা করিতে লাগি

উঃ—কী ভীষণ অত্যাচার! নারী—অসহায়! নারী—দুর্ব্বলা-নারী পরাধীনা, তাই স্বেচ্ছাচারী পুরুষ তুমি, তাকে দু'পায়ে দলবে—তুমি মদ খেয়ে মাতলাম' করবে—নেশার ঝোঁকে আমায় তিরস্কার করবে—প্রহার করবে আর আমি পতিব্রতা নারী নীরবে, হাসিমুখে সহ্য করব! কেননা আমার পিতার অন্তিম ইচ্ছা. আমার জাগ্রত ভগবানের আন্তরিক অনুরোধ ? উঃ—উঃ—(হঠাৎ) মাসিমা—মাসিমা—আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর—ও মাতালটাকে বিয়ে করতে হলে তার পূর্ব্বে আমি আত্মহত্যা করব—আমার মা নেই—আমার বাবা নেই—আমায় ভাই নেই, বন্ধু নেই—আছ শুধু তুমি—তুমি আমায় রক্ষা কর—পিতার অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাও—

ছুটিয়া গিয়া দয়ার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ওপরে ধীরে ধীরে তাহাকে চেয়ারের উপর লইয়া বসাইল ও পরম স্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিল, শেষে মুখখানি দুহাতে তুলিয়া ধরিয়া ললাটে একটি চুম্বন করিল

বিজলী। আঃ আজ আমার কেবলই মায়ের কথা মনে পড়ছে—মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন—সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত উদ্বেগের ভার মায়ের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে একবার যদি মায়ের বুকে মুখ লুকাতে পারতেম!

দয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল

হাঁ মাসিমা—পরিচয়ে তুমি পরিচারিকা হলেও মায়ের অধিক স্নেহে যত্নে আমায় পালন করেছ—তুমি আমার মা না হলেও তোমার কোলেই আমি মানুষ হয়েছি—আমার এই অপরিণত জীবনের ভার নিয়ে প্রতিপদে সহস্র বিপদে আমাকে রক্ষা করেছো—মায়ের অভাব আমি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি—এমন একটা স্থান আমি চাই যেখানে মা বলে দাঁড়ালে সংসারের সহস্র তাড়না প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে—তোমার চেয়ে আপনার এ জগতে আমার আর কে আছে? তুমিই আমার মা—আজ থেকে আমি তোমায় মা বলেই ডাকব—

দয়ার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল

একি! একি! কাঁদছ—কাঁদছ তুমি! কেন মা—কেন কাঁদছ? মা—মা—মা—

দয়ার গলা জড়াইয়া ধরিল

তড়িত প্রবাহের ন্যায় নরার সমস্ত দেহ আন্দোলিত হইল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, পাংশু, উদাস-দৃষ্টিতে সে যেন সেই "ম" ডাক গিলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর বেতস পত্রের ন্যায় কম্পমান—সে বিজলীকে জড়াইয়া ধরিল—তাহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে যেন বাহির হইল "আঃ"—তারপর নিজের কম্পিত হস্ত যেন একটা আর্তনাদকে কঠিন পীড়নে শ্বাসরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে বিজলীর আলিঙ্গন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল

মা—মা—একি! অদ্ভুত কেন এমন হ'ল! আশ্চর্য না জেনে হয়ত কোন ক্ষতস্থানে কঠিন স্পর্শ করেছি—থাক আজ থেকে আমার নূতন জীবন, শরৎ বাবুদের সঙ্গে যখন কোন সম্বন্ধই রাখছি না—

বেগে শরতের প্রবেশ

শরৎ। এই যে বেশ এমন সময় মামার কাছ থেকে এই জরুরী পত্র এলো তাই আসতে দেরী হয়ে গেল

একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল

আমি তোমাকে বরাবরই বলছি যে ঐ দেওয়ানটা একটা বদমায়েস—ওকে বিদায় করতে হবে, তা তুমি ত শুনবে না—এই পত্র পড়ে দেখ—বৃদ্ধি খাজানার যে আরজিগুলি করা হয়েছিল তার মধ্যে দশটা আরজি রাস্কেল জগন্নাথ, তোমার গুণধর দেওয়ান—

বিজলী। দেওয়ানজীকে আমার বাবা ছোট ভায়ের মত দেখতেন সেকথা মনে না করলেও তাঁর বয়সের সম্মান রেখে কথা বলা বোধহয় আপনার পক্ষে শোভন ও সঙ্গত—

শরৎ। কি! তার বয়সের সম্মান রেখে কথা কইব—রাস্কেল এলে আজ আমি তাকে চাবুক মেরে—

বিজলী। থামুন, আমি কোন কথা শুনতে চাইনা—আমি জানি দেওয়ানজী আমার পরম হিতৈষী—শুধু তাই নয়—তাঁর মত হিতৈষী বান্ধব এ সংসারে আমার আছে বলে আমি জানি না—

শরৎ। বেশ, তবে তোমার পরম হিতৈষী দেওয়ানজী জগন্নাথ দত্তই এখন থেকে সব দেখুক শুনুক—

বিজলী। বেশ, আপনার চা কাছারী ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রস্থানোদ্যত

শরৎ। এ সবের অর্থ?

বিজলী। বোঝা বেশী শক্ত নয়ত, একটা মাতালের সঙ্গে কোন ভদ্রমহিলার ঘনিষ্ঠতা থাকা সম্ভবপর নয়।

প্রস্থানোদ্যত

শরৎ। মাতাল! তুমি বলছ কি বিজলী—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?

বিজলী। লুকোবার কেন বৃথা চেষ্টা করছেন—প্রমাণ ঐ আপনার সম্মুখে।

শরৎ। একি! মদের বোতল! এ এখানে কে আনলে?

বিজলী। এখনও লুকোবার চেষ্টা করছেন! আপনার এই নির্লজ্জতা দেখে আমি হাসব কি কাঁদব ঠিক বুঝতে পারছি না—

শরৎ। বিজলী আমায় বিশ্বাস কর—আমি এর কিছু জানিনা—আজ দু'বছর আমায় দেখছ ত—কোন দিন কি—

বিজলী। আমায় স্তোকবাক্যে ভুলাতে পারবেন না, সংসারের অনেকটা এ বয়সেই আমি দেখেছি—

শরৎ। তবে কি তোমার বিশ্বাস হয়েছে যে এই বোতল এখানে আমি এনেছি—

বিজলী। শুধু আনেন নি, এতদূর স্পর্দ্ধা আপনার, যে আমার বসবার ঘরে ব'সে তার সদ্ব্যবহারও করেছেন।

শরৎ। আমি এখানে বসে মদ খেয়েছি! কে বললে একথা—

বিজলী। ভজহরি।

শরৎ। ভজহরি! ভজহরি বলেছে যে আমি এখানে বসে মদ খেয়েছি?

বিজলী। হাঁ—

শরৎ। আচ্ছা।

প্রস্থান

বিজলী। ও ভ্রূকুটি দেখে আমি আতঙ্কে নুইয়ে পড়ব না শরৎবাবু! বাঙ্গালীর মেয়ে হলেও বাঙ্গালীর মেয়ের মত ঘরের কোণে আমি বদ্ধিত হইনি—

পঞ্জাবের মাটিতে আমি বার বৎসর কাটিয়েছি। এ অবস্থায় আমায় পড়তে হবে বলে ভগবান আমায় সেইভাবে গড়েছেন—সেইভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, ভয় জিনিষটা আমি খুব কমই চিনি আজই কাকাবাবুকে সংবাদ দিয়ে আনিয়ে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁকে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ স্থির করব—

বোতল ও গ্লাসটি লইয়া প্রস্থান

দয়ার পুনঃ প্রবেশ ও টেবিলের পর সমস্ত খাবার পড়িয়া রহিয়াছে, বিজলী কিছুমাত্র খায় নাই দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কক্ষের চারিদিকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে ডাকিতে প্রস্থান করিল।
যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া নির্মল ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপর কি খুঁজিতে লাগিল ও পরে বুঝিল

নির্মল। এ যে দেখছি কার খাবার সাজান রয়েছে—কিন্তু আমার সে অমূল্য নিধি কই? মনে হচ্ছে যেন এখানেই রেখে গিয়েছি—তাই ত পথের সম্বলটুকু ফেলে যাব—নিশ্চয় এখান থেকে কেউ নিয়ে গেছে—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? বিলম্বও ত আর করা চলেনা—যাক্ কোন মতে station পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারলে মুস্কিল আসান সোরাবজী আছে—দুর্গা বলে ত বেরিয়ে পড়ি—

প্রস্থানোদ্যত ও ঠিক সেই সময় বিজলী ও তৎপশ্চাৎ দয়ার প্রবেশ। পায়ের শব্দ শুনিয়া নির্মল তাকাইল ও তাহাদের দেখিয়া মধ্যপথে থমকিয়া দাড়াইল এবং বিজলী ও নির্মল পরস্পর পরস্পরকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

নির্মল। আমি এখানে একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছিলাম—তাই খুঁজতে এসেছিলাম—ক্ষমা করবেন- আমি জানতেম না—

বিজলী। কে আপনি?

নির্মল। আমার পরিচয় একটা আরব্যোপন্যাস—তা শুনতে গেলে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে—আমারও সময় সংক্ষেপ, আমি একজন ভবঘুরে বিদেশী—এই পরিচয় নিয়েই আপাততঃ আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

বিজলী। বলছেন আপনি ভবঘুরে বিদেশী! অন্দর মহলের এ ঘরে তবে কি ক'রে চিনে এলেন?—

নির্মল। বর্ত্তমানে আমি বিদেশী বটে কিন্তু এই বাড়ী—এই ঘর—এই সব আসবাব পত্র কিছুই আমার অপরিচিত নয়—

বিজলী। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না—

নির্মল। হ্যাঁ একটু হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে বটে—কিন্তু সব বোঝাবার মত সময়ও যে আমার নেই।

বিজলী। আপনি কখনও এ বাড়ীতে ছিলেন?

নির্মল। হাঁ—হাঁ—ঠিক ধরেছেন, ঐটুকু বল্লেই আপনি এতক্ষণ সব বুঝতে পারতেন—কিন্তু আমি ভাষাই পাচ্ছিলাম না।

বিজলী। কবে আপনি এখানে ছিলেন?

নির্মল। সে অনেক পূর্ব্বে। আর দেরি হলে আমার বড় ক্ষতি হবে—

বিজলী। এঘরে কেন এসেছিলেন?

নির্মল। আমার মনে হচ্ছে যেন একটা জিনিষ এখানে ফেলে গিয়েছি—তাই খুঁজতে এসেছিলাম—

বিজলী। কি জিনিষ?

নির্মল নত মস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

বললেন না কি জিনিষ খুঁজতে এসেছিলেন—

নির্মল। থাক্ আর তা চাইনা—

বিজলী। আপনি না চাইতে পারেন—কিন্তু আমার বাড়ীতে এসে আপনার কোন ক্ষতি হওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে নাও করতে পারি—

নির্মল। (স্বগত) "আমার বাড়ীতে" এই তবে কাকাবাবুর সেই কন্যা! এই দেবী প্রতিমা! যাক্, সম্পত্তি না পাওয়াতে আর আমার কোন দুঃখ নেই।

বিজলী। চুপ করে রইলেন যে—তা হলে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও আমি মনে করতে বাধ্য হব যে আপনি কোন খারাপ মতলবে এ ঘরে এসেছিলেন—জিনিষ খোঁজা আপনার একটা মিথ্যা অজুহাত—

নির্মল। একান্তই শুনবেন—তবে শুনুন—একটি বোতল আর একটি গ্লাস—

বিজলী। একটা মদের বোতল ?

নির্ম্মল। (নত মস্তকে) হাঁ—

বিজলী। সেকি আপনার ?

নির্ম্মল। হাঁ—

বিজলী। আপনিই এ ঘরে বসে মদ খেয়েছিলেন ?

নির্ম্মল। হাঁ—

বিজলী। সে কি ভজহরি যে আমায় বল্লে—

নেপথ্যে শরৎ। রাস্কেল—তোরই একদিন কি আমারই একদিন—তোকে আজ খুন করব শালা—আমি মাতাল !

(ভজহরির আর্ত্তনাদ) দোহাই কর্ত্তাবাবু—মারবেন না, মারবেন না—আমি বলিনি—ওরে বাপরে—গেছি রে—

বিজলী, নির্ম্মল উভয়ে সে চীৎকার শুনিয়া—"ওকি ! কি শব্দ" বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই ভীত জন্তু ভজহরির পশ্চাতে চাবুক হস্তে শরতের আবক্ত নেত্রে প্রবেশ

ভজহরি। দোহাই কর্ত্তাবাবুর—দিদিমণি—দিদিমণি—আমায় বাঁচান—আমায় রক্ষা করুন—এই যে ছোটবাবু—আমায় রক্ষা করুন হুজুর।

ভজহরি ছুটিয়া গিয়া নির্ম্মলের পশ্চাতে লুকাইল

নির্ম্মল। কিরে ভজন, ব্যাপার কি ?

শরৎ। শালা শুয়ার কা বাচ্চা—দেখি আজ তোর কোন বাবা রক্ষা করে—

মারিতে অগ্রসর হইলেন—নির্ম্মল তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল

কে তুমি—সরে যাও—যাও বলছি—নইলে দেখছ চাবুক—

নির্ম্মল। স্থির হ'ন—ব্যাপারটা কি বলুন ত—

শরৎ। সরে যাও বলছি—

নির্ম্মল। কেন ওকে মারবেন—?

শরৎ। আমার খুসি—তোর বাবার কি ?

নির্ম্মল। খবরদার—মুখ সামলে কথা বলো—

ত্বরিতে শরতের হাত হইতে চাবুকখানা কাড়িয়া লইয়া
দূরে ফেলিয়া দিলেন ও বলিলেন

"আমার বাবার কি"—! জান তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কাকে কি-বলছ!

শরৎ। কে তুই উল্লুক—এই পাঁড়ে—পাঁড়ে—জমাদার সিং—জমাদার সিং—(নেপথ্যে মহারাজ) এখনও এখান থেকে বেরিয়ে যা—নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব—

জমাদার সিংহের প্রবেশ

জমাদার সিং। ক্যা হুয় মহারাজ—

শরৎ। জমাদার সিং, এই উল্লুকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও ত—

জমা। এই চল্ শা—হ্যা—আরে এ কেয়া—ছোটবাবু—কসুর মাপ কিজিয়ে হুজুর—(অভিবাদন)

নির্ম্মল এতক্ষণে শান্ত হইয়াছে ও মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে

শরৎ। কোথায় যাস বেটা ছাতুখোর—কি বললাম—শুনতে পাস নি শুয়ার—

জমা। গালি মত দিজিয়ে বাবু, দেখতা নেই ছোট্টা বাবু!

ব্যস্ত ভাবে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুক্তকচ্ছ দেওয়ান জগন্নাথ দত্তের প্রবেশ

জগন্নাথ। কি! কি! ব্যাপার কি! ব্যাপার কি! গোলমাল কিসের?

শরৎ। এখনই বুঝিয়ে দেব কিসের গোলমাল—সব শালা নেমকহারামকে আজই তাড়াব—

জগন্নাথ। ওকে? খোকা বাবু! এঁ্যা—তাইত—স্বপ্ন দেখছি না ত—

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা, সত্যিই আমি।

জগন্নাথকে প্রণাম, শরত মুখ ফিরাইল

জগন্নাথ। এসেছ—এসেছ বাবা—এতদিনে তবে এই বুড়োকে মনে পড়েছে—

আঃ—যদি আর ছ'টা মাস আগে কর্তাবাবু বেঁচে থাকতে ফিরে আসতে বাবা—

নির্মল। সে আমারই দুর্ভাগ্য—কাকাবাবুর চরণ দর্শন করা অদৃষ্টে ঘটল না—

জগন্নাথ। দুর্ভাগ্য—সত্যি দুর্ভাগ্য বাবা—যাক্ যা হবার হয়েছে—আমার ছোট মার সঙ্গে দেখা হয়েছে—

বিজলী। আমি ত ওঁকে চিনতে পারছি না দেওয়ান কাকা—

জগন্নাথ। হাঁ—হাঁ—না চিনবারই কথা—খোকাবাবু দেশ ছেড়ে চলে গেল—মনের দুঃখে কর্ত্তাবাবুও পশ্চিমে বেরিয়ে পড়লেন—সেইখানেই ত তুমি জন্মেছিলে মা—কেউ ত কাউকে দেখনি—চিনবে কি করে। তিন পুরুষ তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত আমরা, আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ ভ্রাতা ভগ্নীকে পরিচিত করে দিয়ে সেই ঋণের কতক পরিশোধ করব—এদিকে এসত ছোট মা—এই তোমার স্বর্গগত জ্যেঠামহাশয়ের পুত্র—খোকাবাবু—নামটা বাবাজি—

নির্মল। (হাসিতে হাসিতে) নির্মলকুমার—

জগন্নাথ। হাঁ—হাঁ—নির্মলকুমার—নির্ম্মলকুমার—বুড়ো মানুষ বাবা কিছু মনে ক'রনা—বাবু নির্মলকুমার রায় চৌধুরী। আর খোকাবাবু, এটি তোমার কাকাবাবুর কন্যা—আমার ছোট মা—বিজলী প্রভা—

বিজলী। ইনি আমার দাদা ?

জগ। হ্যাঁ মা, কর্ত্তাবাবু যার কথা বলতেন—ইনিই তোমার সেই দাদা—তা হলে বাবা তোমরা এখন সুস্থ টুস্থ হও আমি একবার কাছারীতে যাই—গোলমাল শুনে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছি—কাগজপত্রগুলো বেসামাল অবস্থায় সব ফেলে এসেছি—

বলিতে বলিতে প্রস্থান

শরৎ। জগন্নাথ দত্ত ত খুব এক Scene করে গেলেন—ভাইকে বোন দিলেন—বোনকে ভাই দিলেন—তারপর এই শালা—ভজা

নির্ম্মল। আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি দেখছি। হ্যাঁরে ভজন কি করেছিস—

ভজ। দোহাই কর্ত্তাবাবুর, দোহাই ছোট বাবুর—আমি কিছু করি নি—আমি কিছু জানি না—

শরৎ। কিছু জাননা—তুই ওকে বলেছিস যে এ ঘরে বসে আমি মদ খেয়েছি

ভজ। না বাবু আমি কখনও বলিনি—ঐ দিদিমণি আছেন জিজ্ঞাসা করে দেখুন—

শরৎ জিজ্ঞাসানেত্রে বিজলীর দিকে তাকাইল

বিজলী। কেন ভজহরি! তুমি আমাকে বলেছ ত যে ছোটবাবু এখানে বসে বোতল থেকে ওষুধ খেয়েছেন—

ভজ। আমি মিথ্যা বলিনি দিদিমণি। খেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে দেখুন—ঐ ছোটবাবু আছেন।

নির্ম্মলকে দেখাইল

নির্ম্মল। ওহো—আমি এখন বুঝতে পেরেছি—আপনাকে কি এরা "ছোটবাবু" বলে ডাকে—

শরৎ। যাও যাও আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইনা—ওরকম ঢের ঢের young pretender আমার দেখা আছে—

নির্ম্মলের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, কি বলিতে যাইয়া মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন

নির্ম্মল। যাক্ ব্যাপারটা বুঝেছ বিজলী—একদিন আমাকে সবাই এবাড়ীতে ছোট বাবু বলে ডাকত—ভজন ঠিকই বলেছে—আমিই এখানে বসে মদ খেয়েছিলাম—তুমিত আমাকে জানতে না—তুমি "ছোটবাবু" অর্থে—ঐ বাবুকে মনে করেছ—তাতেই এ comedy of error হয়েছে—চাবুক পড়ে ভজার পিঠে tragedy না হয়ে যে comedy হয়েছে—সেই রক্ষে—তুমি এখন ভাই বাবুকে থামাও—ওঁর রাগ এখনও পড়েনি—

বিজলী। সত্যিই একটা comedy of errors হয়েছে। শরৎবাবু! আমি ভুল করে আপনাকে অকারণ তিরস্কার করেছি—আমায় ক্ষমা করুন—

শরৎ। ক্ষমা! আমি কি fool? আমি কি বুঝতে পারছি না যে আমাকে

insult করার জন্য দস্তুর মত একটা conspiracy হয়েছে। না হলে ওঁর শালার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার খাবার নিয়ে কোথাকার কে একটা তাকে খাওয়ায়—

বিজলী। সেকি! ভজহরি!

ভজহরি। আজ্ঞে আপনি ত ছোটবাবুকে দিতে বলেছেন—

নির্ম্মল। ও হরি! বিলকুল comedy of errors—তা ভায়া, গয়লা ভূতটার বোকামিতে তোমার খাবারটা যদি আমিই খেয়ে থাকি—আমার বোন না হয় সুদ সমেত আমার ঋণ পরিশোধ করবে—সেজন্য তুমি কিছু ভেব না—আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল—

বিজলী। থাক থাক, সে ত ভজহরি ভালই করেছে—আমি ত জানতুম না দাদা, যে আপনি এসেছেন। মা—ছোটবাবুর জন্য খাবার নিয়ে এস—

দরার প্রস্থানোদ্যম

শরৎ। না না কিছু প্রয়োজন নেই। আমার এখনই যেতে হবে—

বিজলী। না খেয়ে—তা কি হয়?

শরৎ। ঢের আত্মীয়তা হয়েছে—আর চাই না—

প্রস্থানোদ্যত

নির্ম্মল। ওহে ভায়া, আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি যে ভয় করছ তার কিছুই নয়, দেখলেই ত তোমার রাজকন্যা আমার ভগ্নী, সুতরাং তোমার কোনই ভাবনা নেই, আর রাজ্য; সে ত বহুদিন পূর্ব্বে কবালা করে দিয়েছি। young pretenderই বল আর upstartই বল আমি তোমার পথের কণ্টক নই, এতক্ষণ ত আমি চলেই যেতাম; শুধু গোলমালটার জন্য, যা হ'ক হয়ত এ জীবনে আর দেখা হবে না,—তুমি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করতে চাচ্ছ,—Let us start as friends—

করকম্পন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন

শরৎ। কোথাকার idiot! আমি মাতালের সঙ্গে hand shake করি না—

নির্ম্মলের হাত সরাইয়া দিয়া প্রস্থান। নির্ম্মল কিয়ৎক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল

বিজলী। (স্বগত) কি অভদ্রতা! আমার মরতে ইচ্ছা হচ্ছে—

নির্ম্মল। (ক্ষণপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) যাক্। এই কি বেণীবাবুর ভায়ে—

বিজলী। (নতমস্তকে) হুঁ।—

নির্ম্মল। এরই সঙ্গে—আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখী হও—বিজলী—আমি তবে আসি ভাই—

বিজলী। সে কি দাদা! এখন কোথায় যাবে?

নির্ম্মল। আমার যে বড় দরকার—

বিজলী। হ'ক দরকার, আমি তোমায় কিছুতে আজ যেতে দেব না—

নির্ম্মল। কিন্তু—

বিজলী। নিজের দিকটাই কেবল দেখছ দাদা—আমার কথা একবার ভাব দেখি—ঘণ্টা দেড়েক পূর্ব্বে এসে যদি তুমি এখনই যাও—তবে লোক আমাকে কি বলবে একবার মনে কর দেখি—

নির্ম্মল। আমি যে মাতাল—আমার কি এখানে থাকা উচিত।

বিজলী। দাদা, এ বংশের কারও কি—

নির্ম্মল। না ভাই—এ বংশের কারও এতদূর অধঃপতন হয়নি—

বিজলী। তবে?

নির্ম্মল। কুসংসর্গে মিশে—সটান নীচের দিকেই নেমে গিয়েছি—তোলবার চেষ্টা কেউ করেনি—তবে আজ আমার অনুতাপ হচ্ছে—আমি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি, আজ বুঝতে পেরেছি—

বিজলী। যদি বুঝে থাক তবে এইবার তোমার বংশের যোগ্য হও—

নির্ম্মল। বড় অসময়ে বিজলী! এ ভাঙ্গা বজরা কি আর কূলে পৌঁছোবে?—

বিজলী। নিশ্চয়, তোমার স্বর্গগত পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদ তোমার সহায়—

নির্ম্মল। ভগবান! আমায় শক্তি দাও—বেশ আমি চেষ্টা করব—প্রাণপণে চেষ্টা করব—

বিজলী। এই ত আমার দাদা—

প্রণাম করিয়া পদধুলা লইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাল—সন্ধ্যা

জমিদার বাবু গৌরিদাস রায়ের কুসুমোদ্যান, উদ্যান মধ্যে একটি ঝিল রহিয়াছে—তাহার উপর ব্রীজ—ব্রীজের একপারে দূরে জমিদার বাটীর অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। তাহার ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইয়া দয়া ঝিলের দিকে চাহিয়া আছে। অপর পারে একটি কৃত্রিম পাহাড়—পার্শ্বে বাঁধা ঘাট। জমিদার বাটী হইতে শরৎবাবু বাহির হইয়া আসিয়া বৃক্ষসারির মধ্য দিয়া ব্রীজে আসিয়া উঠিলেন। ব্রীজের মধ্যস্থানে আসিয়া ঝিলের দুই পার্শ্বে কাহাদের যেন খোঁজ করিলেন, তার পর ধীরে ধীরে আসিয়া অপর পারে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রকটিত। অন্যমনস্কভাবে একটি গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—

শরৎ। নাঃ আর সহ্য হয় না—একটা মাতালের সঙ্গে সকালে ঘোড়ায় চড়বে—বিকালে বা'চ খেলবে, রাত্রে গান বাজনা—হাসি ঠাট্টা। মাতালটা যাবার একটা ধুয়া রেখে তার আদর বাড়াচ্ছে আর বেহায়া ছুঁড়ী আরও বেশী মজ্‌ছে। মাতালটা যেন ওকে যাদু করেছে। অন্যে অনুরক্ত রমণীকে আমার বিবাহ করতে হবে। কোনমতে একবার বিয়েটা হয়ে যেত—তার পর চাবুকের আগায় সব ঠিক করতাম্—ঐ বুঝি আসছেন—

গীত

হালকা হাওয়ার কাঁপন জাগে
মোদের সোণার তরীর কোল দিয়ে।
সন্ধ্যা তারা দেয় পাহারা,
চন্দ্র ছড়ায় রজত ধারা,
উতল পবন পাগলপারা
ভিনদেশী সে শ্যামার শীষে
অন্তরে যায় দোল দিয়ে।

দূর হইতে সেই গীতধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল—ক্রমে সেই সঙ্গীত ধ্বনি নিকট হইতে লাগিল—পরে দেখা গেল নির্ম্মলকুমার ও বিজলী একখানি সুদৃশ্য প্রমোদ তরণীতে বাইচ খেলিতেছেন। বিজলী তালে তালে গীত গাহিতেছে। তরণী দয়ার দৃষ্টিপথে আসিলে বিজলী তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া রুমাল উড়াইতে লাগিল—দয়ার মুখে আনন্দ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে নৌকা অদৃশ্য হইল—গীতধ্বনিও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইতে লাগিল—পরে আর গীত শোনা গেল না—

শরৎ। নাঃ আর সহ্য হয় না—ওঃ—আট-ঘাট বেঁধে সব ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম—কোথা থেকে ধূমকেতুর মত শালা উদয় হয়ে সব ওলট-পালট করে দিলে—যাক আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করব—হয় এস্পার নয় ওস্পার—চাই না আমি জমিদারী—

ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্যানের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

মামাকে লিখ্‌লাম—মামাও আসছেন না—ওকালতি কচ্ছেন—এদিকে আমার যে সর্ব্বনাশ হয়—ঐ আবার আসছে—পাহাড়টার আড়ালে লুকিয়ে দেখি কি করে—

আকাশে চাঁদ উঠিল—তাহার কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইল
নৌকা পুনরায় আসিল—বিজলীকে নির্ম্মল বলিল

নির্ম্মল। এইবার নামি চল বিজু—

বিজলী। না না চল আরও একটু ঘুরি—কি চমৎকার লাগ্‌ছে—এত আনন্দ আমি জীবনে কখনও পাইনি—

নির্ম্মল। ঐ দেখ চাঁদ উঠেছে—রা'ত হয়ে গেছে—

বিজলী। ওঃ তাই নাকি? চাঁদ উঠেছে! তাই বল নির্ম্মলদা, আমি মনে ক'রেছিলাম বুঝি তোমার গা থেকে জ্যোছনা বেরুচ্ছে। (সহসা) রাগ করলে নির্ম্মলদা'—আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলুম—কি করি বল নির্ম্মলদা'—বাবা মারা যাবার পর থেকে আমি একটা দিনও প্রাণ খুলে হাসতে পাইনি। এরা সব সেলামের চাবুক মেরে আমাকে দিন রাত সজাগ করে রেখেছে যে আমি এই মস্তবড় জমিদারীর মালেক। এ যেন আমার একটা শাস্তি নির্ম্মলদা'—

নির্ম্মল। আর এই ক'টা দিন থাক্‌না বিজু, তখন আর আমার কথা তোর মনেই পড়বে না—তখন—

বিজলী। তুমি ক্ষেপেছ নির্ম্মলদা', (সহসা) থাক্‌ গে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি—আচ্ছা নির্ম্মলদা', ভুলেও কি একবার খোঁজ নিতে হয়না। মানুষ মানুষের সন্ধান নয়—আর—আত্মীয় হয়ে তুমি আত্মীয়ের খোঁজ নিতে না—

নির্ম্মল। খোঁজ নেবার কি মুখ ছিল বোন? আমার এ কলঙ্কিত মুখ যে আর জনসমাজে দেখাবার উপায় ছিলনা বিজু! জাননাত' তুমি কতগুলি কলঙ্কের ছাপ উপর্য্যুপরি আমার ললাটের উপর দেগে রয়েছে—যদি জানতে, তুমিও বোধহয় আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করতে না—

বিজলী। সাহস করতুম না—কথা কইতে—তোমার সঙ্গে। কেন তুমি বাঘ না ভাল্লুক?

নির্ম্মল। বাঘ, ভাল্লুক ত' অনেক ভাল বিজু। তারা ত' বনে থাকে—লোকালয়ের বাঘ আমরা—আমরা অধিকতর হিংস্র, কিশোর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন শাসন গণ্ডীর বাইরে প্রথম পদস্খলন কারো চোখে পড়ল না—তারপর যখন এগিয়ে গেলাম তখন কাকাবাবু অনেক চেষ্টা করলেন—কিন্তু আমি তাঁর নাগালের বাইরে বুঝে তিনি মুখ ফিরিয়ে রইলেন—আমার মুখ দর্শন করা বন্ধ করলেন -ভাবলেন তাতে আমি সংশোধিত হব- আমি সেটা সুযোগ মনে করে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে সটান নীচের দিকে ছুটলাম—যখন কাকাবাবু বুঝলেন- তখন আমি এত দূরে গিয়ে পড়েছি যে আর তিনি নাগাল পেলেন না। কেউ ছিলনা বিজু দুটো মিষ্টি কথায় এ হতভাগ্যকে, এ অধঃপতিতকে কাছে টেনে নেবার। তখন যদি তুই থাকতিস্ তবে আমি কি না হতে পারতেম—ওঃ আজ আমায় বেণী বোসের ভাগ্নে মাতাল বলে' ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যায়—

বিজলী। নির্ম্মলদা—অনেক দেখেছ তুমি, অনেক পড়েছ- অনেক শুনেছ—কিন্তু কখনও কি দেখেছ—কখনও কি শুনেছ যে একটা অপরিচিত নগণ্যা রমণীর একটা মুখের কথায় এক মুহূর্ত্তে ষোল বছরের অভ্যস্ত মদ্যপায়ী—মদ ছেড়েছে! মদ খাওয়াটা তত দোষের নয় নির্ম্মল দা, বন্ধ

দোষের মদের গোলাম হওয়া, তুমি যে তার প্রভু, সেত তোমায় আয়ত্ব করতে পারেনি, যতই অধঃপতিত তুমি হওনা কেন—আজ তুমি আগুনে পোড়া খাঁটি সোনা, এখনও তোমার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট আছে তাতে সহস্র শরৎবাবুও তোমার পদস্পর্শের যোগ্য নয়—কোন দুঃখ করনা ভাই—

নির্ম্মল। আজ আমার ইচ্ছা হচ্ছে এই রায় বংশের সন্তানের মত মাথা উঁচু করে একবার পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারতেম বিজু—

বিজলী। পারবে—পারবে তুমি নির্ম্মলদা—নিশ্চয় পারবে, আমার প্রাণভরা ভক্তির অর্ঘ্য তোমায় স্বর্গের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে—

নির্ম্মল। এ হতভাগ্যের জীবনে তেমন দিন কি আর কখনও হবে!

বিজলী। দেখে নিও তুমি, আর তোমার সাধ্য কি যে তুমি বিপথে যাও—এবার বড় কড়া পাহারা—

নির্ম্মল। কে? আমার বোন বিজুরাণী—

বিজলী। হাঁ তোমার বিজুরাণী! বিজুরাণীর প্রতাপের পরিচয় যে একেবারে পাওনি তাত নয় নির্ম্মল-দা—

নির্ম্মল। শ্বশুরবাড়ী বসে আমায় পাহারা দিবি নাকি?

বিজলী। শ্বশুরবাড়ী! বিয়ে করলে ত। আর তা হয়না নির্ম্মল-দা'—

নির্ম্মল। আচ্ছা, বোশেখ মাসটা আসুক আগে তারপর দেখা যাবে—

বিজলী। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে প্রাণ ভরে দেখ নির্ম্মলদা—যেমন ভাই তার তেমনি বোন—তুমিও চিরকুমার—আমিও চিরকুমারী বুঝলে? ওঃ কথায় কথায় তোমাকে ত অনেকটা পথ নিয়ে এসেছি, তুমি শ্রান্ত হয়েছ নির্ম্মলদা, যাও ঘাটে ব'সে বিশ্রাম করগে'—

নির্ম্মল। একা যেতে পারবি?

বিজলী। কেন পারবনা—তুমিত আমায় কোলে করে নিয়ে যাচ্ছ না—

নির্ম্মল। আরে তা নয় পাগলী—তোর ভয় করবেনা?

বিজলী। ভয়! আমার ভয়—

হাসিয়া উঠিল

তুমি বলনা নির্ম্মলদা' আমি সারাটা গ্রাম একা ঘুরে আসছি—

নির্ম্মল। এতটা পথ এগিয়ে দিয়েছি কিনা - এখন ত সে বড়াই করবিই—সঙ্গে না এলে দেখতাম ভয় করত কিনা—

বিজলী। এতদিন তুমি আমার সঙ্গে থাকতে কিনা—তা নয় মশায়, ভয়ের জন্য তোমায় সঙ্গে আসিনি—এই দেখ—

পিস্তল দেখাইল

নির্ম্মল। পিস্তল!

বিজলী। আর এ হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ - একজন retired হাবিলদারের কাছে আমার অস্ত্র-শিক্ষা—ঘোড়ায় চড়া দেখে ত কিছু কিছু বুঝতে পেরেছ—

নির্ম্মল। অদ্ভুত!

বিজলী। কি ভাবছ? কেন তোমায় সঙ্গে আনলাম—না? ঘাটে বসে তুমি তাই ভাবগে—আমি কাপড় ছেড়ে চায়ের যোগাড় করিগে—বড় অদ্ভুত—না? হাঃ হাঃ হাঃ—

অট্টালিকার দিকে যাইতে লাগিল—নির্ম্মল মুগ্ধ বিস্ময়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। বিজলী কয়েকপদ গিয়া গান ধরিল, হঠাৎ ফিরিয়া বলিল

"বেশী দেরি করনা' নির্ম্মলদা' - তুমি না এলে কিন্তু আমি চা খাবনা"—

গীত গাহিতে গাহিতে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল—কিছুক্ষণ নেপথ্যে গীত শোনা যাইতে লাগিল—পরে গীতধ্বনি অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইল—পরে আর গীত শোনা গেলনা—

নির্ম্মল। কে এই রহস্যময়ী! কখনও চপলা বালিকা—কখনও গম্ভীরা নারী—কখনও কুসুম কোমলা—কখনও তেজ-দৃপ্তা—যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি—

বিজলী চলিয়া গেল। শরৎ পাহাড়ের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল ও পা টিপিয়া নির্ম্মলের নিকট গিয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিল—

শরৎ। (স্বগত) ইস্, প্রেমে যে একেবারে জর জর—চোখ যে আর ফেরে না—

প্রকাশ্যে

বলি ব্যাপারখানা কি মশায় ?

নির্ম্মল। (চমকিয়া) কে—কে ? ওঃ আপনি—কি বলছেলেন—

শরৎ। যাক্ তবু ভাল যে মশায়ের সমাধি ভঙ্গ হয়েছে—

নির্ম্মল। তার অর্থ ?

শরৎ। শুনতে পারি কি মশাই এবার কি মতলব নিয়ে এ গ্রামে শুভ পদার্পণ করেছেন ?

নির্ম্মল। আমাকে এ রকম প্রশ্ন করবার আপনার অধিকার আছে কি ?

শরৎ। নিশ্চয় আছে, যেহেতু প্রজা সাধারণের ইষ্টানিষ্ট আমাদের দেখতে হয়—

নির্ম্মল। প্রজা সাধারণের ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে আমার এ গ্রামে শুভ পদার্পণের কি সম্বন্ধ দেখছেন আপনি ?

শরৎ। যথেষ্ট দেখছি, মহাশয় ত যে সে লোক নন—কীর্ত্তি-কলাপ আপনার ত জানতে কারও বাকী নেই—ধূমকেতুর মত মহাশয়ের শুভ আবির্ভাবে মেয়েছেলেরা যে পুকুরে পর্য্যন্ত জল আনতে যেতে সাহস পাচ্ছেনা—

নির্ম্মল। কেন ?

শরৎ। পরস্ত্রী হরণ বিদ্যায় মহাশয়ের একটা সুনাম আছে কিনা ?

নির্ম্মল। ওঃ সেই কথা, হাঁ হারাণ দাসের বিধবা বোনকে বের করে নেবার সুনামটা আমার রটে'ছিল বটে কিন্তু কীর্ত্তিটা তোমার কাকা রামবাবুর। সে সংবাদ বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই—

শরৎ। মোকদ্দমাটা বোধ হয় মহাশয়ের বিরুদ্ধে হয়েছিল ?

নির্ম্মল। সেটা তোমার বাবা চন্দ্রবাবুর কীর্ত্তি—

শরৎ। বাঃ চমৎকার কৈফিয়ত, এসব কৈফিয়তে মেয়েলোককে ভোলান যায়, আমার বাবার কীর্ত্তি—বাবা কি মোকদ্দমা করেছিলেন নাকি?

নির্ম্মল। অনেকটা তাই বটে, আমার বয়স তখন মাত্র আঠার বৎসর। রামের কুপরামর্শে আমি সেদিন তার সঙ্গে ছিলাম সত্য। হারাণ দাস মোকদ্দমা করল—অপরিণত বুদ্ধি আমার, তোমার বাবাকে আপন জেনে তাঁর শরণাপন্ন হলেম। আর তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার টাকায় investigating officer কে বাধ্য করে নিজের ভাইকে সাফাই রেখে সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মিথ্যা report দেওয়ালেন আর ভুল বুঝিয়ে আমাকে কাকাবাবুর চক্ষুশূল করলেন।

শরৎ। মুখ সামলে কথা ব'ল বলছি—

নির্ম্মল। মুখ আমার খুব সামলান আছে শরৎবাবু—তোমাকে আর কি বলব—আজ যদি তোমার বাবা জীবিত থাকতেন তবে তাঁকে বলতাম, আমার এ অধঃপতনের যদি কেউ কারণ থাকেন তবে সে একমাত্র তিনি। আর আমার বাবার টাকায় এম, এ, বি-এল পর্য্যন্ত পড়ে আজ তোমার মামা গণ্যমান্য পদস্থ উকীল। আর সেই পরিচয়ে তুমি গন্ত সম্রান্ত ব্যক্তি—

শরৎ। ওঃ খুব যে Lecture দিচ্ছেন—বুঝলেম আপনি খুব সাধু। জিজ্ঞাসা করি সেই দণ্ডেই ত কলকাতার না গোল্লায় কোথায় যাচ্ছিলেন, তবে আজ এ ছয় ছয় দিন এখানে কেন পড়ে আছেন!

নির্ম্মল। এঁ্যা, ছয়দিন! ছয়দিন আমি এখানে!

শরৎ। আজ্ঞে হাঁ—হিসেব করে দেখুন না, মধুচক্রে ডুবে থাকলে কি আর সময়ের জ্ঞান থাকে!

নির্ম্মল। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কাল বেলা এগারটার মধ্যে যে হয় টাকা দিতে হবে নয় আমায় হাজির হয়ে জেলে যেতে হবে। নইলে যে উপকার করে বিজন আমার জন্য বিপদে পড়বে! সে চর্ম্মপিশাচ ছাতুখোর ত বিজনকে ছাড়বে না! এখন উপায়!

শরৎ। নিজে ত গোল্লায় গিয়েছ—বোনটার কেন মাথা খাচ্ছ বাবু—

নির্ম্মল। পাগলের মত কি আবল-তাবল বকছ?

শরৎ। তুমি বোনের সঙ্গে পিরীত করতে পারবে আর আমি বল্লেই দোষ—

নির্ম্মল। দেখ আমার মনের অবস্থা—

শরৎ। বিলক্ষণ খারাপ! তাত হবারই কথা! সোমত্ত সুন্দরী ভগ্নী প্রাণের অধীশ্বরী সারাজীবন ধরে চোখে চোখে পাহারা দেবে, এ শুনলে কি মাথা ঠিক রাখা যায়—

নির্ম্মল। কি! তুমি কি আড়ি পেতে শুনছিলে নাকি! ইতর—অসভ্য—অভদ্র!—

শরৎ। বটে! তুমি আমার বাগদত্তা স্ত্রীর সঙ্গে গুপ্তপ্রেমের অভিনয় করে তার মস্তকটি চর্ব্বণ করবার উদ্যোগ করছ আর আমি আড়ি পেতে হলেম ইতর—অভদ্র—অসভ্য! লজ্জা করেনা তোমার যে বড় মুখ করে কথা বলছ! তোমাকে পাহারা দেবার জন্য কেন তোমার বোন চিরকুমারী থাকবে নির্ম্মল বাবু—

নির্ম্মল। দেখ শরৎবাবু। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়--এখান থেকে চলে যাও—যাও বলছি—

শরৎ। যাব ছাড়া তোমার সঙ্গে এখানে সারারাত্রি বসে প্রেমালাপ করতে আমি আসিনি। তবে আমি যাবার সময় বলে যাই মশায়—যদি ভগ্নীর মঙ্গল চাও—যদি কেলেঙ্কারী না বাড়াতে চাও—তবে এখনও সরে পড়—নইলে এর ফল কিন্তু বড় বিষময় হবে—

প্রস্থানোদ্যত

নির্ম্মল। আচ্ছা—আচ্ছা—সে আমি বুঝব।

শরৎ। তাই বলে গেলাম—

প্র স্থান

নির্ম্মল। (নির্ম্মল উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন, শেষে বলিলেন—) কি ইতর স্বভাব! কি নীচ প্রকৃতি এদের! সংসারটাকে সাদা চোখে দেখবার শক্তিও কি এদের নেই! মূর্খ, যদি জানতিস এক বিন্দু স্নেহ পাবার জন্য কি দারুণ পিপাসায় জর্জ্জরিত এ প্রাণ—যাক্, আর দু দিন বাদে বিজু যখন এর গৃহিণী হবে—আর আমার এই মেলা মেশাটা ঐ যখন খারাপ ভাবেই দেখেছে তখন আমার এখান থেকে যাওয়াই উচিত। কেন বৃথা একটা অশান্তির সৃষ্টি করব। কে! দেওয়ান কাকা!

জগন্নাথের প্রবেশ

জগন্নাথ। হ্যাঁ, তোমাকে খুঁজতে এসেছি বাবা। মার আমার সবুর সয় না, বল্লাম একটু হাওয়ায় বেড়াচ্ছে—বেড়াক, তা কি মা শোনেন—বল্লেন "ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—আপনি এখনই গিয়ে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আসুন—আমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে"—চল বাবা—

নির্ম্মল। দেওয়ান কাকা, আমাকে এখনই যে যেতে হবে—আমি যে আর দেরি করতে পারব না—

জগন্নাথ। সেকি! কোথায় যাবে বাবা? মাকে আমার না বলে কয়ে—না—না—সে হতেই পারে না—কর্ত্তাবাবু মারা যাওয়ার পরে আজ এই কটি দিনমাত্র মার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, সে হাসিটুকু চো'খের জলে ভিজিয়ে দিয়ে না বলে তোমার যাওয়া এ হতেই পারে না—

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা, আপনি বুঝতে পারছেন না—বিজুর সঙ্গে দেখা হলে সে আমাকে কোন ক্রমেই যেতে দেবে না। কিন্তু আমাকে যেতে হবে, যে কোন রকমে হউক কাল প্রাতে আমার কলিকাতা পৌঁছিতেই হবে—

জগন্নাথ। সে কাল ভোরে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই চলবে বাবা। তার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? এখন রওয়ানা হলেও তুমি যে কাল গিয়ে কলকাতায় পৌঁছিবার ট্রেন ধরতে পারবে তা আমার মনে হচ্ছে না, তার চাইতে কাল দুপুরের পর খাওয়া দাওয়া করে জোয়ার হলে যদি রওনা হও তবে পরশু প্রাতে সাড়ে দশটার যে ট্রেন কলকাতা পৌঁছিবে সেই ট্রেন ধরতে পারবে। তার জন্য এত তাড়া কেন বাবা—চল—বাড়ী চল।

নির্ম্মল। তাড়া কেন? আমার পাকা দালান ইমারৎ যে তৈরি হয়ে আছে দেওয়ান কাকা। সব আপনাকে খুলে তাহলে বলি। কাকাবাবুর নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে সেই পঁচিশ হাজার টাকা আমি মিথ্যা মোকদ্দমায় খুইয়ে ফেলি। সেই সময় কয়েকজন কু-সঙ্গীর কুমন্ত্রণায় চালিত হয়ে আমি race খেলা আরম্ভ করি। কয়েক দিনের মধ্যে আমি নিঃসম্বল হলেম—কিন্তু raceএর নেশায় আমি ভরপুর, সেই সময়,—আমার বাল্যবন্ধু বিজনকে ত আপনি চেনেন—

জগন্নাথ। হাঁ খুব চিনি—বড় ভাল ছেলে—ক'লকাতায় দেখা-টেখা হলে ছুটে এসে আগে পায়ের ধুলাটি নেয়—আর কি যত্ন—

নির্ম্মল। আজ্ঞে হাঁ, সেই বিজনকে গিয়ে টাকার জন্য ধরি। আমি যে জমিদারী বিক্রী করেছি—বা race খেলব তা বিজন জানত না—কি একটা মিথ্যা কারণ দেখিয়ে ছিলাম—সে তার এক মাড়োয়ারী মক্কেল নাগরলাল যমুনালালের কাছ থেকে আমায় পাঁচ হাজার টাকা এনে দেয়। আজ মাসখানেক মাত্র বর্ম্মা থেকে ফিরে এসেছি। নাগরলাল যে এর মধ্যে আরজি করে আমার বিরুদ্ধে ডিক্রী করে রেখেছে আমি তা জানতাম না—তারা সন্ধানে ছিল—খোঁজ পেয়েই body warrant বের করে আমায় arrest করে—

জগন্নাথ। সর্ব্বনাশ! বল কি—

নির্ম্মল। আমায় জেলে দিতে যাচ্ছিল—বিজন সেই সংবাদ পেয়ে সাতদিন সময় নিয়ে নিজে জামিন হয়ে আমায় ছাড়িয়ে দেয়। কাল সেই সাতদিন—হয় আমায় ধরা দিতে হবে—নয় টাকা দিতে হবে। বিজন আমায় বলেছিল যে কাকাবাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাকে খোঁজ করতে কয়েকখানা দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তাই এখানে এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

জগন্নাথ। বিজনবাবু তোমায় ঠিকই বলেছিল বাবা—সময়মত এলে তোমার কাজও হত। কিন্তু ভবিতব্য—ভবিতব্য।

নির্ম্মল। কাল আমার courtএ হাজির হতেই হবে—নইলে আমার জন্য বিজন মারা যাবে—বেচারি ছা-পোষা মানুষ—তার সর্ব্বনাশ হবে—

জগন্নাথ। কর্ত্তাবাবু তোমার যথেষ্ট খোঁজ করেছিলেন বাবাজি—তখন যদি আসতে পারতে,—আজ দশ হাজার টাকার জন্য তোমায় জেলে যেতে হচ্ছে। অদৃষ্ট! অদৃষ্ট! তুমি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে—সম্পত্তি হাতে থাকলে উড়িয়ে দেবে তাই কর্ত্তাবাবু কৌশলে একটা কবালা করে নিয়েছিলেন মাত্র। নইলে বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির কি মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা মূল্য হয়—সম্পত্তি নেবার মতলব তাঁর কোন দিনই ছিল না। তিনি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বরাবর তাঁর সঙ্কল্প ছিল তোমার মতিগতি একটু ফিরলেই তোমাকে তোমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে

দেবেন। সেইজন্য বরাবর তুই প্রস্থ হিসাবও তৈরি হয়ে এসেছে—তোমার অংশের মুনাফা থেকে সেই পঁচিশ হাজার টাকা কেটে নিয়ে বাকী টাকা ফি বছর তিনি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে গেছেন। সময়মত যদি আসতে পারতে—উঃ আজ লাখ টাকা তোমার ব্যাঙ্কে মজুত, আর সামান্য দশ হাজার টাকার জন্য তুমি জেল যাবে!—নিয়তি—নিয়তি—যাক, এ সব আমার ছোট মাকে বলেছ?

নির্ম্মল। না দেওয়ান কাকা তাকে বলিনি আর বলতেও চাই না।

জগন্নাথ। আচ্ছা, তুমি বস বাবাজি—আমি আসছি—

নির্ম্মল। কোথায় যাবেন?

জগন্নাথ। একবার ছোট মার সঙ্গে দেখা করে আসি—

নির্ম্মল। না কাকাবাবু, আপনি প্রতিশ্রুত হন যে এ সব কাকেও বলবেন না—

জগন্নাথ। তা বলে কি দশ হাজার টাকার জন্য তুমি জেলে যাবে—তুমি ধর্ম্মদাস রায়ের ছেলে, বল কি বাবাজি?

নির্ম্মল। দেওয়ান কাকা, বংশের কুলাঙ্গার আমি—জেলই আমার উপযুক্ত স্থান—

জগন্নাথ। আমি বেঁচে থাকতে তা কি হতে পারে বাবাজি—আমার ছোট মাকে তুমি চেননা বাবাজি, কর্ত্তাবাবু এ সব তাকে কিছু বলে যাবার সময় না পেলেও আমি বুঝিয়ে বল্লে সে সব বুঝবে আর আমার কথা বিশ্বাসও করবে—আর বিশ্বাস না করলেও তোমার জন্য দশ হাজার টাকা দিতে সে কাতর বা কুণ্ঠিত হবে না।

নির্ম্মল। তা কি আমি জানিনা দেওয়ান কাকা। দশ হাজার টাকা ত অতি ছোট কথা—আমি মুখ ফুটে বল্লে সে আমায় সমস্ত জমিদারীটা এখনই লিখে দেবে তা আমি জানি—

জগন্নাথ। ঠিক—ঠিক—বাবাজি তুমি আমার মাকে ঠিকই চিনেছ—

নির্ম্মল। সেইজন্যই ত কাকা এ সব তাকে বলতে চাই না—এ সব তাকে বলা অর্থ—তাকে কষ্ট দেওয়া। বিবাহের একটা সম্বন্ধ হয়েছে—এই টাকা দিতে বেণী বোসের পক্ষ থেকে ভয়ঙ্কর আপত্তি উঠবে—নানা রকম কথা উঠবে—সেই সব উপেক্ষা করে যদিও সে আমায় টাকা দিতে পারে—তারা

বলবে যে নির্ম্মল রায় তার অনভিজ্ঞা ভগ্নীকে ঠকিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেছে! সে কথা শোনার চেয়ে কি আমার জেলে যাওয়া ভাল নয় কাকা—।

জগন্নাথ। তা বটে—তা বটে—আমিও ত তোমার কথাটা ছোট মাকে বলব বলব মনে করেও সাত পাঁচ ভেবে বলতে পারিনি। কিন্তু—কিন্তু—উপায়ই বা কি! দশ হাজার টাকা ত সোজা কথা নয় বাবাজি—অত টাকা—তাই ত—হাঁ বাবাজি পাঁচ সাতশ' টাকা দিয়ে কাল হপ্তা দুয়ের সময় নেওয়া যায় না—তা যদি যায় তাহলে বরং হাওলাত করাত কর্জ-ধার করে যোগাড় করে দি—আর গিন্নীর গায়ে—মেয়েদের গায়ে যা দু'চা'রখানা সোনা-রূপা আছে—বসত বাড়ীখানা আছে দশ বিঘের; ধানী জমিও পঞ্চাশ ষাট বিঘে আছে—কষ্টে-সৃষ্টে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, কাল কি আর হপ্তা দুয়ের সময় নেওয়া যায় না বাবাজি—বিজন-বাবুকে ধরে—কোন রকমে—

নির্ম্মল। (স্বগত) এ যে দেখছি আর এক বিপদ। শেষকালে কি এই বৃদ্ধকে সর্ব্বস্বান্ত করব! স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে তা পারা যেতে পারে, মাড়োয়ারীর টাকা পাওয়াই উদ্দেশ্য—আমাকে জেলে দিয়ে ত তার কোন লাভ নেই—বরং আরও কিছু খরচ। বিজন যদি তাকে বুঝিয়ে বলে যে আর দুই হপ্তা সময় পেলে আমি টাকা যোগাড় করে দিতে পারব, সে নিশ্চয় সময় দেবে।

জগন্নাথ। বেশ—বেশ—তাহলে গিয়ে সেই চেষ্টাই কর। দেখ' বাবা বুড়োকে মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিয়ে রেখে যেও না—

নির্ম্মল। আজ্ঞে না।

জগন্নাথ। তবে রাহা খরচ, সময় নেওয়ার খরচ এ সবেও ত বিশ-পঁচিশ টাকা চাই—হয়ত রাজনগর ষ্টেশনে তোমাকে একটা দিন দেরিও করতে হতে পারে যদি ট্রেন না পাও। গোটা কুড়িক টাকা ত অন্তত চাই—

নির্ম্মল। অত দরকার হবে না—গোটা দশেক টাকা হলেই হবে—

জগন্নাথ। না না, বিদেশ বিভুঁই যায়গা—ও দুচা'র টাকা বেশী কাছে থাকা ভাল—বিশেষ এ সব গোলমেলে কাজ—দু'চার টাকা বাজে ব্যয়ও ত হবে—যাক্ তার কি ব্যবস্থা?

নির্ম্মল। আজ্ঞে এই আংটিটি আছে, এ গিয়ে এইটি বেচব মনে করেছি—

জগন্নাথ। পাগল আর কি। গোলমেলে কাজ মাথার উপর—যদি stationএ খরিদ্দার না পাও, যদি তারা কম টাকা দাম বলে—ঐ ভরসায় কি যাওয়া চলে—হ্যাঁ বাবা, আমরা তিন পুরুষ তোমাদের খেয়ে মানুষ—আর তুমি কুড়িটি টাকার সাহায্য আমার কাছ থেকে নিতে কুণ্ঠিত হচ্ছ! চল, ডা'ল ভাত যা রান্না হয়েছে তাই দুটি খেয়ে দুর্গা বলে রওনা দাও।

নির্ম্মল। এত রাত্রে নৌকার কি করা যাবে দেওয়ান কাকা—

জগন্নাথ। সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। নৌকা একখানা আমার ঘাটেই বাঁধা আছে, যদি একান্তই যাও বাবা—তবে আর দেরি করা চলবে না, খুব তাড়াতাড়ি গেলেও যে ট্রেন পাওয়া যাবে তা আমার মনেই হচ্ছে না—তবু দেখ—কিন্তু একটা কথা বাবা—আমি ত একটা প্রতিশ্রুতি হয়েছি—তুমিও একটি প্রতিজ্ঞা কর যে কাল যা হয় তা কালকের ডাকেই একখানা পত্রে আমাকে জানাবে—

নির্ম্মল। যে আজ্ঞে—সুবিধা হলেই জানাব—

জগন্নাথ। তবে চল আর দেরি করা নয়, গোল-মেলে কাজ মাথার উপর—এই ফুলবাগানের ভিতর দিয়ে সোজা রাস্তায়ই যাই—

উভয়ের প্রস্থান

শরৎ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া

শরৎ। ওরে ব্যাটা জগন্নাথ—তোমার পেটে এত বজ্জাতি! বিজলীকে ফুসলিয়ে অর্দ্ধেকটা জমিদারী বের করে দিতে চাও—ব্যাঙ্কের টাকাগুলোর হরির লুঠ দিতে চাও—ও নেবেন। টাকা, তোমার প্রেম সিন্ধু উথলে উঠছে—ইটে ভিটে গয়না বেচে জেল থেকে রক্ষা তোমার করতেই হবে—রসো ব্যাটা—করাচ্ছি রক্ষে—নিকাশে আগে হাজার কুড়ি টাকা তোমাকে দায়িক করে নি—তারপর এর শাস্তি হবে, ভেবেছ কি যাদু! জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ, যাক্ এত দিনে নিশ্চিন্ত, পাপ এখুনই বিদেয় হবে—যমুনালাল সময়টা দেবে—শালাকে আজীবন জেলে বন্ধ করে রাখে

—দেখা যাবে কলকাতায় গিয়ে—যমুনালাল আগরদের সঙ্গে দেখা করে—দরকার হয় কিছু দিয়ে, হাঃ সেও ভাল, এইবার দেখা যাবে বিজলী সুন্দরী নাগর বিহনে কেমন বিরহিনীর part play করেন, বিয়ের মন্ত্র কয়টা একবার কোন মতে আউড়ে শালীকে একবার বেঁধে নিতে পারলে হয়—তারপর উঠতে চাবুক—বসতে চাবুক। এতদিনে প্রাণটা আজ শীতল হল—একটু হাওয়া খাওয়া যাক্ —

ঘাটের উপর বসিল

বিজলী নির্ম্মলের খোঁজে আসিযা দূর হইতে শরৎকে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রমে ক্রমে পেছন হইতে আসিয়া দুই হাতে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজলী। বলত আমি কে ?—আমি তিন তিনবার চায়ের জল গরম করালেম—বাবুর শ্রান্তি আর দূরই হয়না—

শরৎ বিজলীর হাত ধরিয়া বলিল

শরৎ। চল যাচ্ছি—

বিজলী। কে—কে ?

শরৎ। আমি শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র—চিনতে পারছ না ?

বিজলী। এ্যাঁ আপনি—তবে নির্ম্মল-দা কোথায় ? এখানেই ত ছিল—

শরৎ। দিবা-রাত্রই ত এ কয়দিন সেই বদ্‌মায়েসটাকে নিয়ে আছ—

বিজলী। হাত ছাড়ুন আমার—

শরৎ। যখন দয়া করে এসে ধরা দিয়েছ—একটু আমার কাছে বস না—

বিজলী। হাত ছাড়ুন বলছি—

শরৎ। তাই হাত ধরলে বড় মধুর লাগে—আর আমি ছুঁলেই আজকাল তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না ?

বিজলী। ছাড় বলছি এখনও—নইলে—

শরৎ। নইলে ?

বিজলী। আমি তোমায় গুলি করে মারব—

মুহূর্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পিলস্ত বাহির করিয়া গুলি করিতে উদ্যত—দয়া
যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিল

কে—কে ? মা—মা—দেখছ—দেখছ মা—অধম ইতরটার ব্যবহার-

দয়া তাহাকে টানিয়া বুকের মধ্যে লইলেন তাহার নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ
নির্গত হইতে লাগিল, তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শরৎকে স্থান
ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন—বেগতিক দেখিয়া
শরৎ ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছে

তৃতীয় দৃশ্য

পিয়ানো সহযোগে বিজলী গাহিতেছে, আঁখি-পল্লব অশ্রুসিক্ত

গীত

ওগো, উদাস পথিক—
আমার অশ্রু তোমার পিছন থেকে টানে।
ওগো আপন হারা
ওগো বাঁধন ছাড়া—পাগল পারা
আজ—পথটি তোমার পিছল আমার—কাঁদন ভরা গানে,
পথিক তোমার পথের পাশের—
ধুল-মাখা ফুল বুনো ঘাসের—
(তোমার) অসাবধানী আঘাতে তার হৃদয়ে শেল হানে।
ঝড়ের বেগ দাও থামিয়ে, চাও গো বারেক ফিরে—
ধীরে ওগো ধীরে—
ফের ওগো ঘূর্ণী হাওয়া
চমক তোলা আসা-যাওয়া
তুমি 'চেনায়' ছেড়ে ছুটেছ আজ কোন অচেনার পানে?

ভজনের প্রবেশ

ভজন। দিদিমণি—একটি পণ্ডিত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, ছোট-বাবু বল্লেন আপনাকে খবর দিতে—

ত্বরিতে চক্ষু মুছিয়া

বিজলী। আমার সঙ্গে দেখা করতে! আচ্ছা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়—

ভজার প্রস্থান

বিজলী। না বলে চলে গেল, যাবার সময় একটি মুখের কথাও বলে গেল না—অথচ আমি তার জন্য—

দয়া চা লইয়া প্রবেশ করিল

বিজলী। কে? মা, আর চা আমি খাবনা—আমি চা খাওয়া ছেড়ে দিছি—

দয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিল—কেন ছাড়িয়াছে

বিজলী। নির্ম্মলদাকে কথা দিয়েছিলাম যে সে না এলে আমি চা খাবনা—কাল তিন তিনবার চায়ের জল গরম করে ঢেলে ফেলে দিয়েছি—চা খাইনি—আজও খাবনা, নির্ম্মল-দা না আসা পর্য্যন্ত আমি আর চা খাবনা আমার কথার মূল্য আছে—আমি নির্ম্মলদা' নই—.

ব্যথিত হৃদয়ে দয়ার প্রস্থান

বিজলী। চলে' যাবে তা আগে জানতেই দিলেনা। কি কপট এই পুরুষ জাত।

অন্যমনস্ক ভাবে পিয়ানো বাজাইতে লাগিল

কাল শরৎবাবুর পরে বড় বেশী রূঢ় হয়েছিলাম—অতটা রূঢ় হওয়া উচিত হয়নি—

উঠিয়া

এই যে আসুন, প্রণাম—

প্রণাম করিলেন

কেশব চক্রবর্ত্তী ও শরৎবাবুর প্রবেশ

কেশব। চির সুখিনী হও মা—আহাঃ—দেখুন সুবোধ বাবু—

শরৎ। আজ্ঞে আমার নাম শরৎবাবু—

কেশব। আহাহা—ঐ যে—ঐ বিজনপুরের হারানের বিধবা ভগ্নী—যাকে কুলত্যাগিনী করে নির্মলবাবু অভিযুক্ত হয়েছিলেন—তারপর বংশের কলঙ্ক অপনোদন জন্য স্বর্গগত কর্ত্তাবাবু অজস্র অর্থ বৃষ্টি করে নির্মলবাবুকে রাজ-দণ্ড হ'তে মুক্ত করেন—কেন সে বৃত্তান্ত কি তুমি অবগত নও শরৎ বাবু?—

শরৎ। আজ্ঞে না—সে অনেক দিনের কথা—তখন আমরা খুব ছোট—

কেশব। হাঁ—হাঁ—সত্য বটে—তখন তোমরা নিতান্ত শিশু—কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করলেম শরৎবাবু—এই বংশের সংস্কারটা পিতৃ-পিতামহের শোণিতের পবিত্রতা—বুঝেছ শরৎবাবু, এটা একেবারে উপেক্ষার বিষয় নহে। নির্মলবাবুকে এবং পটলমণিকে দর্শন করে জনতা সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক আমি তাদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেই নির্মলবাবু আমাকে দেখে ভয়ঙ্কর অপ্রতিভ হ'ল—যেন একটু অনুতপ্ত হয়ে মনেমনে বল্লে—"পৃথিবী, তুমি দ্বিধা হও—আমি তোমার গর্ভে বদন মণ্ডল লুক্কাইত করি—" কিন্তু সেই কুলত্যাগিনী রমণী সহাস্য-বদনে আমাকে বললে—"চিনতে পারেন চক্রবর্ত্তীমশায়"—আমি বল্লুম—"তুমি পটলমণি না?" সে আবার সহাস্য বদনে উত্তর করলে—"তবু যাহোক চিনেছেন দেখছি!" আমি তখন মনে মনে ভাবলেম যে এদের গন্তব্য স্থানটা জেনে যাই। আমি প্রশ্ন করলেম "কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?" পটল কি বলতে যাচ্ছিল—নির্মলবাবু ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করতেই সে থেমে গেল আর কিছু বললে না।

শরৎ। তা হ'লে কোথায় গেল জানতে পারলেন না?

কেশব। না জেনেই কি আর এসেছি শরৎবাবু! লোক বলে বটে যে কেশব চক্রবর্ত্তী একটি বলীবর্দ্দ—শাস্ত্র আউড়ে আউড়ে তার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়েছে কিন্তু তা নয়। ওরা গিয়ে বাষ্পযানে আরোহণ করতেই—আমিও কৌতুহলী হয়ে একটু অন্তরালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, ক্ষণপরে নির্মল টিকিট সংগ্রহ করবার জন্য টিকিট গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে আমি ধীরে ধীরে পটলমণির নিকট উপস্থিত হলেম—তারপর কথায় কথায় যা শুনলুম তাতে স্তম্ভিত হলেম শরৎবাবু।

শরৎ। কি—কি—

কেশব। সে সব ভাবার আর প্রয়োজন কি শরৎবাবু—থাক্—যেতে দাও—তারা আর শীঘ্র বঙ্গদেশে পদার্পণ করছে না—বর্ম্মায় যাবে--

শরৎ। বর্ম্মায় চলে যাবে—দুজনেই ?

কেশব। হাঁ, কলিকাতা গিয়ে তারা আর দেরী কর্ব্বে না এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞাত হয়ে এসেছি। ব্রহ্ম দেশ হতে তারা এককালীন যাতায়াতের টিকিট ক্রয় করে এসেছে, সে টিকিটের নাকি আর দুই দিনের বেশী মেয়াদ নেই। পটলকে রাজনগরে অনেকা পতিতা গৃহে রেখে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় কুল-পাংশুল এই সপ্তগ্রামে এসেছিল এখন আবার উক্ত পটল সমভিব্যাহারে ব্রহ্ম দেশে চলে যাচ্ছে -

শরৎ। বলেন কি। বর্ম্মা চলে যাবে। বর্ম্মা।

কেশব। আমার বাক্য কি তুমি অবিশ্বাস করছ শরৎ বাবু—

শরৎ। না -না- সে কি। নিজেকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আপনার কথা আপনার ন্যায় সত্যবাদী সদ্‌ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে আছে বলেত আমি জানি না -

কেশব। ব্রহ্মদেশেই ত তারা ছিল, কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর পর তোমাদের দেওয়ান জগন্নাথ দত্তই সংবাদ দিয়ে আনিয়েছিল—

শরৎ। জগন্নাথ তাদের সংবাদ দিয়ে আনিয়েছিল! বলেন কি ?

কেশব। এই দেখ, এ কথাটি বলব না ভেবেছিলেম—বলবার প্রয়োজনও ছিলনা—তুমি আমায় অবিশ্বাস করলে শরৎবাবু—তাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল আর অনবধান মুহূর্ত্তে মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে গেল, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন "ষড়দোষাঃ পুরুষে হাতব্যা ভূতি মিচ্ছতা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং, ক্রোধ, আলস্যং দীর্ঘ সূত্রতা—"

শরৎ। জগন্নাথ সংবাদ দিয়ে নির্ম্মলবাবুকে আনিয়েছিল! এ কথাটা যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না চক্রবর্ত্তী মশায়—

কেশব। এই দেখত শরৎবাবু, পুনর্ব্বার তুমি আমার বাক্য অবিশ্বাস করছ! তা হলে ত এখনই আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করতে হবে। যাক্ "যথা নিযুক্তোস্মি- তথা করোমি—ত্বয়া হৃষিকেশ" যা করাচ্ছ তাই করছি। শোন হে, তোমাদের এই দেওয়ানজীর ইচ্ছা ছিল মা ঠাকরুণ দ্বারা জমিদারীর অর্দ্ধাংশ নির্ম্মল বাবুকে কবালা পত্র লিখিয়ে দেবে—

শরৎ। সে কি! অর্দ্ধেক জমিদারী কবালা—কেন—কেন?

কেশব। এই দেখ ত, তুমি স্বনামধন্য উকীলের ভাগিনেয়—নরাণাং মাতুলক্রম—জেরা করা আরম্ভ করলে, তবে ভায়া পরাস্ত করতে পারবেনা—আমি সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হয়ে এসেছি—স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবু নাকি মাত্র পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রায় নির্ম্মলবাবুর অর্দ্ধাংশ ক্রয় করেছিলেন যার বাৎসরিক মুনাফা বিংশ সহস্র মুদ্রা, দেওয়ানজী মা ঠাকুরুণকে বুঝিয়ে দিত যে স্বর্গীয় কর্ত্তাবাবুর নির্ম্মলবাবুর স্বত্তাংশ গ্রহণের কোনই অভিলাষ ছিলনা—মাত্র তার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্যই এইরূপ কোবালা সম্পাদন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল—

শরৎ। দেওয়ানজী বল্লেই কি উনি বিশ্বাস করতেন?

অলক্ষিতভাবে দয়া আসিয়া বিজলীর নিকট দাঁড়াইল

কেশব। শুধু বাক্য কেন শরৎবাবু—প্রমাণও বর্ত্তমান।

শরৎ। কি প্রমাণ?

কেশব। পৃথক একগ্রন্থ হিসাব পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়েছে—

শরৎ। পৃথক হিসাব! বলেন কি!

কেশব। যা বলছি শ্রবণ কর—বিস্মিত বা চমৎকৃত পশ্চাত্তব, দেওয়ানজী আরও দেখিয়ে দিতেন যে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তা নির্ম্মল বাবুর, কর্ত্তাবাবু ঋণ স্বরূপ যে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা দিয়েছিলেন তাহা গ্রহণ করে নির্ম্মল বাবুর অংশের এই কয়বৎসরের যাবতীয় মুনাফার টাকা তারই জন্য গচ্ছিত রেখেছেন।

বিজলী দুই হাতে মাথা চাপিয়া স্থির নয়নেত্রে বসিয়া রহিলেন—শরৎ ও কেশবের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়—দয়ার দৃষ্টি তাহা এড়াইল না

শরৎ। বলেন কি চক্রবর্ত্তী মশায়! তাহলে শুধু জমিদারী অর্দ্ধেক নয়—ব্যাঙ্কের লাখটাকাও—উঃ কি ভয়ঙ্কর! জগন্নাথ দত্ত এত নীচ—কর্ত্তাবাবু দুধ কলা দিয়ে কি কাল সাপই পুষেছেন! উঃ কি ভয়ঙ্কর! এতে [illegible]াথের লাভ?

কেশব। লক্ষ মুদ্রা।

শরৎ। লক্ষ মুদ্রা! অর্থাৎ Bank এর টাকা গুলি। ও তা হলে বখরা হয়েছে যে Bank এর টাকা জগন্নাথ নেবে—আর জমিদারীর অর্দ্ধাংশ নির্ম্মল নেবেন, এইত ?

কেশব। সরলার্থ এইরূপই বটে।

শরৎ। উঃ কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! তা এটা কার্য্যে পরিণত করা হলনা কেন ?

কেশব। অন্তরায় ঘটেছে -

শরৎ। কিরূপ ?

কেশব। মতামতের জন্য সম্পাদক কিন্তু মোটেই দায়ী নহেন, দেখো শরৎবাবু —আবার মানহানির মোকদ্দমা করনা—"দ্বারে জাগে হনূ" ইতি পটলমণি,

শরৎ। তার অর্থ ?

কেশব। অতি সহজ -সরল—স্বচ্ছ—জলবৎ তরলং—তোমার কথাই হচ্ছিল —তুমি পর্ব্বতের ন্যায় অটল—প্রস্তরের মত কঠোর—মরুর ন্যায় রসহীন—হনূর ন্যায় সজাগ প্রহরী। পূর্ব্বাহ্নেই সন্দেহ করে তোমার মামাকে খবর দিয়ে কাগজপত্র সহ জগন্নাথকে তলব করিয়াছিলে—সুতরাং সুযোগের একান্ত অভাব—

শরৎ। ওঃ জগন্নাথ দত্তটা কি নেমকহারাম—যার খাচ্ছে—তারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা করছে! দুঃখের কথা বলব কি চক্রবর্ত্তী মশায়! প্রজারা ঐ জগন্নাথের যোগে কতকগুলো জমি নাম মাত্র খাজনায় ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে —আমি তাই জানতে পেরে মামাকে দিয়ে সেই সমস্ত প্রজার নামে কতকগুলি কর বৃদ্ধির মোকদ্দমা করিয়েছিলেম—জ্বর হয়ে দুদিন মামা courtএ যেতে পারেন নি, সেই সুযোগে letate যর junior উকীল গিরীশবাবুর দ্বারা জগন্নাথ প্রজাদের বহতা খাজনায় মকররী স্বত্ব দিয়ে—ছোলে করিয়ে দিয়েছে—আমি তাই ওঁকে বলতে এলাম আর উনি আমার কথা শুনলেনই না—পরন্তু আমাকে অপমানিত করে দিলেন, যার জন্যে করি চুরি সেই যদি চোর বলে গাল দেয় তবে অন্তরে কি বিষম দুঃখ হয়—আপনিই একবার বিবেচনা করে দেখুন—এতে কি আর কাজে উৎসাহ থাকে। এই নির্ম্মলবাবু—মামার পত্রে কিছু কিছু আভাস পেয়ে গোড়া থেকেই

আমি সন্দেহ করেছি—ওঁকেও সাবধান করছি—তা কি ক'রব? স্বাধীন ভাবে ত কিছু করবারও আমার অধিকার নেই—যার জিনিষ সেই যদি লুটিয়ে দেয় আমরা কি করতে পারি—ওঃ কর বৃদ্ধির মোকদ্দমাগুলো চালাতে পারলে দশটা হাজার টাকা আয় বেড়ে যেত—

পুনরায় দৃষ্টি বিনিময়, এবারও দয়া তাহা দেখিল

কেশব। বুঝেছ শরৎবাবু, জগন্নাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছু হয়েছে।

শরৎ। কি রকম?

কেশব। নির্ম্মল বাবুর ত আজকাল উপর্জ্জাবিনা একরূপ ভিক্ষা, যাবার খরচ জগন্নাথের দিতে হয়েছে—

শরৎ। বটে—বটে—

কেশব। তবে আর বলছি কি—! আরে নির্ম্মলের পয়সা থাকলে কি এসব পটল আমায় বলত! পটলও চটে গিয়েছে কিনা? সে আমায় চুপি চুপি বল্লে যে, শরৎবাবু, কুলত্যাগ করেছি একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকব ব'লে, ব্রহ্মদেশে একবার পৌছতে পারলে ওকে আমি ত্যাগ করব, যাক্, কথায় কথায় বেলাও প্রায় শেষ হল'—এখন গাত্রোত্থান করা যাক—হাঁ শরৎবাবু —মা ঠাকুরুণকে আমার কিছু গোপনে বলবার আছে—নির্ম্মলবাবু আমায় নিভৃতে ডেকে একটা কথা ব'লে গিয়েছিল কিনা—তুমি ভায়া একবার একটু বাইরে যাও—(দয়াকে) আপনারও —ছুটী কন্যা—

শরৎ। তা বেশ আমি যাচ্ছি--

প্রস্থান

দয়া বিজলী'র দিকে চাহিল, ক্ষণকাল ভাবিয়া জনান্তিকে

বিজলী। আচ্ছা, কাছে থেক; যেন ডাকলে পাই—

দয়ার প্রস্থান

কেশব। নির্ম্মলবাবু ট্রেণে আরোহণ কালীন, আপনাকে দুটি কথা বলতে আমায় বিশেষ অনুরোধ ক'রে গিয়েছেন, তাই আজ প্রথমেই এখানে এসেছি তিনি বলে দিয়েছেন যে সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় বেড়িয়ে

ঘাটে এসে তাঁর সঙ্গে আপনার যে কথা হয়েছিল—তা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—তাঁর ফিরবার উপায় নেই—আপনার ন্যায় সহস্র প্রহরীও তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন না—তিনি আর এ জন্মে বাঙ্গলায় ফিরবেন না—ফিরতে পারবেন না সুতরাং আপনারও চিরকুমারী থাকার প্রয়োজন নেই—

বিজলী অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

এইমাত্র। আপনারা আসতে পারেন।

শরৎ ও দয়ার প্রবেশ

আমার কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে - এইবার শরৎবাবু- পথ প্রদর্শন কর—

শরৎ। আসুন- আসুন—

কেশব। (যাইতে যাইতে) কেমন শরৎ।

শরৎ। (যাইতে যাইতে) ওঃ চমৎকার। আমার তোমাকে মাথায় করে নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে—আমি আড়ি পেতে সব শুনেছি—আমি সব দেখেছি—আমি সব জানি—কিন্তু আমিও এমন করে গুছিয়ে জুড়িয়ে তাড়িয়ে বলতে পারতেম না—তোমার ক্ষমতা বটে।

কেশব। আমাকে ত মোটে তুমি একবার বলেছ,—দেখ আমি কিছুই ভুলিনি—একটি নামেরও গোলমাল করিনি—আর শেষকালে যে খটকা ধরিয়ে দিয়ে এসেছি তাতে আমি যা বলেছি তার একবর্ণও ওর অবিশ্বাস করবার যো নেই—আমি বাবা উকীলের মুহুরী—আমি কাঠ গোড়ায় উঠলে জাঁদরেল সব হাকিমদের মাথা ঘুরে যায়—ও ত একটা ছট্‌কে ছুঁড়ী—

শরৎ। শেষে কি বল্লে হে?

কেশব। ঐ যেদিন নির্ম্মলেতে আর ওতে যে প্রহরী থাকা, চিরকুমার, চিরকুমারী থাকার কথা গোপনে হয়েছিল না—

শরৎ। হাঁ হয়েছিল—সেত আমি তোমায় সবই বলেছি—

কেশব। আমিও যে সব ঠিক মনে রেখেছি—এক বর্ণও ভুলিনি—এখন

সুযোগ বুঝে সেই সমস্ত গোপন কথার দু একটা মর্ম্মচ্ছেদী শরক্ষেপ করে এলাম—সাধ্য কি যে ও আমাকে আর অবিশ্বাস করে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ দাঁও মেরেছ—রাজকন্যা সমেত রাজ্য নির্ঘাত তোমার মুঠোর ভেতর। তারপর জগন্নাথকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে তবেত প্যাঁচ আরও আঁটবে ভাল। এইবার আমার বিদায়টা—

শরৎ। চল—চল—ঐ শালী চাকরাণীটে আমাদের লক্ষ্য করছে—আচ্ছা শালী, একবার দিন পেয়ে নি—দেখব তোমাকে—

কেশবের প্রস্থান

বিজলী সেই ভাবেই বসিয়া রহিল - তাহার যেন বাহ্য চেতনা নাই। দয়া তাহার নিকট আসিল—তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল যেন ভগবানকে ডাকিল তাহাকে রক্ষা করিতে—শেষে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে বিজলী দয়ার মুখের দিকে ও পর মুহূর্ত্তেই উঠিয়া উদাস নেত্রে তাকাইল—দাঁড়াইল ও বলিয়া উঠিল- -

বিজলী। আচ্ছা তাই হবে—

গবাক্ষের নিকট গিয়া ক্ষণকাল বাহিরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া রহিল, পরে নত নেত্রে ধীরে ধীরে কক্ষের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল ও বলিল—

অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই—আর কেউই ত সে সব জানতনা—সে না বললে এ ব্রাহ্মণ কি করে জান্‌ল—সে যে পরস্ত্রী হরণ করেছিল সেত নিজেই আমাকে বলেছে—সব জাল, সব প্রতারণা—সব জোচ্চুরি—উঃ পেতাম আজ একবার তাকে—

বুকের ভিতর হইতে পিস্তলটা বাহির করিল
দয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল

দয়া কাকুতি মিনতি করিল—বিজলী সহসা হাসিয়া উঠিল উচ্চহাসি

কি— তুমি ভাবছ মা—আমি আত্মহত্যা করব! কেন মা—কিসের

জন্য, কার জন্য—সেই উচ্ছৃঙ্খল মাতাল পরনারী লুব্ধ কুল-কলঙ্কের জন্য—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এত ছোট কি এখনও আমি আছি। তা নয় মা—পেতাম একবার সেই মিথ্যাবাদী প্রতারককে সম্মুখে—যাক

পিস্তলটি টেবিলের উপর রাখিয়া

কিন্তু এও কি সম্ভব। বংশের সুসন্তান হবার জন্য সেই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা—গত জীবনের দুষ্কার্য্যের জন্য সেই তীব্র অনুশোচনা—সেই সরল উদার মনুষ্যত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী! কিন্তু কেমন করে এ ব্রাহ্মণকে অবিশ্বাস করব। হায় নির্ম্মলদা', কেন তুমি আমার নয়ন পথে এসেছিলে—কেন তুমি আমরণ আমার অপরিচিত থাকলে না—এ কি! আবার ভাবছি—সেই অপদার্থ মাতাল পরনারী আসক্ত বংশের কুসন্তানের কথা—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

অতি সন্তর্পণে চোরের মতন দেওয়ান জগন্নাথের প্রবেশ

একি! কে—কে? আপনি—এভাবে—এমন—

জগন্নাথ। চুপ—চুপ ছোট মা—

বিজলী। কেন—কেন? কি হয়েছে?

জগন্নাথ। শরৎ বাবুর প্ররোচনায় জেলায় বেণী বাবু নিকাশের জন্য তলব দিয়েছিলেন, আমার যেতে দেরী হওয়াতে তিনি কাল রাত্রে নিজে এসেছিলেন—সেই কাল রাত্রেই তিনি আমার কাছে নিকাশ তলব করেন, নিকাশ নিয়ে শরৎ বাবুর পরামর্শ মত তিনি আমায় বরখাস্ত করেছেন, মালখানার বড় সিন্দুকে নোটে টাকায় বিশহাজার টাকা জমা আছে। ব্যাঙ্কে রেখে আসার সময় পাইনি। শরৎবাবু তাই জানতে পেরে মালখানার চাবির জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—তোমার কাছে গোপন করবনা মা—বিশেষ লাঞ্ছিতও হয়েছি—যাক, সে কথা বলবার সময় এখন নয়—তাঁর ইচ্ছা টাকাগুলি হাত করে তোমাকে একেবারে মুঠোর ভিতর আনা—তাই আমি তাঁকে চাবি দেইনি—শরৎ বাবু চাবির জন্য আমায় কাল থেকে একরকম নজরবন্দী করে রেখেছেন—তাই খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে এসেছি—শরৎবাবু বেণীবাবুকে দিয়ে এই চাবি নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করছেন, সরল প্রকৃতি বেণীবাবু,

শরৎ বাবুর অভিসন্ধি কিছুই বুঝতে পারেন নি। এই নাও মা এই চাবি, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতা, আমার স্বর্গগত মনিব—আমার হাতে দিয়েছিলেন—আজ তাঁর কন্যা তুমি—তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই—নাও মা—নাও—

বিজলী। এর অর্থ?

জগন্নাথ। আগে চাবি নাও, তারপর সব বলছি—ধর মা—ধর—তারা এলো বলে—

বিজলী। রাখুন ঐ টেবিলের উপর—

জগন্নাথ। খুব সাবধানে রেখ মা—কর্ত্তা সাহেব-বাড়ী থেকে ফরমাইজ দিয়ে তালা আনিয়েছিলেন—কার সাধ্য নেই যে সে তালা ভাঙ্গে—খুব সাবধানে চাবি রেখ—সিন্ধুকে বিশহাজার টাকা—

বিজলী। আচ্ছা আমি সাবধানে রাখব—কিন্তু এ-সবের অর্থ কি দেওয়ান কাকা—কথা বলছেন না যে—বলুন শরৎ বাবুর উদ্দেশ্য কি? বলুন—

জগন্নাথ। বলা আমার উচিৎ নয় মা—রাজার হলেও আমি তোমাদের চাকর বইত না—তবে যখন তুমি পীড়াপীড়ি করছ, এর উদ্দেশ্য তোমাকে এমন-ভাবে মুঠোর মধ্যে আনা যাতে তুমি কোন ক্রমে তার হাতছাড়া হতে না পার, নিকাশের জন্য কাগজ পত্র সব তাঁর মামার বাসায় নিয়ে পরীক্ষা করাবেন বলে সেগুলি সব নৌকায় নিয়ে রেখেছেন। সেগুলি হস্তগত হ'ল—এখন মালখানার চাবি হলেই সব হয়।

বিজলী। এসব করবার দরকার কি তাঁর? আমি ত জমিদারী দেখার সম্পূর্ণ ভার তাঁদের হাতেই দিয়েছি—

জগন্নাথ। তা দিয়েছ সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থা যাতে স্থায়ী হয়ে থাকে তাই করা তাঁর উদ্দেশ্য—

বিজলী। আপনার কথা আমি বুঝতে পারলেমনা—

জগন্নাথ। শরৎ বাবুর সঙ্গে যদি ভগবানের ইচ্ছায় তোমার বিয়ে হয় তবে ত সব দিকেই মঙ্গল হয়। আর যদি তা না হয় তবে এ ব্যবস্থাত আর টিকবেনা। তাই তিনি এমন ভাবে সব ঘাট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে চান যাতে এ ব্যবস্থার আর অদল বদল না হয়।

বিজলী। অদল বদল হতে পারে এমন সন্দেহ কিসে তাঁদের মনে হ'ল—

জগন্নাথ। তা ঠিক বলতে পারিনা তবে বেণী বাবুর কথায় যা বুঝলেম তাতে তাঁর এ ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে যে এ বিবাহ যাতে না হয় আমি তার চেষ্টা করছি—তাঁদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে উত্তেজিত করছি—ইদানিং কয়েকদিন শরৎবাবুর সম্বন্ধে তুমি নাকি আমারই প্ররোচনায় খুব উদাসীন ভাব দেখাচ্ছ—এই আমার উপর তাঁর আক্রোশের কারণ—

বিজলী। এই কারণ ?

জগন্নাথ। হাঁ ছোট মা—

বিজলী। এই কারণ! শুধু এই জন্য বেণী বাবু আপনাকে কার্য্য থেকে বরখাস্ত করেছেন—

জগন্নাথ। মা, এই তিন পুরুষ তোমাদের নিমক খেয়ে বেঁচে আছি—আমার স্বর্গগত মনিব আমাকে জানতেন—এ ভিন্ন বরখাস্ত হবার মত কোন অপরাধই ত তোমার এ বুড়ো ছেলে করেনি মা!

বিজলী। কিন্তু—

জগন্নাথ। বল মা কিন্তু কি—বল মা—প্রকাশ করে বল—মনে যদি কোন দ্বিধা এসে থাকে আমাকে বল—আমি প্রাণপণে তা দূর করতে চেষ্টা করব—তিন পুরুষের চাকরী হারিয়ে আজ আমার যে দুঃখ হয়েছে তা আমি অবলীলাক্রমে সহ্য করতে পারছি—ভেবেছিলাম এই ভাবেই বুঝি দিন কাটবে—তাই কখনও ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি—বৃদ্ধ বয়সের কোন সংস্থানই রাখিনি—নেহাৎ দুরদৃষ্ট আমার—নইলে অমন মনিব আমার কেন অকালে চলে যাবেন? যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই—আগে দুধ ভাত খেয়েছি—এখন না হয় শাক ভাতই খাব, উপবাস করব—তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই—কিন্তু মা আমার সম্বন্ধে কোন কারণে যদি তোমাদের মনে কোন দ্বিধার ভাব থাকে তবে সে দুঃখ আমার মরণাধিক হবে—আমি সহ্য করতে পারব মা—

বিজলী। হুঃ—(স্বগত) কাকে বিশ্বাস করব—কেমন করে মনে করব যে এই সরল উদার চিরবিশ্বাসী কর্মচারী যাকে অকপটে আমার বাবা বিশ্বাস করে এসেছেন—সহোদরাধিক স্নেহ করে এসেছেন—সে আজ আমার স্বার্থের বিরোধী কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—কিন্তু নাঃ—একটা সমস্যা—নির্ম্মলদা' যদি না বলবে তবে আমাদের মধ্যে সেদিন যে কথা হয়েছিল তা

কি করে ঐ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—প্রাণ চায় না—তার সেই জঘন্য উপন্যাস বিশ্বাস করতে—কিন্তু এই সমস্যার ত কোনই মীমাংসা পাই না—বেশ কথা, দেওয়ান কাকাকে জিজ্ঞাসা করলে ত কতকটা বোঝা যাবে—(প্রকাশ্যে) দেওয়ান কাকা, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে—

জগন্নাথ। বেশ ত মা জিজ্ঞাসা কর—

বিজলী। কেশব চক্রবর্ত্তীকে আপনি চেনেন ?

জগন্নাথ। কেশব চক্রবর্ত্তী। কেশব চক্রবর্ত্তী ! কই না—আমি ত চিন্‌তে পারছি না—

বিজলী। এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত—

জগন্নাথ। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত—কি নামটা বল্লে মা—

বিজলী। কেশব চক্রবর্ত্তী—

জগন্নাথ। শাস্ত্রজ্ঞ আচারবান পণ্ডিত কেশব চক্রবর্ত্তী। না—মা—ও নামের কোন পণ্ডিত এতদ্দেশে নেই।

বিজলী। বেশ করে ভেবে উত্তর দিন—

জগন্নাথ। মা, তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদে ও অনুগ্রহে এ অঞ্চলের মূর্খই হউন আর পণ্ডিতই হউন—ধনীই হউন আর নির্ধনই হউন—জগন্নাথ দত্তের অপরিচিত কেউ নেই। পণ্ডিত এদেশে মাত্র দুজন আছেন—এক ভারতী মহাশয়, আর ব্রজকাণ্ড স্মৃতিরত্ন, তাঁরা তোমার জমিদারী থেকে বাৎসরিক বৃত্তি পান।

বিজলী। তবে, আচ্ছা, নির্ম্মলদা—হাঁ দেওয়ান কাকা, এই জমিদারীর অর্দ্ধেক নির্ম্মলদা'র—কি বলেন ?

জগন্নাথ। হাঁ একটা কথা মা, কথাটা ছোট বাবু এখানে থাকতে থাকতে কয়দিন আমি তোমাকে বলব বলব মনে করেছিলেম, কিন্তু নানা কারণে বলা হয়নি—আজ আমি যখন চাকরী ছেড়ে যাচ্ছি তখন আমার কর্ত্তব্য স্বর্গগত কর্ত্তা মহাশয়ের ইচ্ছাটা তোমায় জানিয়ে যাওয়া—

বিজলী তাঁহার দিকে চাহিলেন—জগন্নাথ বসিলেন—কয়েকবার ইতস্ততঃ করিলেন, তারপর বলিলেন—

শোন মা, ছোট বাবুর জমিদারীর অংশ কর্ত্তাবাবু কবলা করে নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু জমিদারী নেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না—তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করাই কর্ত্তাবাবুর উদ্দেশ্য ছিল—

বিজলীর ললাট কুঞ্চিত হ'ল

কর্ত্তাবাবু বেঁচে থাকতে যদি ছোট বাবু ফিরে আসতেন তবে ছোট বাবুর অংশ তিনি ফিরিয়ে দিতেন—

বিজলীর বদনমণ্ডল আরও কুঞ্চিত হইল

সেইজন্যই কর্ত্তাবাবু দুই প্রস্থ হিসাব বরাবর প্রস্তুত করিয়ে এসেছেন—

বিজলী। (স্বগত) ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

জগন্নাথ। সেইজন্যই নির্ম্মল বাবুর অংশের আয় থেকে ধার দেওয়া পঁচিশ হাজার টাকা কেটে নিয়ে, বাকী টাকা কর্ত্তাবাবু বরাবর ব্যাঙ্কে জমিয়ে এসেছেন—তাঁর ইচ্ছা ছিল এত টাকাও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া—

বিজলী। (স্বগত) উঃ বর্ণে বর্ণে মিল— একেবারে বর্ণে বর্ণে মিল—আর অবিশ্বাস নেই—কেশব চক্রবর্ত্তী সত্য কথাই বলেছ। উঃ এত নীচ সেই নির্ম্মল! আর এত বড় ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক এই বৃদ্ধ। আচ্ছা তাকে না পেলেও এই বৃদ্ধকে ত পেয়েছি—ছাড়ব না—হাতে হাতে আমি একে শিক্ষা দেব। (প্রকাশ্যে) দেওয়ানজী!—

জগন্নাথ অবাক হইয়া বিজলীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, বিজলীর নাসারন্ধ্র ক্রোধে ক্ষোভে কম্পিত হইতেছে—শোণিত লোলুপ শার্দ্দুলেরমত তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে।

কোথায় নির্ম্মল বাবু? (জগন্নাথ নিরুত্তর)—আমার কথা শুনতে পাননি—উত্তর দিন কোথায় নির্ম্মল বাবু? চুপ করে থাকলে আজ আমার হাত থেকে নিস্তার পাবেন তা মনে করবেন না। বলুন—আমি জানি—কোথায় নির্ম্মল বাবু, আপনি জানেন—

জগন্নাথ। সঠিক বলতে পারি না মা—

বিজলী। যতটুকু জানেন তাই বলুন—

জগন্নাথ। আমাকে তাঁর পত্র লেখার কথা ছিল—কিন্তু কোন সংবাদই তিনি আমাকে দেন নি—

বিজলী। কোথায় গিয়েছেন তিনি? বলুন—জবাব দিন—কোথায় গিয়েছেন তিনি?

জগন্নাথ। মা—

বিজলী। বৃথা চেষ্টা, আমাকে ভুলাতে পারবেন না—উত্তর দিন—কোথায় গিয়েছেন নির্ম্মল বাবু—

জগন্নাথ। আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি সে কথা গোপন রাখতে—

বিজলী। হুঃ, প্রতিশ্রুত হয়েছ তুমি সে কথা গোপন রাখতে। পাকা চুল মাথায় করে খাসা চা'ল চালতে গিয়েছিলে! উঃ এখনও তুমি আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? তোমাকে না বৃদ্ধ, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সহোদরের অধিক স্নেহ করতেন—তোমাকে না অকপট বিশ্বাস করতেন—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—কেন তুমি ব্যাঙ্কের এক লাখ টাকা আমার কাছে চাইলে না—আমি ত হাসতে হাসতে তোমাকে তা দিতাম, কেন চেয়ে নিলে না! কেন নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে গেলে—জমিদারীর অর্দ্ধেক কি—নির্ম্মলদা'কে যে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিতাম—তার চাইতেও হত না—এমনি দিতাম—এত ভাল আমি তাকে বেসেছিলাম—কেন, কেন তোমরা এই প্রতারণা করলে—কেন শরৎ মিত্রের কাছে আমার উঁচুমাথা হেঁট করালে—আজ সে আমাকে ব্যঙ্গ করে চ'লে গেল—উঃ—তার চেয়ে তোমরা দুজনে আমাকে গলাটিপে মেরে ফেললে না কেন—

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ। মা—মা—কি বলছ মা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না—

বিজলী। আবার ন্যাকা সাজছ! কিছু বুঝতে পারছ না—কিছু জানন৷ তুমি! বটে! আচ্ছা নির্ম্মল রায়ের যাবার খরচের টাকা কে দিয়েছে?

জগন্নাথ। তাঁর কাছে টাকা ছিল না তাই আমার কাছ থেকে—

বিজলী। অক্ষরে অক্ষরে বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে—আর দ্বিধা নেই—আর অবিশ্বাস নেই—আর সন্দেহ নেই—নিমকহারাম শয়তান—এই তোর নিমকহারামির শাস্তি!—

ত্বরিতে টেবিলের উপর হইতে পিস্তল তুলিয়া লইয়া গুলি করিতে গেলেন, দয়া ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল

ছাড়—ছাড়—কি ছাড়বি না—নীচ পরিচারিকা তোর এত দূর স্পর্দ্ধা—!

বলিতে বলিতে বিজলী উত্তেজনাবশে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, হাতের পিস্তলটি মাটিতে পড়িয়া গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইয়া প্রাচীর গায়ে গুলি প্রবেশ করিল, দয়া বিজলীর নিকট গিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

জগন্নাথ। একি! একি! ওরে কে আছিস—জল—জল—পাখা, পাখা—

দয়া। চুপ—গোল কর না—ভয় নেই—নির্ম্মল কোথায়?

জগন্নাথ অবাক হইয়া দয়ার দিকে চাহিয়া রহিল

শীঘ্র বল—কেউ এসে পড়বে—

জগন্নাথ। তুমি না বোবা—

দয়া। আহম্মক, শীঘ্র বল—নির্ম্মল কোথায়?

জগন্নাথ। ক'লকাতায়—এতক্ষণ বোধহয় জেলে।

দয়া। জেলে! কেন?

জগন্নাথ। দশ হাজার টাকার দেনার জন্য—

দয়া। মালখানা থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও—শীঘ্র তাকে নিয়ে এস—

জগন্নাথ। মালখানা থেকে আমি টাকা আনব কি করে? শরৎ বাবু সেখানে আছেন—

দয়া। আচ্ছা, রাত্রে ঝিলের পাশের ঐ পাহাড়ের কাছে এস—আমি টাকা এনে দেব।

জগন্নাথ। তুমি? কে তুমি?

দয়া। চুপ।

জগন্নাথ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছে—অবাক হইয়া দয়ার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—ব্যস্তভাবে শরৎ মিত্রের প্রবেশ

শরৎ। কি? কি? পিস্তলের শব্দ শুনলাম যেন একি! একি! খুন! —খুন!

জগন্নাথ। না—না—মূর্চ্ছা গিয়েছেন—

শরৎ। কে? ওঃ শালা বুড়ো বদমায়েস মালখানার চাবি না দিয়ে তুমি এখানে এসে পালিয়েছ—মামা তোমাকে খুঁজে হয়রাণ—কোথায় চাবি শুয়ার—

দয়া ত্রস্তে উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে চাবি লইল—তাহার হাতে চাবি দেখিয়া শরৎ বলিল—

এই যে—এই যে মালখানার চাবি—দাও।

দয়া নির্ব্বিকার ভাবে তাহা তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইল

কি দিলে না—দাও বলছি—তবে রে শালী—চাকরাণীর এত বড় স্পর্দ্ধা —ফেল চাবি হারামজাদী—

দৃপ্তা সিংহিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শরতকে বাহির হইয়া যাইতে দরজা দেখাইল—শরৎ তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইয়া—তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজনের বৈঠকখানা

সজ্জিত চেয়ার টেবিল, পার্শ্বে আলমারী, তাহাতে রক্ষিত আইনের পুস্তক। বাম পার্শ্বে একখানি বেঞ্চ, দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি তক্তপোষের উপর মুহুরী নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। পিছন দিকে আলমারীর পার্শ্বে অন্দরে যাইবার দরজা। দরজা খোলা, একটি সুদৃশ্য পর্দা ঝুলিতেছে। চেয়ারে বিজন উপবিষ্ট—তাহার চিত্ত অস্থির, মাঝে মাঝে লিখিতেছে এবং দেওয়াল স্থিত ঘড়ির দিকে চাহিতেছে। বেলা দশটা।

বিজন। নাগরলাল যমুনালালকে অনেক বলে ক'য়ে কোন মতে টাকা দেবার জন্য মাত্র একটি দিন সময় পেয়েছি, ভরসা—যদি কোন রকমে নির্ম্মল টাকাটা নিয়ে এসে পৌঁছায়, (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) তা হ'লে এ ট্রেণেও এলো না, আর ট্রেণ সে সন্ধ্যা ৫টায় (ক্ষণ পরে) বিপদ হয়েছে কিছু নিশ্চয়,—নইলে একটা কিছু খবর পেতামই।

চিন্তিত ভাবে উঠিযা বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিবা পরে পদচারণা করিতে করিতে

কি সর্ব্বনাশ। এখন টাকার যোগাড় কোত্থেকে করব ?

অন্দরের পর্দ্দা ঈষৎ উন্মুক্ত হইল—একটি বালিকার মুখ অর্দ্ধেক বাহির হইল—বালিকা ডাকিল—"বাবা বেলা হয়ে গেছে — স্নান করে খাবে এস"—মুখখানি অদৃশ্য হইল

যাচ্ছি মা, সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই সংবাদ দিত (সহসা) গোপাল, রাস্তায়

মোড় থেকে সেই কাবুলীটাকে—কিনাম না?—হ্যাঁ—আব্দুল—আব্দুলকে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এস।

মুহুরী। (লিখিতে লিখিতে) যাচ্ছি—

বিজন। শৈশব সুহৃদ সে আমার—তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আমার সুপরিচিত। তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রত্যেক ধাপটি পর্য্যন্ত আমার সুপরিজ্ঞাত, শুধু একটা জেদের—একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে—সে তার সমস্ত জীবন নিষ্ফল করে দিল, কিন্তু এখন উপায়! কি করব?—এক আধ টাকা ত নয়—দশ দশ হাজার টাকা? এ আমি আধ ঘণ্টার ভিতর কোত্থেকে যোগাড় করব?—কই গেলে না?

মুহুরী। (লিখিতে লিখিতে) এই যাই—

বিজন। আমার throughতে কাবুলীটা অনেক কারবার করেছে—কয়েকটা দিনের জন্য টাকাটা ধার দেবে না?—নিশ্চয় দেবে, তার পরে এক রকম করে তার টাকাটা শোধ করে দেব—কই, গেলে না তুমি?—

মুহুরী অপ্রতিভভাবে উঠিয়া বিজনের নিকট হাত পাতিল

বিজন। কি চাও?

মুহুরী। আজ্ঞে, টাকা।

বিজন। টাকা! টাকা কি হবে?

মুহুরী। আজ্ঞে কি আনতে হবে বল্লেন না?

বিজন। তোমার মাথা!—গলির মোড় থেকে আব্দুল কাবুলীকে ডেকে আনতে হবে।

মুহুরী। ওঃ—

সপ্রতিভভাবে প্রস্থান

বিজন। কিন্তু দশ হাজার টাকা কি সে আমাকে বিশ্বাস করে দেবে? আর অত টাকা তার কাছে আছে কিনা তাই বা কে জানে?

নেপথ্যে—"বাবা"—

যাই, যাবে আর আসবে বলে গেল—অথচ কোন সংবাদ নেই, এরই বা

কারণ কি? যাই দেখি সুধার হাতে যদি কিছু থাকে।

অন্দরে প্রস্থান

নেপথ্যে—মোটরের হর্ণ শোনা গেল

বিজনের ব্যস্ত পুনঃ প্রবেশ—সম্মুখ দিক হইতে শরতের প্রবেশ

বিজন। ওঃ আপনি! নমস্কার, কি সংবাদ?

শরৎ। নমস্কার! এই যাচ্ছিলাম এই পথে—একটু দেখা করতে এলাম।

বিজন। (হতাশভাবে) বসুন—আসছি এক্ষুণি।

অন্দরে প্রস্থান

শরৎ। (স্বগত) মণিহারা ফণীর মত ছট্‌ফটাচ্ছ কেন চাঁদ? টাকা যোগাড় করার চেষ্টায় আছ বুঝি! দেখ—ঘুরে ফিরে দেখ—ভিক্ষের ঝোলা কাঁধে নাও, শালা petty উকীল! দশ হাজার টাকা যোগাড় করবে তুমি—করো—একটু দেখে যাই—জগন্নাথ শালাকেও আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি। এতক্ষণ শালা নিমতলায়, সমস্ত পথ, সমস্ত ট্রেন, শালার সঙ্গে সঙ্গে ডিটেক-টিভের মত এসেছি—কোথাও একটু সুযোগ পাই নি, কলকাতায় নেমে শালা হেঁটে পাড়ি দিয়ে পয়সা বাঁচাবে মনে করেছিল, আমিও ট্যাক্সিওয়া-লাকে নগদ ঝক্‌ঝকে দশখানি নোট দিয়ে ধীরে ধীরে পেছন পেছন আসছিলাম—যাই শালা রাস্তা cross করতে গেল, অমনি ফস্ করে মোটরের motion বাড়িয়ে দিয়েছি শালার উপর দিয়ে চালিয়ে, এতক্ষণ বুড়োর গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে। আহা শালা—মা গঙ্গার কোলে তোকে আমিই বুড়ো বয়সে আশ্রয়টা দেওয়ালাম—আশীর্ব্বাদ করিস—যেন বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়। তার পর দেখব বিজলী—দেমাক কতখানি! বুড়োটার দশ হাজার টাকা ছিল—টাকাটা পাওয়া গেল না, এই যা। তা আর কি করব? নেমে টাকা আনতে গেলে তখনই ধরে পুলিশে দিত। গাড়ীর নম্বরটা যদি টুকে নিয়ে থাকে কেউ—তবে সোফেয়ার বেটার কিছু জরিমানা হবে, তা ত হবেই। দশ দশ খানা নোট গিলেছ—খান পাঁচেক তার ওপরাও শিখ বাবাজী,—নইলে বদ্‌হজম হবে যে।

বিজনের প্রবেশ—হাতে একটি গহনার বাক্স

বিজন। বসিয়ে রেখেছি শরৎবাবু, মাপ করবেন, আমি বড় বিপদে পড়েছি। একটু বাইরে যাব—যাব আর আসব।

শরৎ। আহাহা! বিপদে পড়েছেন! আচ্ছা তা আসুন না (স্বগত) শালা গহনা বন্ধক রাখতে যাচ্ছে, কেমন মজা, (প্রকাশ্যে) ওটা কি? দলিলের বাক্স? মক্কেলের দলিল বুঝি?

বিজন। হ্যাঁ।

বাহিরে প্রস্থান

শরৎ। (স্বগত) ও দলিলগুলি বুঝি তোমার। গায়ের দলিল! চুড়ি, হার, তাগা ইত্যাদি সব পাট্টা কবুলিয়ত?

মৃদু মৃদু হাস্য

মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। আসছে—বলে "যাতা হায়"—

শরৎ। কে?

মুহুরী। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞে আমি মনে করেছিলাম বাবু।

শরৎ। কেন, আমি কি বাবু নই?

মুহুরী। আজ্ঞে, আমি মনে করেছিলাম আমাদের বাবু। আপনি?

শরৎ। আমি—এই কয়েকটা মামলা আছে আমার, তাই—

মুহুরী। বসুন,—বাবু ভিতরেই আছেন—এই যাচ্ছি—

শরৎ। বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, বাইরে গেছেন—আসছেন।

মুহুরি। তামাক-টামাক?—

শরৎ। না, সিগারেট আছে।

নিজে একটা ধরাইলেন ও মুহুরীকে একটা দিলেন, মুহুরী সিগারেটটি কপালে ঠেকাইয়া শরতের দিকে পিছন ফিরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। দুই-চার টানেই সিগারেটটি পুড়িয়া গেল

মুহুরী। আজ্ঞে, এগুলো বড় ছোট—টান পোষায় না। কল্কি না হলে কি—

কাবুলীওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। (ভাঙ্গা হিন্দিতে) বাবু কাঁহা ?

মুহুরী। থোড়া একটু বৈঠ—বাবু আসছেন হায়।

শরৎ। কিসিকো ওয়াস্তে আয়া খাঁ সাহেব ?

কাবুলী। বাবু বোলায়া কিসিকো ওয়াস্তে হাম নেই জান্তা—

শরৎ। তোম্ রূপেয়া দাদন দেতা হায়—নেই ?—

কাবুলী। হাঁ বাবু, লেকিন—

শরৎ। তোম আভি যাও—আউর দো ঘণ্টা বাদ্ ফিন্ আও। বাবুকো সাত্ মুলাকাত হোগা, (স্বগত) এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিস বেটা কাবুলী—বাবু ততক্ষণ courtএ—

কাবুলী। বহুৎ আচ্ছা বাবু। সেলাম।

প্রস্থান

মুহুরী। বাবু ডেকে আন্‌তে বলেছিলেন—আপনি বিদায় করে দিলেন। বাবু আমাকে বকৃবেন।

শরৎ। তা হলে ওকে ডেকে বসাও, আমি উঠি।

মুহুরী। আজ্ঞে সে কি কথা।

শরৎ। ঐ কথা, কাবলীর গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ! তেষ্টানই দায় হয়ে উঠেছিল। বেশ বলছিলাম তোমার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা—মাঝখানে এসে উপস্থিত এক ষণ্ডামার্ক কাবুলী। হ্যাঁ, তারপর কি কথা হচ্ছিল, সিগারেট আর একটু লম্বা না হলে তোমার মানায় না—না ? আচ্ছা আমি London W. D. & H. O. Wills Companyর কাছে লিখে পাঠাব, সাম্‌নের চালান থেকে তোমার জন্য special আর একটু লম্বা করে পাঠাতে,—এই ইঞ্চি খানেক - কি বল ? আর একটু ঈষৎ মোটা—

মুহুরী। আজ্ঞে আপনি বোধহয় ঠাট্টা করছেন ?

শরৎ। (স্বগত) সেটাও বোধ হয় ? (হাসিয়া) তুমি বুঝি বাবুর মুহুরী ?

মুহুরী। আজ্ঞে।

শরৎ। নামটি ?

মুহুরী। আজ্ঞে শ্রীগোপালচন্দ্র

শরৎ। বেশ, বেশ। তা এতে কি রকম হয় টয়?

মুহুরী। আজ্ঞে, তা হয় একরকম।

শরৎ। বাবু শুনেছি, তোমার দিকে মোটেই তাকান না।

মুহুরী। আজ্ঞে, তাকানও আবার তাকানও না—

শরৎ। তাকানও—আবার তাকানও না সে কি রকম?

মুহুরী। আজ্ঞে তাই, এই আমার মাঝে মাঝে দুই একটি ভুলচুক হয় কি না—তাই বাবু মাঝে মাঝে আমার দিকে চোখ দুটো মোটা করে তাকান, তখন আমার বুক শুকিয়ে যায়। আর যদি মক্কেলের খরচের হিসাব টিসাব ধরেন তখন আমার দিকে মোটেই তাকান না—সেইজন্য বলছিলাম।

শরৎ। সে দিন ও জামিনটায় কত পেলেন?

মুহুরী। আজ্ঞে কোন জামিনটায়?

শরৎ। ঐ যে সে—সেদিন দেখলুম—নির্ম্মল না কি একটা ছেলের জামিন হচ্ছে।

মুহুরী। ওঃ। তিনি বাবুর বন্ধু,—পয়সা কড়ি কিছু পেলামই না কেবল খাটুনি সার। সে case এর তারিখ কাল ছিল, আবার আজকে আছে, তা সে warrant এর দায়িক ত পগার পার, এখন বাবুরই হাতে দড়ি পড়ার অবস্থা হয়েছে।

শরৎ। সে কি! কেন, কেন? এইত সেদিন তাঁর কাকার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা—তাঁর কাকা মারা গিয়েছেন—তাই টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে অনেক দিন আগে ফিরে এসেছেন। এসে দেখা করেন নি! সে কি! বন্ধুকে এই বিপদে ফেলে—না—না তিনি এসেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি—। সে কি হতে পারে—ভদ্রলোকের ছেলে—

মুহুরী। কি জানি মশায়, ভদ্রলোকের না কি লোকের ছেলে, বিলিতি গঙ্গাজল কিনে আন্‌তে আন্‌তে আমার জুতোর ত হাফ্‌সোল দুখানি খয়ে গেছে—

শরৎ। আহাহা, তাইত গরীব মানুষ! ঐ জুতো জোড়াটা বুঝি? বেশী পুরানো হয়নিত'—

মুহুরী। না বেশী দিন হয়নি, যেবার প্রথম কলকাতায় আসি সেইবার

কিনেছি। এই বছর তিনেক—না চারেক। না—চা'র বছর ত বাবুর মেয়েরই বয়স—এই বছর পাঁচেক হবে—

শরৎ। (স্বগত) তা হলে নাগর নির্ম্মলকুমার এখানে আসেন নি—তবে গেল কোথায়? মদ্‌টদ্‌ খেয়ে হয়ত কোথায় পড়ে আছে। একবার নাগরলাল যমুনালালের কাছে যাবার প্রয়োজন—সে আবার ধরা পাকড়ায় কিছু টাকা পেয়ে সময় টময় না দেয়—যদিও সে তেমন চিজ্‌ নয়—তবুও বলা যায় কি? আগে থেকে সাবধান করে রাখাই ভাল, (প্রকাশ্যে) এই যে বেলা সাড়ে এগারটা, courtএ যাবার সময় হয়েছে, উঠি তাহলে—

মুহুরী। (বিস্মিতভাবে) আজ্ঞে সে কি! বাবুর সঙ্গে দেখা না করে' উঠবেন?

শরৎ। কি আর করি বল? তোমার বাবু যে সেই একটি দলিলের গহনার বাক্স নিয়ে বেরিয়েছেন—আজ যে কোর্টে যান তাত মনে হচ্ছেনা, আমাকেও একবার বিশেষ কাজে একবার কোর্টে যেতে হবে—সেখানে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে,—

প্রস্থান

মুহুরী। আমি বাবুকে বারন ক'রেছিলাম—তাকি শোনেন? একে বন্ধু—তাতে ফ্রেণ্ড—তাতে আবার গোপনে গোপনে এক গ্লাস নাকি তাই-ই বা কে জানে? বিলিতী হল জিনিসটি ভাল—সেদিন খেয়েছিলাম এক ঢোক, দেরাজে বোতল গ্লাস রেখে যাই ভিতরে বন্ধু বাবুর গমন—অমনি উঠে এক গ্লাস মেরে দিলাম, ভারী আমেজ লেগেছিল। সেদিন আবার এলে আর এক গ্লাস খাব, বেশ জিনিস—

বিজনের প্রবেশ

বিজন। কই সে কাবুলীটা কোথায়?—পাওনি তাকে?

মুহুরী। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে—না—

বিজন। তবে এখনও বসে কচ্ছ কি? চা'ন করে খেয়ে নাওনি কেন?

মুহুরী। আজ্ঞে—একটি বাবু এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে কথায় কথায়—

বিজন। হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরৎবাবু—কোথায় গেলেন তিনি?

মুহুরী। আজ্ঞে খানিকক্ষণ দেরি করে এই খানিকক্ষণ আগে গেলেন, বল্লেন কোর্টে দেখা করবেন—(বলিতে বলিতে প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া) আর বল্লেন যে আপনার বন্ধু ঐ নির্ম্মলবাবু টাকার জন্য তাঁর কাকার কাছে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর কাকা মারা যাওয়ায় টাকার যোগাড় করতে পারেন নি, তিনি ত অনেকদিন আগে কলকাতায় ফিরেছেন—

বিজন। ফিরেছেন! বল্লেন শরৎবাবু।

মুহুরী। (যাইতে যাইতে) আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি তাই বল্লেন—

ভিতরে প্রস্থান

বিজন। সাবাস্ দুনিয়া। শেষে নির্ম্মলটাও এই করলে। (সহসা) হয়ত সব সংবাদ শুনে বহু চেষ্টা করেও টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে সে কোর্টে অপেক্ষা করছে। তাই সম্ভব—লজ্জায় সে আমার সঙ্গে দেখা করেনি, তাই—ঠিক তাই। কিন্তু কি করব? সুধার সমস্ত গহনা বন্ধক রেখেও পাঁচ হাজার টাকার বেশী সংগ্রহ করতে পারলেম না। তাও সে ভদ্রলোক বাড়ী নেই—তাঁর ছেলের কাছ থেকে এক রকম জোর করেই এনেছি।

কাবুলীওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। সেলাম বাবু সাহেব। আপ্ হামকো বোলায়াৎ হ্যা?

বিজন। হাঁ খাঁ সাহেব। হামারা আদমী কো সাথ আপকো মুলাকাত নেহি হুয়া?

কাবুলী। নেহি মুলাকাত হুয়া! হামতো এক দফে আ গিয়া।

বিজন। বহুৎ আচ্ছা, আপ হামকো পাঁচ হাজার রুপেয়া দো তিন রোজকা ওয়াস্তে ধার দেনে চুকে গে?

কাবুলী। আলবৎ ছকে গা—মক্কেল কাঁহা?

বিজন। হাম লোক আপনা ওয়াস্তে মাঙ্গতা হ্যায়।

কাবুলী। আভিত রুপেয়া নেহি বাবু—দু এক রোজ বাদ—

বিজন। (হাসিয়া) হাম লোক সুদ দেগা জরুর—

কাবুলী। রুপেয়ামে দো আনা কি মাহিনা। বাবু আপ্ লোক ত সুদ্কা রেট জানতে হে।

বিজন। হাঁ ওসব ঠিক হোগা—তম রূপেয়া লেকে আও—

কাবুলী। পাঁচ হাজার ?

বিজন। হাঁ পাঁচ হাজার। (কাবুলীর প্রস্থান) শেষকালে এই ছোটলোকের কাছেও হাত পাততে হ'ল— গোপাল—গোপাল —

গামছা কাঁধে তেল মাখিতে মাখিতে গোপালের প্রবেশ

গোপাল। ডাক্‌ছেন ?

বিজন। কাবুলীওয়ালার সঙ্গে নাকি তোমার দেখা হয়নি ? সে যে বল্লে দেখা হয়েছে—আর একবার এসেও গিয়েছে।

গোপাল। আজ্ঞে, আমার অতটা খেয়াল ছিলনা।

বিজন। তুমি একটি idiot—

গোপাল। আজ্ঞে। (ভিতরে প্রস্থান)

বিজন। একটা আস্ত গো-মূখ —(সহসা ঝন ঝন করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল (বিজন Receiver লইয়া) Hallo—ye Bijan Mitter. House Surgeon! Medical College!—Accident? Motor accident? motor accident? জগন্নাথ দত্ত?— কত নম্বর বেড বল্লেন? আচ্ছা এক্ষুনি আসি —জগন্নাথ কে? Medical College, 2nd floor bed 13 সে কে? আমাকে টেলিফোয় ডাকল কেন? (ভাবিয়া) ও জগন্নাথ আর কেউ না ও নির্মল,— নিশ্চয় নির্মল—নৈলে courtএ যাবার আগে যেতে বল্ল কেন? গোপাল—গোপাল—

ভিজে কাপড় হাতে সগু স্নাত গোপালের প্রবেশ

গোপাল। ডাকছেন ?

বিজন। হ্যাঁ, চট্ ক'রে একখানি ট্যাক্সি ডাক'ত—চট্ করে।

গোপাল। আজ্ঞে ভিজে কাপড়টা শুকুতে দিয়ে আসি—

বিজন। একটু পরে শুকুতে দিও—(কাপড় রাখিয়া গোপালের বাহিরে প্রস্থান) কী সর্বনাশ!. Medical Collegeএ কেন? Seriously

wounded হয়েছে নিশ্চয়—নইলে ক'লকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করেনা নির্ম্মল ? এও কি সম্ভব ?

নেপথ্যে—"বাবা, বেলা যে বারটা বাজে"

যাই মা, Medical College থেকে ফিরে এসে কি আর courtএ যাবার time থাকবে ? কিন্তু যেতে যে হবেই, court timeএর আগেই—দেখা করতে বলেছে।

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আজ্ঞে পেলুম না।

বিজন। বড় রাস্তায় একটাও ট্যাক্সি পেলে না! কোথাকার বর্ব্বর ! একটাও ট্যাক্সি পেলে না ?

গোপাল। আজ্ঞে পেয়েছিলুম একটা—

বিজন। ডাকলে না কেন ?

গোপাল। আজ্ঞে গাড়ীর ভিতর সুন্দর সুন্দর তিন চার জন মা-ঠাকুরুণ রয়েছেন।

বিজন। Rascal কোথাকার—

দ্রুত বাহিরে প্রস্থান

গোপাল। (মাথা নীচু করিয়া) আজ্ঞে তবু আমি হাত ইসারা করে ডেকেছিলুম। তা' গাড়ী থামিয়ে তাঁরা সবাই হেসে উঠলেন—আর যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করতে লাগ্‌লেন—তাই লজ্জায় পালিয়ে এসেছি—

মুখ তুলিয়া দেখিল বিজন নাই—ভিজে কাপড় লইয়া অন্দরে প্রস্থান

কাবুলীওয়ালার প্রবেশ

কাবুলী। বাবু কাঁহা গিয়া। বাবু, বাবু—

গোপাল। (নেপথ্যে) একটু বৈঠিয়ে কর খাঁ সাহেব। বাবু বাহির মে গৈছেন,—আতা হায়—খানিক পরে।

কাবুলী। কেৎনা দেরী হোবে?

গোপাল। (নেপথ্যে) তোম্ বৈঠ্ করকে বিড়ি উড়ি ধোঁয়া কর—বাবু আতা হ্যায়।

কাবুলী টাকা ও নোট গুণিয়া থাকে থাকে সাজাইতে লাগিল

নির্ম্মলের দ্রুত প্রবেশ

নির্ম্মল। বিজন, বিজন—বিজন কি courtএ গেছে খুকী?

গোপাল। (নেপথ্যে) বসুন,—

পরদা সরাইয়া গোপাল উঁকি দিল, তাহার হাত উচ্ছিষ্ট

বাবু একটু বাইরে গেছেন—বসুন, এলেন ব'লে।

ভিতরে প্রবেশ

নেপথ্যে। কাকাবাবু, ভিতরে আসুন—চা'ন কর্বেন।

নির্ম্মল। নাঃ—আমি বিজনের সঙ্গে একটু দেখা করেই যাব, অনেক কাজ। (স্বগত) এতক্ষণ courtএ বিজনের জন্য অপেক্ষা করলুম—দেখা পেলুম না। তাই কোন অসুখ ক'রেছে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি আবার চ'লে এলুম। এই বেলা বারটার সময় বিজন আবার গেল কোথায়? কা'ল বিকেল চা'রটায় এসে কলকাতায় পৌঁছিছি। courtএ খোঁজ নিয়ে জানলাম বিজন একদিনের time নিয়েছে। টাকার যোগাড় কর্ত্তে পারিনি বলে লজ্জায় আর তার সঙ্গে দেখা করিনি—আজ সোজা courtএ গিয়ে হাজির ছিলুম। বিজনের এই অনর্থক বিলম্ব দেখে আমার বড় ভয় হয়েছিল—যাক্ বিজনও ভাল আছে। কিন্তু—আজ থেকে বহির্জ্জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ লোপ হবে। নাগরলাল যমুনালাল courtএ ঘুরছে দেখে গিয়েছিলাম তাকে কয়েকটা দিন timeএর জন্য ব'লতে,—গিয়ে দেখি পার্শ্বে আমার চির মিত্র—চির বান্ধব শরৎচন্দ্র!—আর এগুলাম না। জেলে যাই যাব, তা বলে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে পারব না।

প্রশ্নালোদ্ভত

কাবুলী। বাবু, দেখিয়ে বাবু এ নোটকা দো নম্বর হ্যায় কি নেহি?

নির্ম্মল। [দেখিয়া] ওঃ—এ দুটো কাটা অর্দ্ধেক জুড়িয়েছে—নম্বর মেলেনা।

কাবুলী। নেহি চলে গা?

নির্ম্মল। Currency officeএ নিয়ে যাও—চলবে, এত নোট টাকা কি হবে হে?

কাবুলী। উকীল বাবু পাঁচহাজার রূপেয়া মাংতা।

নির্ম্মল। কে বিজন—বিজনবাবু!

কাবুলী নিজ মনে নোট গুণিতে লাগিল

(স্বগত) এ বন্দোবস্ত আমারই জন্য, বিজন ভেবেছে আমি পালিয়েছি।

বাক্স হাতে জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ

ভদ্রলোক। বিজন বাবু,—

নির্ম্মল। তিনি বাসায় নেই।

ভদ্রলোক। (অন্দরের কাছে গিয়া) খুকুমণি, তোমার মাকে এদিকে একটু ডেকে দাওত'—আমার কথা বল—

নেপথ্যে চুড়ির শব্দ হইল খুকী বলিল

"মা এসেছেন—বলুন"—

ভদ্রলোক। (পরদার ওপাশে বাক্সটি রাখিযা) বৌমা, বাক্সটি তুলে রাখুন। বিজন বাবুর কি মাথা খারাপ হ'য়েছে! কত লোকে তাকে বিশ্বাস ক'রে লাখ লাখ টাকার দলিল তার কাছে রেখে যাচ্ছে। আর আমার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাওলাত এনেছেন তার জন্য আবার গহনা বন্ধক! ছিঃ—ছিঃ—আমি বাড়ীতে ছিলাম না। ছেলেটা একটা গণ্ড মূর্খ। আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি বৌমা, বিজনের এই পর পর ব্যবহারে।

নেপথ্যে। ওটা আপনার কাছে থাক জ্যেঠামণি—বাবা গিয়ে আনবেন।

ভদ্রলোক। (যাইতে যাইতে) হ'য়েছে—তোমার আর জেঁপোমী করতে হবে না—

নেপথ্যে। বাঃ আমি কি করলুম—মা বললে বললেন—

কে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল

ভদ্রলোক। আমিও তোমার মাকেই বলেছি—

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

নির্ম্মল। (স্বগত) এইভাবে তুমি টাকার যোগাড় ক'রছো বিজন! হা অদৃষ্ট! যদি কখনও সুদিন হয় বিজন—যাক্ এ জীবনে ত' নয়—পারি ত' পর জীবনে তোমার ঋণ শুধ্‌ব।

কাবুলী। ব্যস্,—দশ রূপেয়া কম পাঁচ হাজার—

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। বাবুর ব্যাগ ট্যাগ—

নির্ম্মল। সে সব আননি, court থেকেই বরাবর আস্‌ছি। আপনারা যে এখনও courtএ যান নি—

গোপাল। একটু দেরী হ'য়ে গেছে—এখুনি যাব।

ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

নির্ম্মল। কি?

গোপাল। তাই—কিনতে হবে নাকি? তা হ'লে চট করে কিনে দিয়ে যাই।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) পয়সা কাছে নেই—court থেকে সোজা হেঁটে এসেছি, ট্রামের পয়সাও নেই—

গোপাল। তা' আমি আন্‌ছি—বাবু এলে দামটা চেয়ে দেবেন।

নির্ম্মল। (হাসিয়া) তার জন্যেও নয়—ওটা ছেড়ে দিয়েছি কি না?

গোপাল। (বিমর্ষ ভাবে) ওঃ—

খাতা পত্র গুছাইতে লাগিল

নেপথ্যে ট্যাক্সির হর্ণ—দ্রুত বিজনের প্রবেশ

বিজন। যাক্, বাঁচা গেল—(নির্ম্মলকে দেখিয়া) আরে কে ও? মাই ডিয়ার —ডুমুরের ফুল! কি মনে করে হে? গিয়ে অবধি একখানা চিঠিও লিখলে না—আমি মনে করলাম—কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে। কি হে মুখে যে হাসি নেই। একেবারে যে স্পিকটি নট? ব্যাপার কি? টাকার যোগাড় হয় নি বুঝি?

নির্ম্মল। টাকার যোগাড় না হ'ক্—মানুষের যোগাড় ত হয়েছে।

বিজন। তা' হলে মানুষটি একটু তাজা হ'য়ে নাও। ও কে? খাঁসাহেব, বহুত তক্লীফ হুয়া আপলোক কো।

কাবুলী। কুছ নেই বাবু সাহেব।

বিজন। হামকো আভি রূপেয়াকো কুছ জরুরৎ নেহি—হোনেসে আপ্‌কো খবর দেগা—

কাবুলী। বহুত তকলীফ্ হুয়া বাবু—

বিজন। (একটি টাকা দিয়া) আপ্‌কো বহুত তকলীফ হুয়া। এই লিজিয়ে আপ্‌কো নজর,—

কাবুলী। (টাকাটি নিয়া) নেহি, তকলীফ্ কুছ্ নেহি হুয়া।

বিজন। কি হে, ঠায় ব'সে রইলে যে! নেয়ে খেয়ে নাও—

নির্ম্মল। আর ভাই,—একেবারে রাজ অতিথি হ'য়ে রাত্রে সেই রাজভোগই খাওয়া যাবে। কা'ল থেকেই আমার নিমন্ত্রণ ছিল—একটা দিন তুমিই অনর্থক পিছিয়ে দিলে—যাক্‌গে। এখন আর খাবনা—গুরু ভোজনের আগে একটু লঙ্ঘন দেওয়া ভাল।

বিজন। রাজ-অতিথি হওয়াটা আর তোমার ভাগ্যে এবার ঘটে উঠলো না ভাই;—সুতরাং এই দীনের আতিথ্যই তোমাকে গ্রহণ ক'রতে হবে!

নির্ম্মল। বিজন—চিরকাল আমায় তুমি দেখে আসছ—আজও আমায় চিন্‌লে না;—তোমার স্ত্রীর গহনা বন্ধকের টাকায়, কাবুলীর কাছে কর্জ্জ করা টাকায় আমি নিজেকে বাঁচাব! তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হব!—নাঃ—এত অধঃপতন এখনও হয় নি।

বিজন। এসব খবর তোমায় কে দিলে? কাবুলীকে ত' তোমার সাম্‌নেই বিদায় দিলাম। আমার অত মাথা ব্যথা হয়নি—হ্যাঁ—

নির্ম্মল। সে ত' তোমার মুখ চোখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি। এই

কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে না-খাওয়া, না নাওয়া—court এর time নষ্ট ক'রে খামখা ঘুরে বেড়াচ্ছ! যাক্, তুমি চট্ করে নেয়ে খেয়ে নাও,—

বিজন। নাও ভাই,—ওঠো। গোপাল!

গোপাল নিকটে আসিলে বিজন তাহার কানে কানে কহিল—গোপাল চলিয়া গেল

ভয়ের কারণ নেই—তোমার উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আছে।

নির্ম্মল। নাগরলাল যমুনালালের কৃপাদৃষ্টির ফলটা ত আগে ফলুক—তারপর সে পরে দেখা যাবে।

বিজন। না হে, না—তোমার রাজ-অতিথি হওয়ায় একটা প্রবল আপত্তি দাঁড়িয়েছে—তোমার ভগ্নী তা'তে কিছুতেই রাজী নন্।

নির্ম্মল। আমার ভগ্নী। কে, এঁ্যাঃ—বিজলী!—বিজু! সে এসেছে?

বিজন। হ্যাঃ। বিজলী প্রভা। তিনি আসেননি—তবে তিনি দশ হাজার টাকা দিয়ে তাঁর এক কর্ম্মচারী—কি নাম না—

নির্ম্মল। এ সেই জগন্নাথেরই কাজ—বিশ্বাসঘাতক!

বিজন। হ্যাঁ—জগন্নাথ, জগন্নাথবাবু। তাঁকে দিয়েই তোমার ভগ্নী দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ট্রেনেই তিনি আসছিলেন—পথে মোটর চাপা প'ড়ে যেতে হ'ল তাঁকে Medical College এ—

নির্ম্মল। মোটর চাপা প'ড়েছেন! সর্ব্বনাশ! কোথায় আঘাত লেগেছে? বাঁচবেন ত'?

বিজন। বেঁচেছেন—তবে একখানা পা amputat করতে হবে। ডান পা খানার উপর দিয়ে মোটরের চাকা চ'লে গিয়েছিল। (নির্ম্মল উঠিল) ওকি উঠ্‌লে যে—

নির্ম্মল। বল কি বিজন,—সর্ব্বনাশ! আমি Medical College-এ যাচ্ছি।

বিজন। আগে court-এ যেতে হবে ত'। আর Medical College-এ গেলে ত এখন তোমায় দেখতে দেবে না,—আবার সেই বিকাল—চা'রটায়—

নির্ম্মল। বিকাল চা'রটায় আমি কি করে দেখতে যাব বিজন? তুমি কি মনে করেছ অপরিণত বুদ্ধি বালিকাকে ফাঁকি দিয়ে তার টাকায়—তার দয়ার দানে আমি আত্মরক্ষা ক'রব? যে সম্পত্তি আমি একদিন ন্যায্য

অধিকারী স্বরূপে বিক্রয় করে ফেলেছি—আজ সেই সম্পত্তির উদ্বৃত্ত ভিক্ষার অর্থে আমার স্বাধীনতা ক্রয় ক'রতে হবে। মুখভার ক'রো না বিজন—তোমার সদা প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমায় দুর্ব্বল ক'রোনা—আমায় মানুষের মত,বংশের সন্তানের মত সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে দাও। আসুক বিপদ—সে আমার কি করবে ? এক একটা ক'রে মনে করে দেখ দেখি বিজন—কোন অমানুষিক লজ্জাস্কর ব্যাপারের নায়কত্ব আমি না করেছি ?—তার চাইতে কি civil jailটাই আমার বেশী লজ্জার কথা ভাই। দুঃখ ক'রোনা বিজন—একটা অশুভ উল্কার মতই আমি তোমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছিলাম—সেই ভাবেই আজ স'রে যাচ্ছি। আমি জেলে যাবই বিজন—তুমি কিছুতেই আমায় ঠেকাতে পারবে না। আমার গোঁ ত' তুমি জান—বৃথা কেন এ হতভাগার সঙ্গে তুমিও কষ্ট পাচ্ছ ?—ও টাকা Medical College-এ গিয়ে চ'ল তাঁ'কে ফিরিয়ে দিয়ে আসি—ন্যায্য দাবী—মূল্য নিয়ে বিক্রয় করেছি —সেখান থেকে ভিক্ষা অসম্ভব—

নেপথ্যে। কাকাবাবু, একটু এগি'য়ে শুনুন।

নির্ম্মল পর্দ্দার নিকটে যাইতেই শুধু এক গাছি শাঁখা পরা—সুগোল সুগৌর একখানি হাত নির্ম্মলের হাত ধরিয়া ফেলিল

নির্ম্মল। আঃ—ছাড়ুন ছাড়ুন বৌ'দি, আসছি আসছি—এই একটু কথা বলেই আসছি—

নেপথ্যে। মা বলছেন—(নিম্নস্বরে) এ্যাঃ কি ? (প্রকাশ্যে) কথাটথা এখন থাক্, আগে নেয়ে খেয়ে নিন—নৈলে তিনি হাত ছাড়বেন না।

বিজন। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি হে—খুব যে কথার আতসবাজী ছুঁড়ছিলে—বারুদ ফুরিয়ে গেল নাকি ?

নির্ম্মল। এই সুন্দর হাতখানাকে তুমি শাঁখাসার ক'রে গহনা বন্ধক দিচ্ছিলে—বেশ যাহোক্—

ভিতরে গমন

বিজন। ঐ রকম আর দু'খানি হাতেও শাগগীরই শাঁখা পরাবার ব্যবস্থা হচ্ছি—

হাস্য

ভিতরে নির্ম্মল। তুমিও এসে নেয়ে খেয়ে নাও।

বিজন। (নির্ম্মলকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে) কি চাই আপনার? আজ্ঞে হাঁ আমারই নাম বিজনবাবু। মোকদ্দমা? Partition suit? দেখি আপনার কাগজপত্র—নির্ম্মল, তুমি চট্‌ ক'রে নেয়ে খেয়ে নাও, আমি এই ভদ্দরলোকের case-টা একটু দেখেই আস্‌ছি—

ভিতরে নির্ম্মল। শীঘ্র এস—

বিজন। যাচ্ছি—

দ্রুতপদে বাহিরে প্রস্থান

ভিখারীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গান

ওরে পথ ভোলা মন—
কেন বিপথে কুপথে গিয়ে কর মিছে জ্বালাতন।
চাহ—পিছু পানে চাহ—
শ্যাম ছায়া বাথি তেয়াগিয়া কেন—
বরিলে রৌদ্র দাহ—
এ পথে তপ্ত মরুভূর বালি—
রোদে ঝলসিয়া ধাঁধা দেয় খালি
মায়া দীঘিকা—মৃগ তৃষ্ণিকা
দূরে সরে অনুখন।

ভিখারী। জয় হোক জুটি ভিক্ষা পাই মা—(ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ) জয় হোক জুটি ভিক্ষা পাই মা—কেউ নেই যে—(একটি হুঁকা লইয়া) বাঃ বেশ বাঁধান হুঁকাটি ত'।

বাহির গমনোদ্যত

ভিতর হইতে নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। কই হে, বাবু কোথায়?

ভিখারী। (হুঁকাটি রাখিয়া) একটু বাইরে গেছেন।

নির্ম্মল। তোমার মোকদ্দমা নাকি হে?

ভিখারী। (স্বগতঃ) কি বলি? (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

নির্ম্মল। কি মোকদ্দমা?

ভিখারী। আজ্ঞে তা' আমার দাদা জানেন—তিনি বাবুর সঙ্গে গিয়েছেন কিনা—দেখি এখনও আসছেন না কেন?

দ্রুত প্রস্থান

মোটরের হর্ণ, বিজনের প্রবেশ

বিজন। এই যে তোমার খাওয়া হয়েছে। ভাই, একটা সর্ব্বনাশ হ'যেছে।

নির্ম্মল। কি?—কি হ'গেছে ভাই? এই মাত্র তোমার সেই মক্কেলটা তোমাকে খুঁজতে ছুটে গেল--তুমি আবার হাঁপিয়ে আসছ। কি হয়েছে বিজন—

বিজন। ভাই, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া হতাশার অভিনয়

নির্ম্মল। (কাছে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) অমন ক'রছ কেন ভাই? কি হ'য়েছে?

বিজন। (মুখ তুলিল—মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন) ভাই, আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আর উপায় নেই—

নির্ম্মল। আমায় বল ভাই, কি হ'যেছে,—কেন তুমি এমন কর্চ্ছ? তোমার এই অবস্থা দেখে যে আমার নিষ্ঠুর চোখেও জল আসছে ভাই। নীরব থেকোনা—বল—উত্তর দাও—আর আমাকে সংশয়ে রেখোনা—

বিজন। তুমি কি ক'রবে—তুমি কি ক'রবে নির্ম্মল—তোমার কোনও সাধ্য নেই—আমার রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই।

নির্ম্মল। তোমার উপায় নেই। তোমার রক্ষা নেই। এ হ'তেই পারেনা। চির পরহিতব্রত সন্ন্যাসী সংসারী, তোমার রক্ষা নেই—এ আমি বিশ্বাস ক'রতে পারিনা। নিশ্চয় আছে—আমাকে খুলে বল আমি তোমার উপায় ক'রব।

বিজন। [সহসা উঠিয়া হাত ধরিয়া] করবে?—উপায় ক'রবে—সত্য বল,—উপায় আছে তোমার হাতে—বল উপায় করবে, বল যা বল্‌ব—ক'রবে?

নির্ম্মল। ক'রবো, আমি বুঝেছি কি হয়েছে, তার জন্য ভাবছ কেন ভাই।

তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি ত' জেলে যেতে প্রস্তুতই, তোমার লজ্জা কি ভাই ? চেষ্টা তুমি যথেষ্টই করেছ—আমিও ক'রেছি, কিন্তু প্রাক্তন ! প্রাক্তন ! লোকটাকে ছুটে পালাতে দেখেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল—থাক, বলো আমাকে কি করতে হবে, আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্বর্গগত পিতৃদেবের নামে—

বিজন। যথেষ্ট, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। নির্ম্মল, ভাই, প্রতিজ্ঞা করেছ—আমার কথা রাখ্‌বে, ভাই এইবার ফেরো—আর ছন্নছাড়া জীবনের পথে ছুটোনা, (নির্ম্মলের দুটি হাত ধরিয়া) রাখবে ভাই—বল রাখ্‌বে (নির্ম্মল নতশির হইয়া ঈষৎ ঘাড় নাড়িল) আঃ কিন্তু ভাই, আমি যে একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি—আমি তোমার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা ক'রেছি—তোমার সরল বিশ্বাসের সম্মান নষ্ট করেছি ;—তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আমি সেই টাকা কোর্টে জমা দিয়ে এসেছি, আমি অন্যায় ক'রেছি—আমি জান্‌তাম, তুমি আমার এ ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রবে না—তাই এতক্ষণ তোমার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় ক'রেছি, অভিন্নহৃদয় বন্ধু, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মহামানব, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর—আবার আগের মত প্রসন্ন হাসিতে আমার বুকের গ্লানি, মনের কুণ্ঠা দূর ক'রে দাও, আবার তেমনি বিজন ব'লে ডাক ভাই।—

নির্ম্মল। বিজন, সাবাস ভাই, এই খেই হারা জীবনের সমষ্টি করা অপচয় রাশির মধ্যে তুই আমার একমাত্র হারান মানিক, ভাই,—তোর অকৃত্রিম স্নেহের আঘাতে আজ আমার ঔদ্ধত্য একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ধূলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তোকে ক্ষমা করব আমি। পাগল ! তবে হাঁ, তোর কথা রাখব—আর জীবনে পাপ পথে পা' দেবোনা—যেমন তোর মুখের একদিনকার একটি কথায়—আমি আমার চিরসঙ্গী মদকে ছেড়েছিলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিজলীর বাটী

টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে বই পড়িতে পড়িতে বিজলীর তন্দ্রা আসিয়াছে, দয়া সন্তর্পণে আসিয়া টেবিলের উপরের চিঠিগুলি এক একখানা করিয়া দেখিয়া একখানা বাছিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল, -

ক্ষণপরে বেণীবাবু প্রবেশ করিলেন

বেণী। বিজলীর মুখখানির দিকে চাইলেই বুকের মধ্যে জেগে ওঠে একটা ঘুমন্ত স্বপ্ন,—বহুদিনের বিস্মৃত এক কিশোরীর করুণ কাহিনী, আমার প্রথম যৌবনের সেই মাদক আকর্ষণ যা আমাকে উন্মাদ ক'রে তুলেছিল' সেই কিশোরী রেবতীর কন্যা। এমনই ছিল তার নিটোল মুখের ছাঁচ—এমনই সরল সুন্দর নাসা—এমনিই আপন ভোলা সরল চাউনি—এমনই ঘিয়ের মত উজ্জ্বল সুগৌর বর্ণ! সেই আমার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবীকে যখন পাষণ্ডেরা নিয়ে তার কপালে এঁকে দিল অক্ষয় কলঙ্কের দাগ। সেই কালিমাখা মুখে বিশ্বে সবার উপেক্ষিত হ'য়ে—সবার ঘৃণিতা - সমাজের পরিত্যক্তা সে যখন এসে অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে আমার দুয়ারে এসে দাঁড়াল—কেন—কেন—কেন তখন তুচ্ছ লোকলজ্জার ভয়ে আমি তাকে আশ্রয় দিলাম না—? কেন দিলাম না? যে আজীবন এই চিরকুমারের বুক জুড়ে উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলছে- -আজও এত দিনের অদর্শনেও যার ছবি এতটুকুও ম্লান হয়নি—কেন তখন সমাজ-শাসনের ভয়ে তার ব্যাকুল ভীত হরিণ চোখের ধারা দু'হাতে মুছিয়ে দিইনি! ওঃ—হে দেবী, আজ তুমি কোথায় জানিনা, হয়ত' তুমি স্বর্গে থেকে আমার এই অন্তর্দাহ দেখে মনে মনে হাস্‌ছ!—কিন্তু মৃত্যুর পর যদি জন্ম থাকে—রেবতী—রেবতী—সেবার তোমাকে দেখাব' আমি কত ভালবাসতাম—! যতদিন না আসবে, এ বুকের সিংহাসন আমার এমনি শূন্য প'ড়ে থাক্‌বে- আজীবন—জন্ম জন্ম—

সহসা বিজলী স্বপ্নঘোরে বলিয়া উঠিল—"নির্ম্মলদা"

বেণী। নির্ম্মল নই মা, আমি।—

জাগিয়া চক্ষু মুছিয়া

বিজলী। কে? কাকাবাবু। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম।

বেণী। এমন অসময়ে ঘুমুচ্ছিলে যে মা?

বিজলী। এই বইটা প'ড়তে প'ড়তে কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছি টের পাইনি —আমি নির্ম্মলদা'কে স্বপ্নে দেখছিলাম।

বেণী। নির্ম্মল কি ফিরে এসেছে মা?

বিজলী। না কাকাবাবু—সেই যে না ব'লে চ'লে গিয়েছে—আর সে আসেনি একখানা চিঠিও লেখেনি—

বেণী। মা, আমি শরতের কাছে নির্ম্মলের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি—তাই আমি তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি, আজ তোমার বাবা নেই—সমস্ত ব্যথার—সমস্ত ভাবনার বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে আমার ব্যথার দরদী, বিপদের আশ্রয়দাতা প্রাণের বন্ধু চলে গিয়েছে—তার একমাত্র স্মৃতি তুমি—এক বিন্দু চিহ্ন মাত্র, তোমার সুখ দুঃখ ভাবনা চিন্তা সব যে আমার মা, স্থির থাকতে পারলাম না মা তাই তোমার এ বুড়ো ছেলে তোমার কাছে ছুটে এসেছে,--

বিজলী। কি জন্য এসেছেন কাকাবাবু? কি শুনেছেন শরৎবাবুর কাছে?

বেণী। বল্‌ছি মা ক্রমে ক্রমে মা আজ তোমাকে আমি সবই খুলে বল্‌ব। তুমি ছোট হলেও বুদ্ধিমতী, সবগুলি কথা বেশ ক'রে ভেবে দেখবে, বেশ বুঝে উত্তর দেবে তোমার কথার বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বুড়ো ছেলে কোনও কাজ ক'রবে না মা, অবশ্য শরতের সব কথা আমি বিশ্বাস করিনি —কিন্তু দু'একটা কথা যে বিশ্বাস করিনি তাও নয়, সেই জন্যই এসেছি, তোমার বাবাকে তুমি জান্‌তে—তোমার জ্যেঠামশাই নির্ম্মলের বাবাকে জানতেনা। দু'জন ছিলেন চরিত্রে ও ব্যবহারে ঠিক বিপরীত। তোমার বাবা কোনও দিন তোমার জ্যেঠামশায়ের কোন দোষ গ্রাহ্য করেন নি—কিন্তু তোমার জ্যেঠামশাই বরাবর আমাদের শত্রুতাচরণ ক'রে এসেছেন,

আমাদের মানে আমার ও তোমার বাবার, আমি তোমার বাবার আবাল্য বন্ধু ছিলাম। আমি দরিদ্রের ঘরের ছেলে, আমার এই উন্নতি, বিদ্যাবুদ্ধি সবই তোমার বাবার কৃপায়! এই আমার অপরাধ, কিন্তু তোমার বাবা কোনও দিনও তা গ্রাহ্য করেন নি, এমন কি তাঁর নিজের অর্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাঁর দাদাকে দিয়েছেন—

বিজলী। জানি কাকাবাবু।

বেণী। শেষ কালে নষ্ট হবার ভয়ে সে অর্দ্ধাংশও নিজে কিনে রাখেন নৈলে এতদিন কোন মগের মুল্লুকের কে এসে তোমার সঙ্গে সরিকী ক'রত তা কে জানে মা! তারই ছেলে তোমার নির্ম্মলদা. অবশ্য তার সঙ্গেই তোমার রক্তের সম্পর্ক;—কিন্তু চিরমৎলববাজ দুশ্চরিত্রের ছেলে সে—সে বিনা উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে আমার বিশ্বাস হয়না--

বিজলী। উদ্দেশ্য ত' কিছু বোঝা গেল না কাকাবাবু! ঘূর্ণী বাতাসের মত এল' আর চ'লে গেল—শুধু বলেছিল "কাকার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিলাম"—

বেণী। মিথ্যা বলোন—সেই জন্যই এসেছিল, দেখা করার উদ্দেশ্য দশ হাজার টাকা নেওয়া। কদর্য্য মোকদ্দমায় আসামী হ'য়ে—রেস্ খেলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে শেষে দশহাজার টাকার body warrant ঘাড়ে নিয়ে টাকার খোঁজে বেরিয়েছিল—

বিজলী। কিন্তু কই, চায়নি ত'? -

বেণী। পেয়েছে তাই চায়নি—

সম্মুখের আয়নায় দয়ার প্রতিবিম্ব পড়িল—দয়া দাঁড়াইল, তাহার ওষ্ঠে অঙ্গুলী —পলকের মধ্যে মুক্ত দ্বার পথে প্রস্থান করিল, বেণীবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন

ও কে—ও কে—রেবতী—রেবতী—

পিছন ফিরিয়া কাহাকেও না দেখিয়া

এ্যাঃ—

বিজলী। ও কি—ও কি—কাকাবাবু—অমন কর্চ্ছেন কেন?

বেণী। (বহুক্ষণ পরে) দেখা দিলে—এতকাল পরে দেখা দিলে? কেন দেখা দিলে? কেন আমায় আজও তেমনি চোখে চোখে রাখছ—আমায় নিস্তার দাও, স্মৃতির দাহতে জ্বলে মরছি—আর তোমার আগুন ভরা চোখের চাহনিতে আমায় ভস্ম করে দিও না।

বিজলী। রেবতী! রেবতী কে কাকাবাবু?

বেণী। কে মা। মা, একটু চা' দিতে বলো ত'—

বিজলী। ভজহরি—(নেপথ্যে "যাই মা—")। অমন কচ্ছিলেন কেন কাকাবাবু?

বেণী। ও মা, আমার একটা কি রকম দুর্ব্বলতা। বহুকাল পরে এসেছে—এবার বোধ হয় না নিয়ে যাবে না,—আর কতকাল একা থাকবে? অভিমানের একটা সীমা আছে ত' মা।

বিজলী। তা'র কথা বলছেন কাকাবাবু—কাকীমার?

বেণী। হ্যাঁ মা, হ্যা, তোমার কাকীমার, (স্বগতঃ) সে বেঁচে থাকতে যে সম্পর্কের কথাটা শুনে বলতে পারতেম না আজ সে কথা স্বীকার ক'রতে এ কী তীব্র আনন্দ—

ভজহরির প্রবেশ

বিজলী। মাসীমা কোথায়?—

ভজ। তাঁর দুপুরের পর হ'তে মাথা ধরেছে—তিনি ঘরে দরোজা দিয়ে শুয়েছেন—কাউকে ডাকতে বারন ক'রে দিয়েছেন।

বিজলী। তবে তুই কাকাবাবুকে এক কাপ চা দিয়ে যা'—

ভজহরির প্রস্থান

টাকা চাইলে না তবে কোথায় পেলে কাকাবাবু?

বেণী। পেয়েছে কিনা তা জানি না—তবে না পেয়ে থাকলে সে এতক্ষণ জেলে। শরৎ বল্লে তুমি নাকি তার জন্য দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ—হাঁ মা, একথা কি সত্যি?

বিজলী। টাকা না পেলে জেল হবে?

বেণী। কাল যদি টাকা না পেয়ে থাকে তবে এতক্ষণ সে জেলকে ফাঁকি দেবে মা? ভগবানের সুক্ষ্ম বিচার! একবার অজস্র অর্থব্যয় ক'রে খালাস পেয়েছিল—

বিজলী। না কাকা, আমি টাকা পাঠাই নি।

বেণী। কিন্তু মা, টাকাটা পাঠালে পারতে। তোমাদের বংশের ছেলে জেলে গেল—সেটা কি ভাল দেখায়। তোমার বাবা থাকলে টাকাটা তিনি অবশ্য দিতেন, কিন্তু তাকে ভবিষ্যতে আর কখনও এ বাড়াতে আসতে চিরদিনের মত নিষেধ ক'রে দিতেন, টাকাটা পাঠালেই পারতে মা--

বিজলী। আমাকে ত' কাকা নির্ম্মলদা মুখ ফুটে কোনও কথা এখনও বলেন নি, টাকা চাইলে আমি নিশ্চয় দিতাম, আমি আমার বাবার মেয়ে কাকা।

বেণী। শরৎ কিন্তু বলেছিল মা, যে তুমি কোন কর্ম্মচারীকে দিয়ে নাকি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছ—

বিজলী। মিথ্যা কথা—(সহসা) ভজহরি।

ভজহরি। (নেপথ্যে) যাই মা, হ'য়েছে—

বেণী। মা, একটা কথার আমি তোমার কাছে পরিষ্কার উত্তর চাই। বুড়ো ছেলেকে লজ্জা ক'রনা মা, আমি সেই কথাটির জন্যই ব্যস্ত হয়ে এসেছি—হাঁ মা, লজ্জা করোনা শরৎ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা মা?

বিজলীর কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল

লজ্জা কি মা? দুনিয়ায় শরৎ ভিন্ন লক্ষ পাত্র আছে—আমার বিজলী মা ছাড়াও লক্ষ পাত্রী আছে—কারও মনের এতটুকু অনিচ্ছায় আমি বিবাহ দিতে চাই না—আর দেবও না, শুধু এই বুড়ো ছেলের মন রাখতে যে সমস্ত জীবন তুমি অশান্তিতে কাটাবে—তা' আমি কিছুতেই হ'তে দেবনা। আমি দু'জনার কাছে পরিষ্কার শুনব—হ্যাঃ পরিষ্কার শুনব—

চা লইয়া ভজহরির প্রবেশ

বিজলী। কাকাবাবুকে দে, (ভজহরির তথা করণ) হ্যাঁরে শোন্, জেনে আয় ত, —দেওয়ানজী কোথায়?—এখানে আছেন কিনা? না থাকলে কোথায় গিয়েছেন—কেন গিয়েছেন জেনে আ'সবি—বুঝেছিস্—

ভজহরির প্রস্থান

বেণী। শরৎকে ত' জান মা। বিদ্বান, সচ্চরিত্র ছেলে। দোষের মধ্যে বড় রূঢ়ভাষী—কি বল মা?

বিজলী। (নিরুত্তর)

বেণী। ভেবোনা মা, তার সম্বন্ধে কোনও অপ্রিয় কথা শুনলে আমি রুষ্ট হব বা কষ্ট পাব। সেও যেমনি আমার ছেলের মত, তুমিও তেমনি আমার মেয়ে। তোমাদের দু'জনারই দাবী সমান, তবে—(ক্ষণ পরে) সে যদি নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার কোন বিসদৃশ আচরণে—

বিজলী। (উঠিয়া) কাকাবাবু—

বেণী। রাগ করলে মা। আমি বুড়ো ছেলে—গুছিয়ে বলতে পারিনে মা। নির্ম্মল তোমার ভাই হলেও তোমার শত্রু—তার সম্বন্ধে তোমার একটু সাবধানে থাকা উচিত।

বিজলী। কাকাবাবু, নির্ম্মলদা' ভাই—আমি বোন। দুষ্ট লোকের চোখ যদি তাকে প্রতারণা করে—তাতে কি ভাই-বোনের পবিত্র স্নেহকে আপনি অবজ্ঞা করতে পারেন?

বেণী। আমি বুঝতে পারছি না মা—আমাকে বুঝিয়ে বল—খুলে বল মা। আমার কাছে লুকিও না লক্ষ্মী মা, শরৎকে বিবাহ করতে কি তুমি—তোমার ইচ্ছা নেই?—খুলে বল। লজ্জা কি মা? ইচ্ছার উপর মানুষের কোনও দিন হাত থাকে না, ইচ্ছা চিরদিনই একটু বিদ্ঘুটে স্বভাবের, আমিই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

বিজলী। কাকাবাবু, আমি চির কুমারী থাকব।

মাথা নীচু করিল

বেণী নিকটে আসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে

বেণী। চিরকুমারী থাকবে কেন মা—তোমার এই বুড়ো ছেলে তোমার জন্য চিরকুমার খুঁজতে চলল—সৃষ্টির অন্য প্রান্তেও যদি সে থাকে—আমি তাকে ধরে আনব—(চিবুক ধরিয়া) মুখ তোল মা—একি মা—চোখে জল কেন?—শরৎটা মা চিরকাল হতভাগা—নৈলে তোমার স্নেহ হারাবে কেন?—যাক্—মা, বেড়াতে যাবে—এই বুড়োর সঙ্গে পশ্চিমে—যাবে মা?

বিজলী। যাবো—কাকাবাবু কোথায় যাবেন?—

বেণী। প্রয়াগ, কাশী, হরিদ্বার এই সব। হ্যাঁ পথে একবার গয়া হ'য়ে যাব। একজন বড় আপনার লোক বাঁধনের টানে ছুটে এসেছে—গয়ায় পিণ্ড দিয়ে তার আত্মাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে কিনা।

চক্ষু মুছিল

বিজলী। ও-সব কথা ছেড়ে দিন কাকাবাবু—

বেণী। ক'দিনই বা আর বলব মা। এত কাল পরে যখন সে এসেছে—একা এবার সে কখনও যাবে না। যাক্—শরৎকে বলে দেব, সে যেন তোমাকে আর বিরক্ত না করে—আর একটা কথা মা। নির্ম্মলকে বিশ্বাস ক'রো না। তার পিতা তোমার পিতার জীবন বিষাক্ত করে দিয়েছিল—সেও তোমার জীবন বিষাক্ত করে দেবে—

প্রস্থান

বিজলী। ক'রে দেবে! দেবে কি—দিয়েছে। নৈলে একটা লম্পট মাতালের জন্য আমার এ অকারণ কৌতূহল,—এ আকুল আগ্রহ কেন? দিন রাত্রি কারণে অকারণে নির্ম্মলদা'র কথা মনে পড়ে কেন? সেই দিন ক'টি,—আমার জীবনের চিরস্মরণীয় সেই দিন ক'টি—

গীত

মোর খুসী ভরা প্রাতে এলে বীণা হাতে
ওগো চিরস্মরণীয়—
ওগো খেয়ালী খেলার সাথী—
পথিক পরাণ প্রিয়—।
তার ছেঁড়া তব ভাঙ্গা বীণাটিতে
তুলিলে মাদক স্বর—
ঝঙ্কারে, তানে, হাসালে কাঁদালে
হে চতুর যাদুকর,—
পলে পলে তব গানে—
হাসি আনে ব্যথা আনে—
মোর চোখের মুকুতা সুরের সূতায় গেঁথে নিও—গলে দিও
মোর হাসির আলোতে গড়িও তোমার উতল উত্তরীয়।

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। ক'লকাতায়।

বিজলী। (হাসিয়া উঠিল) কি ক'লকাতায়?

ভজ। আজ্ঞে ঐ যে জ'ন্‌তে পাঠালেন।

বিজলী। কি জান্‌তে পাঠিয়েছি?

ভজ। দেওয়ানজী মশাই কোথায়?

বিজলী। কোথায়?

ভজ। ক'লকাতায়।

বিজলী। কেন?

ভজ। কি বিশেষ দরকারী কাজে—আজ ফিরবার কথা ছিল—ফেরেন নি,—

বিজলী। টাকা কড়ি নিয়ে গিয়েছেন কিছু—

ভজ। আট দশ টাকা—এই রকম।

বিজলী। আচ্ছা তুই যা। কাকাবাবুর খাওয়ার যায়গা করে দে গিয়ে।

ভজহরির প্রস্থান

বিজলী। এই বার ঢেউয়ের আরম্ভ। ঢেউ দু'হাতে কেটে পথ করব না ঢেউয়ের দোলনে ভেসে ভেসে চলব? —নাঃ—অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ কি। যা হবার তাই হবে।

অতি সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ

এসো মা, আজ সমস্ত দিন একটি বারও তুমি আমার কাছে আসোনি কেন মা? একলা একলা আমার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গিয়েছিল—

দয়া ইঙ্গিতে জানাইল তাহার মাথা ধরিয়াছিল,
সে দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া ছিল—

বিজলী। কাকাবাবুর খাওয়া দেখ্‌বে চলো মা।

দয়া ইঙ্গিতে কহিল সে যাইবে না, তাহার মাথা ধরা এখনও সারে নাই

বিজলী। তোমার চোখ দুটো আজ ও রকম লাল কেন মা? ও রকম ভয়ে

—ভয়ে—তাকাচ্ছ কেন মাসীমা—(জিব্ কাটিয়া) দেখ্‌ছ মা, মা কথাটা এখনও এস্তামাল হয়নি, জীবনে কখনও "মা" ডাকিনি কিনা—তাই মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়—(অকস্মাৎ) তুমি যদি কথা বলতে পারতে মা—তবে তোমার কাছে আমি ব'সে ব'সে দিন রাত মায়ের গল্প শুনতাম! বাবার কাছে কখনও ভয়ে জিজ্ঞাসা করিনি;—একদিন মা'গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন—

দয়ার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল

কেঁদনা মা—আমি হয়ত শুন্‌লে কষ্ট পাব—তাই ভগবান তোমাকে কথা বল্‌বার ক্ষমতা দেননি! বাবা বুঝি মাকে খুব ভালবাসতেন—মা?

দয়া সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল

হ্যাঁ মা, কাকাবাবুও কাকীমাকে খুব ভালবাসতেন—আজ আমার সাম্‌নেও তিনি সাম্‌লাতে পারেন নি—রেবতী—রেবতী ব'লে কেঁদে উঠেছিলেন—

দয়া অস্থির হইয়া উঠিল

এত বছর পরেও ভুলতে পারেন নি—

দয়া দ্রুত প্রস্থান করিল

ওকি! মা! আহা বুড়ো মানুষ—মাথা ধরায় বড় কষ্ট পাচ্ছে—

ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। তার এসেছে মা,—

বিজলী। কই দেখি,—(পড়িয়া) accepted loan ten thousand trying to repay soon with interest.

—Nirmalda—

সুদ শুদ্ধ শোধ ক'র্‌বে?—দেনা স্বীকার করছ—এসব দেওয়ানজীর কাজ! কে টাকা ধার দিয়েছে? আসুক একবার দেওয়ানজী—নিমকহারাম বেইমান সব।

পুনরায় টেলিগ্রাম পড়িতে লাগিল

তৃতীয় দৃশ্য

একতলায় সাহারার কক্ষ

সাহারার গীত

আমার হারানো অতীত—সোনার অতীত,
ফিরে আয়—ফিরে আয়।
কলঙ্কিত এ যৌবনাগমে
জ্বলে মরি যাতনায়।
আর খেলা ঘর, আর ধূলো কাদা,
হাল্কা ফিতায়—আলগোচে বাঁধা
আর কিশোরীর হিয়া।
ব্যাধের বাঁশীর – পথ ভোলা সুরে
আনমনা ছুটে কেন গেলি দূরে
ফিরাব আজি কি দিয়া?
আজ—ছোট ছোট কথা যুগ হ'য়ে ফোটে,
আজ–কৈশোর স্মৃতি কেঁদে কেঁদে ওঠে,
ওরে নিষ্পাপ অনঘ, শুভ্র, কালি কেন সারা গায়?
ধুয়ে আয়—মুছে আয়—
একবার ফিরে আয়।

সাহারা। তা কি আসে? বৃথা—সব—বৃথা! আমার সেই কুমারী চোখের সামনে শয়তান যে রঙীন্ মন ভোলানো ছবি এঁকেছিল—তার মোহ কাটাতে না পেরে—আমি এই নরকে নেমে এসেছি, কিন্তু একি! এত কাল পরে আমার মর্ম্মের দুয়ারে আঘাত ক'রে কে বল্ছে এ আমি কোথায় এসে প'ড়েছি! বাপ মা'র আদর হারিয়ে—ভাই বোনের স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে—এ কোন প্রাণহীন আত্মীয়-হারা অচিন্ রাজ্যে এসে প'ড়লুম! আজ মনে পড়ে সেই শান্ত শৈশব—সেই কারণে অকারণে হাসি—সেই তরতরে ঝরণার মত অনাবিল আনন্দ-ধারা। আঃ—কি হারিয়েছি!—কী হারিয়েছি—। এ সবার বিনিময়ে কি

পেলাম—মিথ্যা স্তুতি—কদর্য্য ব্যবহার—প্রাণহীন স্বার্থপর হাসি! লাল চোখে যে মাতাল আমার পায়ে পায়ে ঘোরে—সাদা চোখে সে আমার দেহে পাদস্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করে। তবু এই অন্ধকারের মধ্যে আলোক—এই ব্যথার মধ্যে সান্ত্বনা—এই সর্ব্বস্ব হারানো পাশা খেলায় এত কাল পরে আমার লাভ—আমার প্রিয়তম শরৎ। তার প্রত্যেকটি কথায় তার অন্তর এসে সোজা ভঙ্গীতে আমার সামনে দাঁড়ায়—তার চোখের চাউনি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তার প্রাণের উন্মাদনা। তার অন্তরের প্রতিদানটি—

শরতের প্রবেশ

শরৎ। সাহারা—

সাহারা। (চকিতে) এস,—এই এখনই তোমার কথাই ভাবছিলাম।

শরৎ। এই ত' ছড়াতে আরম্ভ করেছ সাহারা।

সাহারা। কি?

শরৎ। মোহিনী বিদ্যা, যাদু করার প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে ছলনা—সেইটিই আমার উপর নিক্ষেপ করলে!

সাহারা। তার অর্থ?—

শরৎ। অর্থত' খুব সোজা, তুমি এতক্ষণ হয়ত' ব'সে টাকার কথাই ভাবছিলে—অথচ আমি আসতেই কেমন্ চট্ ক'রে বলে ফেললে "তোমার কথাই ভাবছিলাম"—আমি হয়ত ভাবতেও পারতাম—সত্যিই হয়ত' তুমি আমাকে ভালবাস।

সাহারা। হয়ত?

শরৎ। তা বৈ কি?

সাহারা। শরৎ, যার হাত পা খোলা আছে—তাকে আঘাত করে বগড় দেখ—ক্ষতি নেই—কিন্তু যার হাত-পা বাঁধা—যে সম্পূর্ণভাবে পর নির্ভর—ফিরে দাঁড়াবার—রুখে দাঁড়াবার—জোর করে কথা কইবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত যার নেই—তাকে নিয়েও তোমার নিষ্ঠুর পরিহাস!

শরৎ। সাহারায় যে মরূদ্যান্ সৃষ্টি হল হে!

সাহারা। জান শরৎ, এই কলঙ্কিত জীবনে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আমি তোমার

দেখা পেয়েছি—জান তুমি, এই রসহীন প্রাণহীন জীবনে এক দৃষ্টিতে শুধু তোমার দিকে চেয়ে আছি,—ডুবে মরার পূর্ব্বে সাঁতার দিতেদিতে লোকে যেমন আকাঙ্ক্ষিত চোখে কূলের দিকে চেয়ে থাকে। জানে সে, সে কূল সে পাবে না—নিয়তি তার ডুবে মরা,—তবুও সে ব্যাকুল চোখে চায়, বাঞ্ছিতকে সে জন্মের মত দেখে নেয়, আমিও তাই শরৎ—

উদ্গত অশ্রু গোপন করিল

শরৎ। (স্বগতঃ) তুমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র, তাই তোমাকে একটু ধার দিয়ে নিলাম মাত্র। (প্রকাশ্যে) সাহারা—(সাহারা উত্তর দিল না।)—দুঃখ ক'রোনা সাহারা,—চোখের জল মুছে ফেল'—আমি তোমার চোখে জল দেখতে পারিনা—নাও, মুছে ফেল, একটু ঠাট্টাও ক'র্‌ব না সাহারা, ওঠো, চোখ মোছ', আজ আমার বিদায়ের দিনে—আর কেন আমাকে কষ্ট দেবে—

সাহারা। বিদায়ের দিনে!

শরৎ। হাঁ সাহারা, আজ আমাদের শেষ মিলন, আমি কানপুর যাব—চাকুরীর খোঁজ কর্‌তে—সেখানে না পাই—আগ্রা যাব—দিল্লী যাব—এ বাংলা দেশে আর ফির্‌বো না।

সাহারা। চাকুরী খুঁজ্‌তে অতদূরে যাবে? তোমার বাপ মা দুঃখ ক'রবেন না! তোমার ভাই বোন কাঁদবে না?

শরৎ। কাঁদবার আমার জন্য আর কেউ নেই সাহারা—শুধু তুমি ছাড়া, মা নেই—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাকে খেয়েছি। মানুষ হয়েছি ঝিয়ের কোলে,—যখন আমার বয়স বছর সাতেক—তখন সে ঝি-ও পালিয়ে গেল, সেই অবধি আমি একাকী। বাবা শাসন করতেন জানি,—ভালবাস্‌তেন কিনা জানিনা,—তা' নইলে সাহারা,জন্মভূমি ছেড়ে জন্মের মত চলে যাবার পূর্ব্বে বিদায় নিতে আসি একমাত্র তোমার কাছে!

সাহারা। নাঃ—তুমি যেওনা—তুমি এখানেই থাক—চাকুরীর চেষ্টা দেখ'—

শরৎ। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে! তাহ'লে তিনি আমাকে খেতেও দেবেন না—

দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন। বলেছি ত' সাহারা, জীবনভর পেয়েছি পিতার শাসন—

সাহারা। নাঃ—তুমি এখানেই থাক'—তুমি গেলে আমি বাঁচ্‌বো না,—তুমি উপার্জ্জন ক'র্‌তে না পার—আমি তোমার খরচ চালাব'।—

শরৎ। তুমি। কণ্ঠে তোমার পাপিয়ার ঝঙ্কার—তুমি ইচ্ছা ক'রে গোপন ক'রে রাখ—নয়নে তোমার আগুনের হল্‌কা, তুমি চেষ্টা ক'রে সংযত ক'রে রাখ,—পুরুষ এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে—তুমি তেজদৃপ্তার মত রুখে ওঠ। এতকাল তুমি এখানে আছ অথচ তোমার দেহ নিরাভরণ। তুমি উপার্জ্জন ক'রবে! এ আকাশে ইমারৎ কেন গড়্‌ছ সাহারা?

সাহারা। আমি পারব। তুমি আমার কাছে থাক—আমি তোমার কথামত চলব, আমি আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে তোমার আদেশ পালন ক'রব, সমস্ত শক্তিতে তোমার মনোরঞ্জন করব। পৃথিবীর সব ঘৃণা, সব লাঞ্ছনা, সব কলঙ্ক নিজে বুক পেতে নিয়ে তোমায় আরাম দেব—স্বাচ্ছন্দ্য দেব—

শরৎ। (স্বগতঃ) ইস্—হাবুডুবু খাচ্ছেন। আচ্ছা, (প্রকাশ্যে) সাহারা, তুমি দেবী, এ নরককুণ্ড তোমার স্থান নয়—এখানে কেন এলে—

সাহারা। না—না—আর জাগিয়ে তুলোনা, তাকে ঘুমুতে দাও—অসাড়ে ঘুমুতে দাও,—নৈলে সে স্মৃতির দাহ আমাকে পাগল ক'রে দেবে—যতক্ষণ কাছে আছ—যতক্ষণ পাশে আছ—ততক্ষণ আমার আনন্দ। যখনি তুমি চলে যাবে—তখনি আবার দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্‌বে—স্মৃতির চিতা। সেই অতীত—আমার মন ভোলান অতীত—

শরৎ। সাহারা, বিধাতা কি তোমাকে শুধু প্রণয়ের এক বিন্দু অনুভূতি দিয়ে গড়েছিল? তোমার ভিতর যা কিছু সবটুকুই কি আলো! সবটুকুই কি মধু! সবটুকুই কি প্রেম! ওই আলোভরা রূপ যৌবনের অর্ঘ্য সাজিয়ে কোন হৃদয়হীনের পিছন পিছন ছুটেছিলে পথহারা নারী?

সাহারা। সে বাঁধা—সে বৈচিত্র্যহীন উপন্যাস শুনে আর কি হবে শরৎ। যে তীর নিজের অনবধানতায় আমি ছুঁড়ে মেরেছি— আর কখনও সে আমার হাতে ফিরে আস্‌বে না, তার জন্য বৃথা আক্ষেপে আর ফল কি? রোজকার খবরের কাগজে যে সংবাদ তোমরা পড়—আমার ইতিহাসও তারই একটি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য শরৎ—জগতে যার জ্ঞান সবচেয়ে বেশী, ভুলও তারই

সবচেয়ে বেশী। কখন যে নিজের অজ্ঞাতে আমি এই পাপ-পথের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম তা' আমি সহস্র চেষ্টাতেও আজ স্মরণ ক'রতে পারি না। তন্দ্রাবিষ্টের ন্যায় সহজ সরল গতিতে ছুটে এসেছি—যখন ধাক্কা খেয়ে জ্ঞান ফিরে এল—তখন আচম্‌কা জেগে উঠে দেখি আমি এই নরককুণ্ডে।

শরৎ। আর সে পাপিষ্ঠ?

সাহারা। তার কি অপরাধ? সে তার পিতৃগৃহে ফিরে গিয়েছে, এতটুকুও কৈফিয়ৎ তার কাছে সমাজ চায় নি, যাবার সময় আমার এতবড় মহৎ উপকারের প্রতিদান স্বরূপ আমার গহনা ক'খানা সে নিয়ে গিয়েছে। সে যে পুরুষ—সে যে সমাজের রক্ষক—তার অপরাধ কি? অপরাধ আমার, আমি নারী—আমার সমাজে স্থান নেই। সে আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল? তা ত' দেখাবেই, সে যে পুরুষ—প্রলোভিত করাই তার রীতি! আমি কেন বুঝলামনা—আমার কেন পদস্খলন হ'ল? সমাজের পুরুষের হাতের তৈরী কবাট—সশব্দে আমার ফেরার দরোজা রুদ্ধ হ'য়ে গেল—

শরৎ। এতবড় একটা বন্যা তোমার এই জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে—অথচ তোমায় দেখ্‌লে ত তা' মনে হয়না,—আজও এতদিন পরেও তাহ'লে তার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে!

সাহারা। না, যে মুহূর্ত্তে তার স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখলাম—আমাকে এই পচা দুর্গন্ধ গর্ত্তে নিক্ষেপ ক'রে অনায়াসে সে নিজের গৌরবময় আসনে পুনরায় ফিরে গেল, যাবার সময়ে আমার গা থেকে গহনা ক'খানাও নিয়ে গেল—বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক হ'য়ে রইলাম। এ অভিজ্ঞতা জীবনে তখন প্রথম, তারপর যখন মাদকতা ছুটে গেল—প্রেমের নেশা ছুটে গেল—চেয়ে দেখলাম—সব ভ্রম—সব মিথ্যা, তখন একটা বিজাতীয় ঘৃণা আমার বুকে এসে বাসা বেঁধে রইল,—তার উপর, জগতের উপর আমার আস্থা রইল না।

শরৎ। শেষে আমি তোমায় দেখলুম—একটি ঝরা শিউলি, ম্লান—তবু মধুর, উচ্ছিষ্ট—তবু সুবাসিত। আজ তোমাকে সে কথা বলতে আমার লজ্জা নেই—সাহারা, আমি আত্মহারা হ'লেম। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে—তেম্‌নি ক'রে তুমি আমাকে টেনে এনেছ—ফিরবার ফুরসুৎ পাইনি। এতদিন বলিনি—আজ। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সাহারা,—আজ কুণ্ঠা লজ্জা

বিসর্জ্জন দিয়ে একটা গোপন সত্য প্রকাশ ক'রে গেলাম—সাহারা, প্রিয়তমে—

সাহারা। না আর কাঁদিও না,—হে প্রিয়, হে আমার ব্যথাভরা জীবনের অহোরাত্র কাঁদনের মাঝে ক্ষণেকের সান্ত্বনা, আর আমায় কাঁদিও না—প্রিয়তম—

শরৎ। চলো সাহারা,—তোমাকে নিয়ে আমি কোনও দূরদেশে চ'লে যাই—যেখানে সমাজ আমাদের বিবাহে চোখ রাঙাতে পারবে না—যেখানে তোমার আমার অবাধ মিলনের পথে কোনও কাঁটা থাকবে না ;—যেখানে আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী, যাবে সাহারা ?

সাহারা। শরৎ, তুমি কি দেবতা,—তা' নৈলে আমার অন্তরের এ গোপন দুরাশা তুমি জানলে কি ক'রে ?

শরৎ। দূরে—বহু দূরে। যেখানে বাঙ্গালী নাই। কিন্তু সাহারা এ যে বহু ব্যয় সাপেক্ষ, অর্থের সংগ্রহ কি ক'রে হবে সাহারা ?

সাহারা। শরৎ, আর একটি সপ্তাহ অপেক্ষা কর। আমি তোমার জন্য, আমার নিজের আশাভরা ভবিষ্যতের জন্য—আজ থেকে যেভাবেই হোক্—অর্থের সংস্থান ক'র্ব্ব।

শরৎ। তুমি পাগল সাহারা! একি এত সহজ—একি অল্প টাকার কাজ ? সেখানে তুমি থাকবে আমার স্ত্রী,—আমি স্বামী, তুমি কি মুজ্‌রো গেয়ে কি অন্য কোনও উপায়ে টাকা উপার্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌বে ? তা' হ'লে কি আমাদের সম্মান থাকবে ?

সাহারা। তবে কি হ'বে ? কি ক'র্‌ব ?

শরৎ। যে পর্য্যন্ত আমি কোন সম্মানিত চাকুরী সংগ্রহ করতে না পার্‌ব—সে পর্য্যন্ত ভদ্রভাবে আমাদের ঘর-সংসার চালাতে হবে,—আমার বিদ্যাও তেমন বেশী নয় সাহারা,—চাকুরী সংগ্রহ ক'র্‌তেও বিলম্ব হবে—ততদিন অজস্র অর্থের আবশ্যক।

সাহারা। তোমার এ চাকুরীর কি হ'ল শরৎ ?

শরৎ। (স্বগতঃ) এইবার উপযুক্ত সময়। (প্রকাশ্যে) দেখ সাহারা, এক উপায় আছে,—যদি তাই পার, আমরা বহু অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌ব! কিন্তু এ সমস্তই তোমার হাতে—

সাহারা। বল শরৎ—কি উপায় আছে! আমি পার্‌বো—নিশ্চয় পারবো—আর আমার দ্বিধা নেই—সঙ্কোচ নেই—যে কোনও কাজ হোক্—যত ঘৃণ্য, যত পৈশাচিক হোক, আমি চাই টাকা—

শরৎ। পার্‌বে!

সাহারা। নিশ্চয় পার্‌ব।

শরৎ। ওস্‌মান গুণ্ডার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না?

সাহারা। হাঁ আছে। সে আমাকে মা ব'লে ডাকে—

শরৎ। তবে এস, তাকে আস্‌তে খবর দেই—আর সেই সঙ্গে কি ক'র্‌তে হবে তোমাকে বুঝিয়ে বলি—

সাহারা। চল—

উভয়ের বাহিরে প্রস্থান

মদের বোতল লইয়া কেশববাবুর প্রবেশ

কেশব। একি! পিঞ্জর যে করোতি হাহাকারং। পাখীটি কোথায় গেল! যাঃ—আজকার যাত্রাই নিষ্ফল—আজ এত আশা ক'রে এলাম—সে মেয়েটি কোথায় গেল! যাক্—এরই একটু সদ্ব্যবহার করা যাক্—(মদ্যপান)

যাই, সেই পুরানো দলটাকেই ডেকে আনিগে—একটু নাচ গান না হ'লে কি এ জমে? তা' হলেও' বাড়ী সেই চালাতে পার্‌তুম—

প্রস্থান

শরৎ ও সাহারার পুনঃ প্রবেশ

শরৎ। তা' হ'লে আজ থেকে তুমি পটল? কিন্তু খুব সাবধানের সঙ্গে এ কাজ ক'র্‌তে হবে।

সাহারা। কর্‌ব, এ আমার সাধনা—এ আমার প্রায়শ্চিত্ত।

শরৎ। ওসমান আস্‌বে ত'?

সাহারা। নিশ্চয়, বাইরে সে যত বড়ই পাষণ্ড হোক না কেন, আমার কাছে সে ছেলের মতই দুর্ব্বল—বাধ্য।

শরৎ। আচ্ছা, কিন্তু তুমি খুব সতর্কভাবে কাজ ক'রো।

সাহারা। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না—কিন্তু তুমিও মনে রেখো—তেমনি পবিত্র—তেমনি নিষ্পাপ—তাকে আবার সেইখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

শরৎ। তুমি আমাকে সন্দেহ কর সাহারা ?

সাহারা। না, একবিন্দুও না, আমার নিজের চাইতেও তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু তবু নারী—তাই নারীর অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার বুক কেঁপে ওঠে। যাক্ গে—কি নাম বল্লে না ?

শরৎ। নির্ম্মল—

সাহারা। হাঁ নির্ম্মল—নির্ম্মল।

কেশববাবুর সহিত পতিতাগণের প্রবেশ

কেশব। এই যে! শরৎবাবুও আছো। তোমরা যে ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছ হে। একটু আগে এসে দেখলাম—সব শূন্য। ব্যস্, মুহূর্ত্তে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা হ'ল! যাক্ এখন চলুক—কি বল শরৎবাবু!

শরৎ। মন্দ কি ?

১মা। শুধু গাইব কেশববাবু।

কেশব। শুধু গাইবে কি হে। তা হলে এত কষ্ট ক'রে তোমাদের ডেকে আনবার কি আবশ্যক ছিল ? ঘরে ব'সে একখানা রেকর্ডের গান শুনলেও ত' চলত।

১মা। নে, ভাই, ওঠ—কেশববাবুর সঙ্গে কথায় পারা দায়।

নৃত্যগীত

দোলে যৌবন হেম তরী,—
দেহ তটিনীর নিটোল বাঁধন—
কেঁপে ওঠে থরহরি।
বাহুতুলে ঢেউ ধায়
অলস আবেশে লুটায়ে পড়ে সে…
মরমের কিনারায়।
ওঠে উচ্ছল কলহাসি
করে গুঞ্জন ভালবাসি'

রূপের পিয়ালা কূলে কূলে ঢালা—
অধরেতে রাখ ধরি'।

নৃত্যগীত মধ্যে শরৎ ও সাহারা কথা কহিতেছিল—কেশব
মধ্যে মধ্যে—বক্র কটাক্ষে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল
—গীতান্তে শরতের নির্দ্দেশানুসারে

সাহারা। (মদের গ্লাস লইয়া) নিন্ কেশববাবু—

কেশব। আরে একি। তুমি নিজে! শরৎবাবু, ব্যাপারখানা কি?

শরৎ। আরে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেল কেশববাবু,—পটল নিজের হাতে দিচ্ছে—

কেশব। পটল। এই যে শুন্‌লাম ভ্রমরো না মাতোয়ারা কি?

সাহারা। আমার ছেলেবেলার নাম পটলী—

কেশব। শরৎবাবু, তুমিত' আচ্ছা খেলোয়াড় হে! অতটুকু মেয়েটির ছেলেবেলাটা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে এরই মধ্যে ঐ পুরানো পচা নামটি টেনে বে'র ক'রে এনেছ? বাঃ—বলিহারি।

১মা। তোমার নাম 'পটল' ভাই। বাঃ বেশ নামটি। তুমিও যেমন ছোট-খাটো গোল গালটি—নামটিও তেম্‌নি হ'য়েছে। আমরা তোমায় পটল ব'লেই ডাক্‌ব, ও সাহারা—মাহারা ভাই আমাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না।

২য়া। শ্বেত-শতদল দিদি, তোমার অত বড় নামও ভাই, আমার মুখ থেকে বেরোয় না, তুমিও যেমন আ'ড়দীঘে সমান—তোমাকে আমরা বাঁধাকপি বলেই ডাক্‌ব।

১মা। কি করি বল ভাই। ঘি দুধ খেলেই চেহারা এমনি হবে—তোমাদের মত রাতের বেলা দু'পয়সার ফুলুরী আর এক ঘটি জল খেয়ে ত' থাক্‌তে পারিনি ভাই—

২য়া। তা' বটেই ত', দু'পয়সার ফুলুরীতে তোমার কি হবে! অন্ততঃ আট আনার ত' চাই—যা তোমার পেট—যেন আগ্রার তাজমহল—

কেশব। এই ত, কথা কাটা-কাটি ক'রে তোমরা সময় নষ্ট করে দিচ্ছ—নাও একটু মুখে দিয়ে—আর একখানা নূতন ধরণের গান গাও, ও বিগত যৌবনের যৌবনতরী দোলানোর গানে আর কাজ নেই।

১মা। মাইরি কেশববাবু, আমি নাচ্‌তে পারবো না ভাই, আমি বড় হাঁপিয়ে প'ড়েছি—

কেশব। তবে তুমি ওদের সঙ্গে হামা দাও—; নাও হে, তাড়াতাড়ি—·

২য়া। কেন গো, মাথা কিনেছো নাকি! একটু জিরুতেও পাব না—

কেশব। বায়না দিয়ে এনেছি, ঘণ্টা চুক্তি—জিরুলে চ'ল্‌বে কেন? নাও ধর -

সাহারা। গাও ভাই,—তোমাদের ইচ্ছা চ'ল্‌বে কেন? তোমরা কলের পুতুল—দম দিলেই চল্‌তে হবে—

কেশব। নাও - নাও--নাচো - গাও (মদ্যপান)

নৃত্যগীত

তবু নাচো—তবু গাও।
যতদিন বাঁচো—কৃপা যদি যাচো
নাচিয়া গাহিয়া যাও।
মর যদি মর,- খেলার পুতুল—আবার কিনিয়া লব—
নারীত্ব হারা—ওরে প্রাণ হীনা—অনুভূতি কোথা তব!
কাঁদিতে বলিলে কাঁদিবে—
রূপোপজীবিনী, লইতে হইবে করুণা ক'রে যে যা দিবে,
ছুড়ে যদি ফেলে দূরে—
ঘৃণিত আঁস্তাকুড়ে।
তবে সেখানেই ঠাঁই—আর স্থান নাই—নাড়িয়োনা এক পা'ও।

গীত মধ্যে মদ খাইতে খাইতে কেশববাবু মাতালের ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন,— রং ও সাহারা নিঃশব্দে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল

১মা। ও কেশববাবু! ভুঁই নিয়েছে রে! চল্—ঘরে চল্—এর পর এসে টাকা নেওয়া যাবে—

২য়া। চল—বাঁধাকপি, ঘি, দুধ খাবে চল—

১মা। ছুঁড়ী কি বজ্জাত—

প্রস্থান

কেশববাবু সহসা উঠিয়া বসিলেন

কেশব। (স্বগতঃ) এবার আমাকেও গোপন করে যেন কি পরামর্শ করা হচ্ছে, আমাকে জানতে দেবে না ব'লে সাফ সরেছে, আচ্ছা দেখা যাক্ কি করছে?

দরজার কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া

আরও একজন কে? এখান থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না—

জানালার কাছে গিয়া, জানালাটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া

ওঃ বাবা, এ যে ওস্‌মান! গুণ্ডার সর্দার ওস্‌মান। একে আবার কেন? এইবার বোধ হয় ছোঁড়াটাকে খুন-টুন করবে— তাই এত গোপন পরামর্শ! সেদিন আমাকে দিয়ে ছোঁড়াটার নামে কতকগুলি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ত' মেয়েটির চোখের বিষ তৈরী করেছে—এখন তার প্রাণটুকু না নিয়ে ক্ষান্ত হবে না, সাবাস্ শরৎচন্দ্র, আমি পাপাত্মা, তুমি আমারও উপরে—তুমি পাপ সম্ভব, ওই যে, আংটি রিষ্ট ওয়াচ, কতকগুলো নোট হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে—মেলা। নাট যে, এ বুঝি বায়না, ঐ যে যুগলে আসছেন।

পূর্ব্বস্থানে উপবেশন

শরৎ ও সাহারার প্রবেশ

শরৎ। এ কি কেশববাবু? এখনও জমি নাও নি! বোতলকে বোতল উজাড় ক'রলে—তোমার ত' আচ্ছা হজমি শক্তি হে।

কেশব। কোন অসুবিধা হচ্ছে আমি সজ্ঞানে থাকায়? তা' হ'লে আরও দু এক বোতল চালাও—

শরৎ। বোতল কি আর আস্ত আছে? সব ক'টিরই ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত চুষে খেয়েছ—এখন একটা কাজ যদি ক'রতে পার, তবে জুটতে পারে। এগিয়ে গলির মোড়ে নীহার আছে; তাকে তিনটে টাকা দিয়ে যদি আনতে পার —আমার নাম ব'লো না কিন্তু, এমনিই আমি আজকাল এই ঘরে আসি

যাই ব'লে দমকেটে মারা যায়—তার ওপর আমার এর ঘরে দরকার বলে কক্ষনো দেবে না, নিজের নাম করে মুদি পায়।

কেশব। টাকা?

শরৎ। পকেট ক'টি কেটে কি বাড়ী রেখে এসেছ হে? আমি টাকা যোগাব?

কেশব। শরৎবাবু—kindly—

করযোড়ে দাঁড়াইল এবং শরৎ টাকা দিলে লইয়া সন্দিগ্ধভাবে প্রস্থান

সাহারা। টাকা ক'টা বৃথা গেল। এক্ষুনি ফিরবে—

শরৎ। ফিরবে? নীহারের ঘর থেকে? সে আর কাল ভোরে (কাঁদতে কাঁদতে)—আমার টাকাও গেল—বন্ধুও গেল—কাল ভোরে নীহারের ঘর থেকে আমার বন্ধুর—মলাট দু'খানা নিয়ে বাড়ী যাব—(হাস্য) যাক্—শোন, সেই বাগান বাড়ীতেই তাকে আটকে রাখবে—ঘুণাক্ষরেও আমার কথা ব'লোনা, ব'লো—"নির্ম্মলের কাজ—সে তোমার জন্য পাগল, তাকে বিয়ে কর—নইলে সেও মরবে—তোমাকেও মারবে।" এমনি সব গুছিয়ে গাছিয়ে ব'লবে—দেখো যেন ঘুণাক্ষরেও তোমাকে সন্দেহ না করে, সে কিন্তু ভয়ানক বুদ্ধিমতী—

সাহারা। দেখা যাক্ আমি হারি কি সে হারে?—

শরৎ। তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছার কাছে তার বুদ্ধিতে কিছুই আসবে-যাবে না। তোমাকে আমি একটা চিঠির মুসাবিদা ক'রে দেবো। তুমি "জনৈকা বিপন্না নারী" নাম দিয়ে চিঠিটা Post ক'রে দেবে, যদি টোপ গেলে—তোমার সেই যুঁই ঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে খুব কথার বহর ছুটিয়ে দেবে। অবশ্য জানালা খোলা রেখে, দুশুটা একবার আবার মেয়েটাকে দেখান' চাইত?

সাহারা। মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন?

শরৎ। দেখ্‌তে ভারী সুন্দর—

সাহারা। আমি পারব না—

শরৎ। পারবে না।

সাহারা। শরৎবাবু! কেনই যেন আমার মনে হচ্ছে এ কাজে আমি আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে হারাব, সে খুব সুন্দরী, কি জানি আমার ভাগ্য মন্দ, নাঃ শরৎ, এ পথ পরিত্যাগ কর।

শরৎ। মাঝ দরিয়ায় এনে এখন দোল দিচ্ছ কেন সুন্দরী? এমন ত' কথা ছিল না।—

সাহারা। সব কথা ত' আগে খুলে বলনি।

শরৎ। বলিনি! কোন্ কথা!

সাহারা। সে খুব সুন্দরী—

শরৎ। এইবার হাসালে সাহারা। সুন্দরী হ'লেই যদি ভালবাসতে হয় তবে তোমার ঐ উলঙ্গ মেয়ের ছবিটাকে সবার আগে ভালবাস্‌তাম—আর রাগ ক'রোনা সাহারা, সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা ক'রে তোমার এখানকার মাটি কামড়ে শরৎ মিত্র পড়ে থাকত না। যার যাকে ভাল লাগে,যাক, অপ্রিয় কথায় দরকার নেই। ভালবাসা-বাসির ব্যাপার এর মধ্যে এক ফোঁটাও নেই,আমি চাই তার টাকা – তার অগাধ সম্পত্তি। তা নইলে কথায় কথায় কৈফিয়ৎ নেওয়া মেয়েকে ভালবাসার মত ধৈর্য্য ও দুর্ব্বলতা আমার নেই। এ আমি করছি কার জন্য সাহারা—? এ মহাপাতক—এ বিশ্বাসঘাতকতা—এ প্রাণান্ত পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন—এ কার জন্য? কার জীবনের কলঙ্ক মুছিয়ে—সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য? তোমার, জান সাহারা, তোমার। তোমাকে আমি ভালবাসি কিনা—বিনিয়ে বিনিয়ে সে প্রমাণ দেওয়ার মত মেয়েলী স্বভাব আমার নেই, আমার লাভে তোমার লাভ হবে যদি মনে কর—আমাকে সাহায্য ক'রো—না হয় ক'রোনা। (ক্ষণপরে) তবে আমাকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য—

সাহারা। কেন?

শরৎ। আমার টাকার প্রয়োজনও সাহারা তোমার চপল জীবনের ভুল শোধরাবার জন্য, আবার নারীর মত সমাজের মাঝে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর'বার জন্য—! ভালবাসা! তার তোমরা কি বুঝবে, তোমরা ভালবাস এ তোমাদের ব্যবসা—তোমরা তা'তে বড়লোক হও। আমরা ভালবাসি এ আমাদের নেশা—আমরা তাতে ফতুর হই। সেই মেয়েটা তার ভাইটার উপর চটে গেলেই আমার বাধ্য হয়ে পড়বে,—তারপর তার

কাছ থেকে সম্পত্তিটি কিংবা বেশ কতকগুলো টাকা মা'র্বো—এই আমার ইচ্ছা—আর সে ইচ্ছা আমার তোমারই জন্য—

কেশবের প্রবেশ

তুমি আস্তে পারলে কেশববাবু!

সাহারা। তোমাকে এরই মধ্যে ছাড়লে নীহারদি?

কেশব। জেনে-শুনে বাবা বাঘিনীর গহ্বরে পাঠিয়েছিলে আমাকে তার বাচ্চা আনবার জন্যে। ভেবেছিলে যে আর ফির্বোনা—তা' দেখ এই ফিরেছি অক্ষত দেহে (বোতল দেখাইয়া) সঙ্গে এই দেখ বাচ্চাও এনেছি—

শরৎ। কি করে কাটান পেলে?

কেশব। কাটান মন্তর জানি যে হে। নরশোণিতের আস্বাদ পেয়েছে কিনা—তাই শিকার দেখেই যাই বাঘিনী লোলুপ জিহ্বা বিস্তার ক'রে ছুটে এল অমনি দিলুম মন্তর ঝেড়ে—

সাহারা। কি মন্তর হে?

কেশব। 'মা' মন্তর। একটিবার উচ্চারণে বাঘিনী মানুষ হ'য়ে গেল। 'মা'—ব্যস্—একটি কথা, একটি অক্ষর—মুখ, চোখ, হাবভাব একেবারে magic-এর মত বদ্লে গেল, দাম পর্য্যন্ত নিলে না হে?—এই নাও তোমার টাকা। (টাকা প্রদান) মাতালটার কানে দু'টি উপদেশও এসে পৌঁছেছে—"আর কখনও মদ খেওনা বাবা"—এ উপদেষ্টা কে জান? তোমাদের ঐ এক ডাকে চেনা নীহারদি। রাঙা জলে যে ভোরে উঠে কুলকুচো করে সেই নীহার, তুমি ত' তার কাছে পটল হে—এক রোদের তাতে কাত। তোমরা কি পরামর্শ করবার জন্য সরিয়েছ—জান্বার জন্য তাড়াতাড়ি এসে অনেকক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহারার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া

শরৎ। সত্যি নাকি—শুনেছ কিছু,—

কেশব। আগের টুকু শুনতে পাইনি, তবে তোমার ঐ lectureএর মাঝ-খানটা এসে পড়েছিলাম।

শরৎ। (কেনাস্তিকে) সাহারা, এবার তুমি জাগো! আর বালিকা বধুর মত

লজ্জা করলে চ'লবেনা। তোমার নয়নের বাণে—হাসির মাদকতায়—গানের মোহে—সৌন্দর্য্যের প্রভাবে ওকে বাধ্য করে নাও—এই তোমার পরীক্ষা আরম্ভ। এই ছলনার রাজ্যে তুমি হও প্রধান অভিনেত্রী—

সাহারা। (উঠিয়া) সত্যি করে বলুন না কেশব বাবু! আমি শরৎ বাবুকে বেশী ভালবাসি—না ও আমাকে বেশী ভালবাসে ?

কেশব। সমতুল! সমতুল! আমি কাকে রেখে যে কাকে তারিফ ক'র্‌বো তা' বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা—(মদ্যপান)

সাহারার গীত

সমতুল সমতুল
ভুল তব সব ভুল
মেপে দেখ দেখি খুঁজে পাও নাকি
কম বেশী একচুল।

কেশব। শরৎবাবু হে! ওসব ছাড়, ছেড়ে ছুড়ে তোমার পটলকে নিয়ে একটা কবির দল খুলে দাও—ও মুখে মুখে যা র'চে গান করে—(মদ্যপান)

শরৎ। যা বলেছ কেশব বাবু!—ওর সবই মুখে মুখে, ভিতর পর্য্যন্ত পৌঁছায় না—

সাহারার গীত

সবই, মুখে মুখে সখা মুখে।
যেন চখা-চখি থাকে মন সুখে।
মুখে মুখে আঁকা যুগল ছবি—
ফুলের মুখে যেন ভোরের রবি
শশী আঁকা যেন নদীবুকে।

শরৎ। থাক্, রাত হ'য়েছে আমরা চল্লুম। এসহে কেশববাবু—চল্লাম সাহারা—মনে থাকে যেন।

উভয়ের প্রস্থান

নেপথ্যে কেশব। আঃ বড্ড বাধা পেয়েছি হে—যাত্রাটা বদল ক'রে আসি—

ভিতরে প্রবেশ

কেশব। (নিম্নস্বরে) ছিপ্‌টা শক্ত হাতে ধরে রেখো পটল—হেঁচকা টানে ছিপ শুদ্ধ না জলে যায়।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বিজলীর বাটীর সম্মুখ ভাগ, সম্মুখে প্রাচীর, প্রাচীর গাত্রে দরোজা। রাত্রি বারোটা—ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। বিজলীর দ্বিতলস্থ কক্ষে আলো দেখা যাইতেছে। কক্ষের সম্মুখে রেলিংঘেরা বারান্দা, একপার্শ্বে সিঁড়ি। বারান্দায় একটি হ্যারিকেন হস্তে দয়া। বিজলীর কক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিল। ভিতরে কেহ সজাগ নাই দেখিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। হ্যারি-কেন বারান্দায় রহিল, ক্ষণপরে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিল। হাতে পিস্তল। পিস্তলটি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বুঝিল গুলিভরা। ভাল করিয়া কোমরে অাঁটিয়া লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষের দরোজা বন্ধ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল—আস্তে আস্তে প্রাচীরের বড় দরোজা উন্মুক্ত হইল। অতি সন্তর্পণে দয়া বাহিরে আসিল। বাহির হইতে দরোজাটি টানিয়া ভালরূপে ভেজাইয়া দিল। হ্যারিকেনের আলোটি বাড়াইয়া লইল। পরে আপন মনে বলিল—

জগন্নাথ গিয়ে অবধি কোনও খবর নেই, ফিরেও এলো না—এর কারণ কি? দেখি যদি কোন সন্ধান পাই।

বলিয়া সম্মুখের পথ বাহিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার সমস্ত অন্ধকার হইল। ক্ষণপরে বিজলী দ্বিতলের কক্ষ খুলিয়া বারান্দায় আসিল। সুপ্তোত্থিতা—বিস্রস্ত-বসনা, রেলিংএ ভর দিয়া আকাশপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবনা অসীম, অনন্ত। ঘড়িতে নয়টা বাজিলে চমক ভাঙ্গিল। পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কক্ষমধ্যে অন্তর্হিতা হইল। অন্যমনস্ক সুরে পিয়ানোর বাজনা শোনা গেল। প্রাচীরের বাহিরে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একজন লোক প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া [illegible] গেল। ক্রমে আবছায়ার মত দুটি মুর্ত্তি প্রাচীরের বাহিরে আসিল। একজন অন্যকে

ভিতরকার বিজলীর কক্ষ ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় মুখখানি দেখা গেল। মুখখানি শরতের। অন্য লোকটি প্রাচীরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরে পাঁচজন লোকের প্রবেশ, বিকট চেহারা, লোকগুলি গুণ্ডা। একজন অতি সন্তর্পণে প্রাচীরে হাতুড়ির দ্বারা দুইটি করিয়া বৃহৎ পেরেক পুঁতিয়া তাহার উপরে দাঁড়াইয়া আরও দুইটি করিয়া লোহা পুঁতিতে পুঁতিতে প্রাচীরের উপর দাঁড়াইল—পরে পেরেকের গায় দড়ি বাঁধিয়া ভিতরে নামিয়া পড়িল। তৎপরে একজন করিয়া চারিজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজন ঘুরিয়া পাহারা দিতে দিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিল। তাহার হাতে একখানা তীক্ষ্ণধার ভোজালী। গুণ্ডাগণ বারাণ্ডা বাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া লইল। পরে এক যোগে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। একটা ক্ষীণ আর্ত্তচীৎকার, পর মুহূর্ত্তেই বন্ধ হইয়া গেল। হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় বিজলীকে লইয়া গুণ্ডাগণ বারাণ্ডায় আসিল। দয়া আসিয়া সেই দৃশ্য দেখিয়াই আলোটি কমাইয়া দূরে রাখিল এবং প্রাচীরের দরোজার নিকটে অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইল। গুণ্ডাগণ বিজলীকে লইয়া সদর দরোজা দিয়া বাহিরে আসিতেই দয়ার পিস্তলের আওয়াজ হইল—"গুড়ুম।" একজন গুণ্ডা পড়িয়া গেল। পুনরায় গুলি করিতে যাইবে এমন সময় বাহিরের গুণ্ডা অতর্কিত ভাবে ভোজালীর দ্বারা দয়ার স্কন্ধে আঘাত করিল। দয়া পড়িয়া গেল। অজস্র ধারে রক্ত। হ্যারিকেনটি আঘাতে পড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্থানটি আলোকিত হইল। এই অবকাশে বিজলীকে লইয়া দ্রুত পলায়ন করিল। অন্য দস্যুটি আহত দস্যুটিকে নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিল—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। স্বীয় ভোজালী দ্বারা মৃত গুণ্ডার মাথা কাটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। পাছে কেহ পরিচয়ের কোন সূত্র পায়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিজলীর বাটী - কক্ষ। একপার্শ্বে শয্যা—শয্যায় দয়া শায়িতা—শয্যার পার্শ্বে টিপয়ের উপর ঔষধ, শিশি, ছোট কাঁচের গ্লাস এবং অন্যান্য আসবাব। অন্য পার্শ্বে একখানি ছোট টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার। গৃহসজ্জা খুব বেশী নহে, তবে সুপরিচ্ছন্ন। একখানি চেয়ারে জগন্নাথ উপবিষ্ট। একখানি পা amputated—মধ্যে মধ্যে দয়ার দিকে চাহিতেছে।

ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি। এখনও ত' কেউ এলেন না।

জগন্নাথ। নৌকা কি ফিরে এসেছে?

ভজহরি। আজ্ঞে এখনও ফেরে নি—তবে এতক্ষণে ফিরে আস্‌বার সময় হ'য়েছে।

জগন্নাথ। তা' হ'লে ঘাটে গিয়ে নৌকার জন্য অপেক্ষা করগে'—

ভজহরি। (যাইতে যাইতে) এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে? আমার দিদিমণি—আমার সোণার দিদিমণি—আমার—

ক্রন্দন

জগন্নাথ। ভজা—

ভজহরি। আজ্ঞে—

জগন্নাথ। তুই কোন্ ঘরে ছিলি?

ভজহরি। আজ্ঞে নীচের ঘরে। কিছু সাড়াশব্দ পাইনি—হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে—প্রথমেই গেলাম দোতলায়—গিয়ে দেখি দিদিমণি ঘরে নেই—দরোজা খোলা, আসবাব পত্র কতক ভাঙ্গা, কতক ছড়ানো—চেয়ার উল্টানো—ভাবলাম্ বুঝি ডাকাতে টাকা কড়ি লুটে নিয়ে গেছে—শেষে রামা চেঁচিয়ে নীচে থেকে বল্লে ঝিমাকে খুন করে

রেখে গেছে',—ছুটে নীচে গিয়ে দেখি—সদর দরোজার বাইরে ঝিমা অজ্ঞান—মরার মত পড়ে আছেন—রক্তে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে—আর ঐ মাথা-কাটা লোকটা—

জগন্নাথ। পুলিশে সংবাদ দিয়েও কোন লাভ হ'ল না। তারা করবেই বা কি? মাথাকাটা মুন্দা দেখে ত' আর কেউ মানুষ চিনতে পারে না। এখন মা লক্ষ্মীর সংবাদ পেলে হ'ত। বিজনবাবু নির্ম্মলবাবুকে সংবাদ দিলাম—তাঁরাও এলেন না—বেণীবাবুও এলেন না—টেলিগ্রাম করেছেন—'ডিটেকটিভ লাগানো হ'য়েছে'—এখন কি কর্ব্ব? নিজের হাঁটতে চলতে জীবনান্ত, একখানা পা জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে—কী যে করব, হা অদৃষ্ট! হাঁরে তুই এখনও যাসনি?

ভজহরি। যাই—(গমনোদ্যত ও সহসা) এই যে ছোটবাবু এসেছেন—

শরতের দ্রুত প্রবেশ

শরৎ। (কম্পিত ক্রোধে) চাবকে সব লাল করব—যত সব ছুঁচো বজ্জাতের দল—একধার দিয়ে হাত পা বেঁধে তবে চাবুক মারব। এই যে বুড়ো হাড়গিলে ঠ্যাং ভেঙ্গে বসে আছ—এসব শুনছি কি হে?

জগন্নাথ। ছোটবাবু, একটু আস্তে আস্তে কথা কইবেন—ঐ স্ত্রীলোকটির অবস্থা খারাপ—

শরৎ। খারাপ। তা'তে আমার ব'য়ে গিয়েছে—মরুক না কেন? তাতে তোমার আমার বিশ্বসংসারে কারু'ই কোন লোকসান নেই। বদমাস জোচ্চোরের দল সব, তোমরা যোগে না থাকলে এতবড় একটা বিশাল পুরীর মধ্যে—এতবড় একটা ডাকাতি হ'তে পারে? অথচ ডাকাতে একটা পয়সা পর্য্যন্ত ছুঁলে না—শুধু একটা মানুষ নিয়ে গেল, তোমাদের এই তৈরী করা গল্প কি দুনিয়ায় কেউ বিশ্বাস করবে? তারপরে ঘটনা সাজাবার জন্য ওই বুড়ো মাগীকে একটু জখম করে বিছানায় শুইয়ে রেখেছ। বলিহারি,—সাবাস্! এতগুলো জোয়ান জোয়ান সব পালোয়ান চাকর বাকর রয়েছো—কারও গায়ে একটা নখের আঁচড়ও লাগল না—অথচ জলজ্যান্ত একটা মানুষ চুরি হ'য়ে গেল—

দয়া কাতরোক্তি করিয়া উঠিল—অস্ফুট ; সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।
জগন্নাথকে দয়া ডাকিল, জগন্নাথ তাহার নিকটে গেল—জগন্নাথের একখানা
পা amputated করা দেখা গেল—দয়া ইঙ্গিতে গোলমাল করিতে
নিষেধ করিয়া—তাহাদিগকে অন্য ঘরে যাইতে বলিল—এবং
তাহার চিৎ ছানায় মশারি ফেলিয়া দিতে বলিল—
জগন্নাথ মশারি ফেলিয়া দিল।

জগন্নাথ। বাবু, ইনি বল্‌ছেন, গোলমালটা—এ ঘরে—

শরৎ। কিনি ? ওই মাগী,—ও মাগীও ত' তোমাদের দলে। মাগী চিৎ হ'য়ে পড়ে সাকাই গাইছে—আর গায়ে খানিক আল্‌তা মেখে গোঙাচ্ছে—

ভজহরি। ছোটবাবু- দিদিমণি একে মার মত ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রতেন—

শরৎ। শুনে বাধিত হ'লাম, শুয়ার, আমার কাছে এসেছো lecture মারতে—যত সব scoundrel।

ভজহরিকে সজোরে চপেটাঘাত—ভজহরি রুখিয়া উঠিতে গিয়া থামিয়া গেল

জগন্নাথ। ছোটবাবু, এই বুড়োর কথাটা একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে শুনুন—অত অধীর হ'লে ত' চল্‌বে না—

শরৎ। অধীর হ'বো না—তুমি বল কি দেওয়ান ?

ভজহরির রক্ত চক্ষু দেখিয়া একটু ভীত হইয়া

সংবাদ পেয়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'য়েছে। আহা হা! মা-বাপ হারা আদুরে মেয়ে!—(ক্ষণপরে) নাঃ—এ আমি সহ্য কর্‌ব না—আমি এর মূলসূত্র খুঁজে বের ক'র্‌ব—তবে ছাড়ব, আমি বুঝেছি এ ডাকাতি নয়—ওসব সাজানো—বানানো—ও আমি বিশ্বাস করি না। আমি ঠিক জানি—বিজলী খুন হ'য়েছে—

জগ ও ভজ। খুন! খুন!

মশারির মধ্য হইতে দয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল

শরৎ। ওটার বোধ হয় হ'য়ে গেছে,—ওটাকে উঠানে নামাও, ওটাকে ঘরের মধ্যে বদ্ধ হাওয়ায় রেখে পেত্নী বানাবে নাকি হে? ধর—ধর—

মশারি তুলিয়া দেখিল—দয়া উঠিয়া বসিয়াছে—তাহার দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীব্র—দেখিয়া সরিয়া আসিল

জগন্নাথ। (দয়াকে) শোও—শোও—

শোয়াইয়া দিয়া মশারি ফেলিয়া দিল

শরৎ। শোন দেওয়ান, ওসব চালাকী ফালাকী রাখ, আমি তত বোকা নই—যে তোমাদের ধোঁকায় ভুলে যাব? বল কোথায় লাস লুকিয়ে রেখেছ।

জগন্নাথ। লাস। লুকিয়ে।

শরৎ। হ্যাঁ-লাস। লুকিয়ে। আৎকে উঠলে যে? আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে নির্ম্মল এই জমিদারী পায়,—তার জন্য নির্ম্মল দেবেও কিছু তোমাদের বেশ মোটা হাতে। দেবে কি—হয়ত' দিয়েছেও—

জগন্নাথ। ছোটবাবু।

শরৎ। হ্যাঁ ছোটবাবু। আমাকে ন্যাকা পেয়েছ দেওয়ান? নির্ম্মল খালাস পেল কি ক'রে—সে সংবাদ কি আমি রাখিনা ভেবেছ দেওয়ান? (জগন্নাথ মাথা নীচু করিল) তোমার কোন বাপের রোজগারের টাকা দিয়ে তুমি নির্ম্মলকে খালাস ক'রে নিয়ে এলে পাজী জোচ্চোর? বিজলীর অজ্ঞাতে তার সিন্দুকের দশ দশ হাজার টাকা—কোন প্রকারে তুমি চুরি করলে? ওই বুড়ী আর তুমি নিশুতি রাতে ওই ঝিলের পাশে গিয়ে—কোন টাকার দেওয়া নেওয়া কর্‌ছিলে—সে টাকা তোমার কোন বাবার? (জগন্নাথ নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল) হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন কুমীরের মত? আমাকে গিলবে নাকি? আমি সব জানি, আমার চোখে ধুলো দেওয়া তোমার কাজ নয়। তোমাদের মত অনেক বলদের ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে আমরা মাল টানাই। বুঝেছ হে? এখন

বল ত' নির্ম্মলের সঙ্গে তোমাদের গোপন টাকা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চ'লছে কিনা? কি হে? মুখের উপর এক পাঁইট কালো কালি কে ঢেলে দিলে? তারপর—বিজলী থাকতে সুবিধা হচ্ছে না দেখে—তাকে সরাবার এই সুন্দর বন্দোবস্তটি ক'রেছ। জানো ঠিক, যে বিজলীর অবর্ত্তমানে এই সমস্তই নির্ম্মলের হ'বে, তাই তাঁকে রাতারাতি খুন ক'রে লাস সরিয়ে ওই মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে, ওর ঘাড়ে একটা কোপ দিয়ে জিনিষপত্র সব তছ্‌নছ্‌ ক'রে এই ডাকাতির রব তুলেচ। (জগন্নাথ অসাড় নিস্পন্দ) যত চালাকির সঙ্গেই কাজটা ক'রে থাকনা কেন—আমার দৃষ্টির বাইরে যাবে তার ঢের দেরী (ভজহরির ভাব পরিবর্ত্তন—তাহার বিশ্বাস হইয়াছে) কি হে বুঝেছ? (জগন্নাথকে নাড়া দিল। জগন্নাথ সচেতন হইল) কিহে কথা কও—মুখ তোল—উত্তর দাও—

ভজহরি। (সহসা) উত্তর দাও—উত্তর দাও দেওয়ান—নইলে ভজার হাতে তোমার রক্ষা নাই, চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না—আমার দিদিমণিকে এনে দাও—দাও—

উঠিয়া সজোরে জগন্নাথের হাত ধরিল। শরৎ অন্যদিকে ফিরিয়ামৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল

জগ। (সক্রোধে) ভজা—

ভজ। (বিদ্রূপ স্বরে) কেন? এই ত ভজা! ভজা তোমার চাকর নয়—সে তার দিদিমণির চাকর। দাও—তাঁকে এনে দাও, নৈলে তোমাকে আমি খুন ক'র্‌ব। বলো—দিদিমণি কোথায়?—আমি তাঁকে এখনই গিয়ে নিয়ে আসছি। বল—উত্তর দাও—বলো—(জগন্নাথ নিরুত্তর) তবে কি সত্যই তাই! তবে কি সত্যই আমার দিদিমণি নাই! (হাত ছাড়িয়া দিয়া) কি কর্‌লে—কি কর্‌লে দেওয়ানজী? তুচ্ছ টাকার লোভে এমন দিদিমণিকে তুমি খুন কর্‌লে? পার্‌লে—পার্‌লে তুমি—সেই কাঁচা মাখনের মত নরম বুকে ছুরি বেঁধাতে?—একটু কষ্ট হ'লনা তোমার! পাঁচ টাকা মাইনের চাকর লাখ টাকা দিলেও সে যা' ভাবতেও পারে না—সেই কাজ তুমি—তুমি তুচ্ছ টাকার লোভে অনায়াসে

ক'রে ফেললে? নেমকহারাম বেইমান,—মোটর চাপা পড়েছিলে ত' মরলে না কেন? এ সর্ব্বনাশ করবার জন্য কেন তুমি বেঁচে রইলে? নাঃ—তোমাকেও নিকেশ করব। করবই—খুন ক'রে—তার পরে ফাঁসী যাব।

চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়া—গৃহের কোণ হইতে একগাছি লাঠি লইয়া অগ্রসর হইল—দয়া ক্ষীণ হস্তে মশারি তুলিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

ভজ। চুপ কর বুড়ী—ন'ড়েছিস্ কি ম'রেছিস্—

দয়া মশারি ফেলিয়া শুইয়া পড়িল—ভজহরি জগন্নাথের মাথায় লাঠি মারিতে গেলে শরৎ ধরিয়া ফেলিল

শরৎ। ভজহরি, থাম ভাই। (শরতের চোখে এক ফোঁটা জল, এই জলের ফোঁটা সে বহু সাধনায় আনয়ন করিয়াছে) তোকে সে বড় ভালবাসতো কিনা—তাঃ তুইও আমার মত দিশেহারা হ'য়েছিস্ বাবা। (লাঠি রাখিয়া ভজহরির গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে) রাগের মাথায় বড় কষে চড় মেরেছ—খুব লেগেছে—না ভজু?

ভজ। না ছোটবাবু, কিছু লাগেনি। আপনি ধরলেন কেন? ওর মাথাটা ভেঙ্গে দিতে পারতাম—তবে আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ত।—আমার বুকের মধ্যে যে রাবণের চিতা জ্বলছে ছোটবাবু।—আমার দিদিমণি—সোনার দিদিমণি—

হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল

শরৎ। মাথা ভাঙ্গলে কি কথা পাওয়া যায় ভজু? আগে সন্ধানটা ভাল ক'রে নিয়ে নিই—তারপর ওর মাথা ত' আমাদের হাতেই রইল। ভগবান ঠ্যাং খোঁড়া করে রেখেছেন—শালা আর দৌড়ে পালাতে পারবে না। মাথা কি আর আমিই ভাঙ্গতেম না—আমিও ত' রাগ সামলে আছি ভজু। ভাই, অত রাগ করলে কি আর চলে? এ সব বুদ্ধি ক'রে কাজ করতে হয় রে। তবে হ্যাঁঃ—এতদিনে তোর উপর আমার ধারণা বদলে

গেল। যথার্থ-ই তুই তোর দিদিমণিকে ভালবাসতিস্—তুই একা—আর একটাও না—আর সব শালা নিমকহারাম—

ভজ। আমার এখন মনে হচ্ছে ছোটবাবু! আমরা সাড়া-শব্দও পেলাম না—অথচ এতবড় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। পিস্তলের শব্দ ক'রে যখন আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল—তখন উঠে দেখি কাজ ফর্সা। বুড়ীটা পাঁচীলের বাইরে ভিরমির ভান ক'রে পড়ে আছে—

শরৎ। আরও দেখ্, মারলো পিস্তল - কেটে গেল গলা।

ভজ। (সহসা) না ছোটবাবু, ওকে আমি খুন করবই—আমি শুনবো না—

[illegible]

শরৎ। থাম ভজু। দেওয়ান,—এখন বুঝতে পারছ তোমার অবস্থা! বল—সত্য কথা বল। সমস্তটা জীবন ধরে কুকার্য্য ক'রে এসেছো—ম'রবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটা সৎকাজ ক'রে যাও। বল বিজলী আছে কিনা? বল—তাকে খুন করে কোথায় রেখেছ? কত টাকা পেয়েছ? বল মুদ্দোটা কার? বল-বল—নইলে নিস্তার নেই। ভজহরি তোমায় ছাড়বে না। ভজহরি ছাড়লেও ভগবানের আদালতে তোমার নিস্তার নেই—বল (দৃঢ় স্বরে) বলবে না? (ঘাড় ধরিয়া) বল—বিজলী জীবিত না মৃত—বল—

জগ। জানি না।

শরৎ। জান না? নিশ্চয় জান। বল কার পরামর্শে একাজ করেছ? তুমি না ক'রে থাক—কে করেছে? নির্ম্মল ক'রেছে কিনা? নিশ্চয় জান—বল। শীঘ্র বল—নির্ম্মল কোথায়—

নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। নির্ম্মল উপস্থিত।

শরৎ। এই যে কাছে কাছেই ঘুরছ—

নির্ম্মল। ঘাড় ছেড়ে দাও—দাও (শরৎ জগন্নাথকে ছাড়িয়া দিল) হাঁ তারপর—কোন সংবাদ পেয়েছ?

শরৎ। ইয়ার্কি ঠুক্‌বার আর সময় পেলে না? ন্যাকা সেজে আমাদের ভুলাতে এসেছ? বল শীঘ্র—বিজলী কোথায়?—

নির্ম্মল। তা' আমি কি ক'রে জান্‌ব? আমি বিজনের কাছে সংবাদ পেয়েই ছুটে এসেছি, কি যে হ'য়েছে তার মাথা-মুণ্ডু এখনও কিছু শুন্‌তে পারিনি। ডিটেকটিভ যতীনবাবু নাকি caseটা take up ক'রেছেন। আপনার মামাই নাকি তাঁকে engage ক'রেছেন। তিনি নাকি কাল ভোরে এসে এ বাড়ীতে enquiryও ক'রে গিয়েছেন। বিজনের কাছে শুনলাম তিনি নাকি কতকগুলো cluesও প'য়েছেন।

শরৎ। হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে। এ বাড়ীর লোক—যে কোনও বিশ্বাসঘাতক তাদের help করাতে এত নির্ব্বিঘ্নে তারা কাজ হাসিল ক'রেছে।

নির্ম্মল। ঠিক না। বিজনের কাছে শুন্‌লাম যে বাড়ীর লোক কেউ থাকলে পাঁচীল টপ্‌কাবার জন্য নাকি তাদের অতটা পরিশ্রম ক'রতে হ'ত না—পাঁচীলের খোলা দরজা দিয়েই অনায়াসে ঢুকতে পারত। যাক্‌গে, শুন্‌লাম নাকি যতীনবাবু বলেছেন যে তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি আস্কারা করতে পারবেন—কিন্তু আমি বুঝতে পার্‌ছি না—এর কারণটা কি?

ভজ। (সহসা নির্ম্মলের সম্মুখে আসিয়া) বাবু, দিদিমণি কোথায়?

নির্ম্মল। কি রে বেটা ভূত! একেবারে যে মার-মুখো হ'য়ে এসে দাঁড়ালি, তোর দিদিমণি কি টোপাকুল যে পকেটে নিয়ে নিয়ে বেড়াব? এতই যদি দিদিমণির জন্য বুক পুড়ছিল—তবে রাত্রে একটু সজাগ চোখে ঘুমুলেই পার্‌তিস; নাকে আচ্ছা ক'রে সর্ষের তেল দিয়ে কুম্ভকর্ণ হ'য়ে পড়েছিলি কেন? নেশা-টেশা করিস নাকি? নে—সর্—সর্—

ভজ। বাবু, আমরা ছোটলোক—মান রেখে কথা কইতে জানি না—

নির্ম্মল। না জানিস্ ত' কথা বলিস না।

ভজ। বাবু, দিদিমণিকে আপনিই সরিয়েছেন—তিমি আছেন কিনা—

নির্ম্মল। (উচ্চৈঃস্বরে) চোপরাও—বেয়াদব!

শরৎ। ওকে চোপরাওয়ালে কি হবে মশাই? রাজ্যি-শুদ্ধ লোকের মুখের উপর ত আর—চোপরাওয়ের বুলি ঝাড়তে পারবেন না। গুপ্ত প্রেমের ফল শেষে এই-ই হয়ে থাকে মশাই—আমার অনেক দেখা আছে—

নির্ম্মল বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল

জগ। খোকাবাবু, এঁরা বল্‌ছিলেন যে তুমি, আমি আর বাড়ীর সবাই যোগে মা-লক্ষ্মীকে খুন ক'রে ফেলেছি। (ক্রন্দন)

নির্ম্মল। খুন করেছি! কেন?

জগ। তাকে সরাতে পার্‌লে তুমি তাঁর অবর্ত্তমানে এই এষ্টেটের মালিক হবে--এই লোভে, আর আমরা তোমার কাছ থেকে প্রচুর টাকা পাব--এই লোভে।

নির্ম্মল একদৃষ্টে শরতের মুখ পানে চাহিয়া রহিল—তিন-চার মিনিট অতীত হইল কাহারও মুখে কথা নাই

নির্ম্মল। শরৎবাবু, আমার ধারণা ছিল—যত দোষই থাক্, তবু তুমি মানুষ,—কিন্তু দেখছি আমারই ভুল। তুমি পশুরও অধম! তোমার সঙ্গে পশুর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যবহার করা উচিৎ।

শরৎ। সাবধান নির্ম্মল—মুখ সামলে কথা ব'লো।

নির্ম্মল। কার ভয়ে? তোমার? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শরৎ। তুমি খুনী, শীঘ্রই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হ'বে।

নির্ম্মল। তুমি কে? তোমার কথাবার্ত্তায় বোধ হচ্ছে -তুমিই যেন এই দীন দুনিয়ার মালিক। পরের ঘরে দাঁড়িয়ে বুকের ছাতি ফুলিয়ে এ কথা বল্‌তে তোমার একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না? তুমি এখানকার কে? গৃহস্বামীর চাকর, এই ত পদ মর্য্যাদা! এই গৌরবে তুমি আজ এই পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে অযথা অপমান ক'রেছ,--অথচ তোমাকে ইচ্ছা করলে আমি আঁস্তাকুড়ের শেয়াল কুকুরের মত লাঠি মেরে তাড়াতে পারি—

শরৎ। তুমি!

নির্ম্মল। হাঁ আমি। ভগবান না করুন যদি বিজলী জীবিতা না থাকে—তোমার ওই পাপ মুখের কুৎসিত বাণীই যদি সত্য হয়, তবে এ জমিদারীর—এই বাড়ীর একমাত্র মালিক আমি—তুমি কেউ নও। আমার সাম্‌নে চোখ রাঙ্গাতে তোমার সাহস হ'ল—এই আশ্চর্য্য। এ আমার বাবা কাকার জমিদারী—তোমার বাবা-কাকার নয়। ইতর—ছোটলোক—

শরৎ। তোমার ধ্বংস সাধনই আজ থেকে আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য—

নির্ম্মল। আজ থেকে কেন শরৎচন্দ্র? যে রক্তে তোমার জন্ম—সেই রক্তের মালিক যে চন্দ্র মিত্তির—সে চিরজীবন আমার কাকার মোসাহেবী ক'রে —আমার বাবার চির শত্রুতা ক'রেছে—আমার বাবাকে তোমার বাবা শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে দেয় নি। আমার বাবা আর কাকা এ দু'জনার অগাধ ভ্রাতৃস্নেহের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে রেখেছিল—তোমার বাবা। আমাকেও কি তোমার বাবা সহজে নিস্তার দিয়েছেন শরৎচন্দ্র? যে মোকদ্দমার প্রকৃত আসামী হ'বে তোমার ছোটমামা—সেই মোকদ্দমার আসামী হ'লাম আমি—আর তোমার ছোটমামা হ'লেন ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী। যাক্—তুমি বালক, তোমার কাছে সে আরজী পেশ করে কোনও লাভ নেই। ভগবানের দরবারে জবাব দেবার কৈফিয়ৎগুলো গুছিয়ে তবে খেয়ায় উঠো। এখন এক কাজ কর,—আস্তে আস্তে উঠে জন্মের মত এ বাড়ীর আশা ত্যাগ ক'রে অন্যত্র ওঠগে' যাও। এখানে আর দাঁত বসাবার সুযোগ হ'বেনা। যাও কোথায় নাবালক-নাবালিকার সম্পত্তি আছে—মামা-ভাগ্নে দাঁত বসাবার চেষ্টায় সেইখানে যাও—নাও—ওঠো—

শরৎ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্ছিলাম—তোমার স্পর্দ্ধা কতদূর উঠতে পারে,—

নির্ম্মল। সেটা এখানে—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে না দেখে—আমার বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখগে'—নৈলে কিন্তু আমার স্পর্দ্ধা আরও খানিক দূর উঠবে—তোমার কান পর্য্যন্ত। ফের কথা ব'লেছ কি কান ধরে বা'র ক'রে দেব—

শরৎ। কি বল্লি পাজী বদ—(নির্ম্মল আসিয়া শরতের কান ধরিল) উঃ—ভজা—ভজা—

ভজহরি। কি! এতবড় কথা! ছোটবাবুর গায়ে হাত—(লাঠি লইল)

নির্ম্মল। গায়ে হাত কোথায় রে? কানে হাত। বোনাই সম্পর্ক হ'তে যাচ্ছিল কিনা—তাই একটু মহলা দিয়ে রাখ্ছি। (ভজহরি নির্ম্মলের পৃষ্ঠে এক বাড়ি মারিল) গয়লা ভূত! তুই অনর্থক মারলি (ভজহরিকে

পদাঘাত, ভজহরি ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িল) চল শরৎচন্দ্র—তোমাকে জন্মের মত এ ফটক পার করিয়ে দিয়ে আসি—

গমনোদ্যত—সহসা দ্বারপথে বেণীবাবু

বেণী। এ কি! নির্ম্মল! শরৎ—এ-সব কি।

নির্ম্মল। (শরৎকে ছাড়িয়া দিয়া অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে আমরা শক্তির পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।

শরৎ। মিথ্যা কথা মামা—নির্ম্মল এসেছে এই সব দখল কর্‌তে। বিজলীর অবর্ত্তমানে জমিদারীর মালিক নাকি নির্ম্মল। তাই নির্ম্মল আমাকে কান ধ'রে বাড়ী থেকে বা'র ক'রে দিচ্ছিল—

বেণী। নির্ম্মল—(স্বর দৃঢ়)

নির্ম্মল। কেন?

বেণী। একথা সত্য?

নির্ম্মল। নিশ্চয় সত্য।

বেণী। তোমার এ ব্যবহারে পুলিশ কি মনে কর্‌বে জানো? তারা স্থির সিদ্ধান্ত ক'রে নেবে—

নির্ম্মল। যে আমি বিজলীকে হত্যা ক'রেছি! পুলিশ যদিও একথা মনে কর্‌তে দৈবাৎ ভুল করে—তোমার ভাগের সুতীক্ষ্ণ মেধা যে একথা পুলিশকে মনে করিয়ে দিতে ভুল ক'রবে না—সে আমার স্থির জানা আছে। আর তাতে আমি আপত্তি কোন দিনই করি নি। জন্মান্তরে কোন অশুভ ক্ষণে আমাদের সাক্ষাৎ হ'য়েছিল—তার জের আজও পর্য্যন্ত হিংসার বাঁধনে পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে। যাও, চতুর ব্যবহারজীবী—তোমার সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় ক'রে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ব্যবস্থা কর্‌তে—আমি ইঁদুর-ছানা নই যে তোমার মত শিকারী বিড়াল দেখে ভয়ে গর্ত্তে সেঁধোব—আমি সিংহের বাচ্চা! জান্‌তে ত' আমার বাবাকে—

বেণী। একেবারে এঁচড়ে পেকে গেছ দেখছি। তুমি শরৎকে কান ধরে তাড়াচ্ছিলে কোন অধিকারে—

নির্ম্মল। বিজলীর অবর্ত্তমানে এ জমিদারীর মালিক আমি—

বেণী। কিন্তু বিজলীমায়ের বর্ত্তমান অবর্ত্তমান যে পর্য্যন্ত কিছুই স্থির নিশ্চয়

জানো না ধাব—সে পর্যন্ত এ বাটীর বর্ত্তমান মালিক আমি—estateএর manager হিসাবে। উদ্ধত যুবক, আমাব চোখের দিকে তাকিয়ে কতক-গুলো হীন অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ করতে তুমি সাহস করলে কি ক'রে—আমি তাই ভেবে বিস্মিত হচ্ছি। থাক্‌গে'—শরৎ, তোমাকে আর কখনও এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম না? কেন এলে?

শরৎ। আজ্ঞে দুঃসংবাদটা পেয়ে—

বেণী কোথেকে সংবাদ পেলে? আমি ত এ সংবাদ যতদূর সম্ভব গোপনে রেখেছি—

শরৎ। আজ্ঞে ডিটেক্‌টিভের কাছে—

বেণী। তা' তুমি সংবাদ পেয়েই বা আমার কাছে জিজ্ঞাসা না ক'রে কেন এখানে এলে? তুমি বেশ জান যে বিজলী তোমাকে পছন্দ করে না। আর সেকথা আমিও তোমাকে বারবার ব'লে এ বাড়ীতে আসতে কিম্বা বিজলীকে বিরক্ত করতে নিষেধ করে দিয়েছি—তবু কেন এলে তুমি? দিন দিন অপদার্থ হ'য়ে যাচ্ছ। যাও—এখুনি যাও। আর কোনদিন আমি না বললে এ গ্রামেও এসো না। যাও-

শরতের প্রস্থান

নির্ম্মল। চির-জীবন তুমি উদ্ধত। তোমার কাকা ভগ্নী—পৃথিবীর মাঝে তোমার একমাত্র রক্তের সম্পর্কে যে আত্মীয়—আজ সে এ পৃথিবীতে আছে কি নেই,- তার জন্ম তোমার চোখে এক ফোঁটাও জল না এসে—সম্পত্তির লালসা এসে তোমার বুকে বাসা বেঁধেছে। বিচিত্র। তোমার বাবার আর যতই দোষ থাক্‌- তাঁর বিবেক ছিল, তোমার তা'ও নেই। চরিত্র-হীন তুমি— হয়ত কোনও দিন সচ্চরিত্র হ'তে পারতে—ঔদ্ধত্যও তোমার হয়ত কোনও দিন দূর হ'তে পারত—কিন্তু মনুষ্যত্ব তুমি চির-জীবনের মত হারিয়েছ। প্রগল্‌ভ স্বার্থপর যুবক, তোমার কাছে বলতেও আমার লজ্জা হয়—যে বিজলী মারা গিয়েছে শুনে তুমি উল্লাসে জমিদারী দখল করতে এসেছ—সেই বিজলী তোমাকে নিজের ভাই-এর মত—মত কি, বোধ হয় তার চাইতেও বেশী ভালবাসত। আমি নিজে দেখেছি—তন্দ্রার ঘোরে সে 'নির্ম্মল-দা' 'নির্ম্মল-দা' ব'লে ফুকুরে কেঁদে উঠেছে। আর তুমি! কোথায়

আজ তোমার চোখের জলে দরিয়া তৈরী হবে—না তুমি তারই ঘরে এসে মার-ধোর ক'রে নিজের বীভৎস ব্যবহারের পরিচয় দিচ্ছ।

নির্ম্মল। (নতশিরে) কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন—এ কাজ আমি করিনি।

বেণী। জানি নির্ম্মল। এ কাজ তুমি করতে পারোনা—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ডিটেক্‌টিভ যতীনবাবু এ সন্দেহ একবার করেছিলেন—তাঁর সে ভুল আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি তোমাকে অতটা নীচ ভাবতে পারিনা বাবা। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে জমিদারী দখল করতে এসে উপস্থিত হও—বিজলীর সন্ধানের কোনও সহায়তা না ক'রে এখানে এসে সকলের উপর এই রকম অত্যাচার করতে সুরু কর—তাহ'লে সকলে কি মনে কর্ব্বে নির্ম্মল! জান নির্ম্মল—(একটু ভাবিয়া) তোমাকে আমি কোনদিনই পছন্দ করি না—তোমার সান্নিধ্যও আমি বিষবৎ ত্যাগ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তবুও আমার বিজলী মায়ের জন্য আমি তোমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখি। এই বুড়ো ছেলের মা—আমার জীবন মরুভূমির শান্তিপাদপ —আমার বিজলী মা—না জানি—কোথায় কত কষ্টে—

নির্ম্মল। আমায় বিশ্বাস করুন কাকাবাবু, আমিও তা'কে বড় ভালবাসতাম —খুব বেশী ভালবাসতাম, বাসতাম কেন—আজও বাসি। জানেন কাকাবাবু—তার মুখের একটি কথায় আমি জন্মের মত মদ ছেড়ে দিয়েছি। আমি বিজুরই খোঁজ করতে এসেছিলাম—জমিদারী দখল করতে আসিনি। দেওয়ানজীর উপর শরতের অভদ্র ব্যবহারে আমি ক্রোধের বশে ওকথা ব'লেছি। জমিদারী! কাকাবাবু, আমি আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের নামে শপথ ক'রে বলছি—জমিদারীর লোভ আমার কোনদিন ছিলনা—নাইও। আমি চললাম বিজলীর খোঁজে—যদি সে জীবিতা থাকে—তবে সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ ক'রে আমি খুঁজে এনে এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব—আর—আর যদি সে না থাকে—তার কোন সন্ধান নাই পাই—তবুও আমি তাকে খুঁজব— আজীবন খুঁজব—তবেই আমি বিজলীর ভাই—তবেই আমি আমার পিতার সন্তান (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমায় বিশ্বাস করুন কাকাবাবু—আমি হৃদয়হীন নই—হৃদয়হীন নই—

দ্রুত প্রস্থান

বেণী। (ক্ষণপরে) টাকা-পয়সা কিছুই যায়নি?

জগ। আজ্ঞে না—সে সব ঠিকই আছে।

বেণী। মালখানা দেখেছ? চাবি কোথায়? দেখি চাবি—

জগ। মালখানা থেকে কিছুই যায়নি—

মশারির কাছে গিয়া মশারি উঁচু করিয়া চাবি চাহিল। দয়া পিছন ফিরিয়া শুইল

বেণী। কে ও দেওয়ান?

জগ। আজ্ঞে মায়ের ঝি-মা—ছেলেবেলা থেকে বুকে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছেন। ডাকাতদের হাতে ইনি সাংঘাতিক আহত হ'য়েছেন—ইনি একজন ডাকাতকে মেরেছেন। চাবি এঁরই কাছে।

বেণী। ওঃ, তা' চিকিৎসা উত্তমরূপে চল্‌ছে ত'? দেখ' দেওয়ান, ঔষধ-পত্রে যেন অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হ'য়ে না, বিজলী মা আমার এসে জান্‌লে অসন্তুষ্ট হবেন। হ্যাঁরে বাপু (ভজুকে) একটু চা খাওয়াতে পারিস্? (দীর্ঘশ্বাস) আজ আমাকে এই বাড়ীতে চেয়ে চা খেতে হয়—আর আগে বারণ ক'রেও রাখতে পারতাম না।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ভজার প্রস্থান

কই দেওয়ান চাবিটে আন ত'—

জগ। আজ্ঞে চাবিটা উনি দিচ্ছেন না—

বেণী। কে ঐ মেয়ে লোকটা? কেন? না—না—ও বিজলী মা না আসা পর্য্যন্ত চাবি আমি এখানে রাখব না। নাও—চাবি এনে দাও। তোমার কাছেও নয়—শরতের কাছেও নয়—আমি কাউকে বিশ্বাস করি না—

জগন্নাথ গিয়া মশারি তুলিয়া পুনর্ব্বার চাবি চাহিল, দয়া ফিরিলও না

জগ। বাবু, চাবি দিচ্ছেন না—

বেণী। তুমি দিলে কেন ওর কাছে? এটা কি একটা Democratic Government হ'লো নাকি? নাও—নাও, ন্যাকামো ক'র না। নিয়ে

এস—(অগ্রসর হইয়া দয়ার প্রতি) কই, ওহে, ও ঝি—এই—আরে উত্তর দাও—ফেরো—

জগ। আজ্ঞে উনি কথা ব'লতে পারেন না—বোবা—

বেণী। বলি শুনতে ত' পারেন। দয়া ক'রে ফিরুন—এই ঝি—আরে এই —(লাঠি দিয়া দয়ার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিতেই দয়া ফিরিল—তাহাকে দেখিয়াই)—"কে কে—কে তুমি।"

তড়িৎস্পৃষ্টের মত পিছাইয়া আসিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগান-বাড়ীর একটি কক্ষ

পিছনের জানালা খোলা দোতালার খুল বারান্দা দেখা যাইতেছে।
বিজলী ও সাহারা কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

সাহারা। মুখভার ক'রে থেকো না ভাই। তোমার কি আমাদের মত পোড়াকপাল যে মুখভার ক'রে থাকবে। আজ বাদে কাল তোমার বিয়ে —সাক্ষাৎ কার্ত্তিক ঠাকুরের মত বর, তোমার দুঃখ কি? আমি ত' জানি যে তুমি তাকেই চাও বোন্—তোমারই ত তিনি হ'বেন। তোমার দুঃখ কিসের তা' হ'লে?—তবে আমি, আমার কথা স্বতন্ত্র—এ আমার আত্ম-বিসর্জ্জন। আমি নিজে আর তাকে চাই না, এতকাল ত' ভোগ ক'রেছি —এখন তাকে সংসারী দেখলেই খুসী হ'ব; এইজন্য আজও বর্ম্মা যাইনি। তোমাদের এই শুভ মিলনটা হ'য়ে গেলেই—এ অশুভ গ্রহ আবার বর্ম্মা চ'লে যাবে—

বিজলী। তোমার নির্ম্মলকে ব'লো যে ভাইবোনে কখনও বিয়ে হয় না—

সাহারা। কেন হ'বে না? এক মায়ের পেটের ভাইবোন ত' নও—আর যদি তোমার আপত্তি থাকে—সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রতেও রাজি, বিশেষতঃ তোমার আর এখন সমাজে ঠাঁই হওয়াও কষ্ট। সব দিক ভেবে দেখে উত্তর দাও ভাই।

বিজলী। তুমি তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে ব'লো, তাকেই আমি সব বুঝিয়ে ব'লব।

সাহারা। (স্বগতঃ) এখন বলি কি? মেয়েটা যে এই রকম এক কথায় নরম কাটবে—তা'ত আগে বুঝিনি। একবার রাগও ক'রলে না—দু চারটে আঁকা বাঁকা কথাও ব'ললে না—এখন আমি নির্ম্মলকে পাই কোথা? চিঠি অবশ্য দিয়েছি "বিপন্না নারী" ব'লে, কলকাতায় যখন এসেছে হয়ত সে আসতেও পারে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হ'লে যে সব ফাঁস হ'য়ে যাবে। (প্রকাশ্যে) তাকে আর লজ্জা দিও না বোন—তোমার সামনে আসবার সাহস নেই বলেই না সে আমাকে পাঠিয়েছে ওকালতি করতে—অবুঝ হ'য়ো না বোন্। তার প্রাণের অবস্থা বুঝে তাকে মার্জ্জনা ক'রো—

গীত

রাগ ক'রো না ভাই

দখিন হাওয়ার উতল ঢেউয়ে প্রাণ করে আই

বিজলী। মিছে কেন বিরক্ত করছ বল?

সাহারা। বিরক্ত করছি।

গীত

অভিমানিনী

মরে যে বেদনা জাগে আগে জানিনি।

বিজলী। তবে এটাও ঠিক—তুমি তাকে সত্যাই ভালবাস না।

সাহারা। বাসি না?

তিলেক না নেহারিলে—জলে হিয়া জলে—

লোলুপ মধুপ সে যে—হৃদি শতদলে—

বিজলী। কিন্তু এটা ঠিক জেন'—যদি তার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়—কি নাই

হয়—সে ইহজীবনে তোমার সঙ্গে যাতে আর দেখা না ক'রে—সে ব্যবস্থা আমি করব।

সাহারা। (স্বগতঃ) মেয়েটি ত খুব চালাক। আমার উপরেও চাল চাল্‌ছে—তবু যদি সত্যই আমি নির্ম্মলকে ভালবাসতুম!

গীত

রাখো যদি আঁখি আড়ালে—
কি করিবে স্মৃতি পথে প্রেমময় দাঁড়ালে?

বিজলী। এইবার বুঝতে পেরেছি—তোমরা পাষাণী, তোমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্রও ভালবাসা নেই—তা' যদি থাকৃত—তবে তাকে আমার হাতে তুলে দেবার জন্য এত ব্যগ্র হ'তে না।

সাহারা। এইবার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছ। পটলমণির এ বিশেষণটি সবাই দেয়। বাপমাকে ছেড়ে যখন—

বিজলী। তুমি পটল? কোন পটল?

সাহারা। নিটোল পটল। সের দরে যা' বিকোয় সে পটল নয়—যে পটলের কথা তুমি ভাব্‌ছ—আমিই সেই পটল। তোমার গুণধর নির্ম্মলের পটল। আমি যে সে পটল নই।

গীত

বাজারের পটল আমি—হাটের পটল নই—
ভেজে খেলে সুখ পাবে না সত্যি কথা কই।
চাকে চাকে কেটে নিও—তাকে তুলে রেখে দিও—
টপটপিয়ে ঝরবে গো রস—আমি রসময়ী।

বিজলী। ভাই, তুমি কথার সমুদ্দুর। তোমার সঙ্গে আমি কথায় এঁটে উঠ্‌তে পারবো? তবে তুমি নারী—এই আমার ভরসা। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে সত্যই আমি ছল কর্‌ছিলাম—এখন দেখছি তোমার কাছে প্রাণ খুলে আমার সব কথা বলাই উচিত। ভাই, তোমার এ অবস্থার বৃত্তান্ত সবই আমি জানি। তোমাকে তোমার বাপমায়ের স্নেহনীড় থেকে কেড়ে এনে, যে নিষ্ঠুর ব্যাধ এই পঙ্কিল—চির-কলঙ্কিত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ

ক'রেছে—সেই আবার আমাকেও তোমার অবস্থায় নামিয়ে আনবার জন্ম এই ফাঁদ পেতেছে। তুমি কি এখনও বুঝ্‌ছো না—যে আজ তুমি কোথায়!—কোন দুর্গন্ধময় আঁস্তাকুড়ে? তুমি যদি নেমে গিয়েছ—আমাকে বাঁচাও—আমি নারী হ'য়ে তোমার নারীত্বের কাছে করুণা ভিক্ষা করছি। আমাকে বাঁচাও—আমাকে উদ্ধার করো (নতজানু হইল) আমাকে কলঙ্ক স্পর্শ করবার পূর্ব্বে পালিয়ে যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও—এ অন্ধকূপ থেকে আমার মুক্তির উপায় ক'রে দাও—আমি তোমাকে অজস্র অর্থ দেবো—আমি তোমাকে রাজরাণীর মত অতুল ঐশ্বর্য্য দেবো। আমার সমস্ত জীবনটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভরা বিরাট ব্যর্থতায় ভরে দিও না।

সাহারা। (স্বগতঃ) এ'কি—একি! কে কাঁদে? কে কাঁদে আমার বুকের মাঝে? আমার হারানো কিশোর যে হাহাকার করে কেঁদে উঠ্‌ছে। শরৎ—শরৎ—একবার এসো—একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াও—আমি পারছি না—আমি পারছি না।

বিজলী। চুপ ক'রে থেক না ভাই—উত্তর দাও—আমাকে বাঁচাবে কিনা বল।

সাহারা। (স্বগতঃ) নাঃ এ আমাকে করতেই হবে। এতে জগতের কারো—কোন ক্ষতি নেই। তোমার চোখের অশ্রু দুদিনে আবার হাসির মুক্তাতে পরিণত হ'বে। এ তোমার সাময়িক দুঃখ। কিন্তু এতে আমার মস্ত লাভ। আমি এ নরক ছেড়ে আবার স্বর্গে ঠাঁই পা'ব। (প্রকাশ্যে) তা' ভাই তোমার বাবার নাম বল্লে আমি তাঁকে খবর দেওয়াতে পারি—তা'ও ভাই খুব গোপনে। তোমার নির্ম্মল জান্‌তে পেলে—সে যা গোঁয়ার গোবিন্দ—হয়ত আমাকেই শেষ করবে। তোমাকে আন্‌তে কি তার কম টাকা ব্যয় হ'য়েছে।

নেপথ্যে নির্ম্মল। কই, কেউ ত কোথাও নেই—

সাহারা। (স্বগতঃ) এ নিশ্চয়ই নির্ম্মল—

দ্রুত প্রস্থান, বাহিরের শিকল আঁটিতে ভুলিল না।

বিজলী। পটল কখনও আমায় ছেড়ে দেবে না—সে আমি তার চোখ

দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। তা' হ'লে উপায়? একবার নির্ম্ম—নাঃ ঐ পাপিষ্ঠকে সাম্‌না সামনি পেতাম! উঃ—কি বিশ্বাসঘাতক! আমার অকৃত্রিম স্নেহের এই প্রতিদান! ওঃ ভগবান্—এ কী কর্‌লে—এ কী করলে? এক আঘাতে আমার কল্পনা-সৌধ মুহূর্ত্তে চূর্ণ ক'রে দিলে! ও কি! (জানালার কাছে গিয়া) ওই ত' নির্ম্মল—পটলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি কথা কইছে! ও কি। পটল অত অনুনয় বিনয় কর্‌ছে কেন? তবে কি আমারই জন্য? নিশ্চয়ই তাই। আহা—আমার দুঃখে তবে পটলের প্রাণ কেঁদেছে—ঈশ্বর—ঈশ্বর—মুখ তুলে চাও—

নেপথ্যে সাহারা। দয়া কর—ক্ষমা কর—বিপন্না নারী—

নেপথ্যে নির্ম্মল। না আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না—পথ ছাড়—না হ'বে না—হ'বে না—

বিজলী। (বন্ধ দরজায় আঘাত করিয়া) ডাক'—পটল ডাক'—

দরজা খুলিয়া সাহারার প্রবেশ

ডাক'—একবার ওকে ধরে এনে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। একবার—একটিবার! ওই বিধাতার সৃষ্টির মহা কলঙ্কটাকে ঘাড় ধরে এনে—শুধু একটিবারের জন্য আমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দাও!—আর কিছুই চাই না—এই নারীর সামনে—এই অসহায়া—বিপন্না—দুর্ব্বলা নারীর সম্মুখে একটিবারের জন্য মুখোমুখি এনে দাঁড় করাও ওই অত্যাচারী পুরুষকে। আমার চোখের অগ্নি দৃষ্টিতে আমি ওকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বো —আনো ওকে—ডাকো—

সাহারা। (থতমত খাইয়া) এলো না—চলে গেল। তোমাকে বশ কর্‌তে পারিনি ব'লে আমাকে অযথা কতকগুলি গালাগাল দিয়ে চ'লে গেল! তোমার হ'যে দু'কথা ব'লতে গিয়েছিলাম—তার ফলে আমার গায়ে হাত দিয়েছে—

বিজলী। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাই সহ্য কর্‌লে। হতভাগা নারীজাত, এমনি করে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে পুরুষের স্পর্দ্ধা তোমরাই দিন দিন বাড়িয়ে তুলেছ,—কেন আমাকে দরজা খুলে ডাক্‌লে না—কেন আঁচ্‌ড়ে কামড়ে ওর গায়ের রক্ত মাংস পৃথক করে দিলে না। কেন—কেন—

ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল

সাহারা। (স্বগতঃ) বাধ্য হ'য়ে আজ এই দুঃখ তোমাকে দিতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বড্ড খিদে পেয়েছে তোমার, না? কিছু খাবে? আনব? (বিজলী মাথা নাড়িল) না—না—না খেয়ে বাঁচবে কেন? অমনি দেখি তোমার জন্য একখানা পোষ্ট কার্ড যদি আনতে পারি (যাইতে যাইতে) দরজাটা দিয়ে যাই ভাই—নইলে তুমি চলে গেলে ও আমাকে খুন করবে, ও এ পাড়ার গুণ্ডার সর্দ্দার। হয়ত আজ রাত্রেই তোমাকে, এখান থেকে সরাবে—

দরজায় শিকল আঁটিয়া প্রস্থান

বিজলী। এ কী অদৃষ্টের পরিহাস। শেষে এও আমার অদৃষ্টে ছিল? বাবা স্বর্গ থেকে তোমার আদরের বিজলীর ভাগ্য দেখ'। যদি একবার—কোন মতে একবার এ নরক থেকে উদ্ধার পাই—তা'হলে নির্ম্মল, তোমাকে একবার আমি দেখব। তুমি খেলায় খেলা। যে সাপিনীর মাথায় আঘাত কচ্ছ তার বিষ যে কতখানি তীব্র তা তোমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব। এই জ্বালা—এই অন্তর্দ্দাহ—এত মহা কলঙ্ক—যার চেয়ে অপমান নারীর আর হ'তে নেই—ওঃ ভগবান—

শয্যায় লুটাইয়া পড়িল

নেপথ্যে শরতের চাপা গলা শোনা গেল—বিজলী সহসা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, অভাবনীয় আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

(নেপথ্যে) শরৎ। "বল—সত্য বল'—সন্ধান পেলে তোমায় নগদ একশত টাকা দেব। বল—একটি মেয়েকে কি এই বাড়ীতে আটকে রেখেছে?"

(নেপথ্যে) ঝি। "না"—

(নেপথ্যে) শরৎ। "নাঃ—এইমাত্র আমি নির্ম্মলকে উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বল—বল ঝি- তোমাকে আমি একছড়া মুক্তা বসান হার দেব"—

(নেপথ্যে) ঝি। "তিনি আপনার কে?"

(নেপথ্যে) শরৎ। "সে আমার কে? সে আমার কে নয় তাই বল—সে

আমার জাগ্রতে ধ্যান – নিদ্রায় স্বপ্ন—সে আমার সর্ব্বস্ব—বল- বল - আর আমায় সংশয়ে রেখ না।"

(নেপথ্যে) ঝি। "ঐ ঘরে আছে"—

(নেপথ্যে) শরৎ। "কোন ঘর ?"

(নেপথ্যে) ঝি। "আমি দেখিয়ে দিতে পারব না, বাবু টের পেলে আমায় খুন করবে"—

বিজলী। (জানালার কাছে গিয়া চাপাস্বরে) শরৎবাবু—শরৎবাবু—

(নেপথ্যে) শরৎ। কে ? কৈ ? ওই যে ! বিজলী- বিজলী (দরজার কাছে গিয়া) একি দরজা যে তালাবন্দ—

বিজলী। আমাকে আটকে রেখে গেছে। এক্ষুণি আসবে—একটু পরে দরজা খুললেই ঢুকে পড়বেন। চুপ—কথা বলবেন না —(শরৎ সরিয়া গেল) ভগবান—ভগবান—মুখ তুলে চাও—

দরজা খুলিয়া সাহারার একটি ঠোঙ্গা হস্তে প্রবেশ

সাহারা— গান

ফুটেছে মগ্‌ডালে গো—ও চাঁপার কুঁড়ি -
আমি আ'কশী হারা লক্ষ্মীছাড়া—সন্ধানে ঘুরি।
সুবাস তোমার পাগল হাওয়ায়—
নামে আমার ঘরের দাওয়ায়—
আমার আশে পাশে বুকে মুখে দেয় হামাগুড়ি।

এই নাও ভাই—একটু মুখে দিয়ে জল খাও—

ইত্যবসরে শরৎ কম্পিত সন্তর্পণে ঘরে আসিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল—শব্দ পাইয়া যেমন সাহারা ফিরিল—অমনি তাহাকে ধরিয়া চাদর দিয়া তাহার মুখ ভাল করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—সাহারা শিশুমত হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল

শরৎ। (বিজলীকে) শীগ্‌গির আমাকে একখানা কাপড় চোপড় দাও।

বিজলী আল্‌নার উপর হইতে একখানা কাপড় দিতে শরৎ সাহারার হাত পা বাঁধিল—সাহারা মাটিতে পড়িয়া রহিল

শরৎ। (ত্রস্তভাবে আলনা হইতে একখানি শাড়ী লইয়া) নাও—শীগ্‌গির এই শাড়ীটা পর। বেরিয়েই বাঁ-পাশে গলি—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—ভগবান সিং সোফেয়ার। সোজা গিয়ে উঠ্‌বে। আহা, মাথায় কাপড় দিওনা—একটুও না। চুলটা খুলে দাও—দরজা খুলে চ'লে যাও। একটুও থতমত খেয়ো না। সোফেয়ারকে বাসার ঠিকানা ব'লে দিয়েছি—সোজা তোমাকে মামার কাছে নিয়ে যাবে।

বিজলী দরজা খুলিয়া প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া

বিজলী। ওর বড্ড কষ্ট হচ্ছে—ওকে ছেড়ে দাও।

শরৎ। সর্ব্বনাশ! ওকে ছাড়লে এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক জড় কর্‌বে।

বিজলী। না কর্‌বে না—ওর বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে, দেখছ না—দম ছাড়তে পার্‌ছে না। ও এখানে থাক্‌লে হয়ত' সেই গুণ্ডাটা এসে ওর উপর অত্যাচার করবে—ওকেও নিয়ে চল—আহা। ও বড় অভাগিনী!—আমার চেয়েও অভাগিনী—

শরৎ। বিজলী—

বিজলী। কেন শরৎবাবু!

শরৎ। আর ত' তোমাতে আমাতে এ জীবনে দেখা হ'বে না।—মামার নিষেধ। তোমার সঙ্গে আর আমি ইহ-জীবনে দেখা ক'রতে পার্‌ব না। আজ তিন দিন অহোরাত্রি তোমার সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। তিন দিন—চেয়ে দেখ আমার দিকে—তিন দিন আমার পেটে অন্ন নেই—চোখে নিদ্রা নেই। তোমার চিন্তা এই তিন দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে পাগ্‌লা ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এত পরিশ্রমের পর দেখা পেলাম যদি বিজলী—এই কি আমাদের শেষ দেখা?

বিজলী। নিশ্চয় নয়। এই আমাদের প্রথম দেখা। আমার চোখের সামনে থেকে একটা ভুলভরা কালো পর্দ্দা স'রে গিয়েছে। আমি তোমার প্রকৃত

মূর্ত্তি দেখতে পেয়েছি। আমার এই নূতন পাওয়া চোখে এই আমাদের প্রথম দেখা—প্রথম দেখা –

দরজা খুলিয়া প্রস্থান

শরৎ দরজা হইতে দেখিল শিরাজী চলিয়া গিয়াছে—পরে ত্রস্তহস্তে সাহারার বন্ধন খুলিয়া দিল- সাহারা হাঁফ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সাহারা। এমন ক'সে তুমি আমায় বেঁধেছিলে—আর একটুক্ষণ থাকলে আমি দম বন্ধ হ'য়ে মারা যেতাম। মেয়েটারও আমার অবস্থা দেখে দুঃখ হ'ল – আর তুমি দরদী, একবার ফিরেও চাইলে না—

শরৎ। বড্ড লেগেছে কি সাহারা?

সাহারা। থাক্, আর ঠাট্টা কর্‌তে হ'বে না। এখন শীঘ্র যাও টাকাটা নিয়ে এস—

শরৎ। সাহারা, আমি এখুনি যাচ্ছি। টাকা পেলেই এনে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে রেখে যাব।

সাহারা। 'যাব' মানে?

শরৎ। ধরেছ? এরেই বলে ছেলে মানুষ। যাব মানে থাকব।

সাহারা। সে হ'বে না। মেয়েটি ব'লেছিল আমাকে সঙ্গে নিতে—তুমি আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার আমার দুজনকার টাকা নিয়ে আবার ফিরে আস্‌ব। স্বামি ও মেয়ের কাছ থেকে ইচ্ছা কর্‌লে অনেক হাজার টাকা আদায় কর্‌তে পার্‌ব। চল –

শরৎ। সর্ব্বনাশ! তুমি গেলেই তোমাকে পুলিশে দেবে।

সাহারা। তা' হ'লে। আচ্ছা তুমি টাকাটা নিয়ে কখন আস্‌বে?

শরৎ। কাল সন্ধ্যার সময়ে—

সাহারা। এত দেরীতে। ওসমান সর্দ্দার বাকি টাকার জন্য রোজ আমাকে তাগিদ কর্‌ছে—কাল সকালেই এস—

শরৎ। আচ্ছা—চেষ্টা কর্‌ব।

সাহারা। চেষ্টা কর্‌ব নয়—নিশ্চয় আস্‌বে। আস্‌বে?

শরৎ। আস্‌ব। নির্ম্মল এসেছিল সাহারা?

সাহারা। এসেছিল। কোনদিন চিনিনা—প্রথম বড় মুস্‌কিলে পড়েছিলাম।

ঠিক তোমার শিক্ষামতই কাজ ক'রেছি। বিজলীর চোখের উপর ঐ খানটায় দাঁড়িয়ে আমি তার হাতে পায়ে ধর্‌ছিলাম—আর ভালবাসি ভালবাসি কর্‌ছিলাম—সে ত রেগেই আগুন—"হ'বে না—হ'বে না—কোন মতেই হ'বে না"—এই সব বলে বেরিয়ে গেল। আমি এসে বিজলীকে বুঝিয়ে দিলাম যে তাকে ছেড়ে দেবার জন্যে নির্ম্মলকে ব'ল্‌তে সে ঐ সব বলে চলে গেল।

শরৎ। বিজলী দেখেছে—নিজে শুনেছে—

সাহারা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তবে আর বল্‌ছি কি। বিজলী ত ভয়ানক রেগে গেছে। যাক্ গে—কাল ভোরেই আস্‌ছ ত?

শরৎ। নিশ্চয়।

সাহারা। মাথার দিব্যি—

শরৎ। মাথার দিব্যি আমি তবে—

প্রস্থান

সাহারা। মেয়েটি ভারী লক্ষ্মী। আমারও পর্য্যন্ত মেয়েটার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। যাবার সময় মেয়েটার সঙ্গে একবার দেখা ক'রব। আহা ভদ্র ঘরের মেয়ে কিনা কী মিষ্টি কথাবার্ত্তা। বলে কিনা বাঁধন খুলে দাও—আবার বল্লে "নিয়ে চল—নৈলে গুণ্ডাটা এসে অত্যাচার ক'রবে।" নিজের দিকে চাইলে না—আমি তার শত্রু, আমার জন্য ভাবনা! ও আর আমি! কত পার্থক্য। (ভাবিতে লাগিল) মেয়েটি কিন্তু খুব সুন্দরী। আচ্ছা—প্রথম দেখা—একথা বল্‌লে কেন? ও কথাটার মানে কি? টাকাকড়ির কথা ত কই কিছুই হ'ল না—কেবল ভুল—চোখের পরদা - শেষ দেখা—এই সব। এ সব কথার অর্থ কি? যাক্‌গে—শরৎটা কিন্তু ভয়ানক চালাক—কেমন সব ভাব দেখালে। তারপর বাঁধবি ত বাঁধ একেবারে আষ্টেপিষ্টে।

গান

তাই গেল সে ডাক দিয়ে আজ
হাত ছ'দিতে।
রেখে দেবে তোড়ায় মাঝে
ফুলদানীতে।

হাওয়াতে হাজার ধুলো
ছেয়েছে পাপড়ীগুলো
বেসুর আজ • বাজে আমার
গানখানিতে।

দরদী—ও দরদী
ব্যথা মোর বুঝলে যদি
এস আজ ঝড়ের মত
ঝেড়ে দিতে ময়লা যত
এস আজ সুর হারায়ে
সুর দানিতে।

কেশববাবুর প্রবেশ

কেশব। কিগো নূতন পটল! আছ টাছ কেমন?

সাহারা। এস গো নটবর—কোথায় ছিলে এতদিন?

কেশব। তোমাদের নাগর নাগরীর দাবা খেলাটা একটু দূরে থেকে দেখ ছিলাম—শেষটায় মাৎ হ'য়ে গেলে সুন্দরী!

সাহারা। মাৎ হলাম কি কেশববাবু?

কেশব। চন্দ্রাবলী হে, রাইএর মান ভঞ্জনের পালাটা নিজেই গেয়ে যুগল মিলনের সুবিধাটা করিয়ে দিলে? আরে ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, আমি ভাবতাম তুমি বুঝি ঝানু—এখন দেখ্‌ছি ওস্তাদ আমাদের কানু—

সাহারা। ছোট কল্‌কের ক' কল্‌কে টেনেছ হে?

কেশব। কল্‌কে না টেনে আর উপায় কি? বোতলের আশা ত ছেড়েছি, শরৎ ভায়া ত আর এ জীবনেও তোমার শ্রী-কামরা মাড়াবেন না—কাজেই আমরা সব প্রসাদভোজীর দল আগে থাকতেই কলকি টানা অভ্যাস করে রাখি।

সাহারা। মাড়াবে না কি? কাল ভোরেই যে টাকা নিয়ে আস্‌ছে।

কেশব। হ্যাঁ, শুনলাম টাকশালে ছাঁচের জন্য অর্ডার দিয়েছে। সেইটে পেলেই ছাপ মারবে আর দেবে! হারে অদৃষ্ট—এত খেটেছ—তাও বাকিতে। এইবার ত' তোমাদের গণেশ উপুড় হ'বে সুন্দরী।

সাহারা। সে কি বল্‌ছ কেশববাবু! সব মিথ্যা! মিথ্যা! সেকি—ওস্‌মানেরও

যে আধা টাকা বাকি। সেও ত আমার কথায় প্রত্যয় ক'রে বসে আছে—না:—তুমি ঠাট্টা করছ—

কেশব। তবে তাই। মোদ্দা কাল বিকেল বেলা এসে একবার খোঁজ নিয়ে যাব—তুমি ছাতু লঙ্কা খাচ্ছ—না পোলাও কালিয়া খাচ্ছ।—তবে যা' বলে গেলাম—তা' ঠিক। কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগবে।

প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া

আমাকে লুকিয়ে যখন গোপনে গোপনে দুজনে পরামর্শ কর্‌লে—তখনই বুঝেছিলাম—তুমি ঠক্‌বে। তবে এতটা যে ঠক্‌বে তা' ধারণা করতে পারিনি—

সাহারা। আচ্ছা, আসুক দেখি একবার কাল খালি হাতে—আমিও তেমন মেয়ে নই—

কেশব। বলি এলে ত? তুমি না হয় প্রণয় দেবতার কলে কাণা হ'য়েছ—বলি আমিত আর কাণা নই—যার জন্য তোমাকে এত আদর যত্ন কর্‌তো—তাকে সে হাতে পেয়েছে। বিয়ে ক'রে সুখে জমিদারী ভোগ কর্‌বে। যেও তখন টাকা চাইতে—ভোজপুরী দারোয়ান আছে জন দু'তিন। নিয়ে এস টাকা। তুমি ত' চিনি রাখবার বস্তা হে—চিনি ঢেলে রেখে—বস্তা ছুঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলেছে।

সাহারা। তা'ও বিচিত্র নয় কেশববাবু। আমার সন্দেহ হ'চ্ছে—(ক্ষণপরে) না, সন্দেহ নয়—এ সত্য। আমার মুখ কাণ এক সঙ্গে বাঁধা ছিল তাল শুন্‌তে পাইনি। তবে প্রথম দেখা—ভুল—এই সব কি বল্‌ছিল। টাকার কথা মোটেই ব'লে নি। নিশ্চয় ওই মেয়েটিকে ও বিয়ে কর্‌বে! সেই জন্য—মেয়েটিকে ভজাবার জন্য এই সমস্ত ক'রেছে। নিশ্চয়—নিশ্চয়ই তাই—উঃ এত বড় পাপিষ্ঠ! আহা অমন ভাল মেয়েটি এমন পাষণ্ডের হাতে পড়্‌বে?

কেশব। তাতে তোমার দুঃখ কি নিশ্চিন্তময়ী?

সাহারা। আমার দুঃখ কি? আমার দুঃখ অনেক। আমার দুঃখ কি তা' তুমি বুঝবে না। ভগবান করুন যেন তোমার কথা মিথ্যা হয়—শরৎ যেন এত বড় বিশ্বাসঘাতক না হয়। কিন্তু—কিন্তু যদি তাই হয়· যদি তাই

হয়—আচ্ছা দেখি কাল ভোর পর্য্যন্ত! কেশববাবু, ভাই—তুমি কাল—

কেশব। ভাই! বল কি হে—

সাহারা। হ্যাঁ ভাই—আজ থেকে তুমি আমার ভাই। ভাই—আমি টাকা চাই না—আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে দাও। সংবাদ নাও, যদি সত্যই বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে থাকে, তবে কাল সন্ধ্যাকালে তুমি একবার এসো। আমি যা'ব একবার তার বাড়ীতে। দেয় দিক্ আমাকে পুলিশে ধরিয়ে। আমি ভয় করি না। কিন্তু অমন সোনার কমলকে অত বড় পাষণ্ডের হাতে পড়তে দেবো না। না, কক্ষনো না। ভগবানের দরবারে দাঁড়িয়ে জবাব দেবার অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎ ও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

তৃতীয় দৃশ্য

বিজনের বহির্ব্বাটী

মুহুরী গোপাল নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে, বিজন অন্যমনা

বিজন। সমস্যা উপর সমস্যা। ডিটেকটিভ বাবুর কথার ভাবে যা' বুঝলাম, তা'তে তিনি নির্ম্মলকেই সন্দেহ ক'রেছেন। অথচ আমি জানি আমার নির্ম্মল সত্যই নির্ম্মল। কিন্তু এ ব্যাপারে ত' নির্ম্মল ভিন্ন আর কারও কোন স্বার্থ নেই। তবে?—বিজলী না থাকলে শরৎবাবুর ত' লাভ নেই-ই, বরঞ্চ ক্ষতি। শুধু যতীনবাবুর সন্দেহ কেন, কার্য্যগতিকে নির্ম্মলই যে অপরাধী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। নির্ম্মলকে এক নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ কর্‌তে পারে—বিজলী। কিন্তু সে কোথায়? যদি সে বেঁচে থাকৃত'—তবে শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মহিলা সে,—পৃথিবীর যে কোন স্থানেই থাক্ সংবাদ দিতে পারত'। এ এক গোলকধাঁধার ব্যাপার। এর ভিতর থেকে নির্ম্মলকে বাঁচাবার উপায় কি?

চিন্তামগ্ন

গোপাল। যে ডিটেকটিভ্ বাবু এসেছিলেন,—উনি কে বাবু?

বিজন। (অন্যমনস্কভাবে) এঁ্যা? ওঃ—উনি একজন ডিটেকটিভ।

গোপাল। (সপ্রতিভভাবে) ওঃ। তাই বলুন, আমিও ত' ভাব্ছিলাম যে চশমা চোখে কেন?

[illegible] কাগজ মনোযোগে [illegible]

বিজন। তবে কি সত্যই নির্ম্মলের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে। কিন্তু এ যে কোনও মতেই বিশ্বাস হয় না। নির্ম্মলের চোখ মুখের সেই উদ্বিগ্নভাব—সেই নিরলস অহোরাত্র পরিশ্রম—এ সবই কি—বাহ্যিক—সবই কি লোক দেখানো? নাঃ—এ আমি কোনও মতে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিশ্চয়ই এ কোনও একটা ষড়যন্ত্রের ফল।—কিন্তু এ চক্র ঘোরাচ্ছে কে? এ যে ধারণাতেই আসে না। কারও কোন স্বার্থ নেই,—অথচ—এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল,—এর কারণ কি?

গোপাল। (উঠিয়া বিজনের সম্মুখে গিয়া) এই দেখুন,—

বিজন। (দেখিতে দেখিতে) এ কি! এ ক'রেছো কি? দেখি originalটা—

গোপাল। আজ্ঞে? হ্যাঁ। কোন্‌টা?

বিজন। তোমার মাথা (গোপাল বিস্মিত হইয়া মাথায় হাত বুলাইল) গাধা! ওই খাতাটা দাও তো (গোপাল খাতা আনিয়া দিল—বিজন গোপালকে ডাকিয়া দেখাইল) এখানে লিখেছ কি? ওটা না—এইটে—

গোপাল। আজ্ঞে 'দুধমেহের বিবি'

বিজন। এখানে কি লেখা আছে?

গোপাল। আজ্ঞে—চাঁদমেহের বিবি।

বিজন। তবে?

গোপাল। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বিজন। আজ্ঞে কিরে গাধা?

গোপাল। আজ্ঞে দুধও সাদা—চাঁদও সাদা। তাই একটা লিখ্তে ভুলে আর একটা লিখে ফেলেছি।

বিজন। কোথাকার idiot?

গোপাল। আজ্ঞে হুগ্‌লীর!

বিজন। হুগ্‌লীর কি?

গোপাল। আজ্ঞে চাঁদমেহের বিবির বাড়ী হুগ্‌লী—

বেণীবাবুর প্রবেশ

বেণী। (প্রবেশ করিতে করিতে) বিজন, বাড়ী আছ হে?

বিজন। (উঠিয়া) এই যে আসুন—বসুন, ভাল আছেন?

বেণী। হ্যাঁ এখন অনেকটা সুস্থ আছি। যে দুশ্চিন্তায় আজ তিন দিন পর্য্যন্ত ছিলাম! হ্যাঁ শুনেছ' বটে বোধ হয় বাবাজী, আমায় মা'কে পাওয়া গিয়েছে—মা'কে আমার যে কষ্ট দিয়েছে—

বিজন। (সাগ্রহে) পাওয়া গিয়েছে!—কোথায় পাওয়া গেল?

বেণী। আর বল' কেন বাবাজী সে হতভাগাটার কথা! লক্ষ্মীছাড়া একেবারে জাহান্নমে গেছে—বুঝেছ' হে—একেবারে জাহান্নমে গেছে। শুনে লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হ'চ্ছিল। বংশের কলঙ্ক নির্ম্মলটা তাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এক বাগান-বাড়ীতে রেখে দিয়েছিল; অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে তবে শরৎ তাকে উদ্ধার ক'রেছে—

বিজন। (বিস্ময়ে) নির্ম্মল! নির্ম্মল এই কাজ করেছে?

বেণী। ঠিক ঐ সন্দেহ আমার মনেও উঠেছিল, বিজনবাবু। তাই আমি ভাল ক'রে বিজলীমা'কে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি। শরৎ খোঁজ না পেলে মায়ের যে আমার কি অবস্থা হ'ত—তা ভগবানই জানেন। দুর্গন্ধভরা আলো-বাতাস শূন্য একতলার একটা ঘর,—তার ভিতর মাকে আমার আটক ক'রে রেখেছিল!

বিজন। নির্ম্মল?

বেণী। হাঁ নির্ম্মল। বল্লাম ত' আমারও সন্দেহ হ'য়েছিল, কিন্তু যখন মা আমার বল্লে যে সে নিজের চোখে নির্ম্মলকে দেখেছে,—তখন আর অবিশ্বাসটা ক'রতে পারলুম না। ছোঁড়াটা কি বেইমান দেখেছো বিজন!—

বিজন। কিন্তু নির্ম্মল ত' বরাবর—কিন্তু—নাঃ—

গোপাল। বাবু, কাল নির্ম্মলবাবুর একটা চিঠি এসেছিল—মেয়েলোকের লেখা। চিঠিটা তাঁর হাতে পড়তেই বাবু ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিজন। তুমি একটু থামো ত' হে।

বেণী। কতকাল আর ঢেকে রাখতে পারবে বাবা! ভেবেছিল যদি বিজলীকে দিয়ে জমিদারীটা লিখিয়ে নিতে পারে ত' ভাল,—নৈলে মাকে আমার ঐ খানেই শেষ করবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। শরৎ নির্ম্মলের পিছন পিছনই ঘুরছিল,—সন্ধানে সন্ধানে সেইখানে গিয়ে খুঁজে মা'কে বের ক'রেছে। উদ্ধার করার গল্প তা যদি শোন—সে একটা Romantic ব্যাপার হে। শরৎ রীতিমত পাকা ডিটেকটিভের চাল চেলেছে। ছোঁড়াটা ব'য়ে না গেলে, মাথা ছিল বিজনবাবু, তোমাদের ঐ যতীন—caseটা ত' তারই হাতে দিয়েছিলাম—কিছুই করতে পারলে না। শরতের কাছে ও যতীন ফতীন লাগে না হে। ভাল কথা, তোমার সে বন্ধুটি কোথায়?

বিজন। নির্ম্মল? আর তাকে আমার বন্ধু ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

বেণী। এতে আর তোমার লজ্জা কি বাবা! এই পাকা চুল মাথায় নিয়ে আমিই যখন তাকে চিনতে পারলাম না—তখন তুমি সেদিনকার কচিছেলে—তুমি কি ক'রে বুঝবে বলো। সাধুতার মুখোস্ পরে সে আমার মত বুড়োর চোখেও ভেল্কী লাগায়—ছিঃ—ছিঃ ছিঃ, শেষ বয়সে এই পৃথিবীটার উপর একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়ে দিলে হে।

গোপাল। (স্বগতঃ) তৃষ্ণা তৃষ্ণা করছে! বাবুর বুঝি বড্ড তেষ্টা পেয়েছে! কিসের তেষ্টা! সেই- বোতলের জলের না ত'?

বিজন। কত বিশ্বাসই যে আমি তাকে করতাম! এই খানিকক্ষণ আগে না খেয়ে-দেয়ে উস্কো-খুস্কো চুলে কোথায় বেরিয়ে গেল--

বেণী। তাহ'লে সেই বাগান-বাড়ীতেই গেছে। যাক্ গে' (সহসা) ভাল কথা হে, যার জন্য এসেছিলুম, দেখ' দেখি বয়সের সঙ্গে ভুলের কি নিকট সম্বন্ধ! তোমাকে বাবা আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলুম (গোপালের প্রতি) তুমি কি হে?

গোপাল। আজ্ঞে, জল খাবেন? কিনে আনব?

বেণী। এটি কে হে?

বিজন। ও একটা idiot.

গোপাল। আজ্ঞে আমি বাবুর idiot, মুহুরীগিরি করি।

বেণী। তোমারও নিমন্ত্রণ রইল হে বুঝেছ?

গোপাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেণী। কি বুঝেছ বলো ত'।

গোপাল। আজ্ঞে নিমন্ত্রণ।

বেণী। কোথায়?

গোপাল। আজ্ঞে তা ত' জানি না।

বেণী। (উচ্চহাস্যে) বেশ! বেশ! খাসা আছ বাবাজী। বেড়ে আছ! এটিকে যে আমার লুফে নিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

বিজন। আজ্ঞে খাঁচা তৈরী না হ'লে ওকে নিয়ে রাখ্‌বেন কোথায়?

বেণী। বেশ—বেশ—খাসা উত্তর দিয়েছ। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের সঙ্গে কথায় কি আমরা পারি বাবা? বেশ—বেশ—(গোপালের প্রতি) ওহে, কি জন্য নিমন্ত্রণ বলো ত?

গোপাল। আজ্ঞে, আপনি ব'ল্‌লেন, সেইজন্যে—

বেণী। চমৎকার উত্তর। (হাস্য) তা' তুমি যখন বাবুর idiot, তখন বাবুর সঙ্গেই যেও। বুঝেছ বাবাজী, আমাদের শরতের সঙ্গে যে বিজলী মায়ের বিয়ে।

বিজন। বিয়ে!

বেণী। হাঁ বিয়ে। দেরীও আর নেই, কালই। শরতের আমার একান্ত ইচ্ছা, আর মা'রও দেখ্‌লাম অমত নেই, কাজেই আর বিলম্ব কর্‌তে ইচ্ছা হ'ল না। জান ত' বাবাজী, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—তাই তাড়াতাড়ি শুভকাজটা সার্‌তে হ'ল। এই অসময়েই—(নিম্নস্বরে) বুঝ্‌ছ' ত',—এই ঘটনায় মায়ের নামে দু' একটা কথাও উঠ্‌তে পারে ত',—তাই আর বেশী বাছাবাছি কর্‌লাম না। (প্রকাশ্যে) ঘটা আর কই কর্‌তে পেলাম বাবা? তবে তোমাকে কিন্তু বাবা যেতেই হবে,—বুঝেছ—একি! কথা ব'ল্‌ছ না যে—

বিজন। নাঃ—এই নির্ম্মলের কথা ভাব্‌ছিলাম। এমন সুন্দর একটা আবরণের

নীচে ভগবান এমন কুৎসিত হৃদয় ঢেকে রাখলেন কি করে, আমি শুধু তাই ভাবছি।

বেণী। যেতে দাও, যেতে দাও।

বিজন। যেতে দেব! নির্ম্মল— আমার নির্ম্মল,—যার মুখ একটু ম্লান দেখলে জগৎ অন্ধকার দেখতাম, যার মুখের একটি কথায় আমি অনায়াসে নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারতাম,—যার জীবনের কলঙ্ক মুছে ফেলবার জন্য আমি সমস্ত কাজ পরিত্যাগ ক'রে নিজের সম্মান ঘুচিয়ে সর্ব্বস্ব নষ্ট ক'রে পথের ভিখারী সাজতে ব'সেছিলাম, সেই নির্ম্মল, আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু নির্ম্মল,—না—না—এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

বেণী। মন খারাপ ক'রে কি হবে বাবাজী? যা হ'বার তা' ত হ'য়ে গেছে—

বিজন। নিজের কানে আপনি শুনেছেন? তিনি নিজে আপনার কাছে ব'লেছেন?

বেণী। অত বিচলিত হ'য়ে প'ড়ো না বাবা। পৃথিবীতে যা' কখন ভাবা যায় না—তাই অনেক সময়ে ঘটে বসে।

বিজন। নির্ম্মলকে দেখেছেন। তিনি নিজে দেখেছেন?

বেণী। ব'ললাম ত'—সূর্য্য পশ্চিম দিক দিয়েই উঠেছে বাবাজী। যাচ্ছ যখন, নিজেই খুঁটিয়ে জেনে শুনে এসো। অস্থির হ'য়ো না বাবাজী,—না-ভাবা আঘাতগুলো যখন হঠাৎ বুকে এসে লাগে, তখন অনুভূতির তীব্রতা হয় একটু বেশী। তুমি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ছেলে। এটুকু আঘাত সইতে না পারলে চলবে কেন?

বিজন। আঘাত যে কতটুকু!—(ম্লান হাস্য) তবে, এও সম্ভব হ'ল। এই আশ্চর্য্য। যাক্—

বেণী। সময়ও আর নেই, আজই যে রওনা হ'তে হয়। তুমি গুছিয়ে নাও, আমি বাজার সেরে সোজা ষ্টেশনে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রব—

গোপাল আত্মপ্রকাশ করিল

তুমিও ready হ'য়ে যেয়ো হে! বুঝেছ' বাবুর idiot!

গোপাল। আজ্ঞে

বিজন। আমার যাওয়া হবে না।

বেণী। সে কি! কেন বাবাজী?

বিজন। এ 'কেন'র উত্তর নেই। আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থাতে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা'ছাড়া আমার—কাল কাজও আছে।

বেণী। তা' থাকুক না বাবা, সে বন্দোবস্ত আমি ক'রে যাচ্ছি,—না—না বাবা, তুমি না গেলে আমি ভয়ানক মনে কষ্ট পাব। ছুট্‌তে ছুট্‌তে তোমারই কাছেই এসেছি। বড় মুখ ক'রে এসেছি বাবাজী,—

হাঁপাইতে হাঁপাইতে শ্রান্ত নির্ম্মলের প্রবেশ

নির্ম্মল। বিজন, বিজন, আমাকে এক্ষুনি গোটা-দশেক টাকা এনে দাও ত' ভাই, এ কে?—ওঃ—প্রণাম

বেণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল

বেণী। আশীর্ব্বাদ ক'রি তোমার সুমতি হোক্—

নির্ম্মল। কৈ বিজন, আমার বড় তাড়াতাড়ি ভাই (কাছে গিয়া) রাগ ক'রেছিস ভাই! এখন আমার নাওয়া খাওয়ার সময় নেই, আমি তোকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ব। দেখে নিস্ তুই। নে—শীগগির কর্, দেরী হলে সব শ্রম পণ্ড হবে। (বিজন মুখ ফিরাইল না) বিজন—বিজন,—কাকাবাবু, কি হ'য়েছে?

বেণী। সেটা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা না ক'রে নিজেই ভেবে দেখ'না নির্ম্মল—

নির্ম্মল। নিজে ভেবে দেখব! বিজন, কি হ'য়েছে ভাই?

বেণী। আমি তবে বিজনবাবু—

নির্ম্মল। আপনি চল্লেন যে। হ'য়েছে কি ব্যাপারটা আমায় ব'লে গেলেন না?

বেণী। তোমার কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না—তাই চ'লে যাচ্ছি। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন্—

নির্ম্মল। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন, বুড় বদমায়েস্। পাকা চুলের ঝুড়ি মাথার উপর ব'য়ে বেড়াচ্ছ' —ওতে আর কত পাপ সইবে? পাপের পসরা তোমাদের কাণায় কাণায় পুরে উঠেছে—তাই যেখানে তোমরা যাও, তোমাদের সঙ্গে যায় অনর্থ তোমাদের সঙ্গে যায় সর্বনাশ,—তোমাদের সঙ্গে যায়—বন্ধু বিচ্ছেদ। সাবধান বুড়ো শয়তান, আমার চোখের সুমুখে আর মুহূর্ত্তকাল দাঁড়িয়েছ কি

বিজন। নির্ম্মল, এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার গৃহ পরিত্যাগ কর। আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমারই চোখের উপর আমার বন্ধুকে তুমি যেরূপ অসংযত ভাষায় তিরস্কার ক'রছ, তাতে তোমার ধমনীতে বিন্দুমাত্রও ভদ্রবংশের রক্ত আছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না।

নির্ম্মল। (চীৎকার করিয়া) বিজন, না:—তুমিও—

বিজন। আমিও ঐ দেখ, মহাদেব দাদা বৃদ্ধের চোখে জল। ছিঃ—ছিঃ—তুমি মানুষ—

নির্ম্মল। বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না একবার ব'লেছ তা' ঠিক স্মরণ আছে। তবে তোমার কাছে আমার দেনা-পাওনা একটু ঘনিষ্ঠ কিনা—একেবারে মোকাবিলা ক'রেই চ'লে যাব। যা পাঁচড়া ত' আর নই যে দুর্গন্ধে তিষ্ঠতে পারছ? একটু দেরী করব না—

বেণী। আমাদেরই ভুল ধারণ। যেমন পিতা, তেমনই তার ছেলে—

বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছিলেন— নির্ম্মল রুখিয়া উঠি। তাহাকে মারিতে গেল,—বিজন ও গোপাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল

নির্ম্মল। যে কটা দাঁত তোমার আছে, ঘুসিয়ে আজ তা' আমি ভেঙ্গে ফেলব। সাধু সেজেছ' ভণ্ড তপস্বী? বাপ তুলে খোঁটা তোমার কথা নেই। ঘুসিয়ে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে—

ব্যথিত হৃদয়ে বেণীর প্রস্থান

আমার বাপ। আমার বাপ ভাল হোক—মন্দ হোক—তা'তে তোমাদের কি? আজন্ম—

গোপাল। বাবু, একটু বসুন, স্থির হোন্—

নির্ম্মল। ব'সব। তোমাদের ওখানে? হাঃ হাঃ হাঃ, সেসব ফুরিয়ে গিয়েছে

গোপাল,—সে সব ফুরিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ,তারপর যে কথা হচ্ছিল,তোমার গৃহে আর আমার স্থান নেই? তা সে কথা অত জোর গলায়, আমাকে অপছন্দ কর্‌বার জন্য বেণী বোসের সামনে উচ্চারণ না কর্‌লেও পার্‌তে বিজনবাবু। তোমার এ গৃহ ত' আমি কোনদিন দাবী করিনি, তুমিই জোর ক'রে এই ছন্নছাড়া ভবঘুরেকে আটকে রেখেছো, তুমিই বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়ে আমায় ধ'রে রেখেছো। আমি সাধ ক'রে ধরা দেইনি।

বিজন। ভুল ক'রেছি। মস্তবড় ভুল ক'রেছি তোমাকে ভালবেসে, ভুল ক'রেছি তোমাকে বন্ধু ব'লে ডেকে—আর সবচেয়ে বড় ভুল ক'রেছি তোমার কলঙ্কিত জীবনের সমস্ত ইতিহাস জেনেও তোমাকে শোধরাবার জন্য বৃথা চেষ্টা ক'রে। তুমি যে এতদূর নীচ, তা' আমি পূর্ব্বে ধারণাও কর্‌তে পারিনি,তুমি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য নিজের ভগ্নী দেবীপ্রতিমা বিজলীকে অপহরণ করে—

নির্ম্মল। সাবধান বিজন, পুনরায় ওকথা উচ্চারণ করেছ' কি তোমার জিহ্বা আমি আমূল উপড়ে ফেলে দেবো। তোমার সহস্র উপকার, তোমার ন্যায্য প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা, তোমার মহতী ইচ্ছা কেউ তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আমার সম্বন্ধে এই কুৎসিত ইঙ্গিত কর্‌তে তোমার বিন্দুমাত্রও লজ্জা হ'ল না অথচ তোমাকে আমি একদিনও বন্ধু ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

বিজন। তোমার আস্ফালন দেখ্‌বার ঔৎসুক্য আমার আদৌ নেই। তোমার বোন নিজে তোমার সমস্ত গুণপণা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন।

নির্ম্মল। (সাগ্রহে) তা' হ'লে বিজলীকে পাওয়া গিয়েছে,—তা' হ'লে বিজলী ফিরে এসেছে! আঃ, বাঁচ্‌লাম। যত বড় ব্যথাই তুমি আমাকে দিয়ে থাক' বিজন, আজ তুমি তবুও আমার প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ কর্‌লে। আমার বুকের একখানা রাঙা দগ্‌দগে ঘায়ের উপর তুমি শান্তির প্রলেপ দিলে। এ ঋণ তোমার শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। যাক্ এইবার আমি হাল্‌কা, এইবার আমার সব বাঁধন খ'সে গিয়েছে।

বিজন। শরৎবাবু খোঁজ ক'রে তুমি যেখানে বিজলীকে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে—

নির্ম্মল। তবুও আবার বলে 'নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে?' জন্মের মত ছেড়ে দেবার পূর্ব্বে আমাকে পাগল না ক'রে ছেড়ে দিবি না? আমায় সজ্ঞানে পথ ছেড়ে দিবি না?

বিজন। শরৎবাবু তাকে উদ্ধার ক'রেছেন। কাল শরৎবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে।

নির্ম্মল। বিয়ে। সে কি? না--না তা' হ'তে দেব না। সে হবে না— হবে না হবে না, বিয়ে হ'তে দেব না। শরতের সঙ্গে তার বিয়ে দেব' না।

বিজন। তুমি না দেবার কে?

নির্ম্মল। আমি ভাই। আমি তার বড় ভাই। একমাত্র নিকট আত্মীয়, পৃথিবীর মধ্যে আমার বিজুরাণীর একমাত্র রক্তের সম্পর্ক, আমি অভিভাবক। আমার অধিকার আছে, আমার দাবী আছে, বেণী বোসের তা' নেই। না, তা' হবে না - তা হ'তে দেব না।

বিজন। কিন্তু বিজলী সাবালিকা। তার নিজের সম্মতিতেই এই বিয়ে হ'চ্ছে।

নির্ম্মল। বিজলীর সম্মতি আছে। কে বল্লে?

বিজলী। বেণীবাবু নিজে।

নির্ম্মল। বিশ্বাস করি না—বেণী বোসকে বিশ্বাস করি না, সে শরতের মামা— আমাদের মহাশত্রু চন্দ্রামত্রের আত্মীয়। তাকে বিজলী বিয়ে করবে না। আমি জানি—আমি জানি, সে আমাকে ব'লেছে—সে চিরকুমারী থাকবে। বিজু আমার মিথ্যা কথা বলে না, —তবে—তবে—

বিজন। তবে যাই হোক—কাল শরৎবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে। আর তাঁর নিজের ইচ্ছাতেই এই বিয়ে হ'চ্চে।

নির্ম্মল। (উদাসভাবে) হোক্। হোক্ না—আমার তাতে কি? আমার কি? আমি পাগল না ক্ষ্যাপা যে মত দিচ্ছি। তবে যাই বিজনবাবু। তোমার কোনও অপরাধ নেই, যা' শুনেছ'—তা'তে কোন ভদ্র-সন্তানেরই আমার সঙ্গে সংস্রব রাখা উচিত না। তবে এটুকু ভেবে দেখ্লে পারতে এটা সম্ভব কিনা। জমিদারী, টাকাকড়ি এ-সব কি আমি এতই মোটা চোখে দেখি ভাই? তবে আসি

গমনোদ্যত ও ফিরিয়া—চোখে একবিন্দু জল টলটল্ করিতেছে

আজই হোক্ কালই হোক্, সত্য তার স্বরূপ প্রকাশ ক'র্‌বেই। যখন কুয়াশা কাটিবে তখন বন্ধু, ওগো চিরপ্রিয়,—তখন একবার নিরালায় ব'সে এই বিশ্বের নিঃশাস্ত পর সর্ব্বহারাকে উদ্দেশ ক'রে একফোঁটা চোখের জল ফেলো। (গলার স্বর ভারী হইল) হয় ত' তখন আমি এ দেশেও থাক্‌বো না—এ পৃথিবীতেও থাক্‌বো না। (বিজন দুই হাতে মুখ লুকাইল) তবুও তোমার স্নেহাশ্রুবিন্দু ব্যথিত অন্ধকার জীবনে গজমুক্তার মত উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌বে। দেখ, একদিন আমার বিজনও ছিল বিজলীও ছিল, আজ আমার বিজনও নেই, বিজলীও নেই, আমি আমার জীবনের সবটুকু আনন্দ নিঃশেষে পিয়ালায় গুলে সুরার সরবৎ ক'রে খেয়েছি। তাই আজ ফেরার পথে দুঃখই আমার একমাত্র সাথী—যাই তবে—বিদায়—বিদায়—

গমনোদ্যত ও পরদা নড়িয়া উঠিল

নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে। কাকাবাবু, যাবেন না—মা ডাক্‌ছেন,—

নির্ম্মল। যাবার জন্য পা' তুলেছি কে বাধা দিলি মা। যাক্, কে, বৌদি, ডাক্‌ছ'? আর কেন করুণাময়ি, চলার পথ চোখের জলে ভিজিয়ে দেবার জন্য এই বিদায়ের দরোজায় এসে দাঁড়িয়েছ।

প্রস্থান

বিদ্যুৎকাল সব স্তব্ধ, মাত্র গোপাল হতবুদ্ধির মত এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, পশ্চাৎ বিজন মুখ তুলিল মুখ তাহার চোখের জলে ভরিয়া গিয়াছে চোখ দুটি রক্তফুলের মত লাল হইয়াছে

বিজন। (সহসা) গোপাল, দেখ ত'? নির্ম্মলকে ডাক ত'।

গোপালের প্রস্থান

দশটা টাকা চেয়েছিল,—তাও' ভুলে গিয়েছি। নিশ্চয়ই নির্ম্মল নির্দ্দোষ। দোষীর মুখের ভাব, কথার ভাব ত' অত মর্ম্মস্পর্শী হয় না। না, নির্ম্মলকে ভালবাসি ব'লে তার সম্বন্ধে মন খারাপ ধারণা ক'র্‌তে চাইছে না। কিন্তু যাই হোক্ অত রূঢ় কথা বলা ভাল হয়নি। একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই হোত। আহা বেচারার বিশ্বসংসারে আমি ভিন্ন যে আপনার বল্‌তে আর কেউ

নাই। বড় বেশী কড়া হ'য়ে গেছে,—যে দুরন্ত খেয়ালী, আত্মহত্যা করাও ওর পক্ষে বিচিত্র নয়!

নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে। বাবা, মা ডাক্‌ছেন। বাবা—ও বাবা—

বিজন। যাচ্ছি—

ভিতরে প্রস্থান

কেশববাবুর সহিত সাহারার প্রবেশ

সাহারা। এই বাড়ী?

কেশব। হাঁ, এই তাঁর বন্ধুর বাড়ী এখানেই তিনি থাকেন

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আজ্ঞে তিনি কোনদিকে গিয়েছেন কোথাও ত' খুঁজে পেলাম না। (সাহারাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) আপনি? মামলা? বসুন—

সাহারা। হাঁ আমি মামলা। বসছি। তোমাদের বাবু কোথায়?

বিজনের প্রবেশ

বিজন। কে?

কেশব। আজ্ঞে, আমাকে চিন্‌বেন না (নমস্কার করিল)

বিজন। (প্রতি নমস্কার করিয়া) প্রয়োজন? (গোপালের প্রতি) কোথায় সে?

গোপাল। আজ্ঞে, তাকে পেলাম না।

বিজন। (অন্যমনস্ক ভাবে) পাবে কেন? পেলেই বা সে আর আস্‌বে কেন? যে অভিমানী সে! যদি বেঁচে থাকে, তবে এ জীবনেও আর আমার ছায়া মাড়াবে না। ওঃ—(ক্ষণপরে) বসুন আপনারা, কি প্রয়োজন?

কেশব। নির্ম্মল রায় ব'লে কেউ এখানে থাকেন?

বিজন। থাক্‌তেন। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) কেন?

কেশব। তাঁকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

বিজন। কি জন্য, শুন্‌তে পাই কি?

কেশব। যদি আপনি তাঁর বন্ধু হন, তবে শুনতে পারেন।

বিজন। এক সময়ে আমি তাঁর বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু আজ আর নই। কোনও কারণে আমাদের মধ্যে মনান্তর হওয়াতে তিনি আমার বাড়ী জন্মের মত ত্যাগ করেছেন।

কেশব। কোথায় গেছেন?

বিজন। অনির্দ্দিষ্ট। তাঁর জীবনের উপর বিতৃষ্ণা হ'য়েছে। খুব সম্ভব তিনি দেশত্যাগী হবেন।

সাহারা। (দাঁড়াইয়া) সর্ব্বনাশ।

বিজন। আপনারা কি তাঁকে arrest করবার জন্য তাঁর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন?

সাহারা। না, আমরা তাঁর মিথ্যা কলঙ্ক ঘোচাবার জন্য তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাঁর বিরুদ্ধে যে কত বড় চক্রান্ত চল্‌ছে সেইটে তাঁকে জানাবার জন্যই আমাদের এত ব্যস্ততা। এক পাষণ্ড লম্পটের সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ে হ'তে যাচ্ছে, সেই বিয়ে পণ্ড ক'রে দেবার জন্য আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাই আমরা নির্ম্মলবাবুকে খুঁজতে এসেছি। আপনার কোনও ভয় নেই —আপনি তাঁকে ডাকুন,—

বিজন। তাঁর কলঙ্ক দূর করবার জন্য! তার অর্থ? আমি ঠিক বুঝতে পার্‌ছি না। আপনারা কে আর কেনই বা

কেশব। সে সব বোঝাবার সময় এখন আমাদের নেই। আমাদের এখনই নির্ম্মলবাবুকে প্রয়োজন। এই মুহূর্ত্তেই যদি আমরা এখান থেকে রওনা না হই তবে কিছুতেই এ বিয়ে বন্ধ করতে পারব না। তা' যদি করতে না পারি তবে একটি সরলা বালিকার ভবিষ্যৎ জীবন বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

বিজন। তবে কি এ বিবাহে নির্ম্মলের মত নেই?

সাহারা। মত তাঁর কোনও দিন ছিল না, নেইও। তবে ঘটনাচক্রে তিনি বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ বিবাহে সম্মত হ'য়েছেন।

বিজন। আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না।

সাহারা। বুঝাবার সময়ও আমাদের নেই। আপনি নির্ম্মলবাবুকে ডাকুন, তাঁর সাম্‌নেই সব বল্‌ছি।

বিজন। নির্ম্মল এখানে নেই। বিজলীকে অপহরণ করার জন্য আমি তাকে রূঢ় কথা বলায় সে আমার বাড়ী ছেড়ে জন্মের মতই চ'লে গেছে।

কেশব। ঠিক তাই। সেই একই ভুল।

সাহারা। কিন্তু নির্ম্মলবাবু নির্দ্দোষ।

বিজন। নির্দ্দোষ।—নির্ম্মল নির্দ্দোষ!

সাহারা। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ কীর্ত্তি বেণীবাবুর ভাগ্নে শরতের। শরৎই লোক লাগিয়ে বিজলীকে হরণ করায়। শরৎই তাকে আমাদের বাগান বাড়ীতে রাখে। শরতের প্ররোচনাতেই আমি বিজলীকে ভুল বুঝিয়ে নির্ম্মলের প্রতি তার মন বিষাক্ত ক'রে তুলি। আমিই—

বিজন। আপনি?

সাহারা। আমি—শাহি বেশ্যা।

বিজন। তবে? তবে তোমার কথায় বিশ্বাস কি? কাল তুমি শরতের প্ররোচনায় বিজলীকে ভুল বুঝিয়ে ছিলে,—আজ যে তুমি নির্ম্মলের প্ররোচনায় আমাকে ভুল বোঝাতে এস নি,—তা' কেমন ক'রে বুঝ্‌ব?

সাহারা। বিজনবাবু,

কেশব। (স্বগতঃ) বাবা! সাধে বলে উকীল

সাহারা। বেশ্যা হ'লেও আমি নারী। আজ নারীত্বের এই অবমাননা হ'তে যাচ্ছে দেখে ক্ষোভে ঘৃণায়—এই পতিতারও বুকের বিছানায় ঘুমন্ত নারীত্ব আজ শিউরে জেগে উঠেছে। নারীর দেহ নারীর মন নিয়ে ভণ্ড পুরুষ যে ছিনিমিনি খেল্‌বে তাই আশঙ্কা ক'রে আমার ভিতরের নারী আজ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। নির্ম্মলের কলঙ্ক দূর হোক চাই না হোক—আমার কিছুমাত্র তা আসে যায় না। আমি চাই বিজলীকে বাঁচাতে,—এই ছল বিবাহের অভিনয়ের পূর্ব্বেই তার যবনিকা ফেলে দিতে—আমি চাই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে।

বিজন। তোমার কথা যে সত্য—তার প্রমাণ?

সাহারা। প্রমাণ আমি। প্রমাণ আমার চোখ। বিজনবাবু, একটা জন্ম আমার মুহূর্ত্তের একটা ভুলে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি,—তাই ব'লে কি আর একটি নিরপরাধ নারীর জন্ম সার্থক করার চেষ্টা করাও আমার অনুচিত। বিজনবাবু, স্থির হ'য়ে ব'সে আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এখনও

জেরা কর্‌ছেন? রুখে উঠে বল্‌ছেন না যে নির্ম্মল নেই, আমি আছি, আমি এ বিয়ে হতে দেব' না। আমি এ বিয়েতে বাধা দেব।

বিজন। আমি বাধা দেবার কে? আমার কি অধিকার?

সাহারা। আপনি এই পৃথিবীতে জন্মেছেন এই আপনার মস্ত বড় অধিকার। আপনি নির্ম্মলের বন্ধু—সুতরাং বিজলীর ভাই নির্ম্মলের অবর্ত্তমানে আপনিই যে একমাত্র সম্প্রদান কর্ত্তা। নিয়ে চলুন। সেই ভণ্ড দরদীর মুখোস নিজের হাতে টেনে টেনে ছিঁড়ে আমি সত্যের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব। উঠুন -চলুন - মুহূর্ত্তের বিলম্বে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে, তখন আর শোধরাবার উপায় থাক্‌বে না।—এর পর আমাকে সন্দেহ ক'রবার যথেষ্ট সময় পাবেন।

নেপথ্যে বালিকা কণ্ঠে। বাবা, মা বল্‌ছেন—তুমি এক্ষুনি যাও। যেমন করেই হোক, এ বিয়ে বন্ধ ক'রে দাও গে'

বিজন। বেশ, চল যাচ্ছি। কিন্তু নির্ম্মল! আধঘণ্টা আগে সে আমাকে ব'লে গেল—আর যেতে না যেতে এই ভাবে সত্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল! আর যদি আধঘণ্টা পূর্ব্বে আস্‌তে পার্‌তেন।

কেশব। আধঘণ্টা পূর্ব্বে জন্ম নেওয়াও যেমন মানুষের সাধ্যাতীত—আধঘণ্টা পূর্ব্বে আসাও আমাদের তেমনি সাধ্যাতীত। আধঘণ্টা পূর্ব্বে এসেই বা এমন কি একটা হাতী ঘোড়া হ'ত?

বিজন। তা' হ'লে নির্ম্মলকে নিয়ে যেতে পার্‌তাম।

কেশব। এই কথা! আচ্ছা আপনারা দু'জনে ত' রওনা হ'ন্। আমি তাঁকে খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি। আপনারা গিয়ে ততক্ষণ বিয়েটার বাগড়া দিন ত'।

বিজন। কোথায় তাকে খুঁজে পাবেন এই বিশাল ক'লকাতা সহরে?

কেশব। আহা - হাঃ কর্পূর ত' নয় যে উবে যাবে। আধঘণ্টা পূর্ব্বে যখন ছিলেন,—তখন যেখানেই থাকুন, আমি তাঁকে খুঁজে বার ক'র্‌বই। আর নিতান্তই যদি বিশল্যকরণী খুঁজে না পাই, তবে এই পবন-নন্দন ক'ল্‌কাতা-গন্ধমাদন শুদ্ধ ঠিক সময় মত বিয়ের আসরে নিয়ে হাজির করবে। হাঃ—হাঃ—হাঃ- -হাঃ—

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া হাসিতে লাগিল

চতুর্থ দৃশ্য

সুসজ্জিত প্রাঙ্গণ

সন্ধ্যা হইয়াছে, বিজলী বাতির আলোকে জমিদার বাটীর অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ ঝকমক করিতেছে।
প্রাঙ্গণে বিবাহ-সভা সাজান হইতেছে, দাসদাসীগণ বিবাহের
জিনিষপত্র সাজাইতেছে। নহবৎ বাজিতেছে।
ভজহরি প্রবেশ করিল, তাহার চোখে জল

ভজ। আজ কেবলই কর্ত্তাবাবুর কথা মনে প'ড়ে—চোখে জল আসছে। প্রাণ যে কেন কেঁদে কেঁদে উঠ্ছে—কিছুই বুঝতে পারছি না। দিদিমণির আমার মুখখানি ভার ভার, একটুও হাসি নেই। এবার ফেরবার পর থেকে দিদিমণিকে আমার আর চেনাই যায় না। দিদিমণি আর যেন সে দিদিমণি নেই—যেন সাদা মাটির পুতুল। চালাও তাই চল্‌ছে, করাও তাই কর্‌ছে। এমনটা কেন হ'ল?

ইতস্ততঃ লক্ষ্য করিতে করিতে খঞ্জপদ জগন্নাথের প্রবেশ

আসুন—আসুন দেওয়ানজী!

জগ। না এসে আর থাক্‌তে পার্‌লাম কই ভজহরি? তোমার ছোটবাবু আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন—আস্‌তে নিষেধ,—একখানা নিমন্ত্রণ চিঠি পর্য্যন্ত পাইনি। দু'বেলা বাড়ীতে অত্যাচারের একশেষ হ'চ্ছে, রাত্রে গরুর হাড়, ময়লা এই সব কদর্য্য জিনিষ কারা ছুঁড়ছে, তবুও না এসে থাক্‌তে পার্‌লাম কৈ ভজহরি?

ভজ। এসেছেন—ভালই হয়েছে। দিদিমণির সঙ্গে একবার দেখা করুন, দিদিমণি আমার মনমরা হ'য়ে রয়েছেন—

জগ। আমার আর দেখা ক'র্‌বার উপায় কই ভজু, তুই যদি একবার বাবা, মা-লক্ষ্মীকে আমার খবর দিতে পারিস্—

ভজ। আচ্ছা, আমি দিদিমণিকে এখনই খবর দিচ্ছি। আপনি একটু

আঁধারে স'রে দাঁড়ান,--ওই থামটার আড়ালে! ছোটবাবু আবার দেখ্‌তে পেলে, কি জানি বলা ত' যায় না—যে চড়া মেজাজ!—

প্রস্থান

জগ। একদিন এই বাড়ীতে আমার একাধিপত্য ছিল, আর আজ এই বাড়ীতে আমি চোর। আত্মগোপন ক'রে কয়েক মিনিট দাঁড়াবার জন্য আমি পেঁচার মত অন্ধকার খুঁজে বেড়াচ্ছি কে?

সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ

দয়া। (অধরে অঙ্গুলি দিয়া চুপ করিতে বলিল) সংবাদ দিয়েছ?

জগ। দিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হবে না। কিছুতেই আজ এসে পৌঁছাবার সম্ভাবনা নেই।

দয়া। শেষ রাত্রে এসে পৌঁছালেও চল্‌বে। মোট কথা নির্মলকে আজ চাই-ই (কয়েকখানি নোট দিল) নাও, নদীর ঘাটে নৌকা যাও

দয়ার প্রস্থান

জগ। ওই যে শরৎবাবু আস্‌ছেন। আজ ওর কী আনন্দ। এতদিনের চেষ্টা আজ ওর ফলবতী হবে কিনা।

শরতের প্রবেশ

শরৎ। মামা এসে এখনও পৌঁছুচ্ছেন না কেন? আমার যেন একার যত গরজ। জমিদারী হাতে এলে মাতব্বরী ক'র্‌বার সময়ে তিনি। কিন্তু কাজের সময়ে উল্টো। কালাশৌচ -কালাশৌচ—ব'লেও একেবারে ক্ষেপেই উঠেছিলেন, -দায়ে প'ড়ে—ঘুষ ঝেড়ে আবার অধ্যাপকের পাতি আনতে হ'য়েছে। মামাত' আর অন্য কাউকে টাকা দিয়ে তৈরী করলে চল্‌বে না। মামার জন্যই গোধূলি লগ্নে বিয়েটা হ'ল না। আচ্ছা, একবার বিয়েটা হ'য়ে যাক, বুড়ো জরদ্গব! তোমার সাধুতা ভেঙ্গে দিচ্ছি, estateএর ওকালতি তোমাকে খাওয়াচ্ছি। র'সো, তোমার দর বেড়েছে —না? যত সময় যাচ্ছে ততই আমার কেমন একটা আতঙ্ক এসে উপস্থিত হ'চ্ছে। বিজলীর মনের অবস্থা খুব ভাল ব'লে আমার মনে হচ্ছে না। একটা আপদ ছিল—সেই জগন্নাথ দেওয়ানটা, তা'কে ত' সরিয়েছি,

এখন ওই বোবা বুড়ীটাকে সরাতে পারলে হয়। মাগী যেন কি? সিন্দুকের চাবিটা আজও ওর কাছ থেকে নিতে পারিনি। আচ্ছা থাকতে দাও, একবার বিয়েটা হ'য়ে যাক্, তারপর উঠ্‌তে চাবুক - বসতে চাবুক— উঠতে চাবুক - বসতে চাবুক—(জগন্নাথকে দেখিয়া) কে ওখানে? কে?

জগ। (বাহিরে আসিয়া) আজ্ঞে আমি—

শরৎ। কি মনে ক'রে হে? লুচি মারতে এসেছো? আচ্ছা, রামদীন্—এ জমাদার সিং--ভজা--ও ভজা—

ভজহরির প্রবেশ

ভজ। আজ্ঞে—

শরৎ। রামদীনকে আর জমাদার সিংকে ডাক্‌ত'। এই শালাকে দু'জনে দু'কান ধরে তুলে নিয়ে যাক্

ভজ। আজ্ঞে—

শরৎ। আজ্ঞে কি রে Rascal! শুনতে পাচ্ছিস্ না?

বিজলী আসিয়া দাঁড়াইল, সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত— মস্তকে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠন—দেবী প্রতিমা

বিজলী। কাকাকে আমিই ডাকিয়েছি- কথা আছে। আসুন কাকা—

শরৎ। (স্বগতঃ) আচ্ছা, বিয়েটা আগে হ'যে যাক্, তারপর উঠতে চাবুক — বস্‌তে চাবুক, (প্রকাশ্যে) তুমি ডাকিয়েছ? তাই বল। ওরে ভজা, দেওয়ানজীকে একটা আলো নিয়ে,—দেখি এখনও মামা আস্‌ছেন না কেন? চল্ নদীর ঘাটে চল্, নাঃ—আজ বুঝি আবার আমাকে নদীঘাটে যেতে নেই। আচ্ছা, ভজা, তুই যাঃ—

ভজার প্রস্থান

বিজলী! তুমি তবে কাকাবাবুকে একটু জলটল খাওয়াবার ব্যবস্থা কর, —আমি আসছি। (স্বগতঃ) আচ্ছা!—সুদ সমেত।

প্রস্থান

নহবৎ বাজিয়া উঠিল—বিজলী ও জগন্নাথ কথা কহিতে লাগিল—কিছুই শোনা গেল না। বিজলীর মুখ ম্লান—বিজলী নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল, জগন্নাথ আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বিজলী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রস্থান করিল। সন্তর্পণে দয়ার প্রবেশ। দয়া জগন্নাথের সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময়ে শরতের অতর্কিতে প্রবেশ। শরৎ দয়াকে ধরিয়া ফেলিল—নহবৎ থামিয়া গেল।

শরৎ। (নিম্নস্বরে) দেওয়ান, জীবনের মায়া যদি রাখ—তবে এ তল্লাটে আর কখনও পা' দিও না—বুঝেছ'—যাও—

দয়ার সহিত দৃষ্টি বিনিময়ান্তে জগন্নাথের প্রস্থান

শরৎ। কি—তুমি এখানে কি কচ্চিলে?

দয়া। (টাকা দিতে আসিয়াছিল—জানাইল)

শরৎ। কত টাকা?

দয়া। (জানে না—জানাইল)

শরৎ। কে দিয়েছে,—বিজলী?

দয়া। (জানাইল হাঁ)

শরৎ। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এসো—এসো—

দয়াকে লইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান

নহবৎ বাজিতে লাগিল—বিবাহ-সভায় জিনিষপত্র সব উপস্থিত হইতে লাগিল

ভজা ও বেণীবাবুর প্রবেশ

বেণী। (ব্যস্তভাবে) কৈ রে? এখনও যে কিছুই জোগাড় হয়নি। পুরোহিত, পরামাণিক—এরা সব কোথায়?

ভজ। আজ্ঞে সবাই আছেন বারবাড়ীতে। তামাক টামাক খাচ্ছেন—ডাকব।

বেণী। ডাকব কি রে? ডাক্ সবাইকে—ডাক্—ডাক্—লগ্ন ব'য়ে যায়—এরা সব কি হে?

অন্তঃপুরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, স্ত্রীকণ্ঠে হুলুধ্বনি শোনা গেল

শরতের প্রবেশ

বেণী। এই যে। কাপড় চোপড় চট্ করে ছেড়ে নাও বাবা। ওদের সব ডাকো। (ঘড়ি দেখিয়া) ওরে, আর দেরী নাই, আর দশ মিনিট,—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি—

শরৎ। (স্বগতঃ) বোবা মাগীকে রেখে এসেছি দপ্তরখানার ভিতর। বা'র থেকে শিকল টেনে রেখে এসেছি। থাক এই বার সুখ শয্যায় শুয়ে,—কাল বাসি বিয়ে হ'য়ে গেলে পরে যদি বেঁচে থাকো বুড়ী,—তবে খালাস পাবে। নৈলে নদীতে কাল তোমায় কবর দেবো।

প্রস্থান

বেণী। ওরে, কই রে, আমার মা-লক্ষ্মী কই ?

নম্রপদে সালঙ্কারা বিজলীর প্রবেশ

এসো মা আমার, এসো —

বিজলী প্রণাম করিল

বেণীবাবু পকেট হইতে এক ছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া
বিজলীর গলায় পরাইয়া দিলেন

আশীর্ব্বাদ করি চিরসুখী হও, এই নাও মা, দরিদ্র সন্তানের উপহার। তুচ্ছ হ'লেও তুমি তাকে স্নেহের চোখে দেখবে এ ভরসা আমার আছে। দেখ দেখি মা, কী সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে —

বলিতে বলিতে বিজলীসহ ভিতরে প্রস্থান

নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বড় মিঠাসুরে সানাই বাজিতে আরম্ভ করিল। একটি একটি করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, পুরোহিত আসিলেন—পরামাণিক আসিল—প্রদীপ জ্বলিল—ভজা আসিল—অন্যান্য দাসদাসীগণ আসিল, উপস্থিত ভদ্রবৃন্দকে পান সিগার, কাহাকেও বা তামাক সরবৎ ইত্যাদি সরবরাহ করিতে লাগিল। পুরোহিত খুঁটিনাটি খুঁত ধরিতে লাগিল—ভজা দৌড়াইয়া সব গুছাইতে লাগিল। ভিতরে হুলুধ্বনি শোনা গেল—শঙ্খধ্বনি হইল। মেয়েদের মঙ্গলাচরণ হইতেছে বোঝা গেল। ক্ষণপরে চেলীর জোড় পরিহিত টোপর মাথায় ফুলের

মালা গলায় শরতের প্রবেশ, হাতে দর্পণ—সঙ্গে ভন্টু। শরৎ আসিয়া পুরোহিত নির্দিষ্ট আসনে বসিল। অন্য একটি আসনে শ্বেত গরদের থান পরিহিত একটি ভদ্রলোক ভিতর হইতে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন বেণীবাবু। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পর পুরোহিত হাঁকিলেন "কনে আন।" পিঁড়ের উপর করিয়া কনেকে সভাস্থলে আনয়ন,"ঐখানে বসাও"—নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি। বিজলীর মুখ আনত—তাহাতে যেন বিন্দুমাত্রও রক্ত নাই। কোমরে গামছা জড়ানো জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ। তিনি বলিলেন "যারা ব্রাহ্মণ আছেন উঠে আসুন"—"কোথায় হে"—"ছাতের উপর"। কয়েকজন উঠিয়া গেলেন, এদিকে মন্ত্রপড়ার আয়োজন ইত্যাদি চলিতেছে—অপর পার্শ্ব দিয়া দেখা গেল—লুচির ঝাঁকা চলিয়াছে ইত্যাদি।

বরপক্ষের পুরোহিত এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিত পর্য্যায়ক্রমে মন্ত্র পড়িবার উপক্রম করিতেছেন এবং কন্যাকর্ত্তা ভদ্রলোক প্রত্যেকেরই উচ্চারিত শব্দ পুনরুচ্চারণ করিতেছেন, কন্যা পক্ষের পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তরে বর পক্ষের পুরোহিত তাঁহার গোত্র ও নাম বলিতেছেন
এমন সময়ে চীৎকার করিতে করিতে
সাহারার প্রবেশ, সঙ্গে বিজন

সাহারা। স্তব্ধ হও। আর উচ্চারণ ক'রো না। এক নিরীহ সরলা কুমারীর সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্য—পুরোহিত—আর তোমার সংস্কৃতের তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ো না। দূরে ফেলে দাও এ বিয়ের সজ্জা—নিভিয়ে দাও এ মঙ্গল-প্রদীপ—ভেঙ্গে দাও এ মিথ্যা জোচ্চুরিভরা বিয়ের প্রহসন!

সভাস্থ জনমণ্ডলী ত্রস্ত হইয়া উঠিল, শরৎ মুখ নত করিল

বেণী। কে এ উন্মাদিনী।—একে সরিয়ে দাও—

বলিতে কেহ কেহ অগ্রসর হই

সাহারা। কেউ এগিও না। মায়ের গর্ভে জন্মেছ' যে সব সন্তান, তোমরা কেউ এক পা'ও এগিও না, আজ এইখানে—এই হাজার বাতিতে ঝল্সানো বিয়ের সভায় সত্যের খোলস্ পরানো একটা বীভৎস মিথ্যাকে উলঙ্গ ক'রে প্রকাশ ক'রে দেবার অবসরটুকু আমায় দাও—

বেণী। এ কি বলছ!

অগ্রসর হইতেই বিজন সম্মুখে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে থামাইল

কে—কে বিজনবাবু তুমি ?

বিজন। হ্যাঁ আমি। আমি বল্‌ছি, এ উন্মাদিনী নয়। এর যা' বলবার আছে, তা' একে বল্‌তে দিন। তারপর আপনারা এর বিচার করুন।

সাহারা। হাঁ, বিচার চাই—সূক্ষ্ম বিচার চাই—মানুষের বিচার চাই—

বেণী। আগে বিয়ের মন্ত্র ক'টা পড়া হ'য়ে যাক্‌ না বাবা—তার পর—

সাহারা। তারপর নয়—আগে! তার আগে আমায় ব'লতে হবে। একটা অম্লান শ্বেতপদ্ম বানরের হাতে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হ'বার আগে আমায় বল্‌তে হবে। আমায় বল্‌তেই হবে।

বেণী। আমি বুঝতে পারছি, এ নির্ম্মলেরই আর এক খেলা। শুভ-কাজের মধ্যে মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত তাই তুমিও এসে দাঁড়ালে বিজন ? তোমাকে আমি বরাবর জ্ঞানী সদ্বিবেচক ব'লে জান্‌তাম, আজ আমার দুহিতৃসমা এই বিবাহের কন্যার জাতি নষ্ট কর্‌বার উদ্যোগে তুমিই প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়ালে।

বিজন। কি কর্‌বো বলুন। আপনার ভাগ্নের সম্বন্ধে যে সব কথা শুন্‌লাম—তা' যদি সত্য হয়—

বেণী। যদিই সত্য হয়—যদি শরৎ কোনও অন্যায় কাজ ক'রে থাকে, যদিই শরৎ তোমাদের ক্ষতির কোনও কারণ হ'য়ে থাকে—তবে তার প্রতিশোধ নেবার সময় কি এখন ? আগে শুভ কাজটা নির্ব্বিঘ্নে হ'তে দাও,—তারপর এর বিচার আমি নিজের হাতে ক'র্‌ব।

বিজন। এখন না কর্‌লে এর পর আর বিচার ক'র্‌বার প্রয়োজন হবে না।

বেণী। (ক্রোধভরে) তবে ক'র্‌ব না বিচার। আমার ভাগ্নে অন্যায় ক'রে থাকে—করেছে। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেব না। তুমি কোন অধিকারে আমার বাড়ী ব'য়ে এসে এই অসঙ্গত উদ্ধত ব্যবহার ক'র্‌ছ ? কোন স্পর্দ্ধায় তুমি আমার ফটক পেরিয়ে আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ ক'রেছ ?

সাহারা। চমৎকার ভদ্রলোক।

বিজন। (হাসিয়া) আপনার ভুল হ'চ্ছে বেণীবাবু, আমি যে নিমন্ত্রিত।

বেণী। আমার ভুল হ'য়েছিল। আমি এখন সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার কর্‌ছি,

আমার স্মরণ ছিলনা যে তুমি নির্ম্মলের বন্ধু, তারই মত তোমার ঔদ্ধত্য—

সাহারা। সাবধান, নির্ম্মলবাবুর পবিত্র নাম তোমাদের কলঙ্কিত জিহ্বায় উচ্চারণ ক'রোনা—। নির্ম্মলবাবু আর তোমরা! আকাশ আর পাতাল! ধূর্ত্ত শয়তানের দল—

শরৎ। (উঠিয়া দাঁড়াইল) খবর্দ্দার—

সাহারা। কণ্ঠে তোমার ভাষা আছে?—বাঃ, তুমি দেখ্‌ছি শয়তানকেও ছাপিয়ে অনেক উপরে উঠেছ'। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা কইতে তোমার একটুও লজ্জা হ'চ্ছে না! চমৎকার। চমৎকার!!

বেণী। এখানে পাগলের প্রলাপ শুন্‌বার সময় আমাদের নেই। লগ্ন ব'য়ে যাচ্ছে। পুরোহিত ঠাকুর, আপনাদের কাজ করুন।

বর-পুরো। বলুন—

অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল

বিজলী। না। আমি বিয়ে কর্‌ব না।

সকলে আহা—আহা—করিয়া উঠিল

বেণী। উঠোনা মা—উঠোনা। উঠ্‌তে নেই—উঠ্‌তে নেই,—ওরে ভজা—

ভজহরি অগ্রসর হইয়া সাহারার হাত ধরিল

সাহারা। খবর্দ্দার! আমায় বল্‌তে দে—

বিজলী। ভজহরি, সরে যা। বল, তোমার কি ব'ল্‌বার আছে, আমি শুন্‌ছি।

বেণী। পাগলের কথায় তুমিও ক্ষেপে উঠ্‌লে মা?

বিজলী। পাগল নয় কাকাবাবু, আমি একে চিনি,—খুব ভাল ভাবেই একে চিনি। এর কথা আমাকে আগে শুন্‌তেই হবে। আমার মনের গোপন সন্দেহকে সত্য ক'রবার জন্যই যেন এ আজ সহসা এখানে উপস্থিত হ'য়েছে। আমার অন্তরের গোপন ক্রন্দনে সত্যলোক থেকে দেবতার অভয়বাণীর

মত এই নারী আবির্ভূতা হ'য়েছে। আমি এর কথা শুনব। (সাহারার প্রতি) ব'ল কি ব'ল্‌ছিলে ?

সাহারা। বল্‌ছিলাম, যে ভণ্ড তোমাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করেছে,—তোমার শান্ত জীবনাকাশের সেই মহা অমঙ্গলরূপী ধূমকেতু শরৎচন্দ্রের কথা। জান না দেবি, কে তোমাকে তোমার এই সুখনীড় থেকে দস্যুবৃত্তি ক'রে ধরিয়ে নিয়েছিল. সে ঐ—ঐ খল বিষধর ;—কে তোমাকে নিয়ে সেই লালসাভরা বাগান-বাড়ীতে আমার সজাগ পাহারায় কয়েদ ক'রে রেখেছিল ? সে ওই—ওই বিশ্বাসঘাতক লম্পট। কে নিজের সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত অপবাদ নির্মল-চরিত্র নির্মলের স্কন্ধে আরোপ ক'রে, তোমাকে ভুল বুঝিয়ে তোমার সর্ব্বনাশ করার জন্য এই বিবাহের আয়োজন ক'রেছে ? সে ওই ওই—তোমার ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক শরৎচন্দ্র !

বেণী। সেকি ? শরৎ !

শরৎ। মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা, এ নির্ম্মলের কারসাজি।

সাহারা। মিথ্যা কথা ?

শরৎ। হাঁ মিথ্যা কথা। তোমাকে আমি চিনিও না।

সাহারা। চেন'ও না ! এ রিষ্টওয়াচ কার ? এ আংটি কার ? ওসমান গুণ্ডা কিসের জন্য তোমার কাছে টাকা পাবে ? সমস্ত জীবনটাই কি উজানে নৌকা বেয়ে চল্‌বে শরৎবাবু ? আমাকে কানপুর নিয়ে বিয়ে ক'রে সমাজের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাবে না ? নির্লজ্জ, তুমি কর্‌লে দস্যু-বৃত্তি, আর তোমার প্ররোচনায় আমি এই দেবীর কাছে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল-বাবুকে অপরাধী প্রতিপন্ন কর্‌লুম। এততেও তৃপ্ত হয় নি তোমার ? আজ এই দেবীকে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্য এই বিবাহের জাল ছড়িয়েছ ?

শরৎ। খবরদার শয়তানি, এ সব মিথ্যা কথা।

সাহারা। তবুও মিথ্যা কথা ? তবে শুনুন সকলে। আমার জীবনের কুৎসিত ইতিহাস আপনাদের শুনিয়ে আমি অপবিত্র করতে চাইনা। আমি ভ্রষ্টা—এ স্বীকার কর্‌তে আমার লজ্জা নেই। আমি মানুষ, ভুল মানুষেরই হয়। আমি—নিজের ভুলের ফল নিজেই ভোগ করছিলাম, কিন্তু এই শরৎবাবুর প্রলোভনে পড়ে আমার গার্হস্থ্য জীবন ফিরে পাবার দুরাশায় আমি এই অপকাজ ক'রেছি। এই শরৎবাবুর পরামর্শমত এঁকে গুণ্ডা দিয়ে নিশীথ-

রাত্রে ধরিয়ে নিয়ে বাগানবাড়ীতে রাখা হয়,—এঁরই শিক্ষামত আমি নির্ম্মলের পক্ষে দূতী সেজে নিজেকে জাল পটলমণি প্রতিপন্ন ক'রে নির্ম্মলের উপর এঁর অন্তরে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছি, এঁরই শিক্ষায় আমি 'বিপন্না নারী'নামে নির্ম্মলকে বাগানবাড়ী আস্‌তে অনুরোধ করে নির্ম্মলকে আনিয়ে বিজলীর চোখে হেয় প্রতিপন্ন করি। এই শরৎবাবুরই শিক্ষামত আমি শরৎবাবুর হাতে বাঁধা প'ড়ে শরৎবাবুর দ্বারা বিজলীর উদ্ধার বিজলীকে বিশ্বাস করাই। কি? এ সব মিথ্যা?

শরৎ। হাঁ—মিথ্যা।

বিজলী। না মিথ্যা নয়। এ সত্য—জ্বলন্ত নির্ম্মম সত্য।

মাথার সোনার মুকুট ছুঁড়িয়া ফেলিল, গলার বেণীবাবু প্রদত্ত মুক্তাহার টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল

শরৎ। এ কি ছেলেখেলা। আমাদের কি একটা সম্মান নেই? একটা চপলমতি স্ত্রীলোকের খেয়ালে কি আমাদের চল্‌তে হবে?

বিজলী। হাঁ হবে। যতক্ষণ আমি এ বাড়ীর কর্ত্রী। আমার ইচ্ছামত, আমার নির্দ্দেশমত— আমার ইঙ্গিতমত তোমাকে চল্‌তে হবে। তোমাকে আমি বিয়ে কর্‌তে স্বীকৃত হ'য়েছিলাম—সে শুধু তোমাকে করুণা ক'রেছিলাম—আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলাম। কিন্তু সে করুণার যোগ্য তুমি নও—তোমার কাছে আমার কোনও কৃতজ্ঞতার ঋণ নেই। আমার সমস্ত জীবন—আমার নির্ম্মলদার সমস্ত জীবন নিষ্ফল ক'রেছো তুমি—একমাত্র তুমি। তুমি মহাপাপিষ্ঠ। এমন দেবতুল্য মাতুলের ভগ্নীর গর্ভে এমন পিশাচেরও জন্ম হয়! (হাঁপাইতে লাগিলেন)

বেণী। মা, মা, শান্ত হও মা—শান্ত হও। আমার মুখ চেয়ে স্থির হও মা। চল' মা, আর এ দেশে নয়—এ রাজ্যে নয়—আমরা—বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণ ধূলি পবিত্র কাশীধামে গিয়ে আশ্রয় নেই গে।

বিজলী। নিয়ে চলুন—নিয়ে চলুন কাকাবাবু, আমাকে। যেখানে হোক— যতদূরে হোক্—এ স্মৃতির দংশন—এ মানুষের নেমকহারামী—আর আমি সইতে পারছি না।

বেণী। চলো মা—আর কেন? (শরতের প্রতি) কুলাঙ্গার, মা আমার সত্য

কথাই বলেছে, তুই—মহাপাপিষ্ঠ তুই—যদি এই রমণীর অভিযোগ সত্য হয়—তুই তবে আমার কেউ ন'স্—তোর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। যাও, এই জীবন-ভরা পাপের পরিণাম এই নিষ্ফলতা নিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক হও গে'—যাও—

অনেক ভদ্রলোক। বেণীবাবু, অবুঝের মত কাজ করবেন না। তুচ্ছ ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে এক নিরপরাধা নারীর ইহ-পরকাল নষ্ট করবেন না, মনে রাখবেন গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে- এবং হিন্দুর মেয়ে।

বেণী। (সহসা আত্মগত) ও'ক। ও কি! ও কা'র রক্তচক্ষু?

বিজন। হাঁ, আমি সেই কথাই বলতে চাই। এই সমাগত ভদ্রবৃন্দের মধ্যে এমন মায়ের সুসন্তান কায়স্থ বংশীয় কে আছেন যে আজ এই বিপদাপন্না কুমারীর মর্য্যাদা রক্ষা করবেন। কে আছেন মানুষের মত—মানুষ—

সভায় গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল

ভদ্রলোক। কেন মশাই, আপনি বৃথা গোলযোগ করছেন? এ আপনাদের ক'লকাতা নয়।—এটা পাড়াগাঁ। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এখানে সকলকে বাস করতে হয়, সমাজ মানতে হয়। এখানে কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে এই ধর্ষিতা মেয়েকে গৃহে ঠাঁই দেবে? বিশেষতঃ এই ঘটনার পর—

শরৎ। সত্য কথা—(চলিয়া যাইতেছিল)

বিজন। তার অর্থ?

শরৎ। তার অর্থ ত' বিশেষ কঠিন নয়। কে এই ধর্ষিতাকে গৃহে ঠাঁই দেবে?

বেণী। তুমি, তুমি। তোমার জন্যই শুধু আমার স্বর্গীয় বন্ধুর অমর আত্মার—মর্ম্মন্তুদ কলঙ্ক। ন'ড়ো না—এক পা'ও নড়োনা, ন'ড়েছ' কি আমি তোমাকে নিজের হাতে উপযুক্ত সাজা দেব। ভেবেছিস্ তুই এইভাবে আমার মায়ের সম্মান নষ্ট করবি—এইভাবে তুই আমার স্বর্গগত প্রাণের বন্ধুকে স্বর্গ থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করবি? নাঃ এ বুড়ো বেঁচে থাকতে তা হবে না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। ব'স ঐখানে—ব'স—

শরৎ সুবোধ ছেলের মত পিঁড়িতে বসিয়া পড়িল

এসো মা, এসো অভাগিনী মা আমার, স্বর্গীয় বন্ধুর অমর আত্মাকে শান্তি প্রদান কর—তারপরে মা আর ছেলে যেদিকে হয়—ভেসে যাব। (চোখে অশ্রু দেখা দিল) এসো মা আমার যৌবনে যোগিনী, আজ তোমার কুমারী সীমন্তে সিঁদুর চিহ্ন এঁকে নিয়ে—কাশীধামে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে তোমায় অঞ্জলি দেই গে—

শীলা বলি পশুর মত—মন্ত্র-মুগ্ধার মত
গিয়া পিঁড়িতে বসিয়া পড়িল

বেণী। দুঃখ ক'রো না মা এ তোমার প্রাক্তন। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য মা, আজ সমাজের যূপকাষ্ঠে তোমাকে বলি দিচ্ছি—

বেগে দয়া ও তৎপশ্চাৎ জগন্নাথের প্রবেশ

দয়া। এ বলি দিলেও ত ধর্ম্ম রক্ষা হবে না বেণীবাবু!

সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল—দয়া কথা কহিতে বেণীবাবু চীৎকার
করিয়া উঠিলেন—"কে—কে।" বিজলী ছুটিয়া আসিয়া
দয়াকে জড়াইয়া ধরিল 'মা—মা'

বিজলী। মা—মা, তুমি কথা কইতে পারছ। কথা কইতে পারছ মা। মা—মা—এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মা—আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—

দয়া। (বিজলীকে বক্ষে টানিয়া নিয়া শরতের প্রতি) কি ক'রে বেরিয়ে এলাম ভাবছ? দপ্তরখানার ঘরে আমাকে আট্‌কে রেখে এসেছিলে, ভেবেছিলে ঐখানেই আমায় শেষ করবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। দেওয়ানজী আমাকে মুক্ত ক'রে এনেছেন। বিস্মিত আতঙ্কে কি দেখ্‌ছ বেণীবাবু, আমি প্রেতাত্মা নই—আমি সেই—

বেণী। (আতঙ্কে) তুমি—তুমি সেই—রে—রে—

দয়া। রেবতী, আমিই সেই রেবতী। তোমার তরুণ বুকের অজস্র আশা ভালবাসা দিয়ে—যে কিশোরীর বুকে তুমি প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়েছিলে,—

অশুভ মুহূর্ত্তে তোমার ভগ্নীপতি চন্দ্রবাবুর লালসা বহ্নিতে আহুতি দেবার জন্য যাকে বিশ্বের চোখে কলঙ্কিনী ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলে,—আমার—সেই অনিচ্ছাকৃত কালীমাখা মুখ নিয়েও—বড় বিশ্বাসে, বড় আশা' তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়ে, বিনিময়ে পেয়েছিলাম তিরস্কার ও অপমান। আমি সেই—সেই রেবতী—

বেণী। তুমি—রেবতী—আজও বেঁচে আছ?

দয়া। আছি। একনিষ্ঠ প্রেমিক, তোমার এই চির-কৌমার্য্যের জন্য যেমন তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, তেমন হে ভীরু ক্ষীণজীবী সমাজের দাস, তোমার কাপুরুষতার জন্য তোমাকে আন্তরিক ঘৃণা করি। তবুও তবুও বুঝি নির্ম্মম পুরুষ, বুঝি মরাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি—পারিনি, শুধু আমার সন্তানের জন্য

বেণী। সন্তান।—তোমার সন্তান।

দয়া। হাঁ সন্তান। চন্দ্রবাবুর কন্যা এই অভাগিনী ধর্ষিতা কুমারীর কন্যা। কে সে জান?—সে এই—এই বিজলী—

বেণী। ওঃ—(দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল)

দয়া। আমি দেবতার আশ্রয় পেলাম। গৌরীদাসবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবে গেলেন। বিজলীর জন্ম হ'লেই তিনি তাকে নিজের কন্যা পরিচয়ে প্রতিপালন করেন। পাছে কোনও অনবধান মুহূর্ত্তে আমার মুখ থেকে বিজলীর পরিচয় প্রকাশ হ'য়ে পড়ে তাই তাঁরই উপদেশ মত বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও এই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর আমি মূক। কিন্তু আজ ভাই-বোনে বিয়ে হ'তে যাচ্ছে দেখে আমি সেই স্বর্গগত মহামানবের আদেশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারলাম না।

নির্ম্মল। (নেপথ্যে) বিজু—বিজুরাণী—

বিজলী। ঐ—ঐ—মা—ঐ—ঐ (দেয়ালে মুখ লুকাইল)

নির্ম্মল ও কেশব চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ

নির্ম্মল। এই যে। এ সব কি? এ কে বিজুন?

কেশব। দেখ্‌ছ' শরৎবাবু, তোমার উপরও চাল চাল্‌তে পারেন, এমন একজন দুনিয়ায় আছেন,—তিনি ভগবান্‌—

শরৎ। চোপরাও Rascal—(ঘুষি তুলিল)

নির্ম্মল। সাবধান শরৎবাবু—(অগ্রসর হইয়া হাত ধরিল)

বিজন। আহা—হা করছ' কি নির্ম্মল? ছেড়ে দাও,—ছিঃ, শরৎবাবু বিজলীর ভাই।

নির্ম্মল। বিজলীর ভাই! বিজলীর ভাই শরৎ!!

দয়া। হ্যাঁ বাবা। বিজলী চন্দ্রবাবুর কন্যা, এই অভাগিনীর গর্ভে ওর জন্ম

নির্ম্মল। সে কি! তবে- তবে—

বিজলী। নির্ম্মলবাবু! আমি আপনার বোন নই—আপনাদের কেউ নই—আপনাদের বংশেরও কেউ নই। আমি স্রোতের শৈবাল,—ভেসে যাচ্ছিলাম, এখানে আটকে গিয়েছিলাম, আবার ভেসে চল্লাম। আর এই—(রুদ্ধকণ্ঠে) এই আমার মা বিশ্বের উপেক্ষিতা সমাজের লাঞ্ছিতা—পাষণ্ডের অত্যাচারে জাতিচ্যুতা আমার ধর্ষিতা মা। আমরা—সমাজের আবর্জ্জনা—বিশ্বের—কলঙ্ক—

নির্ম্মল। তবে তোমাকে দাবী ক'রবো। অধিকার আমার আছে। (দয়াকে) দাও মা, তোমার এই উজ্জ্বল ললাটের কুঙ্কুম আমার অনাদৃত ললাটে—দিয়ে টীকা পরাই। ব্যর্থ জীবন আমার ধন্য কর জননি—!

সেই সময় শঙ্খনাদ শ্রুত হইল—ঐকতান বাজিয়া উঠিল

যবনিকা

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৩৩, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।